বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯	সংখ্যা-০৫	মে ২০২৬

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬৮
শ্রম বাজার	৬৯ - ৮৮
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৮৯ - ১০৮
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০৯ - ১২০
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২১ - ১৩১
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১৩২ -১৩৩

যুগান্তর | শুক্রবার ১ মে ২০২৬
১৮ বৈশাখ ১৪৩৩

এখনো হাড়ভাঙা খাটুনিতেই মেলে শ্রমিকদের রুটি-রুজি। বৃহস্পতিবার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী কেরানীগঞ্জ থেকে তোলা যুগান্তর

৯৬ খাতে ন্যূনতম মজুরি নেই

উন্নয়নের আড়ালে শ্রমিকের বঞ্চনা

মনির হোসেন ও সাদ্দাম হোসেন ইমরান

স্বাধীনতার ৫৫ বছরে দেশের অর্থনীতি বহুদূর এগিয়েছে। কিন্তু অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি শ্রমিক আজও চরম সংকটে। কম মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি; সেই সঙ্গে দানবীয় রূপ ধারণ করেছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। ৯৬টি খাতে এখনো ন্যূনতম মজুরি নেই। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আশঙ্কা—ইরান যুদ্ধসহ নানা কারণে আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। সবকিছু মিলে যুদ্ধ ও মূল্যস্ফীতির দ্বিমুখী চাপে শ্রমিক। কিন্তু এসব সমস্যা নিরসন এবং আগামী দিনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় শ্রমিকবান্ধব কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। প্রতিবছর মে দিবস এলেই শ্রমিকদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। এরপর সবাই ভুলে যায়। তবে মালিকপক্ষ বলছেন, শ্রমিকদের কল্যাণকে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। রপ্তানি আয়ের দশমিক শূন্য তিন শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে দীর্ঘদিন ধরে দুটি বিষয়কে গর্বের সঙ্গে প্রচার করে আসছেন নীতিনির্ধারকরা। এর একটি হলো—দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যটি সস্তা শ্রম। অর্থাৎ অর্থনীতি শক্তিশালী হলেও শ্রমিকরা এর সুবিধা কম পাচ্ছেন। দেশের অর্থনীতির তিন চালিকাশক্তি হচ্ছে-কৃষি, গার্মেন্ট ও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। সস্তা শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এ খাতগুলোকেই অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। তিন খাতের সঙ্গেই শ্রমিকদের সম্পর্ক বেশি। অর্থাৎ শ্রমিকরাই অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছেন। জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুদ্ধ ও মূল্যস্ফীতির দ্বিমুখী চাপে শ্রমিক

কম মজুরি, নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও বৈষম্য বড় সমস্যা

আজ মহান মে দিবস

বিশেষ প্রতিনিধি

মহান মে দিবস আজ। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের স্বীকৃতির দিন। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর ১ মে সারা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রতিবছর দিবসটি উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকে। তবে এ বছর শুক্রবারে মে দিবস হওয়ায় আলাদা করে ছুটির প্রয়োজন হচ্ছে না। এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য—'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত, আসবে এবার নবপ্রভাত।'

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বলেছেন, 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শ্রমিকের অধিকার ও পেশাগত নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনায় দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত, আসবে এবার নবপ্রভাত' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষই যে কোনো দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আর অগ্রযাত্রার প্রধান অবলম্বন। শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমেই গড়ে ওঠে শিল্প, কৃষি, অবকাঠামো ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি। সুতরাং তাদের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানতম অঙ্গীকার। তিনি বলেন, শ্রমবান্ধব নীতি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং কল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিশ্বাস করতেন শ্রমিকের দুটো হাত রাষ্ট্র এবং সমাজের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের চাবিকাঠি। শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই শহীদ জিয়া নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার প্রবর্তিত নীতি ও সংস্কার শ্রমিক কল্যাণের ভিতকে শক্তিশালী করেছে। বিদেশে,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

উন্নয়নের আড়ালে শ্রমিকের বঞ্চনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, অর্থনীতির যে হিসাব ছিল, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সবকিছুই পালটে দিয়েছে। শ্রমিকদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। তার মতে, দেশের অর্থনীতির মূল শক্তি হলো বেশির ভাগ মানুষ কর্মক্ষম। এদের মজুরিও প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কম। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। জনশক্তি এখনো সম্পদে পরিণত হয়নি। ফলে শ্রমিকদের যে সম্ভাবনা আছে, তা কাজে লাগানো যায়নি।

শ্রম আইন ২০০৬ সালের ২(৬৫) ধারায় বলা হয়েছে, শ্রমিক হলো ওই ব্যক্তি, যিনি তার চাকরির শর্ত পালন করে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি কাজে নিযুক্ত। এছাড়া ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজে নিয়োজিতদেরও শ্রমিক বলা যাবে। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী মূলত শ্রমিকদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) খাত যেমন: দোকানপাট, ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কৃষিকাজ ইত্যাদি। আর আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) ক্ষেত্র হলো-সরকারি অফিস-আদালত, বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিয়োজিত শ্রমিক। আর এই হিসাবে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিই শ্রমিক। প্রতি বছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছেন। শ্রমিকের ওপর ভর করেই শক্তিশালী হচ্ছে অর্থনীতি। কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্য বদলায় না।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক কাজী মো. রুহুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও দেশে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা হয়নি। শ্রমিকদের ১৪২টি খাতের মধ্যে মাত্র ৪৬টি খাত মজুরি বোর্ডের আওতায় আছে। আবার যেগুলো মজুরি বোর্ডের আওতায় আছে, তার মধ্যে ৩০টি খাতে গত ১০ বছরে মজুরি পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা এবং তাদের আবাসন ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা জরুরি। শ্রম আইন থেকে আইএলও কনভেনশন পরিপন্থি ধারা বাতিল এবং বন্ধ কারখানা খুলে দিতে হবে।

বাংলাদেশ নিটপণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, শ্রমিকরা পোশাক শিল্পের প্রাণ। তাদের শ্রমে-ঘামে এ শিল্প বিশ্ব বাজারে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ফলে কীভাবে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করা যায়, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। যেমন-নারায়ণগঞ্জে হেলথ সেন্টার করা হয়েছে। এ সেন্টার থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০ জন শ্রমিক বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে মালিকপক্ষ নিজ উদ্যোগে ও শ্রমিককল্যাণ তহবিল থেকে অর্থ সহায়তার সুপারিশ করে থাকেন। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার রয়েছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শ্রমিকরা উচ্চতর পদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

সরকারি তথ্য বলছে, বর্তমানে দেশে বেকার প্রায় ২৭ লাখ। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে বেকারের সংখ্যা সাড়ে চার কোটি। এটি ক্রমেই বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান যুদ্ধ অর্থনীতির হিসাব পালটে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৪ শতাংশ। এই হিসাবে এখন দেশে তিন কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। ২০২৫ সালে নতুন করে প্রায় ১৪ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে। সংস্থাটি বলছে—২০২৬ সালে আরও ১২ লাখ মানুষ দরিদ্র হবে। এদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের শ্রমিক।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুসারে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। আর মানুষের মজুরি বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ০৯ শতাংশে। অর্থাৎ পণ্যমূল্য যেভাবে বাড়ছে, মানুষের আয় সেভাবে বাড়ছে না। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ইরান যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি ৪ বিলিয়ন ডলার। প্রতি ডলার ১২৩ টাকা হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩ দশমিক ৮ শতাংশে। এরপর চলতি অর্থবছরে সাড়ে ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু গত জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছিল প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে। ইরান যুদ্ধের কারণে সেটি আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ৮ এপ্রিল প্রকাশিত পূর্বাভাসে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ইরান যুদ্ধ অর্থনীতির সব খাতেই প্রভাব ফেলেছে। শ্রমিকের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা অনুসারে, দেশের মোট শ্রমিকের ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। খাতগুলোতে শ্রমিকের জন্য কোনো আইনি সুরক্ষাও নেই। সংস্থাটির তথ্য অনুসারে প্রতি বছর ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক মিলিয়ে ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়—প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৫৮টি পেশায় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে। প্রতিবেদনে শ্রমিকদের কল্যাণে ২৫টি সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানো এবং খাতভিত্তিক মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন। বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, বর্তমানে দেশে মোট শ্রমশক্তি সাত কোটি ৩৫ লাখ। কর্মসংস্থানের বাইরে রয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা চার কোটি ৭০ লাখ।

চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ৬২ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে সেবা খাতের অবদান ৫৬ শতাংশ, শিল্পের ৩৩ এবং কৃষি খাতের ১৩ শতাংশ। আবার জিডিপির সঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স যোগ করলে হয় জাতীয় আয়। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু আয় দুই হাজার ৭৮৪ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে যা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে পড়ে। অর্থনীতির এ অর্জনের পেছনে শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের গেজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি খাত থেকে আরেকটি খাতের মজুরির বিশাল পার্থক্য। কোনো খাতের মজুরি দুই হাজার টাকা, আবার কোনো খাতে ১৬ হাজার টাকার বেশি। তৈরি পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, সব শিল্প মালিকই চান শ্রমিকরা ভালো থাকুক। মালিকরা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। হয়তো আর্থিক সক্ষমতার কারণে সব সময় তা সম্ভব হয় না। এদিকে, শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে গত এক দশকে আট হাজার ২৯৮ জন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। যাদের অধিকাংশই যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাননি। রিপোর্টে আরও বলা হয়, বর্তমানে দেশে আয়বৈষম্য ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালের জরিপ অনুসারে দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় মোট জাতীয় আয়ের ৪৪ শতাংশ। ওই রিপোর্ট বলছে, দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে ধনী ৩০ শতাংশ মানুষের হাতে। কিন্তু শ্রমিক বঞ্চিত।

আজ মহান মে দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজার তৈরি করেছিলেন তিনি। সেই প্রবাসী শ্রমিকরা বর্তমানে দেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি।

১৮৮৬ সালের এ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওই সময়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের ওপর অজ্ঞাতনামা কেউ বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। এতে ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হন। ওই দিন তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় আরও পরে। ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ সালে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৮৯৪ সালে মে দিবসে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় ১০০ বছর পর ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে বিশ্বজুড়ে সব শ্রমিক সংগঠন ১ মে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার' সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে সারা বিশ্বে দিনটি 'মে দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

মে দিবস উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, র‌্যালি, সমাবেশ এবং আলোচনা সভা অন্যতম।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আজ বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেছে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান উপস্থিত থাকবেন। জুমার নামাজ শেষে এই সমাবেশ শুরু হবে। এছাড়াও সারা দেশে বিএনপি ও তাদের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও নানা কর্মসূচি নিয়েছে। জামায়াতপন্থি শ্রমিক সংগঠনসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন আজ পৃথকভাবে সমাবেশ করবে। জামায়াতে ইসলামপন্থি সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নানা কর্মসূচি পালন করবে। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো সম্প্রচার করছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১ মে ২০২৬, ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

আমারও তো রয়েছে দায় পেটের পিঠের

এন এন তরুণ

কবি রফিক আজাদ রচিত সীমিত জলে, সীমিত সবুজে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতাটি কালের দেয়ালে লেখা আছে গভীর কালো অক্ষরে। এমন দ্রোহের কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই কবিতা তিনি লিখেছিলেন ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকটের পটভূমিতে। আবার আশির দশকে নিজেই চরম অর্থসংকটে পড়ে লিখেছিলেন নিচের কবিতাটি :

'জানি, আপনার জুতা জোড়া, অতটা চকচকে হবে না আমার হাতে/ আপনার কাপড়গুলো অতটা পরিষ্কার হবে না আমি কাচলে/ তবুও / আমরাও তো চাই একটা কাজ, আমারও তো রয়েছে দায় পেটের পিঠের !/ হুজুর মা-বাপ, এই শুয়োরের বাচ্চার জন্য কি একটা কাজ জোগাড় হবে না?'

বেকারত্ব ও নিম্ন মজুরি এবং এ থেকে সৃষ্ট হাহাকার প্রতিধ্বনিত এ কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তিতে। পঙ্ক্তিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়, বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প কতটা শূন্যগর্ভ, কতটা ক্ষণভঙ্গুর, যা টেকসই উন্নয়ন থেকে যোজন যোজন দূরে।

আশির দশক থেকেই বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি পোশাকশিল্প। পোশাকশিল্প বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি চিন্তাই করা যায় না, অথচ বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের বেতন পোশাক রপ্তানিকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় সবার নিচে। পাকিস্তানেও পোশাকশ্রমিকদের বেতন বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এমনকি মিয়ানমারও তার শ্রমিকদের আমাদের চেয়ে বেশি বেতন দেয়। অথচ বাংলাদেশের জিডিপিতে পোশাকশ্রমিকদের অবদান অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি।

জীবনের শেষ দিকে, রবীন্দ্রনাথ একসময় উপলব্ধি করলেন, যাঁদের শ্রমে এই জগৎ-সংসার চলছে, তাঁদের জন্য কিছুই লেখা হয়নি, তাঁর সাহিত্যে সেই শ্রমজীবী মানুষেরই কোনো স্থান হয়নি। এ জন্য তিনি গভীর বেদনা অনুভব করলেন। ১৯৪১ সালে 'জন্মদিনে' কবিতায় তিনি লিখলেন :

'চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,/ তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল।'

একই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন এবং এমন একজন কবির আবির্ভাব কামনা করেন, যিনি তাঁর কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাথা রচনা করবেন। তিনি লিখেছেন :

'আমার কবিতা, জানি আমি,/ গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী/.../ যে আছে মাটির কাছাকাছি/ সে কবির-বাণী-লাগি কান পেতে আছি।'

যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সাল থেকেই কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের ভাগ্য ফেরানোর জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। বাংলা ১৩০০ সালে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়ও তিনি 'দরিদ্রের ভগবানের' মুক্তি আবাহন করেন।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনদর্শনই ছিল সাম্যে স্থিত। পরিভাষার অর্থেই তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। প্রথম জীবনেই তিনি লিখেছেন, 'কুলি বলে বাবু সা'ব তাঁরে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!/...এমন ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?' বাঙালি সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষের অবজ্ঞা দূর হয়নি।

শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত তাঁদের বাড়িতে গৃহকর্মী রাখেন, যাদের তাঁরা নাম দিয়েছেন কাজের মেয়ে বা কাজের ছেলে। 'কাজের ছেলে-মেয়ে' নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাঙালি সমাজের সহস্র বছরের অবজ্ঞার নিদর্শন। অধিকাংশ গৃহস্থই তাঁদের খেতে দেন উচ্ছিষ্ট খাবার অথবা আলাদাভাবে

শ্রমিকের অধিকার ও সুরক্ষা এখনো আমাদের সমাজে অধরা রয়ে গেছে। ফাইল ছবি

রান্না করা মোটা চালের ভাত, শুতে দেন ঘরের মেঝেতে। শুধু রাতে ঘুমানোর সময়টুকু ছাড়া সে সারা দিন কাজ করে। অতএব তার বেতন হওয়ার কথা প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টার সমান। অথচ সে মাসে বেতন পায় ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা। এমন শ্রম-শোষণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না, আমার জানা নেই। 'কাজের ছেলে-মেয়েদের' টেলিভিশন দেখার সুযোগ হলেও সোফায় বসার অনুমতি তাদের নেই। গাড়ির চালককেও খেতে হয় ড্রয়িংরুমের মাটিতে বসে।

বাঙালি সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এ হলো সামন্তীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সেকেলে ও অনাধুনিক। সামন্তীয় ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে ঠিকই, সামন্তীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি মোটেই। সনাতন ধর্মে যাঁদের পৌরোহিত্যের অধিকার আছে, তাঁদেরই সাধারণত ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে সব 'উঁচু শ্রেণির' মানুষই নিজেদের ব্রাহ্মণ ভাবেন। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান যে বাঙালিকে যে এতটা দাবিয়ে রেখেছিল, তার কারণও ছিল ওই ক্ষমতাসীন 'ব্রাহ্মণদের' অহংকার। বাঙালিকে তারা মনে করত 'খর্বকায়, শীর্ণ, কালো, গরিব ও মিসকিন'।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি কলিযুগকে বলেছিলেন শূদ্র জাগরণের যুগ। শূদ্র জাগরণের যুগ বলতে তিনি আসলে শ্রমিকশ্রেণির শাসনকেই বুঝিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্যবাদকে বলেছিলেন ঘোরতর অন্যায় ও অন্যায্য। তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ চলতে থাকলে এই সমাজ টিকবে না।

বিশ্বকবির এই সতর্কবার্তা কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারেনি তাঁর নিজ দেশে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উচ্চ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বিপ্লব ঘটেছিল ইউরোপে, আমেরিকায়। দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে সপ্তাহে সাত দিন কাজ করার বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কিন মুলুকের শ্রমিকজীবী মানুষ। প্রতিবাদে রাজপথে নেমে এসেছিলেন অসংখ্য শ্রমিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালেই প্রতিবাদের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে ১৮৮৬-এর কুখ্যাত হে মার্কেটের দাঙ্গায় নিহত হন বেশ কিছু শ্রমিক। রক্তের বিনিময়ে অবশেষে একদিন প্রতিষ্ঠিত হলো দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, সপ্তাহে পাঁচ দিন।

শ্রমিকের ভাগ্য ফিরেছে কি ফেরেনি, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না। শ্রমের মর্যাদা একটা মনোজাগতিক বিষয় এবং সামন্তীয় দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

* **এন এন তরুণ** অর্থনীতির অধ্যাপক, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ
nntarun@gmail.com

** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১ মে ২০২৬, ১৮ বৈশাখ

মহান মে দিবস

মূল্যস্ফীতির ধাক্কা থেকে শ্রমিক সুরক্ষা জরুরি

মহান মে দিবস আজ। শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকেরা আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। সেই আত্মদানের পথ ধরেই পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ ন্যায্য মজুরি, মানবিক আচরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের শ্রমিকেরাও এর বাইরে নন। নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবির পাশাপাশি এ দেশের শ্রমিকেরা প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।'

অথচ স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও অধিকার প্রাপ্তির দিক থেকে শ্রমিকেরা সবচেয়ে বঞ্চিত বর্গ। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন করতে গিয়ে শ্রমিকদের দমন-পীড়ন ও হত্যার শিকার হতে হয়েছে। আগের সরকারগুলোর ভুল নীতির কারণে কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় গত দুই বছরে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। এবারে এমন এক সময়ে মে দিবস পালিত হচ্ছে, যখন ইরান যুদ্ধের অভিঘাত দেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকায় বড় আঘাত আসার শঙ্কা তৈরি করেছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় মূল্যস্ফীতির নতুন ধাক্কা দেশের শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রায় আরও বড় চাপ তৈরি করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, তার পেছনে শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। সরকার ও মালিকেরা যদি এই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে চান, তাহলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ঠকিয়ে কোনো শিল্প এগোতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা কী? দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ খাতের শ্রমিকেরা চরমভাবে বঞ্চিত। দিনরাত পরিশ্রম করেও অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তো দূরে থাক, প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় পোশাক খাত, চা খাতসহ বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা কম।

এ বাস্তবতায় সরকারকে অবশ্যই মূল্যস্ফীতির অভিঘাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে তাঁদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। আপৎকালে টিকে থাকার জন্য শ্রমজীবী-অধ্যুষিত অঞ্চলে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রিসহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাড়াতে হবে।

রূঢ় বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে ৮৫ শতাংশের বেশি শ্রমজীবী অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত রয়েছেন। ফলে আইনগত অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা তো দূরে থাক, নিয়মিত কাজ ও মজুরির নিশ্চয়তা তাঁদের নেই। এ ছাড়া প্রযুক্তির বিকাশে নতুন যে শ্রমিকশ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরাও আইনি ও শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রশ্ন তুলে চলেছে। শ্রম অধিকারচর্চা, শ্রমিকদের ওপর হামলা-নির্যাতন বন্ধসহ শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে তারা।

এ বাস্তবতায় অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম খাত সংস্কারে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের সুপারিশের মধ্যে শ্রমিকস্বার্থের অনেক ধারা কাটছাঁট করে শ্রম অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বর্তমান সংসদে সেখান থেকে কাটছাঁট করে অধ্যাদেশটি বিল আকারে পাস করা হয়েছে। সংশোধিত বিলে ইউনিয়নের সংখ্যা কমানো এবং শ্রমিকের সংজ্ঞা সংকুচিত করার মতো সিদ্ধান্তগুলো শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। জাতীয় সংসদে ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিনিধি না থাকায় এটা হতে পেরেছে বলেই আমরা মনে করি।

বাংলাদেশে মে দিবস পালন তখনই সার্থক হবে, যখন শ্রমিকদের সব ধরনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখা যাবে। শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, আর শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে।

শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হোক।

শুক্রবার ১ মে ২০২৬
১৮ বৈশাখ ১৪৩৩
যুগান্তর

পাথর ভাঙার শব্দেই কাটে দিনমজুরদের জীবন

এমএ হাকাম হীরা, *নালিতাবাড়ী (শেরপুর)*

শ্রমিক অধিকার ও ন্যায্য মজুরি আদায়ের প্রত্যয়ে প্রতি বছর পালিত হয় মে দিবস। এদিন শ্রমিকদের সম্মানে থাকে সরকারি ছুটি, আয়োজন হয় নানা কর্মসূচির। তবে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বহু শ্রমিকের কাছে এই দিবসের কোনো আলাদা গুরুত্ব নেই। তাদের কাছে প্রতিটি দিনই জীবিকার লড়াই—কাজ করলে আয়, না করলে অনাহার। নালিতাবাড়ীর নাকুগাঁও স্থলবন্দরে সরেজমিন দেখা যায়, ভারত ও ভুটান থেকে আসা পাথর ভর্তি ট্রাক আনলোড করতে ব্যস্ত শ্রমিকরা। তীব্র গরম ও খরার মধ্যেই পুরুষ শ্রমিকরা বড় বড় পাথর ট্রাক থেকে নামাচ্ছেন, হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ছোট করছেন। অন্যদিকে নারী শ্রমিকরা মাথায় ঝুড়ি তুলে পাথর বহন করে ক্রাশিং মেশিনে দিচ্ছেন। ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে নেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্য সুবিধা।

চারআলী গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী (৫০) প্রায় ২০ বছর ধরে পাথর শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। কাজ করতে গিয়ে পাথরের আঘাতে হারিয়েছেন বাম চোখ। তবুও থেমে নেই জীবনযুদ্ধ। তিনি জানান, প্রতিদিন ১০০-১২০ সিএফটি পাথর ভেঙে ৫০০-৬০০ টাকা আয় করেন। এই সামান্য আয়ে স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে হয়। মে দিবস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কোনো দিবস নেই। কাজ না করলে টাকা পাই না, সংসার চলে না। নাকুগাঁওয়ের স্বামী পরিত্যক্তা শ্রমিক কুলসুমের কথাতেও উঠে আসে একই বাস্তবতা। তিনি বলেন, শ্রমিক দিবস বুঝলে কী হইবো? একদিন কাজ না করলে পরের দিন না

মে দিবসেও ছুটি নেই

খাইয়া থাকতে অইবো। কৃষি শ্রমিক ইসমাঈল হোসেনও বলেন, আমাগো সব দিনই এক। যত কাজ করব, তত আয় করব। এদিকে শহীদুল নামে এক শ্রমিক জানান, মে দিবস সম্পর্কে না জানলেও শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। তবে এ আয়োজনেও অংশ নেওয়ার সুযোগ সবার থাকে না। নাকুগাঁও আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান মুকুল বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত না হলে মে দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য পূর্ণতা পায় না। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ আনন্দে যুক্ত করতে হলে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ জরুরি। মে দিবসের এই বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়—শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত এ দিবসের মূল লক্ষ্য।

শুক্রবার
১ মে ২০২৬ ● ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩
যুগান্তর

প্রবাসে ৫ মাসে চাঁদপুরের অর্ধশত শ্রমিকের মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গত পাঁচ মাসে কর্মরত চাঁদপুরের প্রায় অর্ধশত শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রবাসে একেকটি মৃত্যু মানে শতস্বপ্ন অঙ্কুরেই ঝরে পড়া। এ মৃত্যু স্বজন হারায় না, হারায় জীবন ধারণের উপায় কিংবা একমাত্র অবলম্বন। এতে নেমে আসে একটি পরিবারে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। তারপর লাশ আনা নিয়ে চলে দীর্ঘ অপেক্ষা। আছে দালাল হয়রানি। এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরকারি পদক্ষেপ অনুসরণের পরামর্শ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের। ছোট্ট তিন কন্যা সন্তান নিয়ে অথৈ পাথারে ২৩ বছরের জান্নাত। চোখে এক অনিশ্চিত অনিরাপদ ভবিষ্যতের শঙ্কা। ২৯ মার্চ ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান স্বামী কাউছার হোসেন। মৃত বাবার মুখ সন্তানদের দেখানোর চেষ্টা শুরু করেন জান্নাত। তারপর এক নিকটাত্মীয়কে ধার-কর্জ করে দেন ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। নিহত কাউছারের ছোট ভাই বলেন, আমাদের পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকে ধারদেনা করে টাকা দেওয়া হয়েছে। ঋণের বোঝা পরিশোধ করব কিভাবে জানি না। তিন ভাতিজিকে নিয়ে এমনিতেই ভাবি অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। সৌদিতে ফরিদগঞ্জের সোহেলের মৃত্যু আরও ভয়ংকর। সিসিটিভির ফুটেজ দেখলে ধারণা করা যায়, এটি দুর্ঘটনা নয় যেন নিতান্তই খুন। তাও তিন সন্তান নিয়ে অনিশ্চয়তায় তার পরিবার। জানেন না লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া। স্বজন ও প্রতিবেশীরা চাইলেন সহযোগিতা। গেল কয়েকদিনে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সদরের মো. বাবলু ভুঁইয়া, সাংবাদিকপুত্র মো. আলমাছ সরদার ফরিদ কিংবা অন্য কেউ। এভাবে গত ৫ মাসে অন্তত ৫০ জন চাঁদপুরের শ্রমিক মারা গেছেন প্রবাসে। যারা শুধু পরিবারের সুখের আশায় জীবন উৎসর্গ করলেন। যদিও তাদের মৃত্যুর দালিলিক বৈধতা মিললে প্রতি পরিবার সরকারের তরফ থেকে পাবে ৩ লাখ টাকা অর্থ সহায়তা। অথচ টাকার অংকটা হতে পারে ১০ লাখ। যা দিয়ে একটি পরিবার কিছুটা হলেও আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে।

চাঁদপুর কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সফিকুর রহমান বলেন, প্রবাসে যদি দুর্ঘটনায় কেউ মারা যান, তবে তার লাশ সরকারিভাবে দেশের আনার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করলে বিষয়টি সহজ হয়। যদিও বৈধ প্রক্রিয়া বা অনেকেই ইন্স্যুরেন্স করেন না। ইন্স্যুরেন্স না করলে এ সহায়তা পায় না মৃত প্রবাসীর পরিবার। তবে এক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড করা হবে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক আহমেদ জিয়াউর রহমান। তিনি বলেন, ইন্স্যুরেন্স করলে মৃতের পরিবার বড় ধরনের সুবিধা পেতে পারে। যা অনেক প্রবাসীর অজানা। এক্ষেত্রে প্রবাসে যেতে আগ্রহীদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করা হবে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে চাঁদপুরের প্রায় ৫ লাখ মানুষ প্রবাসে থাকেন। যাদের পাঠানো রেমিট্যান্সেই সচল থাকে চাঁদপুরের অর্থনীতি।

শুক্রবার
১ মে ২০২৬

দৈনিক ইত্তেফাক

ভালো নেই শ্রমিকরা

— ছবি : সোহেল রেজা

মহান মে দিবস আজ

ভালো নেই শ্রমিকরা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নিম্ন মজুরি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং অনিরাপদ কর্মপরিবেশ

পোশাকশিল্পে ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক ১৩ হাজার টাকার কম বেতনে কাজ করছেন, যা জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত কম

■ মেহেদী হাসান

আজ মহান মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের রক্তঝরা দিন। এই দিনের সূচনা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে স্বীকৃত। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নিম্ন মজুরি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং অনিরাপদ কর্মপরিবেশের কারণে বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের ভাগ্যবদলের চাকা দীর্ঘদিন ধরে সামনে এগোতে চায় না। পোশাক শিল্পে ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক ১৩ হাজার টাকার কম বেতনে কাজ করছেন, যা জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ১ কোটি ৬ লাখ দিনমজুরের কাজ ও ভালো মজুরির নিশ্চয়তা নেই। এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছেন নির্মাণশ্রমিক, জাহাজভাঙা শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, মাটিকাটা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, রিকশা শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, জেলে বা মৎস্য শ্রমিক ও কারখানার শ্রমিক। তারা মূলত খোলা আকাশের নিচে কাজ করেন এবং তাপপ্রবাহের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছেন। বিশ্লেষকদের মতে, 'দেশের শ্রমজীবীরা খুব একটা ভালো নেই।' আজ দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হবে।

১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকেরা কাজের সময়সীমা ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে আট ঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের উন্নত পরিবেশ, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সেদিন দাবি আদায়ের জন্য পথে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু বিক্ষোভ দমনে সেদিন বর্বর কায়দা অবলম্বন করা হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ১১ জন তরতাজা শ্রমিক। তাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবি মেনে নেওয়া হয়। সেই থেকে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসাবে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বাংলাদেশেও প্রতিবছর মে দিবস পালিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি পালনে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন সড়কদ্বীপ ব্যানার-ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে। শ্রমিকের অধিকার ও পেশাগত নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনায় মহান মে দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত; আসবে এবার নব প্রভাত'।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী: মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার 'এক গৌরবোজ্জ্বল দিন' বলে মন্তব্য করে বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গের ইতিহাস স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'তাদের সেই আত্মত্যাগ শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজও আমাদের প্রেরণা ও শক্তি জোগায়।' তিনি বলেন, 'শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণে যুগান্তকারী নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে বাণীতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারেক রহমান। তিনি শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রমজীবী মানুষই একটি দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার প্রধান চালিকাশক্তি। শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমেই শিল্প, কৃষি, অবকাঠামো ও অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সরকারের অঙ্গীকার। তিনি বলেন, শ্রমবান্ধব নীতি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং কল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণ করে বলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমিকের দুটো হাত রাষ্ট্র ও সমাজের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের চাবিকাঠি।

কর্মজীবী নারীর বর্তমান চিত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের নারী শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ এখনো কৃষি ও গৃহভিত্তিক কাজে যুক্ত। কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ ৭৪ দশমিক ১ ভাগ আর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এই হার ৯৬ দশমিক ৬ ভাগ। তুলনামূলকভাবে শিল্প খাতে মাত্র ৮ দশমিক ৭ ভাগ এবং সেবা খাতে ১৭ দশমিক ২ ভাগ নারী কর্মরত। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের ডেটা অনুযায়ী, ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৪৩ দশমিক ৭ ভাগ, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা ৮১ দশমিক ১ ভাগ। এই বৈষম্যমূলক পরিসংখ্যান প্রমাণ করে-যদিও নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ বাড়ছে কিন্তু বাস্তব চিত্র এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। বিশেষত গ্রামীণ ও অশিক্ষিত নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন কর্মপরিবেশ গড়ে ওঠেনি।

কর্মসূচি: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে আজ শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল ৩টায় রাজধানীর পল্টনস্থ বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শ্রমজীবী, কর্মজীবী শ্রমিক, মজুর, কর্মচারী, মেহনতি মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং তাদের মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ও সংহতি জ্ঞাপন করেছে। মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, গভীর শ্রদ্ধা ও সংহতি জানিয়েছে জাতীয় পার্টি (জাপা)।

শুক্রবার ॥ ১ মে ২০২৬ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্বায়ন বনাম মেহনতি মানুষের অধিকার

ফাইজুস সালেহীন

শ্রম ও শ্রমের মর্যাদা এবং প্রাসঙ্গিকতা চিরকালীন। বছর ঘুরে মে দিবস এলে আমাদের চেতনায় শ্রমভাবনা নতুন জীবন পায়। এই আনুষ্ঠানিকতা অপ্রয়োজনীয় নয়। মে দিবস শুধু একটি স্মরণ দিবস নয়; এটি আধুনিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদ ও বিশ্বপল্লি বা গ্লোবালাইজেশনের সম্পর্ক বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ জানালা। উনিশ শতকের শেষ ভাগে শিল্পবিপ্লব-উত্তর বিশ্বে শ্রমিকদের অবস্থান ছিল প্রতিকারহীন অসহায়ত্ব। অনির্ধারিত কর্মঘণ্টা, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং অপ্রতুল মজুরি ছিল সেই সময়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা। এই অসহনীয় বাস্তবতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তারই প্রতীক ১ মে-মে দিবস।

১৮৮৬ সালের ১ মে, শিকাগোর লক্ষাধিক শ্রমিক আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে ধর্মঘটে গেলে চার দিনের মাথায় হে মার্কেটে পুলিশের গুলিতে বিদীর্ণ হয় মেহনতি শ্রমিকের বক্ষ। রচিত হয় ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। এখন থেকে ১৪০ বছর আগে যে পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার একটি শহরে রক্তের অক্ষরে মেহনতি মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয়েছিল, আজকের দিনে সেই বাস্তবতার কী ধরনের পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটেছে, সেটা গভীর এক চিন্তার বিষয়।

৫০-৬০ বছর আগে শ্রমিকের সমস্যা এবং বর্তমানের সমস্যা একরকম নয়। বিশ্বজুড়ে শ্রমের চাহিদা বেড়েছে। শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে। বৈচিত্র্য এসেছে কর্মজগতের। কর্মসংস্থানের বহুমুখী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আশি-নব্বই দশকে বিশ্বায়নের ধারণা বাস্তব রূপ পেতে শুরু করলে শ্রম-বিশ্বায়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক শ্রমের বাজারে প্রথাগত মাসোহারাভিত্তিক শ্রম কেনাবেচার বাইরে প্রসার ঘটে গিগ-ইকোনমির। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি একটি মাত্র কাজের ওপর নির্ভর না করে বিবিধ কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। যখন যে কাজ সুবিধাজনক মনে করছেন সেটাই করে 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' মোচন করে চলেছেন। এই শ্রেণির শ্রমিকের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। তাঁদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই।

তাঁরা সময় ও সুযোগের ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের ধরাবাঁধা কোনো আয়ও নেই। এঁদের কেউ কেউ খুব ভালো জীবনযাপন করেন, কেউ কেউ কষ্টেসৃষ্টে চলেন।

সরকারি চাকরিতেও একালে অনেক ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তা নেই। বেসরকারি খাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তার প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। শ্রমশোষণ-সহায়ক পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের তত্ত্ব। এতে নাকি সরকারের অনেক টাকা বাঁচে, বাণিজ্য ফুলেফেঁপে ওঠারও সম্ভাবনা। একই কাজ করা সত্ত্বেও একজন নিয়মিত কর্মচারী যে বেতনভাতা পান, একজন আউটসোর্সের কর্মচারী তার চেয়ে অনেক কম পান। ঈদ-পার্বণে তাঁর (আউটসোর্সকর্মীর) কোনো ভাতা নেই। বছর শেষে কোনো ইনক্রিমেন্টও নেই। ওই কর্মচারী কাজ করেন সরকারের, সামান্য যা বেতন পান; তা-ও সরকারই দেয়। মাঝখান থেকে লাভ খান ঠিকাদার। এটা হচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের টাকা লোপাটের একটি নিকৃষ্ট পন্থা। একই পন্থায় এই লোপাটকারীরা বিভিন্ন কোম্পানির কর্মীদের প্রকৃত মজুরিতেও ভাগ বসান। এঁরা বিভিন্ন কোম্পানিতে সস্তায় কর্মী সরবরাহ করেন। ততোধিক সস্তায় কর্মী নিয়োগ করেন।

এগুলো হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে শ্রমশোষণের সামান্য কিছু নমুনা। বিশ্বায়নের এই যুগে স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহের শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষ বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারে যে বৈষম্য, বিড়ম্বনা, শোষণ ও জুলুমের শিকার হয়ে চলেছেন তা-ও সভ্যতার নামে এক নির্দয় পরিহাস বৈ কিছু নয়। এই জায়গাটায় আন্তর্জাতিক সমাজে কোনো রা নেই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কিংবা মানবাধিকার সংস্থা বলতে গেলে নীরব। গ্লোবালাইজেশনের সুবাদে বিশ্ববাণিজ্য আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগ সহজ হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সহজেই বিশ্বব্যাপী তাদের বাণিজ্যের প্রসার করে চলেছে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে কারখানা স্থানান্তর করতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু শ্রমশক্তির যাতায়াত এখনো অবাধ নয়।

যদি বাংলাদেশের কথাই বলি, তাহলে কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে কত পরিবার যে সর্বস্ব খুইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সত্য বটে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের প্রধান খাত এখন প্রবাসী শ্রমশক্তি। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মজীবী নারী ও পুরুষের সংখ্যার সঠিক

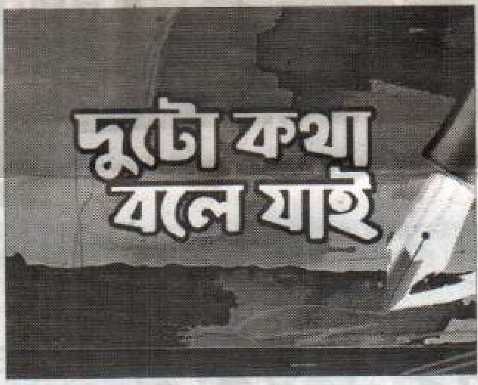

২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অভিবাসনপথে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ইউরোপগামী ভূমধ্যসাগর রুটে ৩০ হাজারের বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে ভূমধ্যসাগর হলো আধুনিক যুগের গণসলিল সমাধিক্ষেত্র

হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে অনুমান করা হয় গড়ে এক কোটিরও বেশি মানুষ বিদেশে রয়েছেন। তাঁরা ওই সব দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। এই প্রবাসী শ্রমশক্তির মাধ্যমে দেশে প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা এসে থাকে। দেশের অর্থনীতিতে এই আয় বড় ভূমিকা রাখছে। যেসব পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিদেশে আছেন, সেসব পরিবারের বেশির ভাগই এখন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। তাঁদের বাড়িঘরে জলুস এসেছে। অনেক পরিবার প্রবাসী স্বজনের পাঠানো টাকা বিনিয়োগ করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু যাঁরা বিদেশবিভুঁইয়ে আছেন, তাঁদের কত ভাগ মানসম্মত জীবনযাপন করছেন? সাধারণ কর্মীদের বেশির ভাগই বিদেশে কষ্টকর জীবনযাপন করেন। তাঁরা নানান রকম জুলুমের শিকার হন। তাঁরা যে মজুরি পান, তা-ও আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বছরের পর বছর স্বজনপরিজন ছেড়ে দূর প্রবাসে ও প্রতিকূল কর্মপরিবেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে মজুরি তাঁরা পান, তার বড় একটা অংশ দেশে পাঠিয়ে দেন পরিবারের জন্য। এই চিত্রটি হলো মন্দের ভালো। পাশাপাশি রয়েছে নিষ্ঠুর প্রতারণার ইতিবৃত্তান্ত। দেশে বা বিদেশে এই অতিমূল্যবান শ্রমজীবীদের কোথাও কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। যেসব দেশে তাঁরা যান সেসব দেশে তাঁদের না আছে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, না আছে কোনো বার্গেনিং এজেন্ট। অথচ যাঁরা জনশক্তি রপ্তানি করেন, তাঁরা সংঘবদ্ধ, তাঁদের সমিতি রয়েছে।

স্বপ্ন, প্রতারণা ও অসহায় মৃত্যুর আরেক বাস্তবতা হলো অবৈধপথে ইউরোপ যাত্রা। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার কর্মপ্রত্যাশী মানুষ সমুদ্রপথে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা শিকার হন অপঘাত মৃত্যুর। ইউরোপ-দক্ষিণ এশিয়ার বহু বেকার বা আধা বেকার যুবকের কাছে এখনো এক স্বপ্নের নাম। উন্নত জীবন, উচ্চ আয়ের চাকরি, সামাজিক নিরাপত্তা-সব মিলিয়ে যেন এক স্বর্গের হাতছানি। কিন্তু এই স্বপ্নের পেছনে যে অন্ধকার বাস্তবতা লুকিয়ে আছে, তা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অবৈধ পথে ইউরোপে যাওয়ার প্রবণতা আজ শুধু একটি অভিবাসন ইস্যু নয়; এটি এক নীরব মানবিক বিপর্যয়, যেখানে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে নতুন মৃত্যু, নতুন নিখোঁজের তালিকা। কিন্তু এই স্বপ্নের দরজায় প্রথম যে শক্তি কাজ করে, তাহলো দালাল চক্র। তারা ইউরোপকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন সেটি হাতের নাগালে। কয়েক লাখ টাকা দিলেই 'ব্যবস্থা' হয়ে যাবে, এই মিথ্যা আশ্বাসই অনেককে ঠেলে দেয় অজানা এক যাত্রায়।

২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অভিবাসনপথে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ইউরোপগামী ভূমধ্যসাগর রুটে ৩০ হাজারের বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে ভূমধ্যসাগর হলো আধুনিক যুগের গণসলিল সমাধিক্ষেত্র।

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া বা তুরস্ক থেকে যাত্রা শুরু করে যাঁরা ইউরোপের ইতালি বা গ্রিসে পৌঁছাতে চান, তাঁদের অনেকেই মাঝপথে হারিয়ে যান। কেউ ডুবে যান, কেউ ভেসে থাকেন দিনের পর দিন, কেউবা নিখোঁজ হয়ে যান চিরতরে।

অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীদের আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়, পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। কেউ কেউ বাধ্য হন শ্রমদাস হিসেবে কাজ করতে। এগুলো নিঃসন্দেহে শ্রমসংকট যা মে দিবস তথা শ্রমিকের অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দেশে ও বিদেশে শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের যে বহুমাত্রিক সমস্যা, তা বিশ্ব বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমসংকট, শ্রমবিরোধ এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নে ওই দেশের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভর করে সরকারের সদিচ্ছা ও দক্ষতার ওপর। কিন্তু বিশ্বায়নের এই যুগে সমস্যাটিকে অ্যাড্রেস করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে। বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার পথে জটিলতাগুলো কারা সৃষ্টি করছে? কর্মপ্রত্যাশী মানুষকে টার্গেট করে কারা ভিসা ও ওয়ার্কপারমিট বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে? এই প্রশ্নগুলো সামনে আনা দরকার। কর্মজীবী মানুষ যাঁরা বিদেশে গিয়ে কাজ করেন, তাঁরা বিদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যক্ষ অবদান রাখেন। বিষয়টি কোনোমতেই একপাক্ষিক স্বার্থের নয়। ধনাঢ্য মধ্যপ্রাচ্য কিংবা উন্নত ইউরোপ-আমেরিকার উন্নতির পেছনে রয়েছে আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার কর্মজীবী মানুষের শ্রম, মেধা ও ঘাম। তা সত্ত্বেও দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। তাদের মনোভাব এমন যে, তারা কেবল দয়াই করে যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের কাছে যেন তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এই দ্বিচারিতার অবসান দরকার। এজন্য বিশ্ব ফোরামে স্বল্পোন্নত বিশ্বের উচ্চকিত হওয়া উচিত। ইস্যুগুলো আজ হোক, কাল হোক অবশ্যই সামনে আসবে। নীরবতা ভাঙতে হবে।

■ লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

সমকাল

শুক্রবার | ১ মে ২০২৬

আজ মহান মে দিবস

শ্রমিকের মজুরি মূল্যস্ফীতির নাগাল পায় না

আবু হেনা মুহিব

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কুলি মশিউরের দুনিয়া এখন নিদহীন। বিদেশ ফেরত একজন মাঝবয়সী পুরুষের পক্ষে অনেক কষ্টের কাজটি বেদনা নিয়েই মেনে নেন। হতাশার শুরু দুই বছর আগে দুবাইয়ের মরুভূমিতে। মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দেওয়ার প্রথম পাঁচ মাস এক রকম ভালো-মন্দে কাটছিল। ষষ্ঠ মাস আর চলে না। কোম্পানির কাজ নেই। ঠিকা কাজের শ্রমিক মশিউর বেকার হয়ে পড়েন। এক মাস আয়হীন মরুজীবন কাটিয়ে ঋণের দায় মাথায় নিয়ে অগত্যা দেশে ফেরেন তিনি।

বিদেশ যাওয়ার খরচ ৩ লাখ টাকার অর্ধেকটাই ঋণের জোগান। সেই ঋণের ১২ আনা এখনও পরিশোধ বাকি। বিনা পুঁজিতে করার মতো কিছু করারও কায়দা নেই। নিরুপায় মশিউর রাজ্যের আড়ষ্টতা নিয়ে টুকরি হাতে রাস্তায় নেমে পড়েন। বাজার করতে আসা খরিদ্দারের সদাইপাতি গাড়িতে অথবা বাসায় পৌঁছে দেন। গাজীপুর থেকে প্রতিদিন সকালে ট্রেনে নামেন তেজগাঁও স্টেশনে। বিকেল হতে ফিরতি ট্রেন ধরেন বাড়ির। জানালেন, টুকরির এক দিনের ভাড়া বাবদ মহাজনকে দিতে হয় ৩০ টাকা। দিনে দুইবার টয়লেটের ফি বাবদ ২০ টাকা। দুপুরের খাওয়া ৫০ টাকার মধ্যে সারেন। ঋণের কিস্তি পরিশোধেই আয়ের প্রায় সব চলে যায়।

মশিউরের মতো লাখো শ্রমজীবী মানুষের এমন অবস্থার মধ্যে আজ শুক্রবার মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়হীন অতিরিক্ত শ্রম ও কম মজুরিতে তীব্র শোষণের ফলে গড়ে ওঠা শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের পটভূমিতে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম ও আট ঘণ্টা বিনোদন এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে অনেক শ্রমিক হতাহত হন। ১৮৯০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেসে বিশ্বব্যাপী মে মাসের ১ তারিখ 'মে দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশেও দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে।

দেশে এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে। মূল্যস্ফীতি বাড়লে সবচেয়ে বেকায়দায় পড়েন নিম্ন আয়ের মানুষ। প্রতি মাসে শ্রমিকের মজুরি যে হারে বাড়ে, তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে বাজারে জিনিসপত্রের দাম। এ কারণে শ্রমিকের মজুরি কখনও মূল্যস্ফীতির নাগাল পায় না। আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ের বাড়তিটুকু চলে ধার-দেনায়। বিবিএসের সর্বশেষ ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ও মজুরি হার সূচক (ডব্লিউআরআই) প্রতিবেদনের উপাত্ত বলছে, গত মার্চ মাসে জাতীয় পর্যায়ে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। অথচ মাসটিতে জাতীয় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। দরিদ্র মানুষের জন্য মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বেশি। কেননা, চালসহ কয়েকটি নিত্যপণ্য কিনতেই তাদের আয় শেষ হয়ে যায়।

তেজগাঁও এলাকার রিকশাচালক ৭০ বছরের মজনু মিয়া জানালেন, 'বড় কষ্টে আছি বাবা। এক কেজি চালের দাম ৬০ টাকা। পেটের জ্বালায় এই বয়সে রিকশা নিয়ে নামি। ছেলে গার্মেন্টিসে কাজ করে মাসে মাসে কিছু দেয়। তারও তো সংসার আছে।'

বিবিএসের সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ বলছে, দেশে কর্মে নিয়োজিত ৮৪ শতাংশই কোনো না কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সংখ্যায় এরা মোট ৫ কোটি ৮০ লাখ, যাদের শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই। এদের কোনো দায়দায়িত্ব নেয় না রাষ্ট্র। কোনো রকম আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা নেই। কাজের ক্ষেত্রে অন্যায়ের শিকার হলে তাদের শ্রম আদালতে মামলা করার সুযোগ পর্যন্ত নেই।

গত মাসে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া শ্রম সংশোধনী বিলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, শ্রম আইন সংশোধনীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশে শ্রম আইনে অন্য সব শ্রমিকের মতো একই অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছেন তারা। সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা হিসেবে তাদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা অফিস অথবা ডেস্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। যাতে তারা অভিযোগ করতে পারে এবং প্রতিকার পায়। আইনে এগুলো কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আইএলওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, বেসরকারি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা খানামালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর আইনি সত্তা নেই, পরিপূর্ণ হিসাব নেই, উৎপাদনের হিসাব দিতে হয় না এবং বেসরকারি ও অনিবন্ধিত, এ রকম খাতকে অনানুষ্ঠানিক খাত এবং এ খাতের শ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক বলা হয়। মূলত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক বেশি। কৃষিতে ৯৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক। শিল্প খাতে ৮২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বড় অংশই গ্রামে থাকে। বিবিএস বলছে, গ্রামের মোট শ্রমিকের ৮৭ দশমিক ৪ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। সংখ্যায় তারা ৪ কোটি ৬১ লাখ ১০ হাজার। শহরের শ্রমিকদের এ হার কিছুটা কম। ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ। সংখ্যায় এক কোটি ৩৫ লাখ ৭০ হাজার। নারী শ্রমিকদের ৯৫ দশমিক ৭ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চেয়ে কিছুটা ভালো হলেও প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো নয়। এখনও অনেক শিল্প খাতকে ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর আওতায় আনা হয়নি। মালিকপক্ষ যা দেয়, তা মেনে নিয়ে কাজ করেন শ্রমিকরা। এ রকম অন্তত ৫৫টি খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়নি। শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশের স্বীকৃত শিল্প আছে ১০২টি। এর মধ্যে সরকার ঘোষিত ন্যূন্যতন মজুরি মাত্র ৪৭টি শিল্পে।

সরকারের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা ইসলাম সমকালকে বলেন, নতুন করে দুটি শিল্পকে ন্যূনতম মজুরির আওতায় আনা হবে। আরও ২০ শিল্পকে এর আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। সর্বশেষ পেট্রোল পাম্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে গত মার্চে।

বাইরের অভিঘাতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে শ্রমজীবীরা: জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দীর্ঘমেয়াদি এবং ক্রমাগত রপ্তানি চাহিদা কমে গেলে তা শ্রম খাতে প্রভাব ফেলবে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে অনানুষ্ঠানিক এবং ঠিকা কাজের শ্রমিক। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের ১২ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে বিশ্বব্যাংক। সম্প্রতি প্রকাশিত সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে গত তিন বছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও জনকল্যাণ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, শ্রমিকদের আয়ের দুর্বল প্রবৃদ্ধি ও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, যা প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর প্রভাবকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

পোশাক খাতে কাজ হারানোর চিত্র: তৈরি পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সূত্রে জানা গেছে, গত তিন বছরে ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরও বহু কারখানা বর্তমানে আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এসব কারখানায় গড়ে দুই হাজার শ্রমিক কাজ করতেন।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল সমকালকে বলেন, ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলা ব্যবসা পরিচালনার ব্যয়, উপযুক্ত ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের ঘাটতি ও বিশ্ববাজারে চাহিদা কমে যাবার কারণে কিছুটা সংকটে আছে শিল্প। এ কারণে অনেক কারখানা সংকটে পড়ে বন্ধ হয়েছে।

বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, কারখানা বন্ধ যেমন হয়েছে, আবার গত তিন বছরে ২৬৯টি নতুন কারখানা পোশাক উৎপাদনে এসেছে। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের অনেকেই নতুন কারখানায় কাজ পেয়েছেন। সে হিসেবে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার হতে পারে।

সমকাল
১ মে ২০২৬

মহান মে দিবস

শ্রমিক সুরক্ষার শাশ্বত সওয়াল

বঞ্চনা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিশ্বের শ্রমিকেরা প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস তথা মে দিবস পালন করিয়া থাকে। আজ সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য মর্যাদাকর জীবন নিশ্চিতকরণের সংগ্রামের কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার দিবস।

প্রযুক্তির অগ্রগতির সহিত শ্রম খাতের ধরন বদলাইতেছে। ইহার সহিত নূতন নূতন পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতেছে শ্রমিক। কাজের নিরাপত্তার অভাব ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইবার সংখ্যা বাড়িয়াছে। উন্নয়নের চাকা সচল রাখিতে শ্রমিকেরা দিবস-রজনী পরিশ্রম করিলেও অনেক ক্ষেত্রে তাহারা আজও শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হইতেছে। বিশেষ করিয়া অসংগঠিত খাতের শ্রমিক, নারী শ্রমিক এবং অস্থায়ী কর্মীরা এখনও ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত। এই কথা বলিবার অপেক্ষা থাকে না, অর্থনীতির আলোচনায় বিনিয়োগের পরিবেশ যতখানি গুরুত্ব পাইয়া থাকে, কর্মপরিবেশ তাহা পায় না। অথচ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের যথাযথ কর্মপরিবেশ অর্থাৎ ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মস্থল, সংগঠিত হইবার অধিকারসহ সব ধরনের আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক।

দেশের শ্রম খাতের এই সকল বিষয় পুনর্বিবেচনার সুযোগ তৈয়ার হইয়া থাকে মহান মে দিবসকে উপলক্ষ করিয়া। মে দিবসের মূল শিক্ষা– মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নহে, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন। ১৮৮৬ সালের এই দিবসে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে দিবসে আট ঘণ্টা কার্যকাল নির্দিষ্টকরণের দাবিতে শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছিল। উক্ত মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন কয়েকজন শ্রমিক। শ্রমিকদের সেই ত্যাগের বিনিময়ে এক পর্যায়ে নির্দিষ্ট হয়– কোনো শ্রমিককে দিনে আট ঘণ্টার অতিরিক্ত শ্রমদানে বাধ্য করা যাইবে না, যাহা বর্তমানে জাতিসংঘের বদৌলতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। উহারই প্রতিফলনরূপে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮০টির অধিক দেশে ১ মে সরকারি ছুটি নিয়মে পরিণত।

মে দিবস বিশ্বের শ্রমিকদের সংহতি যদ্রূপ বৃদ্ধি করিয়াছে, তদ্রূপ তাহাদিগকে অধিকার সচেতনও করিয়াছে। প্রেরণা জোগাইয়া চলিয়াছে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে। মে দিবস বাংলাদেশসহ বিশ্বের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশসমূহের জন্য বিপুল প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করিয়াছে। তাহারই প্রতিফলনস্বরূপ এই সকল দেশে ছুটিসহকারে জাতীয়ভাবে দিবসটি পালিত হয়। উন্নত দেশসমূহ এই দিবসে পৃথক ছুটির ব্যবস্থা না করিলেও উহার প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাই ভিন্ন প্রকারে সেই সকল দেশেও দিবসটি পালিত হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে আজিকে শ্রমমান লইয়া যেই আলোচনা হয়; জাতীয় ন্যূনতম মজুরিসহ শ্রমিকের বহু অধিকার যে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বহু দেশে কার্যকর হইয়াছে, উহারও পশ্চাতে রহিয়াছে মে দিবসের চেতনা। তবে ইহা সত্য, বাংলাদেশে ঘটা করিয়া দিবসটি পালিত হইলেও মজুরি ও কর্মপরিবেশ প্রশ্নে কমতি সীমাহীন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহে শ্রমিকদের জন্য এক প্রকার আইনি আশ্রয় থাকিলেও বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে উহার লেশমাত্র নাই। এই প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের দেওয়া কয়েকটি সুপারিশ আবারও তুলিয়া ধরা সমীচীন বোধ করি। কমিশন বলিয়াছিল, বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের মজুরি তিন বৎসর অন্তর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য আপৎকালীন তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন করিবার শর্ত শিথিল, স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস এবং স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই বৎসর শ্রমিক দিবস এমন সময়ে উপস্থিত, যখন দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত নূতন সরকার কিছুদিন পূর্বেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসাবে শ্রম খাতের সংস্কারেও উদ্যোগী হইবে বলিয়া আমাদের প্রত্যয়। আমরা সমকালের পক্ষ হইতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে মে দিবসের অভিনন্দন জানাই।

সমকাল শুক্রবার। ১ মে ২০২৬

সাক্ষাৎকার ॥ অধ্যাপক ড. এম. নিয়াজ আসাদুল্লাহ

সস্তা শ্রম থেকে বেরিয়ে শ্রমিকের দক্ষতায় জোর দিতে হবে

ড. এম. নিয়াজ আসাদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি মালয়েশিয়ার আইডিইএএসের সিনিয়র ফেলো এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব রিডিংয়ের অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর। এক দশকব্যাপী (২০১৩-২৪) মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়া ও মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। গ্লোবাল লেবার অর্গানাইজেশনের দক্ষিণ এশীয় প্রধান নিয়াজ আসাদুল্লাহ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষার অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ভারতের আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির স্নাতক এবং অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক মাহফুজুর রহমান মানিক।

সমকাল: বাংলাদেশে এবারের মে দিবস আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: এবারের মে দিবস এমন এক সময়ে এসেছে যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি একাধারে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও এলডিসি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বর্তমান বৈশ্বিক এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে এবারের মে দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত– শ্রমিকের অধিকার, সম্মান ও ক্রয়ক্ষমতা সুরক্ষা। বিগত দশকের অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে শ্রমিক পর্যায়ে কতটুকু সুফল পৌঁছাচ্ছে, তা পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। মে দিবস এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকের টিকে থাকার লড়াইয়ের একটি স্মারক।

সমকাল: তার মানে, শ্রমিকদের জন্য বাজারের স্থিতিশীলতার বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: শ্রমিকদের জন্য সংগত কারণেই ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। আকাশচুম্বী মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরি কমে যায়। তাদের চাকরির নিরাপত্তাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে অনেক খাতে কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। তা ছাড়া শ্রমিকের দক্ষতার ঘাটতিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। পাশাপাশি মজুরি বৃদ্ধির মন্থর গতি এবং মজুরি প্রদান সংক্রান্ত অনিয়ম ও বৈষম্য নিয়ে কাজ করা দরকার।

সমকাল: ন্যায্য মজুরি ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইনগুলো কতটা কার্যকর?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: কাগজ-কলমে আমাদের শ্রম আইন যথেষ্ট আধুনিক হলেও এর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত প্রকট। বিশেষ করে মজুরি বোর্ড গঠন এবং তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা একটি কাঠামোগত সমস্যা। বিদ্যমান আইনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো এটি মূলত আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়। কিন্তু আমাদের শ্রমবাজারের সিংহভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যারা শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিক এবং দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা চরম ঝুঁকির মুখে। কারণ তাদের ক্ষেত্রে 'কালেক্টিভ বার্গেনিং' বা যৌথ দরকষাকষি এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই বললেই চলে।

আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে তদারকি সংস্থাগুলোর (যেমন ডিআইএফই) সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো অপরিহার্য। তবে কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা দিয়ে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা কঠিন। দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের উৎপাদনশীলতা-সংলগ্ন মজুরি কাঠামো মডেলের দিকে এগোতে হবে। এই মডেলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির হার তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে, যা মালিক-শ্রমিক উভয়ের জন্য লাভজনক। মনে রাখতে হবে, শুধু 'সস্তা শ্রমের' ওপর নির্ভর করে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণ সম্ভব নয়। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন নেই; জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যা শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতির ভিতকেই মজবুত করবে।

সমকাল: আপনি বলছেন, সিংহভাগ শ্রমিক অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এসব শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় কী ধরনের নীতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: আমাদের শ্রমবাজারের প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। তাদের সুরক্ষায় তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার। এক. সর্বজনীন পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষা। তাদের জন্য বিশেষ বীমা বা সোশ্যাল সেফটি নেট নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবীদের নিবন্ধীকরণ। ডিজিটাল ডেটাবেজের মাধ্যমে (বা এনআইডি ব্যবহার করে) তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আওতায় আনা এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্পের (যেমন বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) কার্যকারিতার যথার্থ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন। তিন. ন্যূনতম মজুরি কাঠামো। সেক্টরভিত্তিক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্যও বিবেচনা করা।

সমকাল: রপ্তানিমুখী শিল্পে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কী অগ্রগতি হয়েছে?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর গত এক দশকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও ভৌত অবকাঠামোর দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লিড সার্টিফায়েড 'গ্রিন ফ্যাক্টরি'র দেশ। তবে 'সফট কমপ্লায়েন্স' বা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা, যৌন নিপীড়ন বন্ধ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

সমকাল: শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা বর্তমানে কতটা কার্যকর ও জরুরি?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমবাজারের জন্য শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন অপরিহার্য। তবে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নগুলো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে শ্রমিকের প্রকৃত দাবি আদায়ে কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কার্যকর ও স্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়ন থাকলে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব রাস্তায় না গিয়ে আলোচনায় বসেই সমাধান সম্ভব হতো।

সমকাল: প্রযুক্তি ও অটোমেশনের কারণে শ্রমবাজারে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে এবং তার প্রভাব কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: অটোমেশন আমাদের জন্য একটি 'দ্বিমুখী তলোয়ার'। পোশাক খাতে বিশেষ করে সুইং বা কাটিং সেকশনে স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যবহারে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তবে প্রযুক্তি আবার নতুন ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি করছে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে রিস্কিলিং ও আপস্কিলিং। অর্থাৎ শ্রমিককে প্রযুক্তিবান্ধব করে গড়ে তোলা, যাতে তারা প্রতিস্থাপিত না হয়ে প্রযুক্তির সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে।

সমকাল: নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে কী পদক্ষেপ জরুরি?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: এখানে তিনটি পদক্ষেপ বিবেচ্য। এক. যাতায়াতের জন্য নিরাপদ পরিবহন ও আবাসনের জন্য সুলভ খরচে হোস্টেল সুবিধা নিশ্চিত করা। দুই. মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ। একই কাজের জন্য সমান পারদর্শী নারী-পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত করা। তিন. যৌন হয়রানি প্রতিরোধ। প্রতিটি কারখানায় অ্যাক্টিভ ও কার্যকর অভিযোগ সেল গঠন এবং আইএলও কনভেনশন ১৯০-এর সঠিক বাস্তবায়ন। তার পাশাপাশি প্রয়োজন 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০২৬' সাপেক্ষে কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুরক্ষা করতে প্রয়োজনীয় বিধান বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।

সমকাল: বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা ও দক্ষ শ্রমিক রপ্তানিতে করণীয় কী?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: প্রবাসী শ্রমিকরা আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি বা 'লাইফলাইন'। তবে বর্তমানে আমরা যে অভিবাসন মডেলে চলছি, তা দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই নাও হতে পারে। এ খাতে আমূল পরিবর্তনের জন্য আমি তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর জোর দিচ্ছি। প্রথম, দক্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত জনশক্তি রপ্তানি। শুধু অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর বৃত্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 1 May 2026

হবে। বৈশ্বিক চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে নার্সিং, আইটি, কেয়ার-গিভিং এবং হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দক্ষ জনবল পাঠাতে পারলে আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহ হবে বহুগুণ। দ্বিতীয়ত, বাজার-বহুমুখীকরণ জরুরি। আমাদের প্রবাসী আয়ের একটি বিশাল অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, যা ভূ-রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই অভিবাসন করিডোর বহুমুখী করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি পূর্ব এশিয়া (যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া) এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করা এখন সময়ের দাবি। তৃতীয়ত, দালাল চক্র বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নির্মূল করে সরকারি ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সরাসরি রিক্রুটমেন্ট বাড়াতে হবে, যাতে একজন শ্রমিকের অভিবাসন ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। পরিশেষে, প্রবাসী শ্রমিকদের কেবল 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' হিসেবে বাহবা দিলেই হবে না; তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং দেশে ফিরে আসার পর সেই দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মতো পলিসিও আমাদের থাকতে হবে।

সমকাল: দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের হার বাড়ছে। অন্যদিকে শিল্প খাতে দক্ষ কারিগরি শ্রমিকের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই 'স্কিল গ্যাপ' দূর করতে আমাদের প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে বিষয়টি আমার অত্যন্ত উদ্বেগের জায়গা। বাংলাদেশে আমরা একটি 'প্যারাডক্স' বা স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। একদিকে লাখ লাখ স্নাতক বেকার, অন্যদিকে উদ্যোক্তারা নিয়োগ উপযোগী কর্মী সংকটে ভুগছেন। এ যোগ্যতার ঘাটতি বা 'স্কিল মিসম্যাচ' দূর করতে কারিকুলাম রি-ডিজাইন ও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিঙ্কেজ জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত বাজারের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। প্রতিটি ডিগ্রি কোর্সের সঙ্গে অন্তত এক সেমিস্টারের বাধ্যতামূলক 'ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপ' যুক্ত করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত বা 'ইন্টিগ্রেটেড' করতে হবে, যাতে একজন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীও উচ্চতর গবেষণার সুযোগ পান। বর্তমান শ্রমবাজারে যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং উচ্চতর ডিজিটাল দক্ষতার অনেক অভাব। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পূর্বের স্তরে (যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল) এই সফট স্কিলগুলোকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। তা ছাড়া ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন জরুরি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের 'সনদমুখী' শিক্ষাব্যবস্থাকে হতে হবে 'দক্ষতামুখী'। ভৌতিক অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে সীমিত না থেকে মানসম্মত এবং কর্মমুখী মানবসম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগই হবে আগামী দিনের বাংলাদেশের প্রকৃত চালিকাশক্তি।

সমকাল: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

নিয়াজ আসাদুল্লাহ: আপনাকেও ধন্যবাদ। সমকালের জন্য শুভকামনা।

তিন শ্রমিকের জীবন গল্প

আয়েশা জান্নাত

আজ পহেলা মে। মে দিবস। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন, রাজপথ কাঁপানো স্লোগান আর উৎসবের দিন। মে দিবস শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন হলেও, আমাদের চারপাশের রিকশাচালক রুবেল বা চায়ের দোকানি জিহাদ বা ভ্যানচালক চাঁনমিয়ার কাছে এই দিনটি কেবলই ক্যালেন্ডারের আরেকটি তারিখ।

রুবেলের চাকার ঘূর্ণিতে সন্তানের ভবিষ্যৎ

ভোর ৬টায় যখন খিলগাঁওয়ের গলি থেকে রিকশা নিয়ে বের হন রুবেল মিয়া, তখন তার মাথায় মে দিবসের কোনো স্লোগান থাকে না। তার হিসেবে থাকে কেবল কতবার প্যাডেল ঘুরলে গাইবান্ধায় থাকা স্ত্রীর হাতে কিস্তির টাকা পৌঁছাবে, চট্টগ্রামে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলের ৬ হাজার টাকা মাসিক খরচ আর নার্সারি পড়ুয়া মেয়ের ২ হাজার টাকার খরচ জুটবে।

গাইবান্ধা থেকে আসা এই মানুষটি জানেন না ১৮৮৬ সালের শিকাগোর সেই রক্তাক্ত ইতিহাস। তিনি জানেন, প্রতিদিন রিকশা নিয়ে বের না হলে তার সংসার চলবে না।

থাকেন খিলগাঁওতে, চালান রিকশা। নিজের থাকা-খাওয়ার সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করে বাকি সবটুকু পাঠিয়ে দেন গ্রামে। যেখানে

তার স্ত্রী হাঁস-মুরগি পালন করে অভাবের সংসারে হাল ধরেছেন।

রুবেল মিয়ার কাঁধে এখন ৮০ হাজার টাকার এনজিও ঋণের বোঝা। বাড়ি বানাবার জন্য নিয়েছেন এই ঋণ। প্রতি সপ্তাহে ২ হাজার টাকা কিস্তির অংকটা তার মাথায় সারাক্ষণ হাতুড়ি পেটায়।

প্রতিদিন ৮শ'-৯শ' টাকা আয় থেকে ১শ' টাকা মহাজনকে জমা দিয়ে রুবেল যখন ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরেন, তখন মে দিবসের অধিকার নয়, বরং আগামীকালের কিস্তির চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

তার চাওয়া সহজ: 'যেন রোগে না পড়ি, রিকশা চালাতে পারি, বাচ্চারা লেখাপড়া শিখে বড় হয়।'

চাঁনমিয়ার অনিশ্চিত আয় আর ভ্যানগাড়ির চাকা

পল্টন মোড়ে ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মোহাম্মদ চাঁনমিয়ার গল্পটাও অন্যরকম নয়। ৫ সদস্যের সংসার। গাজীপুরে ভাড়া বাসায় থাকেন তার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে।

প্রতিদিনের উপার্জনের ওপর ভিত্তি করে তাকে মহাজনকে কমিশন দিতে হয় প্রতি ১শ' টাকায় ২০ টাকা। কোনোদিন আয় হয় ৫ হাজার, আবার কোনোদিন এক টাকাও জোটে না।

তিন শ্রমিকের জীবন গল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গড়ে মাসে ১৫ হাজার টাকা আয় হলেও তার ব্যয় ২৫ হাজার টাকা। এই যে মাসিক ১০ হাজার টাকার ঘাটতি, তা পূরণ করতে তাকে প্রতিদিন অসম লড়াই করতে হয়।

মে দিবস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। অধিকারের চেয়েও তার কাছে বেশি জরুরি মহাজনের কমিশন আর দিনশেষে গাজীপুরে থাকা সন্তানদের জন্য দুমুঠো চাল।

কৈশোর বন্দী চায়ের কাপে

জিহাদের ১৯ বছর বয়স। বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থেকে রাজধানীতে আসা এই তরুণ এখন পল্টন টাওয়ারের পাশের এক চায়ের দোকানের কর্মী। ভোর ৬টায় যখন শহর ঘুমিয়ে থাকে, তখন জিহাদকে চুলা জ্বালাতে হয়, দুধ গরম করতে হয়। রাত অবধি একটানা ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয় তাকে। মাসে বেতন ৯ হাজার টাকা। মে দিবস কী, তা না জানলেও জিহাদ জানে 'দায়িত্ব' কী।

বড় ভাই জুতার কারখানায় কাজ করেন। সপ্তাহে মজুরি পান কাজের ভিত্তিতে, যা স্থির নয়। দুই ভাইয়ের উপার্জনেই সংসার চলে। মাসে খরচ ৩০ হাজার টাকা।

জিহাদ বলেন, 'বাবা যদি চাকরি করতে যান, তিনি অসুস্থ। তাই আমরা দেইনা কাজ করতে।' নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে ভাই-বোনদের শিক্ষিত করার নেশা জিহাদের চোখে।

জিহাদের হাতে বানানো চায়ে যখন হাজারো মানুষের ক্লান্তি দূর হয়, তখন হয়তো কেউ খেয়াল করেন না ঐ এক কাপ চায়ের স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক তরুণের ঘুমহীন রাতের ক্লান্তি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১ মে ২০২৬

ইটভাটায় কাজ করছেন নারীরা। নওগাঁর মান্দা উপজেলার চৌবাড়িয়া থেকে গতকাল তোলা। ছবি : সালাহ উদ্দিন

ডিজিটাল শ্রমে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, স্বীকৃতির অপেক্ষা

জয়নাল আবেদীন ▷

মে দিবসে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে যখন সারা বিশ্বে আলোচনা হয়, তখন বাংলাদেশের একটি দ্রুতবর্ধনশীল শ্রমশক্তি প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়। তাঁরা কারখানায় নয়, অফিসেও নয়; কাজ করেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। ফ্রিল্যান্সার, রাইড শেয়ার চালক, ফুড ডেলিভারি রাইডার কিংবা কনটেন্ট ক্রিয়েটর—এই জেন-জি প্রজন্ম বাস্তবে শ্রম দিলেও আইনের চোখে তাঁদের অবস্থান এখনো অনির্ধারিত।

এই খাতের শ্রমজীবীরা প্রায় অভিন্ন বাক্যে বলছেন, আমরা কাজ করি, কিন্তু শ্রমিক না। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস ফাইভারে কাজ করেন মো. ইমতিয়াজ হোসেন। তিনি বলেন, এটি স্বাধীন পেশা, সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই—ডিভাইস যেখানে, সেখানেই অফিস। কিন্তু বিদেশি ক্লায়েন্ট হওয়ায় প্রায়ই সারা রাত কাজ করতে হয়, পরদিন সকালেও আবার কাজে বসতে হয়।

- ফ্রিল্যান্সিং, গিগ ইকোনমি ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনে লাখো তরুণ
- অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও সামাজিক সুরক্ষা নেই

কিন্তু অসুস্থ হলে বা কাজ না থাকলে আয়ও বন্ধ। তিনি বলেন, 'প্রতিযোগিতা এখন আরো কঠিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে অনেকের ছোটখাটো চাহিদা দ্রুত মিটে

▶▶ পৃষ্ঠা বিশেষ ৯ ক. ৩

অভিমত

মে দিবসের নতুন পাঠ
দৃশ্যমান শ্রম অদৃশ্য শোষণ

রাজীব নন্দী

রাজীব নন্দী

মে দিবস শ্রমিক শ্রেণির অধিকার, সংগ্রাম ও ন্যায্যতার প্রশ্ন সামনে আনার দিন। কিন্তু ডিজিটাল যুগে শ্রমের ধারণা ও অভিজ্ঞতা নতুনভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। একদিকে যেমন

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

অদৃশ্য কর্মঘণ্টায় কর্মজীবী নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি

কেয়া আক্তার ▷

গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন মিতু আক্তার (২৯)। দুই সন্তানের জননী মিতু সকালে উঠে পরিবারের সবার জন্য নাশতা তৈরি করেন। নাশতা খেয়ে তাঁর স্বামী রফিক কাজে চলে যান। এরপর ঘরের বাকি কাজগুলো শেষ করে নিজের কাজে যান মিতু। কারখানায় আট-দশ ঘণ্টা কাজ করে ঘরে এসে আবার রাতের রান্নাসহ দৈনন্দিন সব কাজ করতে হয় তাঁকে। সব মিলিয়ে ঘরে-বাইরে প্রতিদিন প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা কাজ করেন তিনি।

নারীদের এই বাড়তি কর্মঘণ্টা তাঁদের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মূল্যস্ফীতির ছোবল মজুরিতে চলে না শ্রমিকের সংসার

- রাজধানীর আশপাশে একটি শ্রমিক পরিবারের মাসিক ব্যয় ২৫ হাজার টাকার বেশি

এম সায়েম টিপু ▷

প্রতিবছর মে দিবস আসে আবার চলেও যায়। দিবসটি ঘিরে শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির কথা বারবার উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকের জীবনমানের দৃশ্যমান উন্নয়ন নিতান্তই সীমিত। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রম অর্থনীতিতে বর্তমানে একটি স্পষ্ট বৈপরীত্য ক্রমে গভীর হচ্ছে। মজুরি বাড়লেও জীবনযাত্রার চাপ তার চেয়ে দ্রুত বাড়ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বৈপরীত্য আরো স্পষ্ট। গার্মেন্টস খাতে সাম্প্রতিক মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিকদের জন্য কিছুটা স্বস্তি আনলেও বাসাভাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা ব্যয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই স্বস্তি দ্রুত মিলিয়ে গেছে। ফলে মাস শেষে বাড়তি কিছু বেতন পাওয়া গেলেও বাস্তবে সেই আয় দিয়ে সংসার চালানো কঠিন।

শ্রমিকদের বড় অংশের অভিযোগ, তাদের বেতন সামান্য বাড়লেও বাজারে নিত্যপণ্যের দাম দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি আয় কোনো কাজেই লাগছে না। ফলে অনেক শ্রমিক পরিবার খরচ কমানো, ধারদেনা করা কিংবা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১ মে ২০২৬। ১৮ বৈশাখ ১৪

ডিজিটাল শ্রমে তারুণ্যের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছে। ফলে টিকে থাকতে আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চেয়েও এগিয়ে থাকতে হয়। তা না হলে কাজ হারানোর ঝুঁকি থাকে।' মিরপুরের ২২ বছর বয়সী গ্রাফিক ডিজাইনার রাফি (ছদ্মনাম) আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস আপওয়ার্কে কাজ করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করি। ক্লায়েন্ট বিদেশে থাকায় রাত জেগে থাকতে হয়। আমরা দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখলেও কোনো নীতিমালা নেই।' মে দিবস শ্রমিকদের অধিকারের প্রতীক। কিন্তু ডিজিটাল যুগে শ্রমের ধরন বদলে যাওয়ায় বাস্তবতাও বদলে গেছে। চট্টগ্রামের ইমতিয়াজ কিংবা ঢাকার রাফিরা অর্থনীতি সচল রাখলেও শ্রমিক হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি নেই, সুরক্ষাও সীমিত। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, ডিজিটাল অর্থনীতির এই অদৃশ্য শ্রমিকদের স্বীকৃতি না দিলে ভবিষ্যতের শ্রমবাজার আরো অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। আনুষ্ঠানিক শ্রম কাঠামোর বাইরে থাকায় এই বিশাল কর্মশক্তির জন্য নেই কোনো ন্যূনতম মজুরি বা সামাজিক সুরক্ষা। অথচ তাঁরা এরই মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করেছেন। আইসিটি এবং বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, দেশে আট লাখেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে সাড়ে ছয় লাখের বেশি আপওয়ার্ক, ফাইভার ও ফ্রিল্যান্সার ডটকমের মতো প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত। এঁদের বড় অংশই তরুণ। আইসিটি বিভাগের ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ ফ্রিল্যান্সারের বয়স ৩৫ বছরের নিচে, যা বেকারত্ব কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট তরুণ ও প্রযুক্তিসচেতন ব্যক্তিদের আধিপত্য প্রমাণ করে। এদিকে ডিজিটাল শ্রম খাত এখন বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেও উঠে এসেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে বছরে এক থেকে দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ আয় আসে, যা বাংলাদেশকে ভারতের পর দক্ষিণ এশিয়ায় অনলাইন শ্রমের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসে পরিণত করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, দেশের রেমিট্যান্স আয়ের একটি অংশ এখন এই ডিজিটাল শ্রমিকদের হাত ধরেই আসছে। অথচ এই বিপুল অবদানের পরও তাঁদের জন্য নেই কোনো ন্যূনতম মজুরি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বা পেনশন কাঠামো। ফলে অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও অধিকার ও সুরক্ষার প্রশ্নে তাঁরা এখনো অদৃশ্য।

গিগ ইকোনমির বিস্তার : 'পার্টনার' না 'শ্রমিক'? গিগ ওয়ার্কার বলতে এমন স্বাধীন বা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বোঝায়, যাঁরা প্রথাগত দীর্ঘমেয়াদি চাকরির বদলে নির্দিষ্ট প্রোজেক্ট, কাজ বা ঘণ্টাভিত্তিক ছোট ছোট কাজে যুক্ত থাকেন। সাধারণত উবার, পাঠাও, ফুড পান্ডা কিংবা বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাঁরা কাজ করেন এবং নিজেদের সময় ও কাজের ধরন কিছুটা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারেন। তবে তাঁরা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন কর্মচারী নন। ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্য বীমা বা চাকরির স্থায়িত্বের মতো প্রচলিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। কাজের স্বাধীনতা থাকলেও এই শ্রেণির শ্রমিকদের জীবনে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিই বেশি। ঢাকা ও বড় শহরগুলোতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন লাখো তরুণ। পুরান ঢাকার ওয়ারীতে ফুড ডেলিভারি রাইডার সাব্বির (ছদ্মনাম) বলেন, "আমাদের 'পার্টনার' বলা হয়। কিন্তু সবকিছু অ্যাপের ওপর নির্ভর করে। রেটিং কমলে কাজ কমে যায়, দুর্ঘটনা হলে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হয়।" ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গবেষণা বলছে, গিগ শ্রমিকদের বড় অংশের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তাঁদের আয় অনিশ্চিত এবং কাজের সময় দীর্ঘ।

শ্রম আইনের বাইরে ডিজিটাল শ্রম : বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এখনো মূলত প্রথাগত কর্মসংস্থানের জন্য প্রযোজ্য। গিগ বা ফ্রিল্যান্স কাজ এতে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, ডিজিটাল শ্রমবাজার দ্রুত বাড়লেও আইনি কাঠামো সেই গতিতে আপডেট হয়নি। ফলে এই কর্মীরা অধিকারহীন অবস্থায় কাজ করছেন। তিনি বলেন, ফ্রিল্যান্সার বা অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিজেদের কথা বলার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম নেই। দুর্ঘটনা বা ঝুঁকির ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদেরই দায় বহন করতে হয়। তাই এই খাতের শ্রমিকদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। অধ্যাপক আকাশের মতে, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ যেমন কাম্য নয়, তেমনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনতাও ঝুঁকিপূর্ণ। 'একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীরা ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ পান না, অন্যদিকে ফ্রিল্যান্সাররা পুরোপুরি স্বাধীন। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে, যাতে কেউই বঞ্চিত বা স্বেচ্ছাচারী হয়ে না ওঠে।' তিনি আরো বলেন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—দুটি খাতকে আলাদা করে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে। বৈষম্য দূর করে উভয়ের জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং অধিকার ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করাও জরুরি। আইএলওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গিগ ইকোনমির শ্রমিকরা বিশ্বজুড়েই অনিশ্চিত কর্মপরিবেশ ও সীমিত সুরক্ষার মুখোমুখি। তবে বিশ্বজুড়ে গিগ ও ডিজিটাল শ্রমিকদের আইনি স্বীকৃতি বাড়লেও বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গিগকর্মীদের 'শ্রমিকের মতো অধিকার' নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতে ২০২০ সালের সামাজিক নিরাপত্তা কোডে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো এই খাত আইনি কাঠামোর বাইরে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, গিগ ওয়ার্কারদের অন্তর্ভুক্ত করে নীতিমালা তৈরির বিষয়ে আলোচনা চলছে, তবে এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে।

মানসিক চাপ ও নিঃসঙ্গতা : ডিজিটাল শ্রমের বড় বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। বিএফডিএসের তথ্য মতে, অনেক ফ্রিল্যান্সার প্রতিদিন ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদের মধ্যে দ্রুত সফল হওয়ার প্রবণতা বাড়াচ্ছে। 'ভাইরাল' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রিপ্টো বা অনলাইন ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি, শর্টকাটে আয়ের প্রবণতা—এসব বিষয় তরুণদের দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে অর্থনৈতিক চাপের পাশাপাশি মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনিশ্চিত আয় ও প্রতিযোগিতার কারণে তরুণদের মধ্যে উদ্বেগ ও চাপ বাড়ছে। ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, 'ডিজিটাল কাজ সামাজিক যোগাযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে পারফরম্যান্সের চাপ মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের মতো কাজের ওপর যাঁরা নির্ভর করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি হচ্ছে। তাঁদের মনোযোগ কমে আসছে। সামাজিক আচরণের সমস্যাও হচ্ছে। একই সঙ্গে ভোক্তা পর্যায়েও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।'

মূল্যস্ফীতি কমেছে, রেমিট্যান্স বেড়েছে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শতাংশে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৯.১৩ শতাংশ। এই কমার পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে চালের দাম হ্রাস। বোরো ধানের মৌসুমি সরবরাহ বৃদ্ধি, আমদানি এবং খোলাবাজারে বিক্রির কারণে চালের মূল্যস্ফীতি মার্চে নেতিবাচক ২.২০ শতাংশে নেমে এসেছে, যা খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে কিছুটা কমাতে সহায়তা করেছে। তবে এই স্বস্তি আংশিক; কারণ খাদ্যপণ্যের অন্যান্য উপাদান, বিশেষ করে মাংস, মাছ ও সবজির দামে এখনো ঊর্ধ্বমুখী চাপ রয়েছে। মাংসের মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১৫ শতাংশের ওপরে উঠেছে এবং সবজি ও মাছ মিলিয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।

অন্যদিকে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে স্থির থাকায় সামগ্রিক মূল্যচাপ কমার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। বাসাভাড়া, পরিবহন, জ্বালানি ও সেবামূল্য বৃদ্ধির কারণে এই খাতে চাপ অব্যাহত রয়েছে। ফলে চালের দামে স্বস্তি এলেও মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় তেমন কমেনি। একই সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির হার এখনো মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম। মার্চে মজুরি বৃদ্ধি ৮.০৯ শতাংশে পৌঁছলেও তা মূল্যস্ফীতিকে ছাড়াতে পারেনি। ফলে বাস্তব আয়ে সংকট অব্যাহত রয়েছে।

অর্থনীতির আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো বৈদেশিক খাতে স্থিতিশীলতা, যা মূলত রেমিট্যান্সপ্রবাহের কারণে সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স বেড়েছে এবং মার্চে তা প্রায় ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই প্রবাহ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী রাখতে সহায়তা করছে। ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপরে উঠলেও মার্চে সামান্য কমে প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা এখনো স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রয়েছে।

তবে বৈদেশিক খাতের এই ইতিবাচক দিকের বিপরীতে রপ্তানি খাতে বড় ধরনের চাপ দেখা যাচ্ছে। ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। জানুয়ারিতে প্রবৃদ্ধি প্রায় স্থিতিশীল থাকলেও ফেব্রুয়ারিতে তা কমে মাইনাস ১২ শতাংশ এবং মার্চে মাইনাস ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তৈরি পোশাক খাতসহ অন্যান্য খাতেও এই দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বৈশ্বিক চাহিদা হ্রাস, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ বাড়ার ফলে রপ্তানি প্রতিযোগিতা কমে যাচ্ছে।

রাজস্ব খাতেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। মার্চ মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ১৯ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। মোট আদায় দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৫২১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬২.৯০ শতাংশ। ভ্যাট, আয়কর ও আমদানি-রপ্তানি শুল্ক—সব ক্ষেত্রেই ঘাটতি দেখা গেছে। এই পরিস্থিতি সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় চাপ বাড়াচ্ছে এবং ঋণনির্ভরতা বাড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

একই সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নেও ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে উন্নয়ন ব্যয় কমেছে এবং বাস্তবায়ন হারও সামান্য হ্রাস পেয়েছে। মার্চ মাসে ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য পতন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাঠামোগত দুর্বলতা, যেমন প্রশাসনিক জটিলতা, প্রকল্প প্রস্তুতির ধীরগতি এবং অর্থায়ন সংকটকে সামনে নিয়ে এসেছে।

ব্যাংকিং খাতে আমানত বৃদ্ধি কিছুটা ইতিবাচক সংকেত দিলেও সরকারি ঋণগ্রহণ দ্রুত বাড়ছে। ফেব্রুয়ারিতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি জ্বালানি খাতসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের বাড়তি ব্যয়ের প্রতিফলন। দীর্ঘ মেয়াদে এই প্রবণতা বেসরকারি খাতের জন্য ঋণপ্রাপ্তিতে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে সামনে আসছে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। জ্বালানির দাম বাড়লে আমদানি ব্যয় বাড়বে, মূল্যস্ফীতি আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এবং বিনিময় হারে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার বেড়েছে, যা মুদ্রার অবমূল্যায়নের ইঙ্গিত দেয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশের অর্থনীতি এখন একটি সংবেদনশীল ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে। চালের দামে স্বস্তি, রেমিট্যান্সপ্রবাহ ও রিজার্ভের শক্ত অবস্থান কিছুটা আশাবাদ তৈরি করলেও রপ্তানি হ্রাস, রাজস্ব ঘাটতি, উন্নয়ন ব্যয়ের ধীরগতি এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। এই বাস্তবতায় অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কার্যকর নীতি, রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার, জ্বালানি খাতে চাপ মোকাবেলা এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

সংবাদ
Dhaka : Friday 1 May 2026

মে দিবস: শ্রমিক নেতাদের চোখে সংকট ও বাস্তবতা

মন্টু ঘোষ

সাকিল আক্তার চৌধুরী

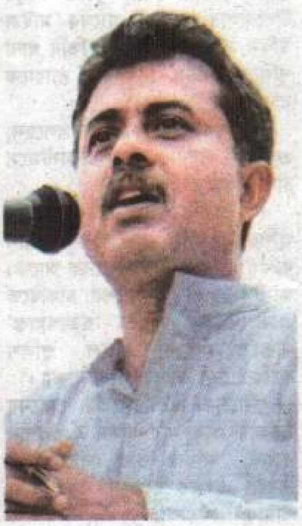

জাহাঙ্গীর আলম

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রতি বছর পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও পরবর্তী ফাঁসির ঘটনা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। সেই রক্তঝরা দিন থেকেই মে দিবস শ্রমিকদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আজকের বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য এই প্রতীকী দিনের গুরুত্বটা কী?

তিনজন শ্রমিক নেতা বলছেন বর্তমান বাস্তবতা, সংকট ও ভবিষ্যতের কথা।

লড়াই করেই বাঁচতে হবে: মন্টু ঘোষ

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ বলেন, মে দিবস শ্রমিকদের রক্তের এক বিরাট বিজয়। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হে মার্কেটে শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ ও ফাঁসির ঘটনার পর দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই সারা পৃথিবীতে পহেলা মে শ্রমিক দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'শ্রমিক শ্রেণী তাদের নানান সংকটের সময় এ দিনটিকে উদ্দীপনার দিন হিসেবে, তাদের প্রতিশ্রুতি আদায়ের ও বাস্তবায়নের দিন হিসেবে দেখছে।'

মন্টু ঘোষের মতে, মে দিবস এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং অধিকার আদায়ের, উদ্দীপনার দিন। তিনি বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব তুলে ধরে বলেন: 'আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পসহ অনেক কারখানা আজ বন্ধের মুখে।'

তিনি বলেন বিশেষ করে যুদ্ধের কারণে অনেক গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর পশ্চিমারা বা ধনী দেশগুলো বাংলাদেশের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী দাম দিতে চায় না। অথচ দেশের গার্মেন্টস

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ১

মে দিবস: শ্রমিক নেতাদের চোখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পে প্রয়োজনীয় নানান জিনিস তাদের দেশ থেকে উচ্চমূল্যে কিনতে হয়।

দুর্ঘটনা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মন্টু ঘোষ বলেন, আমাদের দেশে কাজ করতে গিয়ে বহু শ্রমিক আহত হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার যদি মানবিক হন, তবে ভালো চিকিৎসায় পাঠান। আর না হলে রিকশায় তুলে দিয়ে বলে দেয়া হয় 'যা হাসপাতালে, আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই'। এই হেলামির কারণে শ্রমিকদের অনেক ক্ষতি হয়।

তিনি মনে করেন, দুর্ঘটনায় নিপতিত শ্রমিকদের যাতে মানবিক ও সরকারিভাবে ভালো চিকিৎসা হয়, সেজন্য শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকেও সজাগ থাকতে হবে।

তিনি বলেন কন্ট্রাক্টরভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগে চাকরির অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের জীবন ও কাজের নিশ্চয়তার জন্য মালিককে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং সরকারকে যথারীতি চেকআপ করতে হবে।'

নিরাপদ কর্মস্থল চাই: সাকিল আক্তার চৌধুরী

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আক্তার চৌধুরী কঠোর বাস্তবতার কথা বললেন।

তিনি বলেন, 'মহান মে দিবস আমাদের শুধু ইতিহাস স্মরণ করায় না, বরং বর্তমানের নির্মম বাস্তবতাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। আজকের বাংলাদেশে উন্নয়নের যে গল্প বলা হয়, তার পেছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য শ্রমিকের রক্ত, পঙ্গুত্ব এবং অকালমৃত্যুর বেদনাময় ইতিহাস। এই উন্নয়ন কার জন্য, যদি শ্রমিকের জীবনই সেখানে নিরাপদ না থাকে?'

তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে তৈরি পোশাক, নির্মাণ, জাহাজভাঙা, ইটভাটা, কৃষি এবং পরিবহনে দুর্ঘটনার হার উদ্বেগজনক। এসব দুর্ঘটনার মধ্যে ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ড, যন্ত্রপাতির আঘাত, উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধ হওয়া বা বিষক্রিয়া ও পরিবহন দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, 'শুধু ২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায় ৭৩৫ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং গুরুতর আহত হয় ২৬৩ জন। ২০২৬ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে ১৮৬ জন শ্রমিক মারা যান এবং আহত হন ৩৩৫ জন। অনেক ঘটনার খবর প্রকাশ পায় না, ফলে প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ।'

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন,

** অধিকাংশ কর্মস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব,

** ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) না দেয়া বা ব্যবহার নিশ্চিত না করা,

** ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রশিক্ষণের অভাব,

** শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগ না থাকা,

** অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা আইনি সুরক্ষার বাইরে থাকা,

** অতিরিক্ত কাজের চাপ ও ক্লান্তি।

তিনি বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এতো আইন ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও কেনো দুর্ঘটনা কমছে না? মূল কারণ নিয়োগকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব। দুর্ঘটনার পর সঠিক তদন্ত হয় না, দায়ীদের শাস্তি দেয়া হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক বা তাদের পরিবার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায় না। এভাবে একটি দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।'

প্রতিরোধে করণীয় হিসেবে সাকিল বলেন:

** দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে।

** পরিদর্শকের সংখ্যা ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে, যেখানে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

** নিয়মিত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

** দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

** সব শ্রমিককে আইনি সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।

** প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ অনুমোদন করেছে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের আইনে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সম্প্রতি শ্রম আইনের সংশোধনে কিছু ভালো দিক থাকলেও যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি। শ্রম সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নেও সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা এখন সময়ের দাবি।

প্রযুক্তির প্রসঙ্গে তুলে তিনি বলেন, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটালাইজেশন শ্রমবাজারে মৌলিক পরিবর্তন আনছে। কিছু চাকরি কমলেও নতুন কাজ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান শ্রমিকদের বড় অংশ সেই নতুন কাজের জন্য প্রস্তুত নয়। সরকারকে সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিতে হবে। শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সব শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করতে হবে।

ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা হওয়া উচিত: জাহাঙ্গীর আলম গোলক

শ্রমিক জাগরণ মঞ্চের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম গোলক বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে মজুরির অসামঞ্জস্যকে বড় সংকট হিসেবে দেখেন।

তিনি বলেন, 'বর্তমান বাংলাদেশের বাজারদরের সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ না। শ্রমিকদের মজুরি শ্রমশক্তির মূল্যের দ্বিগুণ হওয়ার কথা। শ্রম আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু দেয়া হয় মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ ১২ হাজার টাকা।'

তিনি মনে করেন, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা মালিক শ্রেণীর অধিক মুনাফার লোভ এবং পুঁজিবাদী সরকার, যারা মালিক শ্রেণীর পক্ষে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে।

তিনি বলেন শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে, শ্রমিক পরিবারের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে করতে হবে।

গার্মেন্টস ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের বাস্তবতা

সাহিদা পারভীন শিখা

মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রতীক। প্রতি বছর ১ মে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকরা এই দিনটি পালন করেন নিজেদের অধিকার আদায়ের ইতিহাস স্মরণ করে এবং নতুন করে ন্যায্য জীবনের দাবি তুলে ধরতে।

১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকরা অমানবিক কর্মঘণ্টা ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। দিনে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে '৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘণ্টা নিজের জন্য'-এই দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে। সেই আন্দোলনে বহু শ্রমিক জীবন দিয়েছিলেন। তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিই আজকের মে দিবস।

সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, কাজের ধরনও পাল্টেছে। কিন্তু শ্রমিকের শোষণ, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা শেষ হয়নি। বরং বর্তমান বিশ্বে শ্রমিকদের সংকট আরও জটিল হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শ্রমজীবী মানুষের জীবন এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কম মজুরি, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আটকে আছে। আর এই সংকট সবচেয়ে বেশি বহন করছেন নারী শ্রমিকরা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তিগুলোর একটি হলো তৈরি পোশাকশিল্প। এই শিল্পে কাজ করেন প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক, যাদের বড় অংশই নারী। গ্রাম থেকে আসা নিম্নআয়ের অসংখ্য নারী নিজেদের পরিবার বাঁচাতে গার্মেন্টসে কাজ করছেন। তাদের শ্রমেই দেশের অর্থনীতি সচল থাকে, বৈদেশিক মুদ্রা আসে, উন্নয়নের গল্প তৈরি হয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের জীবনের গল্প অনেক কঠিন।

বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫শ' টাকা। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আয়ে একটি পরিবারের সম্মানজনক জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব। ঢাকার মতো শহরে বাসাভাড়া, খাবার, যাতায়াত, চিকিৎসা ও সন্তানের পড়াশোনার খরচ মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ শ্রমিককে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হয়। অনেক শ্রমিক বাধ্য হয়ে ওভারটাইম করেন, তবুও মাস শেষে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

গত কয়েক বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট, করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক বাজারের অস্থিরতার প্রভাব বাংলাদেশের শিল্পখাতেও পড়েছে। অনেক কারখানায় অর্ডার কমেছে, উৎপাদন কমেছে, আবার কোথাও কোথাও কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিক ছাঁটাই বেড়েছে, বেতন বকেয়া থেকেছে, অনেক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াই কাজ হারিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নারী শ্রমিকরা। কারণ সংকটের সময় মালিকরা প্রথমেই নারী শ্রমিকদের চাকরি ঝুঁকির মধ্যে ফেলেন। অনেক নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন সুবিধা পান না, অসুস্থ হলেও ছুটি নিতে পারেন না, এমনকি কর্মক্ষেত্রে মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হন। কর্মক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠস্বর এখনও দুর্বল।

গার্মেন্টস শিল্পের বাইরে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। যেমন-গৃহশ্রমিক, কৃষিশ্রমিক, বিউটি পার্লারের কর্মী, রাস্তার হকার, বাসা-বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইটভাটা, চা-দোকান কিংবা ছোট কারখানায় কাজ করা নারী। তাদের অধিকাংশেরই কোনো নিয়োগপত্র নেই, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই, ছুটি নেই, স্বাস্থ্যসুরক্ষা নেই, এমনকি কাজ হারালে আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগও নেই।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এই শ্রমিকদের অনেকেই শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে। ফলে তারা প্রতিদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটান। নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা আরও বেশি। অনেক নারী দিনের পর দিন কম মজুরিতে কাজ করলেও তারা 'শ্রমিক' হিসেবেই স্বীকৃতি পান না।

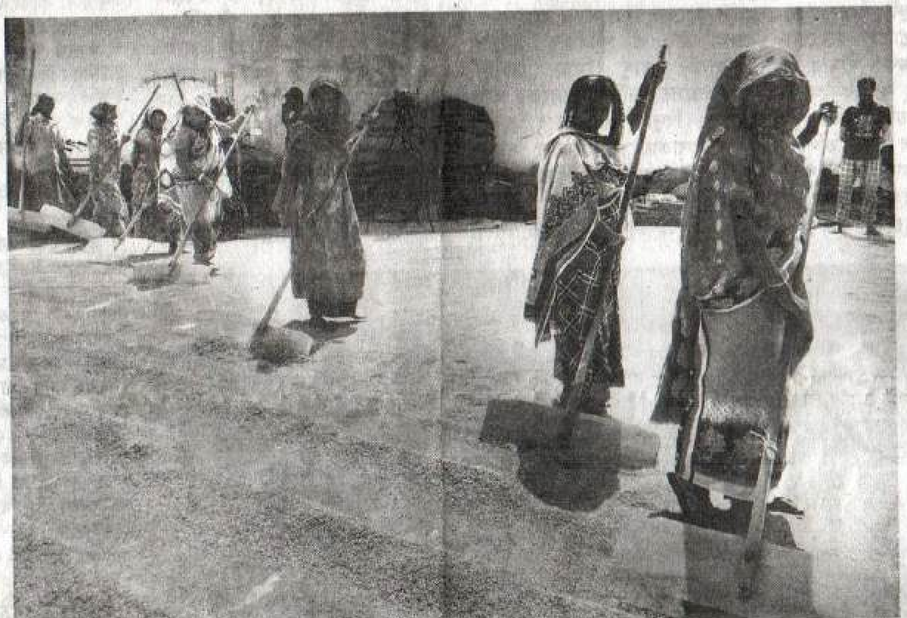

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন

ডিজিটাল অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিস্তার শ্রমবাজারেও বড় পরিবর্তন এনেছে। এখন অনেক তরুণ-তরুণী অনলাইনভিত্তিক কাজ, ডেলিভারি সেবা বা অ্যাপভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। কাজ আছে, কিন্তু চাকরির নিরাপত্তা নেই। আয় আছে, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা নেই। ফলে নতুন অর্থনীতিতেও শ্রমিকের অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অটোমেশনের কারণে ভবিষ্যতে বহু শ্রমিক কাজ হারানোর ঝুঁকিতে আছেন। তৈরি পোশাকশিল্পেও ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এতে উৎপাদন বাড়লেও কম দক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে এখন শ্রমিক আন্দোলনের দাবি শুধু মজুরি বৃদ্ধি নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন, পুনঃপ্রশিক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নও।

মে দিবস আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করিয়ে দেয় নিরাপদ কর্মপরিবেশের অধিকার। রানা প্লাজা ধসের মতো মর্মান্তিক ঘটনা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শ্রমিকের জীবনকে অবহেলা করলে উন্নয়নের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে যায়। এখনও অনেক কারখানায় অগ্নিনিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পর্যাপ্ত নয়। দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের পরিবারও অনেক সময় ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায় না।

নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা শুধু শ্রমিক নন, একই সঙ্গে পরিবার ও সন্তানের দায়িত্বও বহন করেন। অথচ অনেক কর্মক্ষেত্রে এখনও মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার সুবিধা বা স্বাস্থ্যসেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। সমান কাজের জন্য সমান মজুরিও বাস্তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি।

বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি হলো সংগঠিত হওয়ার সীমাবদ্ধতা। অনেক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করলে হয়রানি, চাকরিচ্যুতি বা চাপের মুখে পড়েন। যদিও শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে কিছু সুযোগ বাড়ানো হয়েছে, বাস্তবে শ্রমিক সংগঠনের স্বাধীনতা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। অথচ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সংগঠিত হওয়ার বিকল্প নেই।

মে দিবস তাই আজ শুধু অতীতের ইতিহাস স্মরণের দিন নয়; এটি বর্তমান বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর দিন। এটি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং মানবিক মর্যাদার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন।

কারণ একটি দেশের অর্থনীতি শ্রমিকের শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই শ্রমিক যদি ক্ষুধা, অনিশ্চয়তা ও বৈষম্যের মধ্যে বেঁচে থাকেন, তাহলে উন্নয়নের সেই গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তাই পরিবর্তিত বিশ্বে মে দিবসের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। আজকের মে দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় শ্রমিকের অধিকার মানে শুধু মজুরি নয়; এটি নিরাপত্তা, মর্যাদা, সমতা এবং মানবিক জীবনের অধিকার। আর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

[লেখক: সভাপতি,
জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র]

ঢাকা : শুক্রবার ১৮ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Friday 1 May 2026

শোভন কাজ

বণিকবার্তা শুক্রবার, মে ১, ২০২৬

তাসলিমা আখতার

দেশে শ্রমিকদের অধিকাংশ অধিকারই এসেছে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

আজ মে দিবস। শ্রমিকদের শ্রেণীগত অবস্থান, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার মূল্যায়নের দিন। এ প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন জানতে চাই।

আজ মে দিবসের ১৪০ বছর হলো। ১৮৮৬ সালের এ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কাজের সময়সীমা ৮ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী সময়ে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের স্বীকৃতি বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও এ আইনি স্বীকৃতি আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৮ ঘণ্টার নিয়মটা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। যেহেতু এখনো দেশে কোনো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বা মর্যাদাপূর্ণ মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি, ফলে শ্রমিকরা নিজেরাই জীবিকার তাগিদে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বাধ্য হন। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানও তাদের দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে নেয়। এ বাস্তবতায় বর্তমান সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা এবং মর্যাদাপূর্ণ মজুরি নির্ধারণকে গুরুত্ব দেয়া।

সম্প্রতি শ্রম আইন (সংশোধন) ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে কী অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা দেখছেন?

শ্রম আইন (সংশোধন) ২০২৬-কে সামগ্রিকভাবে একটি অগ্রগতি হিসেবে দেখি আমি। যদিও এতে কিছু অপূর্ণতাও রয়েছে। অগ্রগতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এ আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ জন করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে, গৃহশ্রমিকদের স্বীকৃতি যুক্ত হয়েছে এবং 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভাষাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এছাড়া যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বাধ্যতামূলক সেফটি কমিটি, উৎসব ছুটি বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ প্রত্যাখ্যানের অধিকার যুক্ত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এছাড়া শ্রম সংস্কার কমিশনের 'সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনের একটা সুপারিশ ছিল। সেটিও এ আইনে রাখা হয়েছে।

আবার একই সঙ্গে শ্রম আইনের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনটির বেশি ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ না থাকায় সংগঠনের স্বাধীনতা কিছুটা সীমিত হয়ে গেছে। আবার শ্রম আইন প্রণয়নের আগে অধ্যাদেশ হয়েছিল। সেখানে শ্রমিকের সংজ্ঞা কিছুটা প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় কর্মচারী ও কর্মকর্তা বাদ দেয়ায় সংজ্ঞাটি আবারো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এতে কর্মচারী ও কর্মকর্তারা শ্রম আইনের আওতায় যে সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে পারতেন তা থেকে বঞ্চিত হবেন। এছাড়া আগে যে বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিষয়টি ছিল, সেটি বাতিল হওয়ায়ও শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি পিছিয়ে পড়া দিক। সে জায়গাগুলো থেকে শ্রমিক অধিকারে ভবিষ্যতে আরো কাজ করতে হবে বলে মনে করি। শ্রমিকদের মতো প্রকাশ বা সংগঠন করার জন্য ইউনিয়ন করা খুব জরুরি। এক্ষেত্রে অনেক জটিলতা রয়ে গেছে। বিষয়টিকে চর্চার মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং বিধিমালা তৈরি করা সেসব জটিলতা দূর করতে জরুরি।

আগামীতে শ্রম আইন পুরোপুরি শ্রমিক ও শ্রম খাত বিকাশের পক্ষে হোক সেটা চাই। এটা বাস্তব সরকারকে অনেক সময় শ্রমিক-মালিক পক্ষকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রাখার কথা মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করতে হয়। এর পরও এবারের আইনে শ্রমিকের অবস্থানের যতটা অগ্রগতি হয়েছে সেটাও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটেই হয়েছে। সামনে বিদ্যমান শ্রম আইন নিয়ে আরো কাজ করতে হবে। এ কাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে করতে হবে। যাতে গণতান্ত্রিক পথগুলো উন্মুক্ত থাকে। সেটাই আমরা প্রত্যাশা করি।

প্রতি বছর ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস না পাওয়ায় অস্থিরতা তৈরি হয়, তা আসলে একটি কাঠামোগত সমস্যা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। আগের তুলনায় অসন্তোষের মাত্রা কিছুটা কমেছে, যা সরকারের কিছু উদ্যোগের ফল। ভবিষ্যতে এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে আগাম পরিকল্পনা নিতে হবে এবং কোন কোন কারখানায় বেতন প্রদানে সমস্যা হতে পারে তা আগে থেকেই শনাক্ত করতে হবে

গত এপ্রিলে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর হয়েছে। এর পরও অনেক শিল্পদুর্যোগ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সেগুলোর আলোকে জানতে চাই শ্রমিকের নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ ও বিচার—এ জায়গাগুলোয় বর্তমান আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে?

শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এখনো বড় ঘাটতি রয়ে গেছে। আমরা অতীতে তাজরীন, রানা প্লাজা, নিমতলী, চকবাজার, হাশেম ফুডের মতো বড় কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড দেখেছি, যেখানে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এসব ঘটনার পরও বিচার ও ক্ষতিপূরণে আমরা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি দেখতে পাইনি। নতুন শ্রম আইনে ৯৩টি ধারা সংশোধন করা হলেও ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড বাড়ানো এবং শাস্তির বিধানও তেমন কঠোর করা হয়নি। যদি মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত ও দোষীদের যথাযথ শাস্তি না হয়, তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থেকেই যায়। প্রতিটি শ্রমিকের জীবন ও স্বপ্নের মূল্য আছে এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে আরো কার্যকর করা জরুরি।

এর অর্থ এই যে আইন কম বা বেশি যথার্থ, যেমনই হোক না কেন, এর বাস্তব প্রয়োগ নেই। ভবিষ্যতে আইন বাস্তবায়নে কী পরামর্শ দেবেন?

আইন থাকা সত্ত্বেও তার বাস্তব প্রয়োগ দুর্বল—এটা দেশের শ্রম খাতের অন্যতম বড় সমস্যা। নতুন শ্রম আইনটি কার্যকর করতে হলে এর বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে এবং সেটাকে বাস্তবায়নে কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। তবে শুধু আইনের ওপর নির্ভর করলে হবে না, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের অধিকাংশ অধিকারই এসেছে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাই শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিসর উন্মুক্ত রাখতে হবে, যাতে শ্রমিকরা তাদের মতো প্রকাশ করতে এবং সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। না হলে বাস্তবে কোনো বড় পরিবর্তন আনা কঠিন হয়ে পড়বে।

শ্রমিক আন্দোলনের একটা বড় নজির হলো প্রতি বছর ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবিতে সংঘটিত আন্দোলন। এদিকে ঈদুল আজহা আসন্ন। পুরনো বাস্তবতার পরিবর্তন সম্ভব কীভাবে?

প্রতি বছর ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস না পাওয়ায় অস্থিরতা তৈরি হয়, তা আসলে একটি কাঠামোগত সমস্যা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। আগের তুলনায় অসন্তোষের মাত্রা কিছুটা কমেছে, যা সরকারের কিছু উদ্যোগের ফল। ভবিষ্যতে এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে আগাম পরিকল্পনা নিতে হবে এবং কোন কোন কারখানায় বেতন প্রদানে সমস্যা হতে পারে তা আগে থেকেই শনাক্ত করতে হবে। সময়মতো বেতন পরিশোধ না করলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের ওপর বলপ্রয়োগ কোনো সমাধান নয়, বরং তাদের সঙ্গে আচরণগত পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক পথে সমাধানই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে শ্রমিকদের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রমিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বাজেটে শ্রম খাতে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শ্রম খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হলে তা শুধু শ্রমিকদের কল্যাণেই নয়, দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা জরুরি, যাতে সংকটকালীন শ্রমিকরা সুরক্ষা পান। কভিড বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময় আমরা দেখেছি, অনেক মালিক বেতন দিতে পারেননি বা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী সুরক্ষা কাঠামো দরকার। পাশাপাশি মালিকদেরও একটি দায়বদ্ধতার কাঠামোর মধ্যে আনা প্রয়োজন, যাতে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত হয়। রেশনিংসহ মৌলিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হবে এবং অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ১, ২০২৬

দেশে উচ্চশিক্ষার হার বাড়লেও শ্রমবাজারের ৮৪ শতাংশের বেশি এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক

খাতভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার %

কৃষি	৯৬.৮৮
উৎপাদন	৮৬.৮৫
নির্মাণ	৯৩.৪১
সেবা	৭১.৫০
পরিবহন ও আবাসন	৬৬.৫৭
সামাজিক ও অন্যান্য সেবা	৬৫.৩৩
অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড	৮১.৩৯
মোট	৮৪.০৭

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছে। একই সঙ্গে বড় হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও অর্থনীতির আকারের সঙ্গে সংগতি রেখে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক চাকরির বাজার বড় হয়নি। বরং দেশের শ্রমবাজারের প্রায় ৮৪ শতাংশই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থেকে গেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ তথ্য ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। যদিও গত এক দশকে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা হয়েছে, তবে গতি অত্যন্ত ধীর। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ হার ৯২ শতাংশের ওপরে, যেখানে কৃষিনির্ভর কর্মকাণ্ডই মূল চালিকাশক্তি।

আইএলওর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 'কাঠামোগত পরিবর্তন' লক্ষ করা যাচ্ছে। যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত কৃষি থেকে মানুষ শিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে স্থানান্তরিত হয়, সেখানে বাংলাদেশে উল্টো চিত্র। শিল্পের বিকাশ ধীর হওয়ায় মানুষ আবারো কৃষি এবং স্বকর্মসংস্থানের মতো কম উৎপাদনশীল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দিকে ঝুঁকছে।

অর্থনীতিবিদ ও শ্রম বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশের শিল্পায়ন শ্রমশক্তির বিশাল অংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারছে না। তৈরি পোশাক খাতের বাইরে বড় কোনো শ্রমঘন শিল্প গড়ে না ওঠায় শিক্ষিত ও অদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিকই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

দেশে উচ্চশিক্ষার হার

১ম পৃষ্ঠার পর

শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের ৫৮ দশমিক ৭৩ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের হার ৭০ দশমিক ৭১ শতাংশ। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ায় উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বড় অংশ দিনের পর দিন বেকার থাকছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী, বেকারত্বের হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্নকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ আর এর কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩ শতাংশেরও কম।

উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের মতে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে বড় অংশের লক্ষ্য থাকে সরকারি চাকরি। কিন্তু দেশের সরকারি চাকরির স্বল্পতা, পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। এ প্রস্তুতি নিতে স্নাতক সম্পন্নের বড় সময় বেকার থাকতে হয়। দেশের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে স্নাতক সম্পন্ন করে নাঈম ইসলাম। এরপর তিন বছর পার হলেও কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেননি তিনি। নাঈম বণিক বার্তাকে বলেন, দেশে বেশির ভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতাও ঠিকমতো দেয় না। এসব চিন্তা করেই সরকারি চাকরির চেষ্টা করছি। আপাতত কোথাও যোগ দিলে চাকরির প্রস্তুতি নেয়া কঠিন হয়ে যেত, কারণ সরকারি চাকরির পরীক্ষার বিষয়বস্তু স্নাতক স্তরের পড়ালেখার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ফলে পুরো প্রস্তুতিটিই নতুনভাবে নিতে হয়। তিনি আরো বলেন, সমাজে বেসরকারি চাকরির বড় অংশকে এখনো সম্মানজনক হিসেবে দেখা হয় না। ফলে উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা দীর্ঘ সময় সরকারি চাকরির পেছনে ছোটে। শেষ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে আবেদনের সুযোগ শেষ হলে অনেকেই বাধ্য হয়ে অনানুষ্ঠানিক খাতে যোগ দেন।

সরকারি চাকরির প্রতি তরুণদের এ ঝোঁকের প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সরকারি চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রেও। সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিতেও আবেদন ও যোগদান করছেন তরুণরা।

আইএলওর তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ২০ লাখের বেশি তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। যাদের বড় অংশই ফ্রিল্যান্সিং, রাইড শেয়ারিং বা ছোটখাটো ফেরি করার মতো কাজে যুক্ত হচ্ছেন, যা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামোর আওতায় নেই। ফলে জিডিপিতে এ খাতের প্রায় ৪০-৪৫ শতাংশ অবদান থাকলেও শ্রমিকরা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বাড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিক খাত বড় না হওয়ায় চাকরির বাজারটিও অনানুষ্ঠানিক থেকে গেছে বলে মনে করেন বিডিজবসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) একেএম ফাহিম মাশরুর। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতি মূলত ইনফরমাল; ফরমাল খাত তেমন বড় হয়নি। তাই শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ শতাংশ বা তার বেশি যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের, সেটিকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছি না। অর্থনীতির কাঠামো যেমন, বাজারও তেমন। এ অবস্থা থেকে বের হতে বড় বাধা ইনফরমাল খাতকে ফরমাল করার মতো নীতির অভাব। বিশেষ করে সরকারের রাজস্বনীতির কারণে ব্যবসায়ীরা ফরমাল হতে চায় না; ট্রেড লাইসেন্স নিলেই করের চাপ বাড়ে, ফলে অনেকেই ইনফরমাল থাকতে চায়। আমার মতে, ট্যাক্সেশন নীতিই মূল সমস্যা; ফরমাল না হলে শ্রম অধিকারও নিশ্চিত করা যায় না।'

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো সামাজিক সুরক্ষার অভাব। বিবিএসের তথ্যে দেখা গেছে, এ খাতে কর্মরত ৯৫ শতাংশ শ্রমিকেরই কোনো নিয়োগপত্র নেই। তাদের নেই কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্য বীমা বা পেনশন সুবিধা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এসএম হাফিজুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে না পারার কারণ হচ্ছে আমাদের কর্মপরিকল্পনার অভাব। আমরা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে অ্যালাইন (একাত্ম) করতে পারছি না। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কী ধরনের চাহিদা আছে সেটি দেখছি না। যে পরিমাণ সার্টিফিকেটধারী বের হচ্ছে তার তুলনায় কর্মসংস্থান খুবই সীমিত। যার কারণে বড় একটি অংশ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বাইরে রয়ে গেছে। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত বিশ্বে পাসকৃত শিক্ষার্থী অনুযায়ী, একটি চাহিদাপত্র তৈরি করা থাকে। শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরিতে ঢুকতে পারে। সে ধরনের নীতিমালা আমাদের তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি যারা এসএসসি বা তার আগে ঝরে পড়বে তাদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে।'

সাম্প্রতিক উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ খাতের মানুষ। আইএলও বলছে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে এ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীরা ইনক্রিমেন্ট বা অন্যান্য ভাতা পেলেও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আয় স্থির রয়ে গেছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের গতিকে ধীর করে দিচ্ছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পুরুষের চেয়ে বেশি। এমনকি উচ্চ শিক্ষিত নারীরাও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে পিছিয়ে আছেন। উচ্চ শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে যেখানে ৪৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত সেখানে উচ্চ শিক্ষিত নারীদের মধ্যে এ হার মাত্র ২৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। কৃষি ও গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত নারীদের প্রায় ৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে এ বিশাল শ্রমশক্তিকে পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (সিএমএসএমই) সরকারিভাবে নিবন্ধনের আওতায় এনে তাদের সহজ শর্তে ঋণ এবং শ্রম আইনের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

এ বিষয়ে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষিত। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সুরক্ষায় আনতে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে, যদিও এটি সমাজ ও অর্থনীতির জন্য জরুরি। বিপুল শ্রমশক্তিকে বাইরে রেখে উৎপাদনশীলতা ও উন্নয়ন সম্ভব নয়।' তিনি আরো বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় শ্রমিক ইস্যু অনুপস্থিত। এর ফলে উপেক্ষার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কঠিন নয়, বরং সদিচ্ছার অভাবই মূল সমস্যা। বৈষম্য কমাতে ন্যায্য মজুরি জরুরি, কিন্তু মানদণ্ড না থাকায় শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য দাবি করতে পারছে না।'

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 01.05.2026

LABOUR DAY

The urgency of valuing workers in financial inclusion

Bangladesh's growth rests on its workers, yet their financial security remains fragile; true development now depends on moving beyond inclusion to genuine empowerment

May Day recognises workers not merely as labour providers, but as economic partners. PHOTO: RAJIB DHAR

M M Mahbub Hassan
Banker

OPINION

The first of May is not merely a day to demand workers' rights; it is a day to reaffirm our collective commitment to the dignity of labour, fair wages and social justice.

Yet a fundamental question remains: In the 55th year of our independence, has the worker — upon whose sweat, merit, and tireless toil the foundation of Bangladesh's growth stands — truly become a fair stakeholder in this development?

The economy's lifeblood

The labour force is the soul of the Bangladeshi economy. According to the recent Labour Force Survey (LFS), the number of active participants in the labour market is approximately 71.7 million. This includes roughly 48 million men and 23.7 million women.

Notably, female participation has surged to nearly one-third of the workforce over the last two decades.

This massive workforce is primarily engaged in agriculture, industry, services, and the informal sector. Data from the World Bank and the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) indicate that the industry and services sectors combined contribute more than 88% to GDP.

The direct and indirect contributions of working-class people to this growth are undeniable. However, the LFS also reveals a structural reality — 58 million people, or 84% of the total workforce, are still employed in the informal sector.

Behind these numbers lies another reality. Research on skill development suggests that only 15% to 20% of the total labour force is considered relatively skilled; the vast majority remains semi-skilled or unskilled.

This skill gap not only limits individual income but also hinders national productivity. While Bangladesh is undoubtedly strong in the quantity of labour, there is a long road ahead in improving its quality.

Two pillars, one story

The ready-made garment (RMG) sector is the most visible pillar of our economy, employing about 4 million workers, 65% of whom are women. More than 80% of the country's total export earnings come from this single sector.

Similarly, Bangladesh's growth story would not have progressed this far without the relentless labour of millions in construction, transport, agriculture, and small enterprises. The other pillar consists of migrant workers. A large portion of the 15 million Bangladeshis working in 176 countries are labourers. Each year, they send home remittances exceeding Tk2.5 trillion to 3 trillion.

This money flows through every artery of the nation — from foreign exchange reserves and the rural economy to consumer spending and small-scale investments. In essence, the lifeblood of "export" and "remittance" originates from the workers of Bangladesh.

Contribution vs protection

Despite this immense contribution, how well is the financial security of workers valued? Amid high inflation, limited wage growth, health risks, workplace accidents, and job insecurity, a vast number of workers remain financially vulnerable.

Those in the informal sector, in particular, lack access to social security, pensions, insurance, or emergency savings. For many, the moment income stops, they slide back into the clutches of poverty. No matter how glittering the development statistics may be, this fragility of the working class is an uncomfortable truth for the national economy.

From financial inclusion to empowerment

Financial inclusion is not just about opening a bank account; it is the cornerstone of economic resilience. Proper financial planning, secure savings, easy transactions, low-interest loans, micro-insurance, pensions, and digital payments — together, these lead a worker from uncertainty towards stability. Gradually, this paves the way for true financial empowerment.

Bangladesh Bank has been playing an active role in this regard. Efforts are underway to bring farmers, workers, the ultra-poor, migrants, and marginalised groups into the formal financial system through "no-frills" accounts (with balances of Tk10, 50, or 100), using bank branches, sub-branches, agent outlets, and digital platforms. Additionally,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Labour Day: The urgency of valuing workers in financial

initiatives such as mobile financial services (MFS), refinance schemes, and the digital disbursement of wages and loans are commendable. According to the latest Bangladesh Bank report (Oct–Dec 2025), the number of such accounts has reached approximately 29.23 million, with deposits totalling about Tk51,165 million. During the reporting period, these accounts received Tk8,270 million in remittances.

Furthermore, by December 2025, nearly Tk9,010 million in low-interest loans had been distributed to 102,606 customers from a Tk7,500 million refinance scheme fund, boosting income-generating activities for low-income individuals.

However, inclusion and empowerment are not synonymous. Having an account without savings, or a digital wallet without an understanding of financial planning, represents incomplete success. The next step must be moving beyond "access" towards full financial "empowerment".

Global lessons for Bangladesh

Experiences from other nations can offer a roadmap. In Germany, worker representation is a core part of the production structure. In Sweden, a robust social protection system provides long-term stability to the labour market.

Singapore's mandatory savings-based model ensures future security for workers, while South Korea has made skill development an integral part of its industrial policy. The collective message is clear: spending on worker welfare is not an "expense" – it is a direct investment in productivity.

Leveraging global expertise, Bangladesh must focus on four key areas immediately: Firstly, the expansion of worker-friendly financial products: it is not enough for micro-pensions, low-cost health insurance, and emergency savings schemes to exist; they must be genuinely accessible to low-income people.

Secondly, workplace financial literacy: receiving a salary and managing money are two different things. Regular training on budgeting, saving, managing debt, understanding digital security risks, and retirement planning is essential. Financial inclusion without literacy is often only a partial solution.

Thirdly, turning digital wages into wealth-building platforms: if micro-savings or insurance premiums are automatically deducted from digital payroll accounts, this can build a foundation for long-term security. Policy intervention at the state level is vital here.

Fourthly, portable social protection structures: a national framework should ensure that even if a worker changes jobs, their savings, insurance, and benefits remain intact.

This would be one of the most critical reforms for the future. Furthermore, it is time to rethink our approach to migrant workers. Remittances should not merely serve as a source of family consumption; with the right policy support, they can become a powerful tool for asset building. Ensuring savings instruments, investment facilities, health insurance for families, and rehabilitation-oriented financial products for returnees is crucial.

Workers: Human capital, not just a cost

We often view workers merely as a "cost", but in economic terms, they are human capital. Gary Becker and Theodore Schultz, the pioneers of human capital theory, popularised the idea that investing in education, skills, and training is the ultimate driver of growth – a concept whose roots go back to Adam Smith.

We must remember that a financially secure worker is more productive, less risk-prone, and more effective for the economy in the long run. Therefore, the financial inclusion of workers is not just a demand for social justice – it is a calculated strategy for sustainable growth.

Bangladesh aspires to become an upper-middle-income country. But that aspiration will never be fully realised if workers are not at the centre of development. While GDP growth rates measure a country's progress, the true quality of development is reflected in the lives of its working people.

May Day is not just a day for slogans; it is a day for policy realignment. It is a day to see workers not merely as labour providers, but as economic partners. Their financial security is not an act of charity – it is a matter of fairness. Their empowerment is not just welfare – it is a strategic economic reform. Without them, inclusive development will remain incomplete.

This May Day, the question is simple: will we keep workers at the periphery of development, or place them at its centre? The sustainable future of Bangladesh depends on that answer.

M M MAHBUB HASSAN IS A BANKER, DEVELOPMENT RESEARCHER AND AUTHOR.

সময়ের আলো

রোববার। ৩ মে ২০২৬।

খবর বিক্রেতাদের খবর কেউ রাখে না

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সুরক্ষা দিবসেও নেই

● আতিকুর রহমান ঝালকাঠি

সকাল থেকে বিকাল, রোদ-বৃষ্টি, গরম-শীত সব ভুলে ভোরে হকার ছুটে যান পত্রিকার এজেন্টের কাছে। সেখান থেকে দৈনিক পত্রিকা সংগ্রহ করে আবার ছোটেন গ্রাহকের দুয়ারে দুয়ারে। দেশ, সমাজ, বিশ্বের খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেন তাদের ব্রত। কিন্তু তাদের খবর আমরা কতটুকু রাখি? তারা থেকে যান অগোচরে। মানুষের অধিকার আদায়ের সংবাদ বিলি করলেও তারা নিজেরা ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ তারা খবরের কাগজের সম্পাদক ও পাঠক উভয়ের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। সমাজে 'হকার' নামেই তাদের পরিচয়। আন্তর্জাতিক মহান মে (শ্রমিক) দিবস ও শ্রমিকদের সুরক্ষা দিবসেও নেই তাদের ছুটি। সবধরনের শ্রমিক সংগঠন তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে যখন রাজপথে মিছিল সমাবেশ করে, তখন সংবাদপত্র বিক্রির শ্রমিকরা পত্রিকা নিয়ে দৌড়াতে থাকে দুয়ারে দুয়ারে। স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ের, দেশ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে। তাদের জীবন-জীবিকার প্রক্রিয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা।

বেশ কয়েকজন পত্রিকা হকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাদের দুঃখ, দুর্দশার কথা। সেই সকাল থেকে তারা পথে নামেন। সারা দিনের পরিশ্রমের ফল সর্বসাকুল্যে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। পত্রিকা যেদিন ভালো বিক্রি হয় সেদিন ৩০০ টাকা আয় হয়। পরিবার, পরিজন ও সন্তান লালন-পালন, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আবাসন ব্যয় মিটিয়ে তাদের টিকে থাকা কঠিন। জীবনবাজি রেখে খবরের কাগজ তারা পৌঁছে দেন ঠিকই কিন্তু দুর্ঘটনায় তাদের পাশে কেউ দাঁড়ান না।

পত্রিকা হকার আলতাফ হোসেন বলেন, 'প্রতিদিন ২৫০-৩০০ টাকা আয় হয়। এই আয় দিয়ে আসলে বর্তমান সময়ে একজন মানুষের চলা মুশকিল। তার ওপর পরিবার নিয়ে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু কোনো উপায় নেই।' এ জন্য নিজ ছেলেকেও শিখিয়েছেন এ কাজ। ফলে দুজনের সামান্য আয়ে কোনো রকম চলছে পরিবার। যেদিন অসুস্থ থাকেন সেদিন ছেলেকে একটু বেশি কাজ করতে হয়। পত্রিকা থেকে কোনো খোঁজখবর রাখে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রতি বছর রমজানের ঈদের আগে একদিন সব পত্রিকা ফ্রি দেন। বছরের ওই একদিনই।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আজকাল কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হকার্স সমিতি পত্রিকা প্রতি পায় ৩৫ শতাংশ কমিশন। এর মধ্য থেকে হকাররা পত্রিকা পান ৩২ শতাংশ কমিশনে। মাঠ পর্যায়ের হকাররা অনেক পত্রিকার ক্ষেত্রেই নির্ধারিত কমিশন পান না। দুই টাকার পত্রিকা ৮ টাকা হয়েছে, সবার লাভ বেড়েছে। কিন্তু হকারদের আয় বাড়েনি। অনেকে পত্রিকার সংখ্যার কথা বলেন, কিন্তু হকাররা বলছেন, তাতে কাজ হচ্ছে না। এজন্য অনেকেই এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশার প্রতি ঝুঁকছেন।

পত্রিকার এজেন্সি মালিক ও হকার্স সমিতির সভাপতি আলমগীর হোসেন বলেন বলেন, পত্রিকার গ্রাহকদের চাহিদা আগের মতো নেই। পত্রিকার বিক্রির হার অর্ধেকে নেমে গেছে। পত্রিকা কম বিক্রির কারণ হিসেবে ইন্টারনেটকে দায়ী করেছেন। তিনি আরও বলেন, আগে পত্রিকা মালিকরা আমাদের বেশ খোঁজখবর রাখতেন। এখন আর রাখেন না। স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এবং সুধীজনদের নিয়ে আমাদের একটি উপদেষ্টা কমিটি আছে। তারা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আমাদের সহায়তা এনে দিতে চেষ্টা করেন। তাদের মাধ্যমে সহায়তাও পাই। কিন্তু যা পাই তা অতি সামান্য। তিনি আরও জানান, কোনো হকার সমস্যাগ্রস্ত হলে আমরা সম্মিলিতভাবে তাকে সহায়তার চেষ্টা করি।

NEW AGE

www.newagebd.net ■ Dhaka, Friday, May 1, 2026,

No minimum standard of wage for workers yet

Saddam Hossain

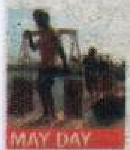

LONGSTANDING structural weaknesses in the Bangladesh labour market — including the absence of a national minimum wage standard and a persistently large informal sector — continue to undermine worker rights and economic security.

Despite steady economic growth over the past decade, working conditions for a majority of workers remain precarious, with policy fragmentation and enforcement gaps leaving crores outside formal protection mechanisms.

According to the Labour Force Survey 2024, conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics, the country's total labour force stood at 6.91crore, of which over 5.8 crore — around 84 per cent — were engaged in informal employment.

These workers, ranging from day labourers and transport workers to domestic employees and small traders, typically lack having written contracts, social security, and legal safeguards.

Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, told New Age on Monday that a significant proportion of the workforce remains in the informal sector, where workers lack both wage standards and legal protection.

'The absence of a national minimum wage benchmark continues to create uncertainties across the labour market. Even in sectors where wages are set, the lack of a national baseline leaves workers vulnerable and wage levels inconsistent,' he said.

Despite their contribution to the economy, most informal workers remain outside formal recognition, legal protection, and social security schemes.

According to the definition issued by the 15th International Conference of Labour Statisticians, informal enterprises are private, unincorporated entities that are not legally separate from their owners and do not maintain complete financial accounts.

They are typically small-scale operations with fewer than five paid employees.

BBS data show that 95.96 per cent of the female workers and 78.08 per cent of the male workers are employed in the informal sector.

Continued on page 4 Col. 1

May Day today

Staff Correspondent

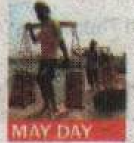

BANGLADESH along with the rest of the world is set to observe May Day, also known as International Workers' Day, today.

The day is going to be observed with demands to ensure workers' rights, including the right to workplace safety and the right to form and join trade unions.

The theme of this year's May Day in Bangladesh is 'Sustha sramik, karmath hat, asbe ebar Naba Provat', meaning 'Healthy workers, productive hands, a new dawn awaits'.

Different labour bodies will hold rallies, bring out processions and organise

Continued on page 4 Col. 6

A worker welds at a workshop at Postogola in the capital on Thursday on the eve of May Day. — Md Saurav

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

No minimum standard of wage for workers yet

Of the total informal workforce, 1.322 crore are in urban areas, while 4.482 crore are based in rural places.

Informality is most prevalent in agriculture, where about 97 per cent of the workers are informal, followed by industry at 89 per cent and services at 67 per cent.

Income inequality has also widened over time, with the Gini coefficient rising to 0.4999 in 2022 from 0.482 in 2016 and 0.458 in 2010.

Babul Akhter, general secretary of the Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation, said that the government could have established a national minimum wage framework if there was sufficient political will.

Many countries, he said, operate national or region-based minimum wage systems, suggesting that Bangladesh could have adopted a similar approach, at least at the divisional level.

'We have long demanded this. A national minimum wage would have a broad impact across both formal and informal sectors,' he observed.

Sultan said that a national wage floor would provide a reference point for employers and workers, enabling more rational and equitable wage determination.

He added that although labour law reforms had been introduced, significant gaps remained, including the exclusion of mid-level employees and a limited coverage of domestic and agricultural workers.

He emphasised the need to strengthen social dialogue, expand collective bargaining and institutionalise labour representation.

'A national minimum wage framework, expanded social protection and the inclusion of informal workers within a legal structure are essential for building a more equitable society,' he said.

He also called for a centralised database to bring informal workers under a structured framework, along with mechanisms for lodging complaints and accessing remedies.

Babul Akhter further said that Bangladesh could at least introduce a monthly minimum-wage benchmark, while hourly-wage systems were not feasible at this stage.

'This would help ensure fairness across permanent, temporary, and casual workers,' he said, adding that even self-employed workers would benefit from a reference wage level.

Sultan stressed that informal workers should be brought under social protection schemes to ensure income security during unemployment, illness, or old age.

Currently, Bangladesh does not have a unified minimum wage structure, with different industries setting their own standards, resulting in significant disparities.

According to the Minimum Wages Board, 47 industrial sectors have separate wage structures (44 are operational), often with wide variations.

While wages in sectors such as readymade garments are revised more regularly, those in many others remain unchanged for years, raising concerns over both adequacy and implementation.

There is no separate wage board for agriculture — the country's largest employer — nor for many informal occupations such as day labourers and transport workers.

Sections 138–142 of the Bangladesh Labour Act 2006 outline the composition and functions of the Minimum Wages Board, including wage-setting criteria and timelines.

Data from the board show significant disparities across sectors.

The minimum wage for RMG workers is Tk 12,500 per month, set in 2023, while workers in privately owned jute mills receive Tk 8,000, fixed in 2022.

In the tannery sector, the minimum wage is Tk 17,048, set in 2024.

Workers in the shoe and leather goods industry receive Tk 7,100 a month, while those in the plastic sector receive Tk 8,000 — both fixed in 2022.

In the construction and wood sectors, the minimum wage stands at Tk 16,240, set in 2021, while sawmill workers receive Tk 17,900, fixed in 2022.

Minimum wages in the pharmaceuticals and tea-packaging sectors were set in 2017 at Tk 8,050 and Tk 7,080 per month respectively.

Some sectors still operate under outdated wage structures, with minimum wages in type foundry and petrol pump services last fixed in 1983 and 1987 respectively, while those in engineering workshops and oil mills were set in 2010 and match industries in 2013.

Khondaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue, said that the country should introduce a digitalised national database for all workers, along with a unique worker identification system.

'Such a database would enable the government to deliver social protection schemes, workplace insurance, and unemployment benefits more effectively,' he observed.

He noted that Bangladesh's graduation from the least-developed-country status in November 2026 would make labour market formalisation essential.

'Some sectors already maintain databases, but what is needed is a comprehensive national system,' he added.

He also suggested seeking technical assistance from the International Labour Organisation, the United Nations, and other development partners in this regard.

He, too, urged the government to prioritise recognition of the informal sector and establish a national minimum wage framework to ensure equitable and sustainable labour market development.

DHAKA FRIDAY MAY 1, 2026
BAISHAKH 18, 1433 BS
The Daily Star

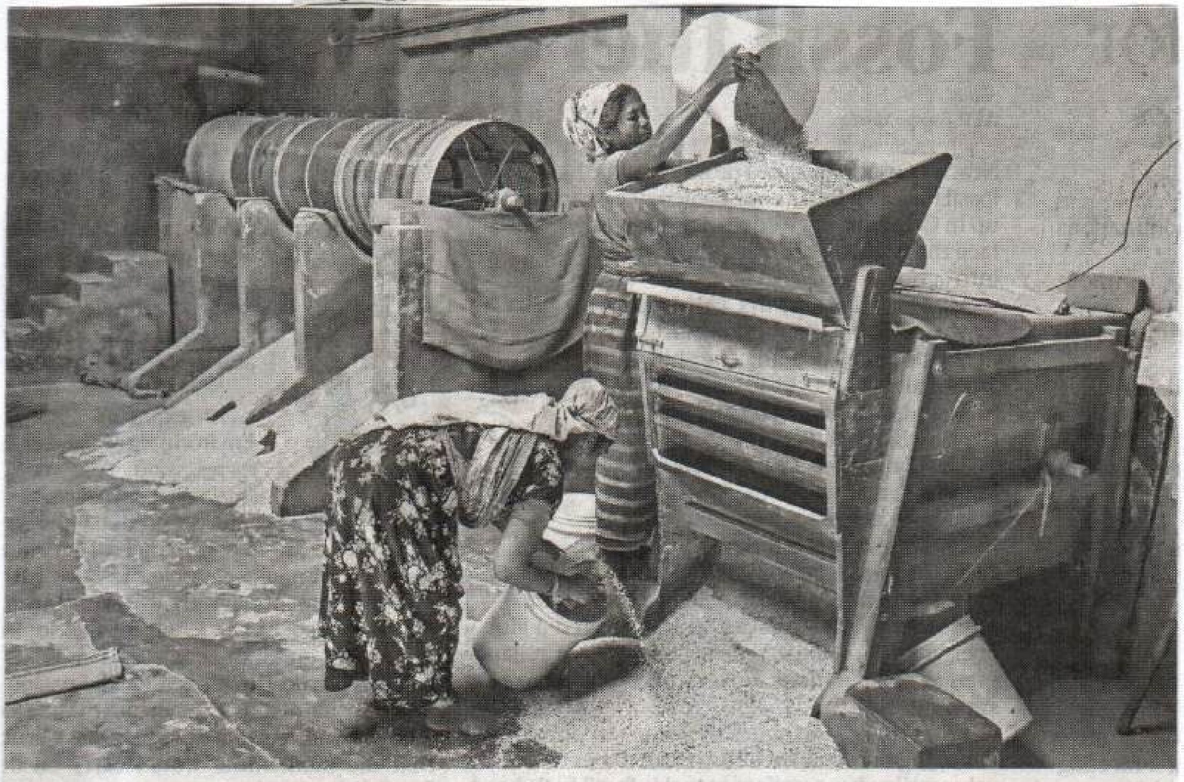

Workers process split peas at a factory in Khulna's Koia Bazar area, sorting, cleaning, drying, and packaging the lentils. They earn Tk 400 a day while the product is sold to wholesale markets countrywide at Tk 100-115 per kg. The photo was taken recently. PHOTO: HABIBUR RAHMAN

NEW AGE FRIDAY, MAY 1, 2026,

Women labourers unload sand from a ferry at Gabtoli in the capital on Thursday. Bangladesh will observe May Day, also known as International Workers' Day, today. The day is going to be observed with demands to ensure workers' rights, including the right to workplace safety and the right to form and join trade unions. — Focus Bangla photo

DHAKA FRIDAY MAY 1, 2026
BAISHAKH 18, 1433 BS
The Daily Star

Workplace deaths triple in first quarter of 2026: HRSS

STAFF CORRESPONDENT

At least 72 workers were killed in workplace accidents across the country in the first three months of 2026 -- more than triple the number recorded during the same period last year.

According to data presented yesterday by the Human Rights Support Society (HRSS), a total of 168 workplace deaths were reported in 2025. Of these, 19 occurred in the first quarter and 64 in the final quarter.

The rights body described the recent spike in workplace casualties as "concerning".

The data also showed that 573 workers were injured in the first three months of this year, nearly double the 294 injuries reported during the same period in 2025. These injuries resulted from workplace accidents, police action during protests, and other forms of violence, HRSS said.

The findings were presented at a discussion titled "Workers' Rights are Human Rights", organised ahead of International Workers' Day, which is set to be observed today.

Speaking at the event, Nagorik Oikya President Mahmudur Rahman Manna criticised the absence of workers' representation in parliament, saying their rights and demands remain largely ignored.

Referring to the July uprising, he said students led the movement by risking their lives, expanding

citizens' freedom of speech. However, representation of both students and workers in the current government remains minimal.

He expressed regret that despite parliament being in session for a considerable period, there has been no discussion on workers' rights, living standards, or economic challenges.

Workplace deaths

FROM PAGE 3

Manna also criticised ongoing debates on state reform and constitutional amendments, saying it remains unclear how these would benefit workers.

He further alleged that rising costs of essentials, gas, and fuel are not being addressed effectively and that social safety net benefits are not reaching the intended recipients.

Manna urged labour leaders to link the labour movement with mainstream politics and build an accountable mass movement to establish a welfare state.

Bangladesh Sramik Kalyan Federation President Advocate Atiqur Rahman said, "Half of those killed in the July movement were workers. Yet, reform commissions have failed to address the concerns of 7.5 crore workers."

He also criticised the continued use of child labour in garment factories.

Rabita Islam, deputy director of Karmojibi Nari, highlighted wage discrimination and harsh conditions faced by female garment workers.

"Workers receiving minimum wages are often laid off as they age and are forced to join subcontracting factories, where they earn only Tk 5,000 to Tk 7,000 a month," she said.

She also pointed to the lack of daycare facilities for working mothers and arbitrary termination practices in the sector.

The discussion was chaired by former National Human Rights Commission commissioner Nur Khan Liton.

NEW AGE
SUNDAY, MAY 3, 2026,

Workers must not be doubly denied

A GROWING backlog of cases pending with 13 labour courts and the Labour Appellate Tribunal comes with concern as workers seeking justice often count a heavy cost. They have to wait for years for justice. And the loss of job, earning, time and energy continue to take a toll on their lives. They also need to take leave, often unpaid, from their current job to attend court proceedings. Labour Appellate Tribunal statistics show that 27,546 cases are now pending with the labour courts and the only appeals tribunal. The appeals tribunal has 1,023 cases pending, the three labour courts of Dhaka 14,650 cases, two labour courts of Chattogram 2,539 cases, the Khulna court 164 cases, the Rajshahi court 85 cases, the Rangpur court 102, the Sylhet court 64 cases, the Barishal court 68 cases, the Narayanganj court 2,815 cases, the Cumilla court 326 and the Gazipur court 6,230 cases. Of the cases, 13,833 cases have been pending for more than six months. The government has also set up a labour court in Mymensingh earlier this year to ease the case backlog.

Whilst the Labour Appellate Tribunal registrar says that efforts are under way to dispose of cases as early as possible, the number of cases pending with labour courts increased, as official statistics show, by 5,500 to 27,546 this March from the 21,891 cases pending with the courts in the corresponding month in 2025. Legal redress is mostly delayed, as labour leaders say, because labour court judges often do not hold proceedings on time and attend court proceedings at their convenience. The labour law stipulates the disposal of cases in labour courts within 60 days, which can be extended by 90 more days with valid reasons. But cases are hardly disposed of within the stipulated 150 days. Besides, employers often avoid complying with court verdicts, taking advantage of legal loopholes, which causes an excessive delay in redressal and adds to the sufferings of the workers seeking justice. Victims say that the defendants repeatedly seek time without appearing in court. A worker seeking Tk 318,353 in dues in a case filed in May 2017, as New Age reported on May 1, still walks around the court premises. Another worker who filed a case in March 2014 with the complaint that he had not been given an appointment letter had the verdict in his favour in 2022, but the issue remains unresolved as the employer challenged the verdict.

The proposition that it all comes to is that workers are doubly denied, first at work and then in court. The relevant authorities should, therefore, ensure that court proceedings are held on time and other issues are mended to reduce the backlog of cases pending with labour courts.

বণিক বার্তা রোববার, মে ৩, ২০২৬

দেশে উচ্চশিক্ষার হার বাড়লেও শ্রমবাজারের ৮৪ শতাংশের বেশি এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক

কর্মমুখী শ্রমবাজার তৈরির বিষয়ে সরকারকে জোর দিতে হবে

দেশে গত কয়েক দশকে শিক্ষা বিস্তারের গল্পটি গর্বের। এ সময়ে দেশে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ উচ্চশিক্ষার সনদ নিয়ে বের হচ্ছে। কিন্তু এ অর্জনের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক জটিল বাস্তবতা। দেশের শ্রমবাজারের ৮৪ শতাংশের বেশি এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রম খাতের। অর্থাৎ প্রতি ১০ জন কর্মজীবীর মধ্যে অন্তত আটজন এমন কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে নিয়োগপত্র, নির্দিষ্ট কর্মসংস্থা, স্বাস্থ্য বীমা, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা কিংবা পেনশনের নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ তথ্য বলছে, গ্রামাঞ্চলে এ হার আরো ভয়াবহ (৯২ শতাংশের ওপরে)। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্যটি হলো উচ্চশিক্ষার সনদ পাওয়া তরুণদের ৫৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ এখনো এ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার বেকারত্বের হারও এ উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেই বেশি (১৩ শতাংশের ওপরে)। মানে শিক্ষার বিস্তৃতি যত বাড়ছে, তার সঙ্গে বেকারত্বের ঝুঁকিও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কারণ শ্রমবাজারের চাহিদার নিরিখে শিক্ষিত তরুণদের বড় অংশ পর্যাপ্ত দক্ষ বলে বিবেচিত হন না। শিক্ষা ও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মধ্যকার এ বিপরীত সমীকরণ গোটা জাতির জন্য এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ইঙ্গিত করে। এ সংকট থেকে বের হওয়ার জন্য যদি টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন করা না যায়, তাহলে বর্তমানে সম্ভাবনাময় জনমিতিক লভ্যাংশ আর এক দশক পরেই দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। দিন দিন সার্টিফিকেটের স্তূপ বাড়বে, কিন্তু দক্ষ কর্মী শ্রমবাজারে যুক্ত হবে না।

কোনো উচ্চশিক্ষা পাওয়া ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না। বিশেষত উচ্চশিক্ষা লাভের পর অধিকাংশ তরুণই চান প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত হয়ে সহজ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের। কিন্তু যখন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না, তখন বাধ্য হয়েই অনেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত হন। দেশের শিল্পায়ন অনেকাংশে তৈরি পোশাক খাতের গণ্ডিতে আটকে আছে। এদিকে গিগ ইকোনমি, ফ্রিল্যান্সিং ও এসএমই খাতের বিস্তার শুরু হলেও এগুলোও পর্যাপ্ত শ্রমঘন শিল্প হয়ে ওঠেনি। এজন্যই লাখ লাখ সার্টিফিকেটধারী তরুণ শ্রমবাজারে এসে দেখছেন, তাদের চাহিদার নিরিখে উপযুক্ত কর্মসংস্থান নেই। আইএলওর গবেষণা যেমনটি বলছে, দেশে কর্মসংস্থান কাঠামোগতভাবে উল্টোদিকে পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে নানা কারণে শিল্পের বিকাশ থমকে যাওয়ায় মানুষ আবার কৃষি এবং স্বকর্মসংস্থানের মতো কম উৎপাদনশীল ও শ্রমঘন খাতে ফিরে যাচ্ছে। প্রতি বছর শ্রমবাজারে ২০ লাখেরও বেশি তরুণ যুক্ত হন। এদের বড় একটি অংশ ফ্রিল্যান্স, ছোটখাটো ব্যবসা কিংবা রাইডশেয়ারিং পরিষেবার মাধ্যমে নিজ নিজ আর্থিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে তরুণদের একটি বড় অংশ এখনো সরকারি চাকরির দিকেই ঝুঁকে আছেন। বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থানের বিষয়ে তাদের অনীহার বড় কারণ বেতন কাঠামো, সুযোগ-সুবিধার অভাব ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তার অভাব। আবার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম বা পঠিত বিষয়গুলোর সঙ্গে শ্রমবাজারের সামঞ্জস্য নেই। ফলে উচ্চশিক্ষার সনদ নেয়ার পরও বেসরকারি খাতের 'পেশাদার' প্রতিযোগিতায় হিমশিম খাচ্ছেন অসংখ্য তরুণ। এমনকি সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গেও তাদের স্নাতকের পাঠ্যক্রমের মিল খুব বেশি থাকে না। শ্রমবাজারের কাঠামোগত সংকটের পাশাপাশি শিক্ষা খাতের মেলবন্ধনের অভাব থাকায় শিক্ষিত তরুণরা পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করছেন না এবং প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ায় দেশী-বিদেশী কোনো কর্মসংস্থানের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারছেন না। এ সংকট থেকে বের হওয়ার আদৌ উপায় কী? তা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ার ক্ষেত্রে অনেক দেশই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পেরেছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জার্মানির 'ডুয়াল সিস্টেম' বিশ্বের সবচেয়ে সফল কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিক্ষা মডেলগুলোর একটি। এখানে শিক্ষার্থীরা একদিকে ক্লাসরুমে পড়াশোনা করে, অন্যদিকে সপ্তাহের কয়েক দিন সরাসরি কোম্পানিতে প্রশিক্ষণ নেয়। ফলে স্নাতকের আগেই তারা চাকরির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এ মডেল বাস্তবায়নের কারণেই জার্মানিতে যুব বেকারত্বের হার ইউরোপে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর তরুণদের সামগ্রিক দক্ষতাভিত্তিক জাতীয় কাঠামোর অধীনে রাখে। দেশটির 'স্কিলসফিউচার' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক আজীবন নিজ দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পান। শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে। এজন্য দেশটির সনদপ্রাপ্তরা যখনই কর্মসংস্থানে যুক্ত হন, প্রাসঙ্গিক থাকেন। এশিয়ার আরেক দেশ দক্ষিণ কোরিয়া 'ওয়ার্ক-লার্ন ডুয়াল সিস্টেম' চালু করেছে। এ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরাসরি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবে স্নাতকদের জন্য একটি নির্দিষ্টসংখ্যক পদ আগে থেকেই নিশ্চিত রাখা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে 'সিম্পলস নেশিওনাল' কর সরলীকরণ কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিবন্ধনের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। এভাবে লাখ লাখ অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা আনুষ্ঠানিক কাঠামোর অধীনে আসার পাশাপাশি শ্রমিকরাও পেয়েছে সামাজিক সুরক্ষা। এমনকি পাশের দেশ ভারতও কেন্দ্রীয়ভাবে 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা' চালু করে কোটি কোটি তরুণকে শিল্পপ্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সেক্টরভিত্তিক স্কিল কাউন্সিল গঠন করে শিক্ষা ও শিল্পের মাঝে সমন্বয় করা হয়েছে।

এসব উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশকেও শ্রমবাজারে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর যেমন জোর দিতে হবে, তেমনি করনীতি সংস্কারের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষত করনীতি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক হলেই করের বোঝা—এ বাস্তবতা না বদলালে অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কমবে না। সরকারকে এমন একটি স্তরভিত্তিক কর কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ নিবন্ধিত হতে উৎসাহ পাবে, ভয় পাবে না। এদিকে দক্ষতামুখী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। জার্মানি বা সিঙ্গাপুরের মতো শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয় অংশীদারত্বের মডেল চালু করা যেতে পারে। এমনকি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে বিশেষায়িত পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কাজে যুক্ত করা যেতে পারে। পড়তে পড়তেই যাতে শিক্ষার্থী ইন্টার্নশিপ ও হাতেকলমে অভিজ্ঞতা পায়, এমন কাঠামোগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জনপ্রিয় করতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে নতুন শিল্প খাত গড়তে হবে। এক্ষেত্রে চামড়া, আসবাব, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের মতো সম্ভাবনাময় খাতগুলোয় বড় বিনিয়োগ টানার দিকে মনোযোগ বাড়ানো দরকার। যেহেতু দেশের অনেক তরুণ আইটি ও ফ্রিল্যান্স খাতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তাই তাদের আনুষ্ঠানিক সুবিধার আওতায় আনা জরুরি। আইটি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা ও শিল্প খাতের সমন্বয় ছাড়া বহুমুখী কর্মসংস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার সম্ভব নয়। এজন্যই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক শক্তির বিনিয়োগের ঘাঁটি না করে স্থানীয় শিল্প উদ্যোগের পরিবেশ হিসেবে গড়তে হবে। নারী কর্মসংস্থানকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে মাত্র ২৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে যুক্ত। এমন বৈষম্য মেনে নেয়া যায় না। নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শিশুসেবা সুবিধা ও নারীবান্ধব কর্মনীতি ছাড়া কর্মসংস্থানের বৈষম্যের চিত্র বদলাবে না।

যারা ঝরে পড়েছে তাদের কথাও ভাবতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শুধু উচ্চশিক্ষিতদের জন্য নয়। এসএসসির আগেই যারা ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃত দক্ষতা সনদের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্নটি এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাটি কঠিন নয়, সদিচ্ছার অভাবই মূল বাধা। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, এসডিজি অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অথচ শ্রমশক্তির ৮৪ শতাংশকে সামাজিক সুরক্ষার বাইরে রেখে সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। শিক্ষিত তরুণের সনদ যদি কর্মসংস্থানের দরজা না খোলে, তাহলে তেমন শিক্ষা বেশি কাজে আসে না। তাই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মেলবন্ধন ঘটানো এখন আর শুধু নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব নয়, এটি জাতির ভবিষ্যৎ পথচলার প্রশ্নও।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Sunday 3 May 2026

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রত্যয়ে মে দিবস পালিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মেহনতি শ্রমিক সমাজের অধিকার আদায়ের প্রত্যয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে গত শুক্রবার সারাদেশে পালিত হয় মে দিবস।

১৮৮৬ সালের ৩ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা জমায়েত হয়েছিল। অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ১ মে বিশ্বব্যাপী দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন ও সাধারণ মানুষ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করেছে। র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবদানকে স্মরণ করা হয়।

মে দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'শ্রমিকরাই দেশের উন্নয়নের মূল কারিগর এবং অর্থনীতির চালিকাশক্তি।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষি মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, শ্রমিক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসাইনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে ১৮৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের আত্মত্যাগ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের নিরলস পরিশ্রম দেশের শিল্প, কৃষি, পরিবহন ও নির্মাণসহ সব খাতকে এগিয়ে নিচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের অবদান দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শ্রমিকবান্ধব নীতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, তার উদ্যোগেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যা আজকের রেমিট্যান্স প্রবাহের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

তিনি বলেন, পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শ্রম আইন প্রণয়ন ও শ্রমকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালু ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পাটকল চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বক্তব্যের শেষে রাষ্ট্রপতি শ্রমিক-মালিক-সরকারসহ সব অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

রংপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালন করা হয়েছে। 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত, আসবে এবার নব প্রভাত' প্রতিপাদ্যে গত শুক্রবার সকালে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর জেলা প্রশাসন, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মোতালেব সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রোকসানা বেগম।

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়েছে। গত শুক্রবার বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পৃথক পৃথক র‍্যালি ও কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। দুপুরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন তাদের নিজ নিজ কার্যালয় থেকে র‍্যালি বের করে। র‍্যালিগুলো শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে অংশ নেয় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, কিশোরগঞ্জ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, হোটেল শ্রমিক কল্যাণ সুগন্ধা সঞ্চয় সমিতি, নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন উপ-কমিটি, কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিবহন শ্রমিক সমবায় সমিতি লি. এবং নীলফামারী জেলা ট্রাক-ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠন। র‍্যালিতে শ্রমিকরা ব্যানার, ফেস্টুন ও লাল পতাকা হাতে শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পুরো এলাকা উৎসবমুখর পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। বগুড়ার শেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে র‍্যালি, শহীদ মিনারে আলোচনা সভার আয়োজন করে। বগুড়া জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি মহাসড়কে প্রদক্ষিণ করে। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আবু রায়হান আজাদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আলম রটনের সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র স্বাধীন কুমার কুন্ডু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ জুয়েলসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

মৌলভীবাজারে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে পৃথকভাবে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ীতে সকাল ৯টায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এছাড়া রাজবাড়ী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুল গফুর মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম। অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আজাদি ময়দানে তাদের নিজস্ব কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা আমির অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি শোভাযাত্রাও বের করা হয়।

মাদারীপুরে মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস (মে দিবস) যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে সদর উপজেলা শ্রমিক দল। গত শুক্রবার শ্রমিক সমাবেশ, বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। বেলা ১১টার দিকে মাদারীপুর পৌর ঈদগাহ থেকে সদর উপজেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্বাধীনতা অঙ্গনের মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়।

বণিকবার্তা ■ রোববার, মে ৩, ২০২৬ ■

অপুষ্টি আর জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন চা শ্রমিকরা

আহমদ আফরোজ ■ মৌলভীবাজার

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য, বিশেষ করে নারী-শিশুরা অপুষ্টিসহ নানা কারণে বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা এখনো সমাজের মূল ধারা থেকে অনেক পিছিয়ে। চরম দারিদ্র্য, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, অশোভন কর্মপরিবেশ ও পরিমিত খাবারের অভাবে পুষ্টিহীনতার ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে অধিকাংশ চা বাগানের মা ও শিশুরা।

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, দেশে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া ও জরায়ু ক্যান্সারের প্রবণতা চা শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। চরম দরিদ্রতা ও অপুষ্টির কারণে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ছে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি।

জেলায় প্রতি বছর যে পরিমাণ যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয় এর অন্তত ৩৬ শতাংশই চা জনগোষ্ঠীর মানুষ। সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলায় ২০২১-২৪ চার বছরে মোট ১৯ হাজার ৯১৪ জন যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়। এর মধ্যে শুধু চা বাগানের বাসিন্দা ৭ হাজার ২২০ জন বা ৩৬ শতাংশের বেশি। কুষ্ঠরোগের চিত্রটা আরো ভয়াবহ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০১৮ সালের এক জরিপের ফল অনুসারে, চা বাগানের ৭৪ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যা জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হারের কয়েক গুণ বেশি।

মৌলভীবাজার জেলায় প্রতি বছর যে পরিমাণ যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয় এর অন্তত ৩৬ শতাংশই চা জনগোষ্ঠীর মানুষ। মৌলভীবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলায় ২০২১-২৪ চার বছরে মোট ১৯ হাজার ৯১৪ জন যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়। এর মধ্যে শুধু চা বাগানের বাসিন্দা ৭ হাজার ২২০ জন বা ৩৬ শতাংশের বেশি। কুষ্ঠরোগের চিত্রটা আরো ভয়াবহ। একই সময়ে মৌলভীবাজারে ৭৬১ জন কুষ্ঠ রোগী শনাক্ত হয়। এর মধ্যে ৬৩১ জনই চা বাগানের বাসিন্দা, যা মোট শনাক্তের ৮৩ ভাগ।

চা বাগানগুলোর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমবারের মতো চালানো জরিপে বিবিএস জানায়, অপুষ্টির কারণে চা বাগানের ৪৫ শতাংশ শিশুই খর্বকায়। ২৭ শতাংশ শীর্ণকায়। স্বল্প ওজনের শিশু ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ। তাছাড়া ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ৪৬ শতাংশ কিশোরীর এবং মা হয়ে যাচ্ছে ২২ শতাংশ। এছাড়া ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধা নেই চা বাগানের ৬৭ শতাংশ পরিবারের।

এর আগে বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) মৌলভীবাজারের চা বাগানগুলোর নারীদের ওপর একটি গবেষণা করে জানায়, চা বাগানের প্রায় ১৫ শতাংশ নারী জরায়ু ক্যান্সারে ভুগছেন।

কথা হয় কমলগঞ্জের শমসেরনগর চা বাগানের বাসিন্দা চা শ্রমিক শিলা পাত্রের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য বলতে আমরা যা বুঝি ক্যামেলিয়া হাসপাতাল। কিছু হলে সেখানেই চিকিৎসা নিতাম, কিন্তু মাস খানেক ধরে চা বাগানের সেই হাসপাতালটিও বন্ধ। অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসা নিমু না পেট চালামু? কার কী অসুখ হয় সেটা নিয়ে প্রথমে কেউ ভাবে না, কারণ টাকা নেই। যখন জটিল হয় তখন হাসপাতালে যায়; অধিকাংশ মানুষ মারা যায়।'

চা শ্রমিক নেতা সীতারাম বীন বলেন, এখনো ১০ হাতের ছোট্ট খুপরি ঘরে দিন কাটে চা বাগানের লাখো পরিবারের। গবাদিপশুর সঙ্গে গাদাগাদি করে বসবাস করতে হয় চা জনগোষ্ঠীর মানুষকে। মূলত পরিবেশটাই রোগাক্রান্ত। নেই নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান। দুইশ বছরেও নিশ্চিত হয়নি স্থায়ী আবাসন ও ভূমির মালিকানা। শিক্ষা, ক্রীড়া, প্রযুক্তি বা বিনোদন কিছুই নাগালে নেই চা শ্রমিকদের।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী বলেন, 'চা বাগানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। বছর বছর ডায়রিয়া আর পানিবাহিত রোগে অনেক মানুষ মারা যায়। বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় চা বাগানে। এতে নারী-শিশুরা ভুগছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে। চা বাগানগুলোয় ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি অনিরাপদ রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে।'

শ্রমিক নেতারা জানান, শ্রমিকদের ৯০ শতাংশের বেশি নারী হলেও চা বাগানে না আছে টয়লেট, না আছে প্রক্ষালন কক্ষ। তাছাড়া খাওয়ার পানি সরবরাহও সবসময় পর্যাপ্ত থাকে না। চা বাগানগুলোয় বাগান ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি আছে। কিন্তু এসব হাসপাতালে যে চিকিৎসা পাওয়া যায়, তা নামমাত্র। ক্যান্সার, কুষ্ঠ, যক্ষ্মাসহ বড় কোনো রোগে পড়লে বাগানের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা মেলে না। শ্রম আইন ও বিধিমালায় যেসব প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পাওয়ার কথা, তার অনেক কিছুই তারা পান না।

মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন ডা. মামুনুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'অপুষ্টিজনিত কারণে যখন রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায় তখনই রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। চা জনগোষ্ঠীর মানুষ অপুষ্টিতে ভোগার কারণেই তাদের মধ্যে রোগের হার তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া কোনো রোগ হলে তারা সহ্য করে চাপিয়ে রাখে। অসহ্য না হলে চিকিৎসকের কাছে আসে না। যার কারণে তাদের রোগ শনাক্ত হয় অনেক দেরিতে। তখন অনেক জটিল আকার ধারণ করে। আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে চা বাগানে গিয়ে রোগ নির্ণয়ের কাজ করছি, যার কারণে রোগ শনাক্তের হারও বেড়েছে।'

NEWAGE MONDAY, MAY 4, 2026,

Plight of migrant workers in Muslim world

by **Raudah Yunus**

TODAY, news of genocide, war and violence saturates the media. From the harrowing realities of the flattening of Gaza to the bombing of Lebanon, and from the famine in Sudan to the ongoing persecution of the Rohingyas in Myanmar, the continuous bombardment of this unpleasant news has somewhat caused a strange type of 'fatigue' that is desensitising people to the suffering they witness. This is not to say that humanity has lost its capacity to experience sympathy, but such apathy is an indication that violence and injustices are reaching their peak — a state that has driven a sense of bewilderment and helplessness in an average person. At the same time, the attempts by some western governments to silence crises have sparked fierce debates around marginalisation, Islamophobia, discrimination, and the 'othering' of Muslims, particularly in western countries where they form a minority.

Yet, a quieter form of othering persists within the Muslim world — less visible and less discussed but equally pervasive. It lies in the phenomenon of labour migration: the movement of millions of low-income workers, mostly from South and Southeast Asia, to wealthier Muslim nations in search of work and livelihood.

To appreciate the scale of this issue, consider this: Saudi Arabia, the largest economy in the Arab world, is home to over 10 million migrant workers, the vast majority of whom are Muslim. In Qatar, foreign labourers constitute an astounding 88 per cent of the total population. Across the other Gulf nations — Oman, Kuwait, Bahrain and the United Arab Emirates — the pattern is the same: a dependency on migrant workers who power their construction sites, households, and service industries. Meanwhile, in Malaysia, an upper-middle-income, Muslim-majority country, estimates suggest between two and five million foreign workers reside and work — many without legal documentation. These migrants primarily come from Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan and Nepal, playing vital roles in sectors ranging from agriculture to manufacturing.

Migrant workers are typically low- or semi-skilled young men from impoverished backgrounds, many from rural villages or conflict-ridden areas where economic prospects are bleak and opportunities scarce. Their migration is rarely a matter of choice; it is often a last resort. Behind every journey lies a story of sacrifice: a young man struggling to pay off his family's debt, parents desperate to pay for a child's surgery, a brother funding a sister's wedding, or a father simply trying to put enough food on the table. Many sell their land or homes to pay exorbitant recruitment fees charged by middlemen or recruitment agents, who facilitate the complex and often exploitative process of securing overseas employment. This process often plunges them into debt before they even begin earning. These debts can take years to repay and place an immense burden on their families, exposing them to the threat of loan sharks.

But the ordeal of migrant workers does not end upon arrival in destination countries. They often find themselves confined to 3D jobs — dangerous, dirty and demeaning — without adequate labour protections. Informal contracts, unpaid wages, unsafe working environments, and abusive employers are real and widespread problems. Legal avenues for redress are frequently inaccessible or biased. In addition, migrant workers are frequently subjected to discrimination and marginalisation in the host societies where they work. They face social exclusion and limited access to essential services such as housing, education, and healthcare. During the Covid pandemic, migrant workers were scapegoated and unfairly blamed for the spread of infection; they were subjected to harsh and punitive measures — arrests, raids and deportation — further compounding their vulnerabilities.

Among the most invisible of these workers are domestic helpers — predominantly young and middle-aged women from low-income families who leave behind their own children to care for those of others. Employed in private homes, they clean, cook, and care for the elderly and disabled. Their isolation behind closed doors makes them especially vulnerable to abuse—physical and, often, sexual. Many have their passports confiscated, restricting their movement and trapping them in exploitative conditions. Worse, abuse of domestic helpers is not limited to perpetrators of the same faith. Some are abused by non-Muslim employers, who force these domestic workers to prepare (and in some cases consume) non-halal food (eg, pork), abandon the hijab, and adopt lifestyles in conflict with their faith.

What makes this crisis particularly troubling is that the vast majority, or a significant proportion, of these migrant workers share the same faith and religious conviction as those in the host countries. They are not 'others' with regard to faith or values. Yet this shared belief and religious identity do not seem to naturally evoke a sense of solidarity, cooperation, or compassion from the host community. On the contrary, migrant workers are often viewed and treated with contempt and suspicion or seen as less deserving of respect and dignity. The concept of brotherhood and equality, so strongly emphasised in Islam and which calls for mutual love and support among believers, has not manifested itself in a meaningful and consistent way across the Muslim world when it comes to the treatment of migrant workers. This disconnect between religious ideals and social realities raises difficult questions for some Muslim governments and communities who demand justice for the Muslims oppressed elsewhere but turn a blind eye to the injustices committed at home.

No doubt, it is our collective moral obligation to demonstrate solidarity with our oppressed brothers and sisters in countries plagued with occupation, war, and violence, such as Kashmir, Palestine, Sudan, Yemen, Myanmar and others. The suffering of these distant communities rightly evokes strong emotions and galvanises many Muslims to engage in activism, advocacy, and humanitarian efforts. After all, we are one ummah — when one part of the body is hurt, the whole body suffers from pain and distress. Nonetheless, justice cannot be selective. As we weep for Gaza and Kashmir and rally for Sudan, we must also pause, take a step back, and reflect on how parts of the Muslim world are treating their own faith brothers and sisters within reach — those who cook their meals, clean their homes, and build their cities. They too are part of this ummah.

Have we extended the justice and mercy we demand for our distant brothers and sisters to those who labour in our midst? This is a tough question and a deeply uncomfortable one. But it is necessary, because justice, like charity, should begin at home.

যুগান্তর সোমবার ৪ মে ২০২৬

নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য ও কিছু প্রস্তাবনা

● রুকাইয়া সাওম লীনা

বর্তমান সময় কর্মক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও মননের স্বাক্ষর রেখে চলছে। তারপরও এখনো নারীরা শিকার হচ্ছে বেতন বৈষম্যের। বিশেষ করে বেসরকারি খাতগুলোতে। এ ছাড়া বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের নারী শ্রমিকরা এখনো মজুরি বৈষম্যের শিকার হন। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি কাজে পুরুষ শ্রমিকরা পাচ্ছেন ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, অন্যদিকে নারী শ্রমিকরা সমপরিমাণ কাজ করে পাচ্ছেন ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা। কৃষি খাতে নারীরা পুরুষের তুলনায় প্রায় এক চতুর্থাংশ এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার থেকেও কম মজুরি পাচ্ছেন। আসুন কয়েকটি কেস স্টাডি পড়ি।

কেস স্টাডি এক : বিলকিস (ছদ্মনাম) পোশাক কারখানায় মেশিন অপারেটর হিসাবে কাজ করেন দশ বছর ধরে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে কাজ শুরু করেন তিনি। বর্তমানে ওভারটাইম দিয়ে বেতন পান ১৪ হাজার টাকা। তা নিয়ে তিনি বেশ সন্তুষ্ট। তবে তার গ্রামের ছেলে ফজল একই পোশাক কারখানায় চাকরি করছে চার বছর হলো, সে বর্তমানে বেতন পায় ওভারটাইম দিয়ে ১৬ হাজার টাকা। এটা বলতে গিয়ে একটু গলা ধরে এলো বিলকিসের।

কেস স্টাডি দুই : জুলেখা (ছদ্মনাম) ও তার স্বামী একটি বেসরকারি স্কুলে চাকরি করেন। জুলেখা আয়া হিসাবে মাসে পান ছয় হাজার টাকা, আর তার স্বামী দারোয়ান হিসাবে পান ১০ হাজার টাকা। দুজনের কর্ম ঘণ্টা প্রায় একই রকম। তবুও এ বেতন বৈষম্য চলছে।

সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের মতো কঠিন কাজেও পিছিয়ে নেই নারীরা —ছবি : রাজীব পাল রনী

কেস স্টাডি তিন : নাসিমা একটি ইটভাটায় ১০ ঘণ্টা কাজ করেন, যেখানে নারীরা পান ২০০ থেকে ৩০০ টাকা, আর পুরুষরা পান ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। প্রয়োজন অনুসারে নাসিমা কখনো মাটি টানা বা ইট ভাঙার কাজও করে থাকেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ডা. ফওজিয়া মোসলেম এ বিষয়ে বললেন, 'বেতন বৈষম্য তো গ্রহণযোগ্য নয় বিশেষ করে কৃষি শ্রমে। কৃষিশ্রমে নারীর মজুরি নাই বললেই চলে। যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমে আছেন তাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, আবার বৈষম্যও আছে। এগুলো নিয়ে আমরা সব সময় দাবি জানিয়ে আসছি। আইন অনুযায়ী সমান মজুরি দেওয়া হোক। একই শ্রমের জন্য নারী-পুরুষকে সমান মজুরি দিতে হবে। নারীর শ্রমটা অদৃশ্য ধরে তা কেউ স্বীকার করেন না। নারীর সব ধরনের শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তার সঙ্গে বেতনবৈষম্য বন্ধ করতে হবে। নারীর শ্রমকের একজন পুরুষ শ্রমিকের সমান মর্যাদা দিতে হবে। যেহেতু একজন নারী শ্রমিক একজন পুরুষ শ্রমিকের সমান কর্ম ঘণ্টায় একই পরিমাণ পরিশ্রম করছেন, তাই নারী শ্রমিককেও সমান পরিমাণ মজুরি দিতে হবে। সবাই মনে করেন নারী যখন কাজে যান তখন বাধ্য হয়ে যান, তাই তাকে কম মজুরিতেও কাজে পাওয়া যাবে। সেজন্য আসলে নারীর শ্রমটাকে জাতীয় শ্রমশক্তির অংশ হিসাবে বিবেচনা করে না। তাই নারীর শ্রমটাকে সমানভাবে দেখা হয় না। তাই নারীকে শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়া হয় না, নারীকে সমান মজুরিও দেওয়া হয় না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবাল এ বিষয়ে বললেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি নারীরা কর্ম ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন। সমানতালে পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করছেন। বিভিন্ন ধরনের কাজ নারীরা করছেন। কিন্তু নারী শ্রমিকের মজুরি কম পুরুষ শ্রমিকের তুলনায়। একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সেখানে নারী বা পুরুষ একই বেতন পান। এখানে তো বৈষম্য হচ্ছে না। আমাদের বেতন বৈষম্যটা মূলত হয় শ্রমজীবী নারী বা সাধারণ যে নারী, নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারী। এরাই কিন্তু আমাদের সমাজের ও অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। আর এ বিপুলসংখ্যক নারীকেই আমরা তাদের উপযুক্ত মজুরি দেই না। যেমন ধরুন গৃহস্থালিতে সহযোগীর কাজ, বলতে পারি এটা বিপুলসংখ্যক নারীর পেশা। ঘরের এ সহযোগী নারী শ্রমিকরা এখন মূলত পার্টটাইম কাজ করেন। এলাকাভেদে যাদের মজুরি তারতম্য হয়। যেমন ধরুন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় এক কাজ পনেরোশ টাকা, আবার কাঁঠালবাগান গ্রীন রোড এসব এলাকায় এক কাজের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। আবার লালবাগ বা তার আশপাশের এলাকায় দেওয়া হয় ৭০০ টাকা। সারা মাস কাজ করে যেমন ধরুন কাপড় ধুয়ে বা হাঁড়ি-পাতিল মেজে বা ঘর মুছে একজন ৭০০ টাকা বা ১ হাজার টাকা বা ১ হাজার ৫০০ টাকা পেল। এটা কি তাদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হলো? এ কারণেই আমরা পুরুষদের গৃহস্থালি কাজের সহযোগী হিসাবে রাখি না। কারণ, এত কম মজুরিতে কোনো পুরুষ শ্রমিককে আমরা পাব না। সংসারের সহযোগী এ নারী শ্রমিকরা অনেকে ৫ বাসায়ও কাজ করেন। যা আসলে খুবই অমানবিক। আমার বাসায় যিনি রান্না করেন তিনি আরও তিন বাসায় রান্না করেন। এর মানে হচ্ছে তিনি তার নিজের বাসাসহ মোট পাঁচ বাসায় রান্না করেন। আবার অন্য দিকে দেখুন পোশাক নারী শ্রমিকদের, যেখানে অল্প মজুরিতে দীর্ঘ সময় নারী শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এরপর আছে কৃষি ক্ষেত্রে, যেখানেও নারী শ্রমিকদের ব্যাপকহারে মজুরি বৈষম্য রয়েছে। মে দিবস এলেই আমরা নারী শ্রমিকদের কথা ভাবি। তাদের মজুরি বৈষম্যের কথা ভাবি। যদি সরকারিভাবে এটা নিয়ে ভাবা হয়, সর্বনিম্ন মজুরিটা যদি বেঁধে দেওয়া হয়। এবং সে মজুরি কাঠামো সবক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা যদি নজরদারিতে রাখা যায় তবে আমি মনে করি এ সমস্যার সমাধান হয়তো হবে। এ ছাড়া আমরা নারী শ্রমিকদের যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে চাই। তবে তাদেরও প্রফেশনালভাবে সম্মান দিতে হবে। আমাদের বাসায় কর্ম সহকারী যারা, তাদের বুয়া বা তুই বলে না ডেকে, বা অমুকের মা তমুকের মা বলে না ডেকে, আমরা তাদের আপা বা খালা, খালাম্মা বলতে পারি বয়স অনুযায়ী। সবকিছু নিয়ে সরকারকে একটা পলিসি তৈরি করতে হবে। নারী শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা হোক। জরিপ করা হোক যে, নারী শ্রমিকরা কোন কোন সেক্টরে কাজ করছেন এবং তারা কেমন মজুরি পাচ্ছেন। সবকিছু পর্যালোচনা করে একটা সর্বনিম্ন মজুরি কাঠামো প্রয়োগ করা হোক। এটাই হোক এবার আমাদের মে দিবসের শপথ।' ■

৪ মে ২০২৬। ২১ বৈশাখ ১৪৩৩ সময়ের আলো

বন্ধ কারখানা চালুতে আসছে বিশেষ তহবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানাগুলো চালু করতে বিশেষ তহবিল গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বন্ধ এসব কারখানা চালু করতে এই তহবিল থেকে কম সুদে টাকা নিতে পারবেন উদ্যোক্তারা। সেই অর্থ কারখানা চালু করতে চলতি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যেসব কারখানা ক্রয়াদেশ পাবে ও পণ্যের বাজার চাহিদা রয়েছে তারা এই তহবিলের সুবিধা পাবে। বন্ধ কারখানা চালুর তহবিল সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ব্যাংকের কাছে বন্ধ কারখানার তালিকা চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তহবিল গঠনের আগে এ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রোববার এ নিয়ে কয়েকটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বৈঠকে ডেকেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বন্ধ যেসব কারখানার বাজার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব কারখানা চালু করতেই মূলত এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কারখানা যদি ঋণখেলাপি হয়ে থাকে, তা হলে তহবিল সুবিধা দেওয়ার আগে সহজ শর্তে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের সুবিধা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলতি সপ্তাহেই বন্ধ কারখানা চালুর জন্য তহবিল গঠনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেবেন বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত শুক্রবার মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিক দল আয়োজিত এক সমাবেশে ঘোষণা দেন, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা আবার চালুর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে নাকি সরকারি অর্থায়নে তহবিলটি গঠন হবে তা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থে এই তহবিল গঠন করতে হলে তাতে নতুন করে টাকা ছাপাতে হবে। সে ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ জন্য সরকারি অর্থে তহবিল গঠন করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। জানা গেছে, এই তহবিল গঠনের আগে ব্যাংকগুলোর কাছে বন্ধ কারখানার তালিকা ও তাদের ঋণের হালনাগাদ তথ্য চাওয়া হয়েছে। ১০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে, শুধু এসব কারখানার তালিকা চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ ও আংশিক বন্ধের তালিকা আলাদাভাবে চাওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে কোন সময়ে কোন ধরনের ঋণ দেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি কী ধরনের সুবিধা দিলে কারখানাগুলো সচল হবে, তা জানতে কয়েকটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বৈঠকে ডেকেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ৪ মে ২০২৬,

সবুজ কারখানার স্বীকৃতি পেল আরও ৪ প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক শিল্প দেশের পণ্য রপ্তানিতে প্রধান খাতই নয়, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বিশ্বসেরা কারখানা হাব এখন বাংলাদেশ। গতকাল রবিবার সবুজ কারখানার (গ্রিন ফ্যাক্টরি) স্বীকৃতি পেল আরও চারটি প্রতিষ্ঠান। স্বীকৃতি পাওয়া কারখানাগুলো হলো– চট্টগ্রামের পাহাড়তলী টেক্সটাইল লিমিটেড, গাজীপুরের ওয়েলডান অ্যাপারেল লিমিটেড, সাভারের এভারব্রাইট সোয়েটার লিমিটেড ও গাজীপুরের সিয়াম কম্পিউটারইজড ইলাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এ নিয়ে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের মোট ২৮৪টি কারখানা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইনের (লিড) বরাত দিয়ে দেশ রূপান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন, বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিজাইন (লিড) গ্রিন ফ্যাক্টরি বা সবুজ কারখানার সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে।

খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প দ্রুত পরিবেশবান্ধব বা 'গ্রিন ফ্যাক্টরি'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত হবে, যা বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও টেকসই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। তাদের তথ্যমতে, দেশে এখন সবুজ কারখানা ২৮৪টি। এর মধ্যে ১৪৪ গোল্ড ক্যাটাগরির, ১২১ প্লাটিনাম, ১৫ সিলভার ও সার্টিফাইড ক্যাটাগরির চারটি। পাশাপাশি বিশ্বসেরা শীর্ষ ১০০টি পোশাক কারখানার মধ্যে বাংলাদেশেই রয়েছে ৬৮টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাকিস্তানে সাতটি ও তৃতীয় অবস্থানে থাকা ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছে ছয়টি কারখানা। এ ছাড়া ৫৫০টির বেশি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি থেকে রেজিস্ট্রেশন বা পাইপলাইনে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান (বাবু) দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'রানা প্লাজার ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানা মালিকরা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও উৎপাদন পরিবেশ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত সেই থেকে দেশে গ্রিন ফ্যাক্টরির যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের এটি সেরা স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে পণ্যের বাড়তি মূল্য না পাওয়া গেলেও ক্রয় আদেশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সুবিধা পাওয়া যায়।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, একটি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি একদিনে বা শুরুতেই গড়ে ওঠে না। এর বিভিন্ন পর্যায়ের মান ঠিক রেখে ধারাবাহিক তদারকির মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করে। আবার স্বীকৃতি লাভ করার পরেও ধারাবাহিক তদারকি অব্যাহত রাখতে হয়। এর পেছনে দেশি-বিদেশি এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর পর্যবেক্ষণ টিম অব্যাহতভাবে মনিটরিং করে থাকে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে পোশাক কারখানা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, সবাইকে গ্রিন ফ্যাক্টরিতে আসতে হবে।

DHAKA MONDAY MAY 4, 2026
BAISHAKH 21, 1433 BS
The Daily Star

End the motherhood penalty at work

Investing in childcare is a must to stop mid-career exit of women

It is utterly frustrating that thousands of experienced women in the country are being pushed out of the workforce at the very stage when they are ready to assume leadership roles. A recent report by this daily shows how many women are forced to choose between their careers and caregiving responsibilities because of inadequate childcare support, inflexible workplaces, and unequal burdens at home. Over the past decades, the country has made significant progress in women's education, but that progress has not been fully translated into economic advancement in the absence of a conducive, women-friendly environment at workplaces.

The story of Feroza Ahmed, as reported in this daily, reflects the widespread reality of many women in the workforce. Despite having more than a decade of experience and a successful media career, she had to leave her job after the birth of her second child. While she successfully managed her department remotely during the pandemic, no hybrid or part-time option was offered to her when she needed it most. Such experiences are common across sectors, where motherhood often becomes a penalty for women.

According to a BRAC study, nearly 75 percent of 1,200 mid-career women now seeking employment had previously quit jobs due to domestic responsibilities or motherhood. Meanwhile, a Bangladesh Bureau of Statistics Time Use Survey found that married women perform 7.3 times more unpaid care work than men. These numbers expose how women continue to shoulder a disproportionate share of unpaid work while being expected to compete equally in the formal job market. The country loses valuable human capital as trained women professionals leave work. It is telling that less than seven percent of managerial roles in the country are currently held by women.

We therefore urge the government to formulate the necessary policies to create an environment where women do not have to leave their careers midway. Childcare and caregiving services must be expanded so that women from all economic backgrounds can access these services. Community-based and affordable day-care centres, certified caregiving services, workplace childcare facilities, flexible work arrangements, paid parental leave, and inclusive support for mothers of children with disabilities are all essential. Equally important is raising awareness and challenging the deep-rooted notion that caregiving is solely a woman's responsibility. A 2024 ILO report suggests that investing 3.99 percent of GDP in care sectors could create around 70 lakh jobs in Bangladesh by 2035, with 91 percent formal roles for women. If we are serious about economic growth, productivity, and equality, we must build a care economy that allows mothers to thrive at home and work.

ঢাকা : সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Monday 4 May 2026
সংবাদ
e-mail : sa

করের চাপে পাদুকা শিল্পের ৫০ শতাংশ কারখানা বন্ধ, দাবি প্রস্তুতকারক সমিতির

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতির সহ-সভাপতি আশরাফ উদ্দিন বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্বল্পমূল্যের রিসাইকেল পাদুকা খাতে ভ্যাট অব্যাহতি থাকলেও হঠাৎ ভ্যাট আরোপে শিল্পটি চরম চাপে পড়েছে। সমিতির আওতায় ৫৫০টির বেশি কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ এরইমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার অবস্থায়।'

তিনি বলেন, '২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫০ টাকা বা তার নিচের হাওয়াই চপ্পল ও রিসাইকেল পাদুকার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি ছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে এই সুবিধা তুলে নেওয়া হয়।' বর্তমান বাস্তবতায় ১৫০ টাকার সীমা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেও তিনি মত দেন।

গতকাল রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সভাপতি হাজী ফজলু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস আশরাফ উদ্দিন, সাবেক সভাপতি শাখাওয়াত এবং লিগ্যাল অ্যাডভাইজার অ্যাডভোকেট এনামুল হক সুমনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আশরাফ উদ্দিন বলেন, ২০১৬ সালে ডলারের যে মূল্য ছিল, এখন তা অনেক বেড়েছে। একইভাবে ব্যাংক ঋণের সুদের হারও বেড়েছে। আমরা যদিও রিসাইকেল পণ্য তৈরি করি, তবুও কিছু কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। ফলে উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে।

তিনি জানান, সমিতির আওতায় ৫৫০টির বেশি কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ এরইমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার অবস্থায় আছে। এসব কারখানার বেশিরভাগই মাইক্রো ও ক্ষুদ্র পর্যায়ের, যেখানে মালিক নিজেই ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণসহ সব কাজ পরিচালনা করেন। ভ্যাট ব্যবস্থাপনা চালু রাখতে প্রয়োজনীয় জনবল বা সক্ষমতা অনেকের নেই, ফলে চাপের মুখে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

ভ্যাট আরোপের ফলে পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ১০০ টাকার জুতায় ভ্যাট যুক্ত হলে ১১৫ টাকা হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক। এতে নিম্নআয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এসব পণ্য।

তিনি আরও বলেন, 'এই শিল্প শুধু ব্যবসা নয়, একটি বড় সামাজিক ও পরিবেশগত ইকোসিস্টেম। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ও পুরনো পাদুকা সংগ্রহ করে তা পুনর্ব্যবহার করা হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা হয়, অন্যদিকে নিম্নআয়ের মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

আজ যদি এই রিসাইকেল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দেশের পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোটি কোটি মানুষের ব্যবহৃত জুতা ও প্লাস্টিক বর্জ্য ডাস্টবিন ও রাস্তায় জমে থাকবে।'

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আশরাফ উদ্দিন বলেন, 'আমাদের মূল দাবি ১৫০ টাকা পর্যন্ত রিসাইকেল পাদুকার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি পুনর্বহাল করা। এতে লক্ষাধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান রক্ষা পাবে।

আর যদি তা না করা হয়, তাহলে এসব শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। উচ্চমূল্যের পাদুকার ওপর সরকার পর্যাপ্ত ভ্যাট পায়, তাই নিম্নমূল্যের পণ্যে ভ্যাট ছাড় দিলে রাজস্বে বড় প্রভাব পড়বে না। বরং এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা টিকে থাকবে।'

শ্রমিকরা ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে

দৃষ্টিপাত

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উদ্যোগে গত ১ মে বিশাল শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের এ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। তার এ উপস্থিতি সভায় আগত মানুষদের উজ্জীবিত করে। তারা ধৈর্য সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দেশের সমস্যাগ্রস্ত শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণে তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিগত দিনগুলোয় যেসব শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেগুলো আবারও পর্যায়ক্রমে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, শ্রমিকরা ভালো থাকলে, বাংলাদেশ ভালো থাকবে। একইভাবে কৃষক ভালো থাকলে, বাংলাদেশ ভালো থাকবে। তিনি আরও বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকার আমলে দেশের শিল্পকারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দিয়ে দেশকে আমদানিনির্ভর করে তোলা হয়েছিল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিএনপির নির্বাচনি অঙ্গীকারে ২০৩৪ সালে মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের একটি কথা সর্বমহলে প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন, 'আজ থেকে আপনাদের খাতায় 'শ্রমিক' হিসাবে আমার নাম লিখবেন। আমি আপনাদেরই লোক।' তার এ বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং জাতীয় জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি। অতীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীদের অনেকেই শ্রমিকদের কল্যাণে নানা কথা বলেছেন; কিন্তু কেউই নিজেকে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করেননি। শ্রমিকদের দলভুক্ত ভাবার মধ্যে তাদের সমস্যায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। একজন মানুষ চাইলেই নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ভাবতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সমাজের এলিট শ্রেণিভুক্ত হয়েও নিজেকে খেটে খাওয়া মানুষের অন্তর্ভুক্ত বলে ভেবেছেন। এটি নিশ্চিতভাবেই তার চারিত্রিক উদারতার লক্ষণ। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমান নিজের নিরাপত্তা ও প্রটোকলের তোয়াক্কা না করেই গণমানুষের কাতারে যেভাবে নিজেকে শামিল করে চলেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য। এমনকি তিনি অফিসের পিওন-কর্মচারীর সঙ্গেও সাধারণ মানুষের মতোই মিশেছেন।

একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকেন। সেটা হতে পারে কায়িক পরিশ্রম, আবার হতে পারে মানসিক পরিশ্রম। যেহেতু একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো-না-কোনোভাবে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত, তাই বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক মানুষই শ্রমিক বা শ্রমজীবী; কিন্তু আমরা অনেকেই এ সত্য স্বীকার করতে চাই না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারের সর্বোচ্চ দায়িত্বে থেকেও নিজেকে শ্রমিক হিসাবে ভাবতে পেরেছেন, এটি তার উদারতার লক্ষণ বটে।

বাংলাদেশ একসময় কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশ ছিল। সেই অবস্থা থেকে এখন আমরা শিল্পনির্ভর অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। বিশেষ করে '৭০-এর দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু হয়। এখন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়।

শ্রম আইন মোটামুটি পালন করা হলেও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে এসবের কোনো বালাই নেই। কর্মরত শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হয়, তা দিয়ে তাদের সংসার চালানো সম্ভব হয় না। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে দিনশেষে তারা যে মজুরি নিয়ে বাড়ি ফেরে, তা দিয়ে নিত্যদিনের ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। তারাই সবচেয়ে নির্যাতিত ও অধিকারবঞ্চিত এবং মজুরি বৈষম্যের শিকার।

কালিয়াকৈরে অবস্থিত একটি কারখানা পরিদর্শনকালে সেখানে নারী শ্রমিকের বিপুল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে কারখানার ম্যানেজারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'আপনারা পুরুষ

বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক এবং জনশক্তি রপ্তানি খাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, আমরা এখনো শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিত করতে পারিনি। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত চমৎকারভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শোষণ এসব প্রতিষ্ঠানেই সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। যেসব শিল্পকারখানার মালিক রাজনৈতিক দলের অনুসারী, তাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক শোষণ সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে

শ্রমিক নিয়োগ না দিয়ে নারী শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন কেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। কাজেই তাদের সামান্য কিছু মজুরি দিলেই কাজ করানো যায়। তারা পুরুষ শ্রমিকদের মতো গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করে না। তাদের দিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।' মূলত এসব কারণেই কারখানায় নারী শ্রমিকের বিপুল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

উপযুক্ত কর্মসংস্থান ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক হচ্ছে একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার শ্রমিক যদি অদক্ষ ও অপ্রশিক্ষিত হয়, তাহলে তা দেশের জন্য 'দায়' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। একসময় বাংলাদেশের অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে 'এক নম্বর জাতীয় সমস্যা' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু জনসংখ্যা, তা পরিকল্পিতই হোক, আর অপরিকল্পিত, কখনোই এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হতে পারে না। জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা গেলে তা একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হতে পারে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারার ব্যর্থতা রাষ্ট্রের। বর্তমান সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সরকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে যারা শ্রমিক-কর্মচারী হিসাবে কর্মরত আছেন, তাদের আইনসম্মত অধিকার নিশ্চিত করা। মনে রাখতে হবে, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদে নৈতিকতা ও কর্মকুশলতা প্রত্যাশা করা যায় না। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, মেশিনের পেছনে যে মানুষটি কর্মরত, তার প্রয়োজন কখনোই শেষ হবে না।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইন মোতাবেক ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের কর্মে নিযুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনের এ বিধান লঙ্ঘন করে শিশুরা বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মরত আছে। পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের হার বেশি। বিশ্বব্যাপী ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশুদের ৭ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশে এ হার ৯ দশমিক ২ শতাংশ। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অর্থাৎ ২৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিশু শ্রমিক কাজ করে। ৬৯ শতাংশ শিশু শ্রমিকের পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের আইনসম্মত অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষক না বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে না।

তারেক রহমানের উক্তি (আপনাদের খাতায় শ্রমিক হিসাবে আমার নাম লিখবেন) শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তার দরদের বহিঃপ্রকাশ। এটি প্রমাণ করে, তিনি মানসিকভাবে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। সরকারপ্রধানের এ একাত্মতা বোধ শ্রমিকশ্রেণির অগণিত সমস্যা সমাধানে অবদান রাখবে বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই, পৃথিবীর কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সপ্তাহে একদিন কায়িক পরিশ্রম অর্থাৎ মাঠে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেন। এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে নিজেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হব।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : প্রফেসর ইমেরিটাস; সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত

মঙ্গলবার ৫ মে ২০২৬
২২ বৈশাখ ১৪৩৩

শোভন কাজ

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, মে ৫, ২০২৬

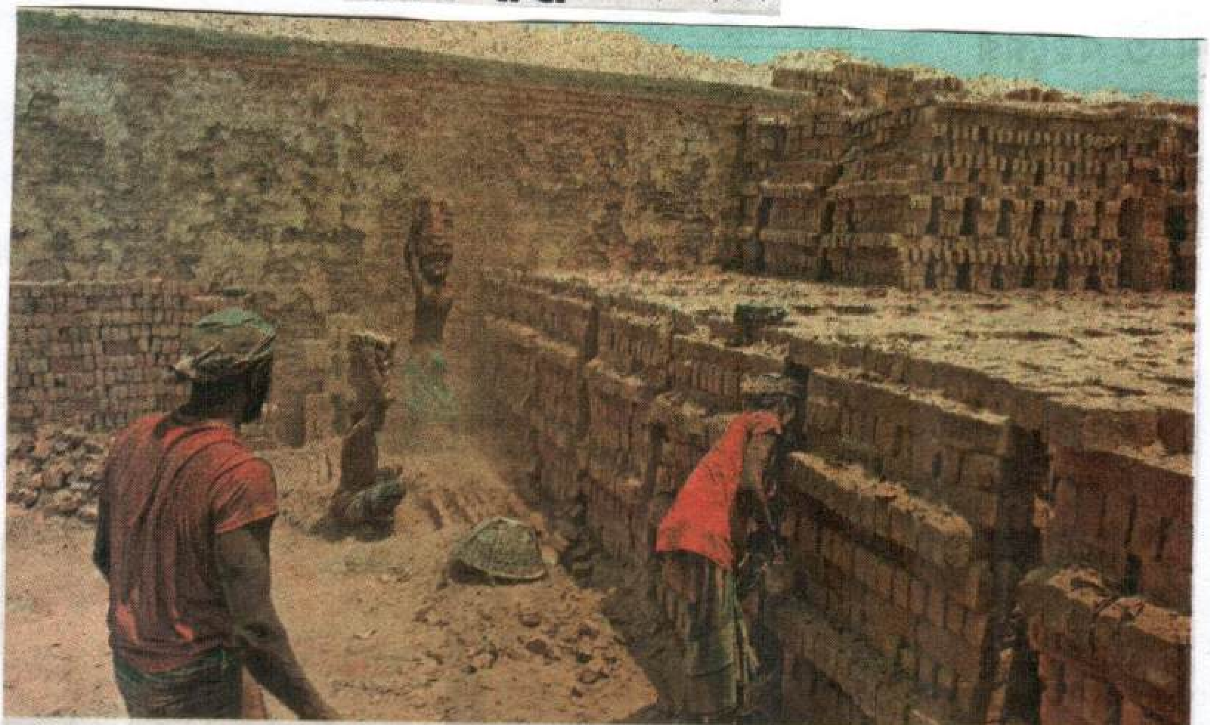

মাস্ক কিংবা গ্লাভস ব্যবহার ছাড়াই ধুলাবালিতে কাজ করছেন শ্রমিকরা ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিস ঝুঁকিতে ইটভাটার শ্রমিকরা

মো. রাকিব হোসাইন রনি ■ লক্ষ্মীপুর

দেশের নির্মাণ শিল্পের মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত ইটভাটাগুলো শ্রমিকদের মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে লক্ষ্মীপুরের প্রায় দুই শতাধিক ইটভাটায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন। দৈনিক গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা ধোঁয়া, ধুলাবালি ও প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে কাজ করায় অকালেই পঙ্গুত্ববরণ করছেন অনেকে।

অভিযোগ রয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের কথা উল্লেখ থাকলেও তা কেবল কাগজে-কলমে। বাস্তবে কোনো ইটভাটাতেই শ্রমিকের জন্য মাস্ক, গ্লাভস বা নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিশু ও নারী শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

> মাস্ক না থাকায় কয়লা পোড়ানো বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড সরাসরি শ্রমিকদের ফুসফুসে প্রবেশ করছে। ইটভাটার ধোঁয়ায় থাকা ক্ষতিকর গ্যাস ও ধুলাবালির কারণে এসব শ্রমিকের ৮০ শতাংশই দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা

সরজমিনে লক্ষ্মীপুর জেলার বেশ কয়েকটি ইটভাটা ঘুরে দেখা গেছে, মাস্ক না থাকায় কয়লা পোড়ানো বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড সরাসরি শ্রমিকদের ফুসফুসে প্রবেশ করছে। ইটভাটার ধোঁয়ায় থাকা ক্ষতিকর গ্যাস ও ধুলাবালির কারণে এসব শ্রমিকের ৮০ শতাংশই দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা। এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকিও দেখা দিচ্ছে। তীব্র গরমে দীর্ঘ সময় কাজ করায় হিট স্ট্রোক ও পানিশূন্যতার ঘটনাও বাড়ছে।

ইটভাটার কাজে নিয়োজিত এসব শ্রমিকের মাথার ওপর ১০-২০টি করে কাঁচা ও পোড়া ইট বহন করতে হয়। দীর্ঘ সময় এ ভার বহনের ফলে শ্রমিকদের মেরুদণ্ড ও হাড়ে স্থায়ী সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা কোমরের ব্যথায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

কমলনগর উপজেলার সাহেবেরহাট ইউনিয়নের ৫৮ বছর বয়সী মনির হোসেন ১০ বছর ধরে বিভিন্ন ইটভাটায় কাজ করেন। চলতি মৌসুমেও ছয় মাসের জন্য ৯৬ হাজার টাকায় নিজের শ্রম বিক্রি করেছেন 'মা আয়েশা ব্রিকস' নামের একটি ইটভাটায়। ভাটার খাজ থেকে পোড়া ইট বের করার কাজ করেন তিনি। কাজের সময় পোড়া ইটের রাবিস বালুতে একাকার তার শরীর।

স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে জানতে চাইলে মনির হোসেন বলেন, 'প্রতিদিনই পোড়া ইটের রাবিসসহ ধুলাবালি পেটে চলে যায়। কোম্পানি একসঙ্গে টাকা দেয়ায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে কোনো খোঁজই রাখে না।' দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা ও মেরুদণ্ডের ব্যথায় ভুগছেন তিনি।

একই ভাটায় দেড় লাখ টাকায় শ্রম বিক্রি করেছেন ২১ বছর বয়সী তরুণ ইব্রাহিম। তিনি বলেন, 'মাস্ক কিংবা গ্লাভস ব্যবহার করে কোনো কাজ করার সুযোগ নেই। ধোঁয়া আর রাবিস সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করে। আমাদের এখানে প্রায় দেড়শ শ্রমিকের সবাই কোনো না কোনোভাবে শ্বাসকষ্ট বা মেরুদণ্ড ব্যথায় আক্রান্ত।'

ইটভাটায় সবচেয়ে অরক্ষিত পরিবারের সঙ্গে কাজ করতে আসা নারী ও শিশুরা। বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে গর্ভবতী নারীরা অপুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে রয়েছেন। অন্যদিকে ধুলাবালির মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুরা শৈশবেই নিউমোনিয়া ও চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সদরের চর রমনী মোহন ইউনিয়নের বিবি ফাতেমা ও তার স্বামী সালাহ উদ্দিন ২ লাখ টাকায় নিজেদের শ্রম বিক্রি করেছেন। সাত বছরের সন্তান নিয়ে তারা ভাটাতেই থাকেন। ইট বহন করার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মেরুদণ্ডের ব্যথায় ভুগছেন সালাহ উদ্দিন। এ দম্পতি জানান, চিকিৎসা করাতে গিয়ে এরই মধ্যে ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ঋণ পরিশোধের চাপে বাধ্য হয়েই সপরিবারে এ ঝুঁকিপূর্ণ জীবন বেছে নিয়েছেন তারা।

ইটভাটার শ্রমিকদের সর্দার বাবুল মাঝি জানালেন, মালিক পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বা সুরক্ষা ব্যবস্থা দেয়া হয় না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর তাগিদ দেয়া হলে মালিকরা হয়তো সচেতন হতেন।

মালিকপক্ষ ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মানছে না জানিয়ে জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবু হাসান শাহীন বলেন, 'ইটভাটার ধূলিকণা বা 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' এতটাই ক্ষুদ্র যে তা সরাসরি রক্তে মিশে যেতে পারে। এতে শ্রমিকরা শ্বাসকষ্ট ও অ্যাজমা ও অ্যালার্জিসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না হওয়ায় এসব রোগ জটিল আকার ধারণ করছে।'

সমকাল ■ মঙ্গলবার । ৫ মে ২০২৬

শ্রমিকের স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের সম্পদ

রুমানা হক

সমকালীন প্রসঙ্গ

গত বছর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, শুধু তাপজনিত অসুস্থতায় বাংলাদেশে ২০২৪ সালে ২৫ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৭৮ কোটি ডলার, যা জিডিপির প্রায় ০.৪ শতাংশ। প্রতিবছর পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে একটি প্রশ্ন উঠে আসে– শ্রমজীবী মানুষের সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কতটা প্রস্তুত?

সারাবিশ্বে সমাদৃত বাংলাদেশের অর্থনীতির কেন্দ্রে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অসীম অবদান। বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৪ অনুযায়ী, দেশে মোট কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৩৫ লাখ, যার প্রায় ৩৪ শতাংশ নারী। এই বিপুল শ্রমশক্তির ৮৪ শতাংশ কাজ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে, যেখানে নেই চুক্তি, নেই সুরক্ষা। কর্মরত নারীদের মধ্যে এই হার ৯৬.৬ শতাংশ। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০২২ বলছে, প্রায় ১৮ লাখ শিশু এখনও শিশুশ্রমে আটকে আছে। কিন্তু এত বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রমশক্তির শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য কোনোটিই নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপ অনুসারে, ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসেই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৮৬ জন শ্রমিক। ২০২৫ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭৩৫। গত এক দশকে মারা গেছেন ৮ হাজারের বেশি, যাদের বেশির ভাগই ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী, পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী।

রোগের দ্বৈত বোঝা

সংক্রামক ও অসংক্রামক দুই ধরনের রোগ শ্রমিকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান। ঘনবসতিপূর্ণ আবাস ও কর্মক্ষেত্রে যক্ষ্মা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও ডেঙ্গুর মতো সংক্রামক রোগ দ্রুত ছড়ায়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি রোগ এখন গ্রামীণ ও শহরে কায়িক শ্রমে নিয়োজিত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে খুবই সাধারণ বিষয়।

দরকার বিশেষ যত্নের

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের মাত্র ২৫ শতাংশ মাতৃত্বকালীন ছুটি পায়। অনেকে প্রসবের আট সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগেই কাজে ফিরতে বাধ্য হন।

> শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রের ভাবনা একটি মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত; উন্নয়ন আসলে কী? উন্নয়নের কেন্দ্রে যদি মানুষ না থাকে, তবে সেই উন্নয়ন টেকসই নয়। দীর্ঘ মেয়াদে অসুস্থ, মানসিকভাবে ক্লান্ত ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীন শ্রমশক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়।

গর্ভকালীন হালকা কাজ, বিশ্রাম বা পুষ্টির ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত। অথচ মায়ের সুস্থতা কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের কর্মক্ষমতার ভিত্তি।

প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের প্রয়োজনও অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত

কর্মক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধা বা অভিগম্যতার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় স্থায়ী প্রতিবন্ধী হলে পুনর্বাসন বা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শ্রমিক-ঘন এলাকায় স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্প, বিশেষ টয়লেট বা সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবস্থা থাকে না। শ্রমনীতিতে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের বিশেষ প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

মানসিক স্বাস্থ্যে নজর নেই

সাভারে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাক শ্রমিকদের ৫৯ শতাংশের মধ্যে বিষণ্নতা এবং ৭৪ শতাংশের মধ্যে উদ্বেগের লক্ষণ রয়েছে। নারী শ্রমিকদের মধ্যে এই হার পুরুষের তিন গুণ। চাকরি হারানোর ভয়, অপ্রতুল মজুরি, কঠোর তদারকি, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা– এসব মিলিয়ে শ্রমিকের

মানসিক চাপ বহুমাত্রিক। এ চাপগুলোকে আমরা প্রায়ই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই। মানসিক সমস্যা এখনও সামাজিক ট্যাবু হওয়ায় শ্রমিকরা চিকিৎসা নিতে আসেন না।

রাষ্ট্র ও শিল্প খাতের ভূমিকা

ফিরে আসি শুরুর কথায় : একজন অসুস্থ শ্রমিক রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতার ক্ষতি আর সুস্থ শ্রমিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। এ বোঝাপড়া থেকেই নির্ধারিত হওয়া উচিত রাষ্ট্রের করণীয়।

কর্মক্ষেত্রে তাপ নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ পানি, ছায়াযুক্ত বিশ্রামের জায়গা এবং কর্মঘণ্টার যুক্তিসংগত সীমা– এসব বিষয় এখন আর ঐচ্ছিক থাকতে পারে না।

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্রভিত্তিক স্ক্রিনিং চালু করতে হবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্যকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। শুধু দুর্ঘটনা প্রতিরোধ নয়; শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকে শ্রমনীতির কেন্দ্রে আনতে হবে।

শিল্পকারখানাকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করতে হবে। শুধু উৎপাদন নয়; শ্রমশক্তির সুস্থতা নিশ্চিত করাও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। কারখানায় অগ্নিনিরাপত্তা, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

শ্রমিক-ঘন এলাকায় স্থানীয় সরকার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র গড়তে হবে। যেখানে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও থাকবে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা আইনত ও কার্যত নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রের ভাবনা একটি মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত; উন্নয়ন আসলে কী? উন্নয়নের কেন্দ্রে যদি মানুষ না থাকে, তবে সেই উন্নয়ন টেকসই নয়। বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে, তখন দীর্ঘ মেয়াদে অসুস্থ, মানসিকভাবে ক্লান্ত ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীন শ্রমশক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়।

সুস্থ শ্রমিক রাষ্ট্রের সম্পদ। তাঁর শারীরিক সুস্থতা, মানসিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার– সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

■ **অধ্যাপক ড. রুমানা হক: অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাহী পরিচালক, আর্ক ফাউন্ডেশন**

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৫ মে ২০২৬, ২২ বৈশাখ ১৪৩৩

এক বছরের মধ্যে বেসরকারি খাতে যাবে ৫০টি বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানা

ডিসি সম্মেলন

ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশন শেষে গতকাল এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী।

- অধিবেশনে জেলা প্রশাসকেরা নিজ জেলার শিল্প পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা এবং বন্ধ চিনিকল চালুর প্রস্তাব দেন।
- সরকার এসব প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে জানান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী।

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

বস্ত্র ও পাট খাতের প্রায় ৫০টি বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানাকে পর্যায়ক্রমে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, এতে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চলমান জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের চতুর্থ অধিবেশন শেষে গতকাল সোমবার এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। এর আগে তিন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ডিসিদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশন শেষে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং জরুরি পণ্যের নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার একটি সমন্বিত ও সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। রুগ্‌ণ ও বন্ধ শিল্পকারখানা আবার চালু করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ানো সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

এই অধিবেশনে জেলা প্রশাসকেরা নিজ নিজ জেলার বাস্তবতা তুলে ধরে শিল্প পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা এবং বন্ধ চিনিকল আবার চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন। জেলা প্রশাসকদের এই প্রস্তাবের কথা জানান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার এসব প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্যক্রম প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞরা থাকবেন।

উৎপাদক থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূল্যব্যবধান কমাতে সরকার আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর (এআই-ভিত্তিক) সরবরাহব্যবস্থা তদারক করার পরিকল্পনা নিয়েছে বলেও জানান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী।

আসন্ন কোরবানির ঈদ উপলক্ষে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে বিশেষ কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একটি চামড়াও যাতে নষ্ট না হয়, সে লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মসজিদ-মাদ্রাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে; আর সরকারিভাবে লবণ সরবরাহ, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও গণমাধ্যমে প্রচার চালানো হবে।

দুই বছরের কৌশলগত কাঠামো বানাচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ডিসি সম্মেলন শেষে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুণগত মান বজায় রাখা, দুর্নীতি কমানো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ওপর কঠোর গুরুত্বারোপ করেছে সরকার। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও ৩১ দফার আলোকে একটি দুই বছর মেয়াদি নতুন কৌশলগত কাঠামো তৈরি করছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং বৈষম্য কমিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতেই এ কাঠামো সাজানো হচ্ছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বৈষম্য কমিয়ে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ জন্য এখন থেকে প্রতিটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তা কতটুকু কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং পরিবেশের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে : স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে জেলা প্রশাসকেরা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গত ১৬ বছরের আওয়ামী সরকারের স্বৈরাচারী শাসনামলে নির্বাচনব্যবস্থা ছিল নজিরবিহীন দুর্নীতি ও ত্রুটিপূর্ণ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ দেশের সামগ্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে জেলা প্রশাসকেরা সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে পারেন।

গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে ডিসিদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এ কথা বলেন। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেন, গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামী দিনগুলোয় আমলাদের শাসক নয়; বরং সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৬ মে ২০২৬

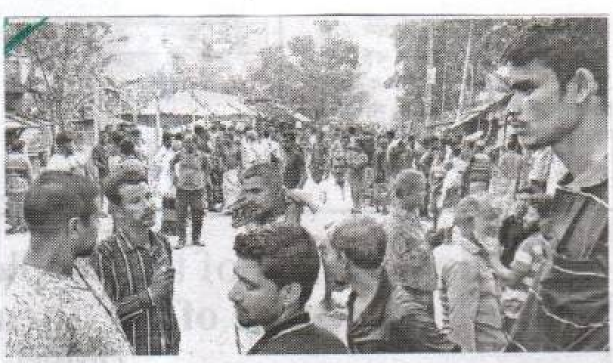

ঢাকা-চিতলমারী-বাগেরহাট মহাসড়কজুড়ে শ্রমিকদের ভিড়। ছবি : কলের কণ্ঠ

চিতলমারীতে জমজমাট শ্রমিক কেনাবেচার হাট

চিতলমারী-কচুয়া (বাগেরহাট) প্রতিনিধি ▷

চলতি বোরো ধান কাটার মৌসুমকে সামনে রেখে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায় জমে উঠেছে শ্রমিক কেনাবেচার হাট। বর্তমানে এক মণ ধানের চেয়ে বেশি দাম একজন শ্রমিকের। গত বুধবার সরেজমিনে চিতলমারী উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-চিতলমারী-বাগেরহাট মহাসড়কজুড়ে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তাঁদের হাতে রয়েছে কাঁচি, দা, কোদাল, কুড়াল।

স্থানীয় দোকানদার কালাচাঁদ জানান, বোরো মৌসুমে পার্শ্ববর্তী কচুয়া, নাজিরপুর, ফকিরহাট, বাগেরহাট, চালনা, মোংলাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা এখানে কাজের জন্য আসেন। এই হাট থেকে দরদাম ঠিক করে মালিকরা তাঁদের কাজে নিয়ে যান।

পার্শ্ববর্তী নাজিরপুর উপজেলা থেকে কাজ করতে আসা মঈন জানান, প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একজন ধানকাটা শ্রমিকের দাম ৯০০ থেকে এক হাজার টাকা। আগামী দুই সপ্তাহে ধান আরো যত পাকবে তত বেশি দাম বাড়বে।

দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা মলয় বোস জানান, বুধবার হাটের দিনে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা দরে প্রতিমণ ধান বিক্রি হয়েছে।

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 6, 2026,

Job creation lags far behind workforce growth: ILO

No formal recognition of informal learning leaves most skills uncertified, undervalued

Moinul Haque

JOB creation in Bangladesh is failing to keep pace with a rapidly expanding workforce, while nearly half of workers call for short-term technical training and more than half of young people report an urgent need for digital skills, according to the latest International Labour Organization report.

The findings also show that though 95.2 per cent of workers in Bangladesh rely on informal learning, the absence of its formal recognition left the vast majority of skills uncertified and undervalued.

The ILO on Tuesday launched its dedicated thematic publication, 'The World of Work Report: Lifelong Learning and Skills for the Future,' which painted an elaborate picture of the evolving labour market of Bangladesh.

It highlighted a growing imbalance between labour supply and demand, with new data pointing to significant gaps in job creation, skills development, and access to training.

While the country's workforce continued to expand rapidly, investment in technical, digital, and work-based learning remained limited, raising concerns over long-term employability and economic resilience.

The report identified several priority areas that Bangladesh must address to future-proof its workforce amid structural shifts driven by digitalisation and the global transition towards greener economies.

Though, it noted, lifelong learning is widely recognised as essential, access to such opportunities remains highly unequal and restricted, particularly for vulnerable groups.

A detailed analysis of survey data revealed a substantial unmet demand for training.

Informal learning, primarily through hands-on experience, dominated the skills landscape, with participation reaching 95.2 per cent.

In contrast, only 12 per cent of the working-age population engaged in formal or non-formal education and training in 2025.

The report highlighted stark inequalities in access to training based on education levels.

Among adults with secondary education, 25.7 per cent participated in learning activities, compared with just 3.7 per cent of those

Continued on page 2 Col. 2

without secondary education, it said.

Occupational differences are equally pronounced, with participation rates the highest among professionals at 36.9 per cent and technicians at 33.5 per cent, but falling sharply to only 3.5 per cent among workers in elementary occupations, the report said.

According to the report, formal sector workers are more than three times as likely to engage in structured learning, with participation at 37.2 per cent, compared with just 10.8 per cent among informal workers.

The survey findings also pointed to a clear demand for practical and future-oriented skills.

It mentioned that nearly 48.5 per cent of respondents identified short-term technical training as their most pressing need, reflecting a preference for targeted, job-relevant learning.

Digital literacy has emerged as a critical priority, particularly among younger workers, with more than half of those aged 15 to 24 expressing a need for training in digital and computer skills, it said.

According to the ILo report, non-formal training in Bangladesh at present is largely occupation-specific, accounting for 57 per cent of such programmes, followed by digital skills at 19.2 per cent and personal development at 15.5 per cent.

However, the report stressed that focusing solely on technical competencies was insufficient.

It said that employers were increasingly seeking 'rounded' skill profiles that combined technical expertise with cognitive abilities and socio-emotional skills such as communication, teamwork, and leadership.

Work-based learning, the report said, is a highly effective yet underutilised pathway for skills development, noting that around 72 per cent of respondents who had participated in apprenticeships or internships reported improved job performance as a direct result.

Despite this fact, it added, participation remained extremely low, with 93 per cent of respondents stating that they had not engaged in any work-based training over the past three years.

It further underscored the importance of recognising informal learning, given its near-universal prevalence, warning that without systems to validate skills acquired through experience, many workers, particularly those in the informal economy, remained excluded from better employment opportunities due to a lack of certification.

Drawing on worker surveys, online vacancy analysis, institutional data, and a review of 174 studies, the report warned that insufficient investment in inclusive learning systems could widen inequalities both within and between countries.

Aligning skills development with labour market demand, it argued, is essential to ensure that economic transformation benefits all segments of society.

'Lifelong learning is the bridge between today's jobs and tomorrow's opportunities. It is not only about employability and productivity, but also about supporting decent work, driving true innovation, and building resilient societies,' said ILO director general Gilbert F Houngbo.

The ILO findings also reflected global trends observed in Bangladesh, including increasing demand from employers for a combination of technical and soft skills.

ILO country director for Bangladesh Max Tuñón said that the report's findings revealed several global trends that were also observed in Bangladesh, including employers' demand for workers with a combination of technical and soft skills.

'For that, we need to address the institutional fragmentation and work more closely with the private sector, to deliver quality training that meets the needs of a rapidly changing labour market,' he said.

By addressing these gaps and aligning skills development systems with evolving labour market needs, the report recommended, Bangladesh could harness its demographic momentum to generate sustainable and decent employment while enhancing productivity and competitiveness across the economy.

সমকাল ■ বুধবার । ৬ মে ২০২৬

শ্রমিকের মজুরি ১১০০ টাকা এক মণ ধানের দাম ৮৫০

■ দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শেরপুর

- মণে ৫ কেজি করে ধান বেশি নেওয়ার অভিযোগ
- লোকসানের মুখে শেরপুরের বোরো চাষিরা

'এক মণ ধান বিক্রির টাকার সঙ্গে আরও ২৫০ টাকা যোগ কইরা শ্রমিকের মজুরি দিতেছি। সব জিনিসের দাম বাড়ে, বাড়ে না শুধু কৃষকের ধানের দাম। আমরা বাঁচমু কীভাবে।' আক্ষেপ করে কথাগুলো বলেন, নালিতাবাড়ীর কলসপাড় ইউনিয়নের বালুঘাটা গ্রামের কৃষক ইসমাইল হোসেন।

গতকাল মঙ্গলবার নালিতাবাড়ী পৌরশহরের একটি বাজারে শক্তি-১ জাতের ২০ মণ ধান বিক্রি করেন তিনি। ১ মণ ধানের দাম পান ৮৫০ টাকা। তিনি জানান, তাঁর উৎপাদন খরচ হয়েছে ১ হাজার টাকার বেশি। এমন অবস্থা শেরপুরের সব কৃষকের।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে শেরপুরে ৯১ হাজার ৮১১ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও উজানের ঢলের পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৪৫ হেক্টর জমির ধান। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঝিনাইগাতী ও নকলা উপজেলা। এই দুই উপজেলায় প্রায় শতাধিক হেক্টর জমির ধান কোথাও আংশিক, কোথাও পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে।

এদিকে জেলায় একযোগে সবার ধান কাটা শুরু হওয়ায় বাজারে চাহিদার চেয়ে ধানের আমদানি বেশি। এই সুযোগে কম দরে ধান কেনার চেষ্টা করছেন ব্যবসায়ীরা। আবার ভেজা ধান এক মণে ৫ কেজি করে বেশি নিচ্ছেন।

নকলা উপজেলার সবচেয়ে বেশি ধান হয় উরফা ইউনিয়নে। এখানকার হাওরা বিল, বাউসি বিল, খৈলাকুড়া মরাগাংসহ কয়েকটি এলাকার প্রায় ৩৫০ একর জমির ধান সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে তলিয়ে যায়। বাউসি বিলে ধান চাষ করেছিলেন কৃষক আমজাদ হোসেন। তিনি জানান, তাঁর দুই একর জমির ধান পানির নিচে ছিল। দৈনিক ১২০০ টাকা মজুরি ও এক বেলা খাবার দিয়ে শ্রমিক নিয়ে ধান কাটছেন। ধান একটু ভেজা থাকায় বাজারে দাম নেই। এক মণ ধান ৪০ কেজি। কিন্তু ভেজা থাকায় পাইকাররা ৫ কেজি করে বেশি নেয়। তিনি ৪৫ কেজি ধান ৮০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দুঃখের কথা কেউ ভাবে না, শোনে না। ভবিষ্যতে সম্ভবত ধান চাষ বাদ দিতে হবে।'

ধানের দাম কমে যাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ঝিনাইগাতীর নলকুড়া গ্রামের কৃষক আব্দুর রহমান। তিনি বলেন, 'ধারদেনা করে ধান চাষ করছি। অহন ধানের দাম নাই, ঋণের টাকা শোধ করাই কঠিন হয়ে যাবে। তাই দুশ্চিন্তায় আছি।'

ঝিনাইগাতী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেনের ভাষ্য, তাঁর উপজেলায় ১৪ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিতে বিনষ্ট হয়েছে প্রায় ১৪ হেক্টর জমির ধান। তিনি বলেন, বর্তমানে শ্রমিকের মজুরি অনেক বেশি। বাজারে ধানের দাম কম। খাদ্য বিভাগ সরকারি মূল্যে ধান কেনার জন্য কৃষকের তালিকা করছে। সেখানে আবেদন করে ধান দিতে পারলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবেন।

নকলা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল ওয়াহেদ খান বলেন, মাঠ পর্যায়ে শ্রমিক ও উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারে ধানের দাম কম। আবহাওয়ার কারণেও কৃষকের সমস্যা হচ্ছে।

ধানের বাজার কৃষকের অনুকূলে আনতে শেরপুর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কী করছে? এই প্রশ্নের জবাবে ওই অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ফাতেমা খাতুন জানান, বাজারে দাম কম, তাই তারা সরকার নির্ধারিত ১ হাজার ৪৪০ টাকা দরে ধান বিক্রি করার জন্য কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। ধানের প্রতিদিনের বাজার দর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাচ্ছেন তারা। ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি তাদের হাতে নেই।

শেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সাখাওয়াত হোসেনের ভাষ্য, সাম্প্রতিক বৈরী আবহাওয়ার কারণে জেলায় ২৪৫ হেক্টর জমির আংশিক ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধান কাঁচা, তাই বাজারে দাম পাচ্ছেন না কৃষক। সব জায়গায় একসঙ্গে ধান কাটা শুরু হওয়ায় বাজারে প্রভাব পড়েছে।

DHAKA FRIDAY MAY 8, 2026
BAISHAKH 25, 1433 BS
The Daily Star

Ensure workplace safety, protect labour rights

Demand speakers at discussion

STAFF CORRESPONDENT

The government should establish a mechanism to ensure safer working environments at multinational companies so that workers' rights are protected and companies are held accountable for negligence, speakers said at a programme yesterday.

They also stressed the need for labour-friendly policies, fair wages, skill development, and stronger protection for workers in both formal and informal sectors.

Rights activists, political leaders, and expatriates made the remarks at a discussion titled "Labour Environment, Evaluation, Rights, and the Future of Work", organised by The Bangladesh Dialogue (TBD) at The Daily Star Centre.

At the event, SM Saif Kader Rubab, director of TBD, said, "Tragedies such as the Rana Plaza collapse led to the introduction of labour laws, minimum wage structures, maternity leave, and labour courts. But the state must still play a more effective and ethical role to ensure workers' rights."

Presenting the keynote paper, TBD Chief Operations Officer Kazi Rakib Hossain said workers in Bangladesh are still deprived of fair wages, workplace safety, and basic labour rights, even 140 years after the beginning of the labour movement.

He said workers in the garment, transport, domestic work, and migrant labour sectors continue to face discrimination, insecurity, and workplace risks.

Kazi Rakib also said women, third-gender people, and members of the Hijra community still do not fully enjoy equal wages, safe workplaces, or protection from harassment.

He added that the rights of workers in the informal and gig economies remain unclear, leaving many outside legal and institutional protection.

Speakers highlighted several issues, including the gap between minimum wages and inflation, fair compensation, workplace safety, and the independence of trade unions.

They said job insecurity remains a major concern, as nearly 84 percent of workers are employed in the informal sector.

Speakers also stressed the need for skill development, digital labour registration, and new employment opportunities to prepare workers for the future labour market.

They said political and institutional weaknesses often hinder labour welfare initiatives and delay meaningful reforms.

The speakers also pointed to the lack of recognition for domestic workers and others in the informal labour sector.

They said workers from marginalised communities often do not receive proper dignity, social protection, or fair value for their labour.

Prime Minister's Special Assistant Saiyed Abdullah; lawmaker Mansura Akter; Bangladesh Garment Sramik Samhati President Taslima Akhter; Bangladesh Research Analysis and Information Network Executive Director Shafiqur Rahman; Network for People's Action member Anik Roy; and student leader Abdul Kader, among others, attended the event.

বিদেশগামী শ্রমিকদের সেবা এক ছাতার নিচে আনতে হবে

গোলটেবিল বৈঠক

'নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ অভিবাসন' শীর্ষক এ বৈঠকের আয়োজন করে বাদাবন সংঘ ও *প্রথম আলো*।

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) মাহবুব-উল করিম, মো. নুরুল হক, ফারজানা শাহনাজ, লিপি রহমান ও রাহনুমা সালাম খান। গতকাল ঢাকায় *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের সন্ধানে যাওয়া নারী অভিবাসীর সংখ্যা বাড়লেও তাঁদের দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে। বিদেশগামী এসব কর্মীর জন্য সিন্ডিকেট, অতিরিক্ত ব্যয়, ঘুষ, দালাল চক্র ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এখনো বড় বাধা। এসব বাধা দূর করে তাঁদের সব সেবা এক ছাতার নিচে আনতে হবে।

'নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপদ অভিবাসন' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা উঠে আসে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে এর আয়োজক বাদাবন সংঘ ও *প্রথম আলো*।

গোলটেবিল বৈঠকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নারী শ্রমিকদের দক্ষ করে বিদেশে পাঠানো, বিদেশে তাঁদের সুরক্ষায় আইনি ফার্ম নিয়োগ, ডিজিটাল ব্যাংকিং-সুবিধা নিশ্চিত ও বিদেশফেরত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে বড় অঙ্কের বিশেষ তহবিল গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি সরকার লক্ষ করেছে, সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয় একই ধরনের কিছু প্রশিক্ষণ দেয়। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। তবে ফল আসছে না।

বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবছে সরকার উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে মন্ত্রণালয়ই প্রশিক্ষণ দিক বা যে সংস্থাই দিক, এটাকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা জরুরি। যাতে প্রশিক্ষণগুলো কার্যকর হয়।

বিদেশ গমনে ইচ্ছুক নারীদের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে জেলা পর্যায়ে জনশক্তি অফিস, প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক এবং ওয়েলফেয়ার সেন্টারগুলোকে একই ভবনে নিয়ে এসে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু, প্রবাসীদের জন্য 'প্রবাসী কার্ড' চালু, আদর্শ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ, ভালো রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে চিহ্নিত করতে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনার কথা জানান।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) এ টি এম মাহবুব-উল করিম জানান, বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের অসুস্থতা, মৃত্যু কিংবা আইনি জটিলতায় তাঁদের পাশে থাকছে ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড। নারী-পুরুষ যেকোনো প্রবাসী ইমিগ্রেশন পার হওয়ার পর থেকেই আবার ফেরত আসা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসীদের পাশে থাকার চেষ্টা করে।

নারী অভিবাসনে স্বচ্ছতা ও রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহি নিশ্চিতের তাগিদ দেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) জ্যেষ্ঠ জাতীয় কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রাহনুমা সালাম খান। তাঁর মতে, তথ্যের অস্পষ্টতা নারী কর্মীদের শোষণের প্রধান কারণ। এ ছাড়া দেশের কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর (টিটিসি) সংস্কারের কথা বলেন। আইএলওর সহায়তায় বিদেশফেরত নারীদের জন্য বিশেষ ক্যাশ স্কিম চালুর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি।

নারী অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রাক্‌-সিদ্ধান্ত পর্যায় থেকে কাজ করার আহ্বান জানান রিইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড লেবার মোবিলিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশনের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ফারজানা শাহনাজ। তিনি বলেন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সঠিক তথ্য ও কাউন্সেলিং সেবা পৌঁছে দেওয়া জরুরি। পাশাপাশি অভিবাসন ব্যয় ও ঋণের বোঝা কমাতে বিদেশে যাওয়ার আগেই লাভ-ক্ষতির হিসাব নিশ্চিত করা জরুরি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষা নিশ্চিতে বাদাবন সংঘের ভূমিকা তুলে ধরেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক লিপি রহমান। তিনি সরকার ও সব পক্ষের কাছে প্রবাসী নারীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গন্তব্যদেশগুলোতে সরকারের তৎপরতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। বিদেশফেরত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দালাল চক্র থেকে বিদেশগামী নারীদের রক্ষায় সরকারের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

জনশক্তি রপ্তানিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানটির উপব্যবস্থাপক (বৈদেশিক নিয়োগ) নু-এমং মারমা। বিদেশের কর্মস্থলে কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করায় বোয়েসেলের মাধ্যমে গমনকারী ব্যক্তিরা প্রতারণামুক্ত থেকে স্বাবলম্বী হচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিতে সরকারকে পাঁচ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক (বিলস) সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি অভিবাসন খাতে জবাবদিহি ও কাঠামোগত সংস্কার, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত, সংগঠন করার অধিকার দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অভিবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষায় বেতন ও শারীরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইউএনডিপি বাংলাদেশের জেন্ডার এক্সপার্ট শারমিন ইসলাম। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় পরিবারবিচ্ছিন্ন থাকায় এবং গন্তব্যদেশে প্রতিকূল পরিবেশে নারীরা চরম একাকিত্ব ও মানসিক চাপে ভোগেন। ফিরে আসা নারী কর্মীদের পুনর্বাসনে সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সেলিং নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিকভাবে তাঁদের মর্যাদা নিশ্চিতে জনসচেতনতা বাড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শুধু দায়িত্ব পালন নয়, সরকার যাতে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে তাঁদের প্রতি যত্নশীল হয়, সেই আহ্বান জানান সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন। তাঁর মতে, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পর সেখানে এখন বাজারের ধরন পরিবর্তন হবে। বাংলাদেশকেও সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। বিদেশফেরত নারীদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা বিদেশে যান অপার সম্ভাবনা নিয়ে; আর ফেরত আসেন উপেক্ষা ও অবহেলা নিয়ে। নারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকলে, উপার্জনের ওপর নারীর নিজের কর্তৃত্ব থাকলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে।

প্রবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের দাবি জানান রামরুর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মেরিনা সুলতানা।

বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর শ্রম শাখাকে শক্তিশালী করা এবং নারী কর্মীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর আইনি কাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানান ওয়্যারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক জাহিয়া খাতুন।

অভিবাসন খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জবাবদিহি এবং স্থানীয় দালালদের আইনি কাঠামোর আওতায় আনার দাবি জানান বিএনএসকের পরিচালক এস কে মজিবুল হক।

নারী অভিবাসীদের সুরক্ষায় মাঠপর্যায়ে সরকারি সেবার প্রসার ও আইনি প্রতিকার জরুরি বলে মত দেন অভিবাসনবিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর। তিনি নারী অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সরকারি উদ্যোগের সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রবাসী কর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের বর্তমান নীতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর মো. হারুন-অর-রশীদ। তিনি বলেন, শুধু রেমিট্যান্সের দিকে না তাকিয়ে সরকার যেন নারী কর্মীদের সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন ইউএন ন্যাশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের জেলা প্রকল্প সহযোগী ফরহাদ আল করিম, বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএমএসএ) সাধারণ সম্পাদক শেখ রোমানা, অভিবাসী নারী শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা সুলতানা, উন্নয়ন অধিকারকর্মী শাহজাদী বেগম, অভিবাসী নারী শ্রমিক ফেডারেশনের সভানেত্রী মোছা. মরিয়ম।

গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাদাবন সংঘের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ফারিহা জেসমিন। সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ৯ মে ২০২৫, ১৩

শোভন কাজ

জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশি ডায়াসপোরা

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সম্পৃক্তকরণের কৌশল, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে দুই পর্বে লিখেছেন মোবাশ্বের মোনেম। আজ প্রকাশিত হলো শেষ পর্ব

মোবাশ্বের মোনেম

প্রবাসী সম্পৃক্ততার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন। প্রচলিত সরকারি কর্মকাণ্ড সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রবাসী সম্পৃক্ততা একটি বহুমাত্রিক বিষয় হওয়ায় এটি কেবল একটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত শাসনব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক গভর্ন্যান্স) কাঠামো প্রয়োজন; যেখানে সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য অংশীদার একযোগে কাজ করবে। অর্থাৎ এটি কেবল সরকারি উদ্যোগ নয় বরং নেটওয়ার্ক গভর্ন্যান্স, যা যৌথ অংশগ্রহণভিত্তিক একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো।

এই কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সম্পদ ব্যবহার করে একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রবাসীদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে অর্থ মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। একইভাবে প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। এ ধরনের সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর সমন্বয়কারী সংস্থা থাকা প্রয়োজন, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং কর্মসূচিগুলোকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রবাসী সম্পৃক্ততার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর। একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান বলতে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসকে বোঝায়, যার সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও সম্পদ রয়েছে এবং সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে যার স্বতন্ত্র মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে প্রবাসী-বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই মন্ত্রণালয় মূলত শ্রম অভিবাসীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশি ডায়াসপোরার জ্ঞান, দক্ষতা, বিনিয়োগকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে। এই মন্ত্রণালয়ের এ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কোনো ম্যান্ডেট বা কাঠামো নেই। প্রবাসী সম্পৃক্ততার বিস্তৃত ধারণা তুলনামূলকভাবে নতুন। প্রবাসী সম্পৃক্ততার তত্ত্ব ও বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্কের কথা চিন্তা করতে পারি, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'পিআইই'।

পিআইই ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে প্রবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তকরণ

আগেই বলা হয়েছে যে প্রবাসী সম্পৃক্ততা বর্তমানে উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশ বিদেশে বসবাসরত নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক জ্ঞানভিত্তিক অবদানকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, বিশেষ করে রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে। তবে কেবল রেমিট্যান্সের মধ্যেই এই অবদান সীমাবদ্ধ নয়; প্রবাসীদের দাতব্য সহায়তা, বিনিয়োগ এবং জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহারও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে পিআইই (ফিলানথ্রপি, ইনভেস্টমেন্ট, এক্সপার্ট এনগেজমেন্ট) ফ্রেমওয়ার্ক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় প্ল্যাটফর্ম (ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর ডায়াসপোরা এনগেজমেন্ট ইন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এটি একটি উচ্চপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কাজ করবে। এই কমিটির প্রধান হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। এর ফলে প্রবাসী সম্পৃক্ততার বিষয়টি দেশে এবং প্রবাসীদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে। এই কমিটি একদিকে প্রাথমিক সমন্বয়কারী কাঠামো হিসেবে কাজ করবে, অন্যদিকে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনাও প্রদান করবে। ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই কমিটি একটি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) গঠন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশনকে (ইআরডি) স্বল্প মেয়াদে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

▶ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠেনি।

▶ নতুন কাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তনের প্রতি কিছু প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। এই প্রতিরোধ অতিক্রম করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলেও তা দূর করা অসম্ভব নয়।

পিআইই ফ্রেমওয়ার্ক ফিলানথ্রপি, ইনভেস্টমেন্ট, এক্সপার্ট এনগেজমেন্ট—এই তিনটি ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ক্লাস্টারেরই ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। নিচে প্রতিটি ক্লাস্টারের সঙ্গে কোন কোন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট থেকে কাজ করতে পারে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

প্রথম ক্লাস্টার হলো ফিলানথ্রপি, অর্থাৎ দাতব্য সম্পৃক্ততা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদের দাতব্য সহায়তাকে দেশের সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো। অনেক প্রবাসী নিজ নিজ এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল বা অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা করতে আগ্রহী। এই ক্লাস্টারের মাধ্যমে সেই সহায়তাকে সুসংগঠিত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার আওতায় পরিচালনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে। তারা উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করে এবং প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তা প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরার কাজটি করবে।

দ্বিতীয় ক্লাস্টার হলো ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ বিনিয়োগ। এর লক্ষ্য প্রবাসী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রবাসী বিনিয়োগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই ক্লাস্টারের আওতায় বিনিয়োগ বোর্ড, রাজস্ব বোর্ড, বিভিন্ন বাণিজ্যিক চেম্বার ও উন্নয়ন সহযোগীরা কাজ করতে পারে। তারা বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় ক্লাস্টার হলো এক্সপার্ট এনগেজমেন্ট, অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ সম্পৃক্ততা। এর উদ্দেশ্য বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি পেশাজীবী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা। অনেক প্রবাসী বিশেষজ্ঞ শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা একটি ভার্চ্যুয়াল নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, যার মাধ্যমে প্রবাসী বিশেষজ্ঞরা দেশের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেসরকারি অংশীদারদের অংশগ্রহণ। এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা তথ্য সংগ্রহ, তহবিল ব্যবস্থাপনা, নেটওয়ার্ক গঠন এবং প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্তকরণের প্রধান চ্যালেঞ্জ

সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো: বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। প্রথমত, প্রবাসী কমিউনিটিকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে একটি নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অনলাইন ডেটাবেজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অনেক প্রবাসী এমন দেশে বসবাস করেন, যেখানে তাঁদের বৈধ আবাসিক অনুমতি নেই। ফলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকেন। তাই এ ক্ষেত্রে সরকারের উচিত প্রবাসীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং নিশ্চিত করা যে তাঁদের তথ্য নিরাপদ থাকবে এবং তা কেবল উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে।

তৃতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নানা সংগঠন ও সমিতি গঠন করেছেন। এসব সংগঠনের অনেকগুলোর ওপর আবার বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির প্রভাব রয়েছে। এর ফলে প্রবাসীদের একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে একত্র করা অনেক সময় কঠিন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শুরুতে কিছু নির্বাচিত সংগঠনকে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা একটি বাস্তবসম্মত কৌশল হতে পারে। পাশাপাশি বৃহত্তর প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বৈদেশিক মিশনগুলোকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে হবে।

নীতি পর্যায়ের চ্যালেঞ্জগুলো: বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে নীতি পর্যায়ে কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে। প্রথমত, প্রবাসী সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত নীতিমালার অভাব রয়েছে। বিদ্যমান নীতিগুলো মূলত শ্রম অভিবাসন এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু পিআইই পদ্ধতির মতো সমন্বিত ধারণা এসব নীতিমালায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বিতভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে এমন কিছু নতুন কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে হতে পারে, যা তাদের বর্তমান দায়িত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। এতে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মূলত শ্রম অভিবাসীদের কল্যাণ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। কিন্তু পিআইই কাঠামোর আওতায় দাতব্য কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ সম্পৃক্ততার মতো নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব ও কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন হবে।

তৃতীয়ত, প্রবাসীদের দাতব্য সহায়তা দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করতে হলে তাদের আস্থা অর্জন করা জরুরি। অনেক প্রবাসী তাঁদের অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে সংশয়ে থাকতে পারেন। তাই আগে থেকেই জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য উপকারভোগী এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরলে তাঁদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থত, প্রবাসীদের কাছ থেকে দাতব্য তহবিল গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংক হিসাব বা তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজন। সব সরকারি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের তহবিল পরিচালনার সক্ষমতা রাখে না, যদি না তাদের জন্য স্পষ্ট ম্যান্ডেট নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৭ মে ২০২৬,

শোভন কাজ

হকারদের জন্য নিবন্ধন, থাকবে নির্ধারিত স্থান

হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

সরকার 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' করেছে, নিবন্ধনসহ নির্দিষ্ট স্থানে হকার বসার শর্ত দেওয়া হয়েছে।

- জনবহুল ও ব্যস্ত এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নৈশকালীন মার্কেট।
- নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।
- সরকারি ছুটির দিন, শুক্র ও শনিবার নির্দিষ্ট এলাকায় 'হলিডে মার্কেট' ও 'নাইট মার্কেট'।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানী ঢাকায় ফুটপাত ও সড়ক দখল, যানজট, পথচারীদের চলাচলে বাধা এবং হকারদের অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘদিনের সমালোচনার পর এবার 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' করেছে সরকার। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা এই নীতিমালায় প্রথমবারের মতো হকারদের নিবন্ধন, নির্ধারিত স্থানে ব্যবসা, হলিডে ও নৈশকালীন মার্কেট, লাইসেন্স ফি এবং প্রশাসনিক তদারকির বিস্তারিত কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকার জনবহুল ও ব্যস্ত এলাকায় দিনের বেলায় হকার বসতে পারবেন না। যেসব এলাকায় অফিস শেষ হওয়ার পর জনচলাচলের চাপ কমে যায়, সেসব এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নৈশকালীন মার্কেট চালু করা যাবে।

এই নীতিমালা করার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা, হকারদের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলা এবং হকারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা।

নীতিমালার ভূমিকায় সরকার বলেছে, ঢাকায় দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত হকার কার্যক্রমের কারণে পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, যানজট বাড়ছে এবং নগর ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে।

নিবন্ধন ছাড়া ব্যবসা নয়

নীতিমালা অনুযায়ী, সিটি করপোরেশনের অধীনে একটি 'হকার ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হবে। এই কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ডিজিটাল পরিচয়পত্রসহ হকারদের নিবন্ধন দেওয়া হবে। আবেদন করার এক মাসের মধ্যে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। নিবন্ধন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কার্যকর থাকবে। মেয়াদ শেষে ফি দিয়ে তা নবায়ন করতে হবে।

হকারদের জন্য নির্ধারিত তথ্য ফরমে নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কী ধরনের পণ্য বিক্রি করবেন, কোন এলাকায় ব্যবসা করবেন এবং পরিবারের সদস্যের সংখ্যাসহ বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে।

নীতিমালায় হকার বসার স্থান নির্ধারণে কয়েকটি স্পষ্ট মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধান সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়কের পাশে হকার বসতে পারবেন না। মেট্রোস্টেশন, বাসস্টপেজ বা গুরুত্বপূর্ণ মোড় থেকে ৩০-৪০ ফুট দূরে হকার জোন নির্ধারণ করতে হবে। এ ছাড়া যেখানে হকার বসানো হবে, সেখানে পথচারীদের চলাচলের জন্য পাঁচ থেকে আট ফুট জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। ফুটপাতের পুরোটা দখল করা যাবে না।

হলিডে মার্কেটের ধারণা

সরকারি ছুটির দিন, শুক্র ও শনিবার নির্দিষ্ট এলাকায় 'হলিডে মার্কেট' চালুর সুযোগ রাখা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এসব মার্কেট পরিচালনা করা যাবে। সরকারি অফিসের সামনের সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে বা সিটি করপোরেশন নির্ধারিত বিশেষ এলাকায় এসব বাজার বসতে পারবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, হলিডে মার্কেট মূলত পারিবারিক কেনাকাটাকেন্দ্রিক হবে। সেখানে খাবারের পাশাপাশি শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে।

আর যেসব এলাকায় দিনের বেলায় তীব্র যানজট থাকে কিন্তু রাতে জনচাপ কমে যায়, সেসব এলাকায় 'নাইট মার্কেট' চালুর সুযোগ রাখা হয়েছে। অফিস শেষে সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এসব মার্কেট পরিচালনা করা যাবে। তবে খেলার মাঠ, স্কুলের মাঠ, গণ পার্ক, উপাসনালয়ের মাঠ বা কবরস্থানে কোনো মার্কেট বসানো যাবে না।

এ বিষয়ে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে মিরপুর, গুলিস্তান, নিউমার্কেট, সদরঘাট ও বাইতুল মোকাররমের মতো জনবহুল এলাকায় অফিস সময়ের পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত এই মার্কেট বসানো যাবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, একটি পরিবারের জন্য একজনই লাইসেন্স বা বরাদ্দ পাবেন। নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ সেই স্থান ব্যবহার করতে পারবেন না। বরাদ্দ পাওয়া ব্যক্তি চাইলে অন্য কাউকে জায়গা ভাড়া বা হস্তান্তর করতে পারবেন না।

নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা

অবৈধ বা অননুমোদিত হকার বসলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নীতিমালায়। সরকারি বা বেসরকারি স্থাপনার ক্ষতি করলে কিংবা নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করলে নিবন্ধন বাতিলও করা যাবে। নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, প্রয়োজনে জনস্বার্থে কোনো এলাকাকে হকারমুক্ত ঘোষণা করতে পারবে কর্তৃপক্ষ। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে নবায়ন না করলে নিবন্ধন বাতিল হবে।

বিপজ্জনক প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হওয়ার আশঙ্কা

নগর-পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) নির্বাহী পরিচালক আদিল মুহাম্মদ খান নতুন এই নীতিমালাকে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখলেও এর প্রয়োগিক দিক নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, একটি নীতিমালার প্রয়োজন দীর্ঘদিনের ছিল, তাই সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে হকার ব্যবস্থাপনা এবং ফুটপাতে পথচারীদের চলাচলের অধিকারের মধ্যে যেভাবে সমন্বয় করার চিন্তা করা হয়েছে, তা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। এই পরিকল্পনা আধুনিক নগর-পরিকল্পনার মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

নীতিমালায় রাস্তার আয়তন এবং বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাকে আমলে নেওয়া হয়নি বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, তাঁর মতে বর্তমানে হকাররা যেভাবে ফুটপাত দখল করে আছেন, এই নীতিমালার মাধ্যমে সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হলে উল্টো জনদুর্ভোগ বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে। এটি একটি বিপজ্জনক প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে। নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা থাকবে—মানুষের অবাধ চলাচলের অধিকারকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে হকার সমস্যাকে কেবল ব্যবস্থাপনার বিষয় না ভেবে দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর স্থায়ী ও মানবিক সমাধানের চিন্তা করা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৭ মে ২০২৬ ॥

চা-শ্রমিক : বঞ্চনার ১৭০ বছর

দীপংকর ভট্টাচার্য লিটন

আমরা যদি দেশের চা-শ্রমিকের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব শতাব্দীপ্রাচীন এই শিল্পটিকে যাঁরা টিকিয়ে রেখেছেন, কত করুণ সে শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের জীবনমান। চা-শ্রমিকরাও মে দিবস পালন করেন। এ বছরও করেছেন। নির্মম বাস্তবতা হলো, আজও চা-শ্রমিকদের জীবনমানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হাস্যকর মনে হলেও সত্য, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে একজন চা-শ্রমিকের দৈনিক হাজিরা (মজুরি) প্রথম শ্রেণির বাগানে ১৮৭ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণির ১৮৫ ও তৃতীয় শ্রেণির বাগানে ১৮৩ টাকা।

সপ্তাহ শেষে এই হাজিরায় দুই দিন পার করাই কঠিন হয়ে যায় তাঁদের। তাই খেয়ে না-খেয়ে প্রতিদিন ৯ ঘণ্টার কঠিন শ্রম তাঁদের কাছে দুর্বিষহ। আর বলতে গেলে, চা-শ্রমিকদের জীবনচিত্র তো কোনোকালেই সুখকর ছিল না। যুগ যুগ ধরেই নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার জাঁতাকলেই পিষ্ট তাঁদের জীবন। তাঁদের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ফারাক, তাই সন্তানসন্ততি নিয়ে তাঁরা খেয়ে না-খেয়ে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। স্বল্প মজুরিতে কাজ করে মানবেতর জীবন কাটানো এই চা-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য আর চিকিৎসার বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষিত। তাঁদের জন্ম-মৃত্যু এই চা-বাগানেই, কিন্তু তাঁদের নেই ভূমি মালিকানা। বংশানুক্রমে কোম্পানির দেওয়া ঘরে তাঁদের জীবন কাটে।

ব্রিটিশদের মাধ্যমে এ দেশে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর আগমন। ১৮৪০ সালে দেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে কোদালায় পরীক্ষামূলকভাবে চায়ের চাষ শুরু হয়। পরে ১৮৫৫ সালে সিলেটের মালনী ছড়া চা-বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চা-চাষের গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় থেকে তাঁরা চা-শ্রমিক নামেই পরিচিত।

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের দেওয়া তথ্য, দেশে ১৬২টি চা-বাগানে প্রায় ১২ লাখ চা-জনগোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে প্রায় ৯৭ হাজার শ্রমিক বাগানে স্থায়ীভাবে কাজ করছেন। আর ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন অস্থায়ীভাবে। বেকার রয়েছেন প্রায় ৫ থেকে ৬ লাখ চা-জনগোষ্ঠী।

বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সকালবেলা কেউ চাল ভাজা আর লাল চা খেয়ে কাজে বের হন। দুপুরে খান কাঁচা চা-পাতার চাটনি আর শুকনো আটার রুটি। তাঁদের ভাগ্যে ভাত জোটে শুধু রাতের বেলা। আর মাছ, মাংস তো তাঁদের কাছে স্বপ্নের মতো। অধিকাংশ বাগানের শ্রমিকদের রাত কাটে মাটির ঘরে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া, কালীঘাট ও ভরভুরিয়া চা-বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র জানা যায়।

অন্যান্য শিল্পের মতো চা-শ্রমিকদের জন্যও ১৯৬২ সালের বাগান আইন ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ মাতৃকল্যাণ আইনে (চা-বাগান আইন) পানীয়জল, পায়খানা, চিত্তবিনোদন, শিশুনিবাস, শিক্ষার সুযোগ, গৃহনির্মাণ, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ, প্রসূতিদের বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু চা-শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয় এসব সুযোগসুবিধা কেবল কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের জীবনযাপনই বলে দেয় বাস্তবে এর কোনোটাই তাঁরা ভোগ করতে পারছেন না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে অন্যান্য শিল্পকারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য সভাসমাবেশ হয়। কিন্তু অন্য শ্রমিকদের চেয়ে শতগুণ নির্যাতিত চা-শ্রমিকদের জন্য কেউ কথা বলে না। একজন শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা পাচ্ছেন না চা-শ্রমিকরা। অথচ শ্রমিকদের শ্রমে ও ঘামে টিকে আছে চা-শিল্প। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিদায় করে দেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পার হলো; কিন্তু আজও চা-শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার অবসান হলো না। চা-শ্রমিকদের আত্মার স্বাধীনতা, বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতাসহ কোনো মৌলিক অধিকারই নেই। সম্প্রতি স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমান চৌধুরী সংসদে দেওয়া তাঁর বক্তব্যে চা-শ্রমিকদের অমানবিক জীবনচিত্র তুলে ধরেন। তিনি সরকারের কাছে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে জোর দাবি জানান। আমরাও মনে করি, দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ চা-শ্রমিকদের বেলায়ও বাস্তবায়ন হবে। এর জন্য উদ্যোগী হতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে। তবেই অবসান হবে চা-শ্রমিকদের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। মনে রাখতে হবে, চা-শ্রমিকরা ভালো থাকলে, চা-বাগান ভালো থাকবে। আর চা-বাগান ভালো থাকলে বাড়বে উৎপাদন। উৎপাদন বাড়লে বাড়বে সরকারের রাজস্ব। তাই চা-শ্রমিকদের ভালো রাখতে হবে আমাদের স্বার্থেই।

■ **লেখক** : সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • May 7, 2026

BHABADAHA IN JASHORE

Surging labour wages make Boro harvest difficult

OUR CORRESPONDENT

- Driven by an acute shortage of farm workers, labour wages have nearly doubled
- Despite charging higher wages, labourers remain less available
- Cheers for bumper paddy yield faded away due to rising cost and shortage of labour

BENAPOLE, May 06: Farmers in the Bhabadaha region of Jashore are facing mounting difficulties in harvesting their Boro paddy this season, as labour wages have nearly doubled, driven by an acute shortage of farm workers, making it difficult for them to bring their crops home.

Currently, a farm labourer charges between Tk 1,000 and Tk 1,200 per day for two shifts-morning and afternoon-equivalent to the market price of around one and a half maunds of paddy. Despite charging high wages, labourers remain less available.

With the start of the Boro harvesting season, temporary labour markets have sprung up at various points, including Manoharpur and Kapalia Bazar, sitting from early morning.

Labourers from different areas gather there with sickles and ropes, arriving by bicycle or van. Farmers then negotiate and hire them for specific periods. However, high demand has driven wages to unusually high levels.

Golden ripened paddy now sways across vast fields, painting the landscape in shades of yellow and green. Although bumper production of paddy has brought smile to farmers' faces, it quickly faded away due to the rising cost and shortage of labour.

Farmer Md Jahangir from Manoharpur said that a group of farmers cultivating small plots are contributing to the wage hike.

"They hire workers at higher rates to harvest quickly, which pushes up the market price. As a result, genuine farmers are in trouble," he said.

According to the Department of Agricultural Extension (DAE), the target for paddy cultivation in Manoharpur union this year was set at 770 hectares, which has been fully achieved.

Sub-assistant agriculture officer BM Jasim Uddin said about 70 per cent of the paddy has already ripened. "If there is no major natural disaster, farmers should be able to harvest without problems. We have advised them to harvest once 80 per cent of the crop matures," he added. The upazila is predominantly agriculture-based, with around 90 per cent of farmers dependent on paddy cultivation. Typically, transplantation takes place from mid-Poush to mid-Magh. This year, favourable weather conditions have resulted in minimal crop damage so far.

Field visits show that most paddy is now ready for harvest, and farmers are working tirelessly to bring in their crops. Despite the intense summer heat, they remain engaged, driven by both urgency and satisfaction.

Farmers including Azharul Biswas, Roni Biswas, and Md Rafiqul Islam said yields are higher than previous years due to favourable weather. However, the high labour cost-Tk 1,000 to Tk 1,200 per worker per day-remains a major concern.

Others, including Jahangir and Roni from Khondkarpara village, said they are racing against time to harvest paddy quickly under favourable weather conditions.

Farmers Faruk Gazi, Rafiqul Islam, and Babul Akter credited government support and agricultural extension services for increased interest in paddy farming. They expect a bumper harvest this season due to adequate irrigation, absence of storms, and low pest infestation.

However, labour shortages and ongoing heat wave are affecting productivity, as workers are unable to perform at full capacity. Farmers have called for government intervention through mechanisation to ease the harvesting process.

Upazila Agriculture Officer Mosammat Mahmudah Akter said that 27,010 hectares of land was brought under boro cultivation this season, in line with the target.

If weather conditions remain favourable, production is expected to reach approximately 16,260 tonnes.

Despite the positive outlook, authorities have urged people from all walks of life to stand by farmers to ensure timely harvesting amid labour shortages and weather uncertainties.

benapolejessore@gmail.com

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ মে ২০২৬
২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

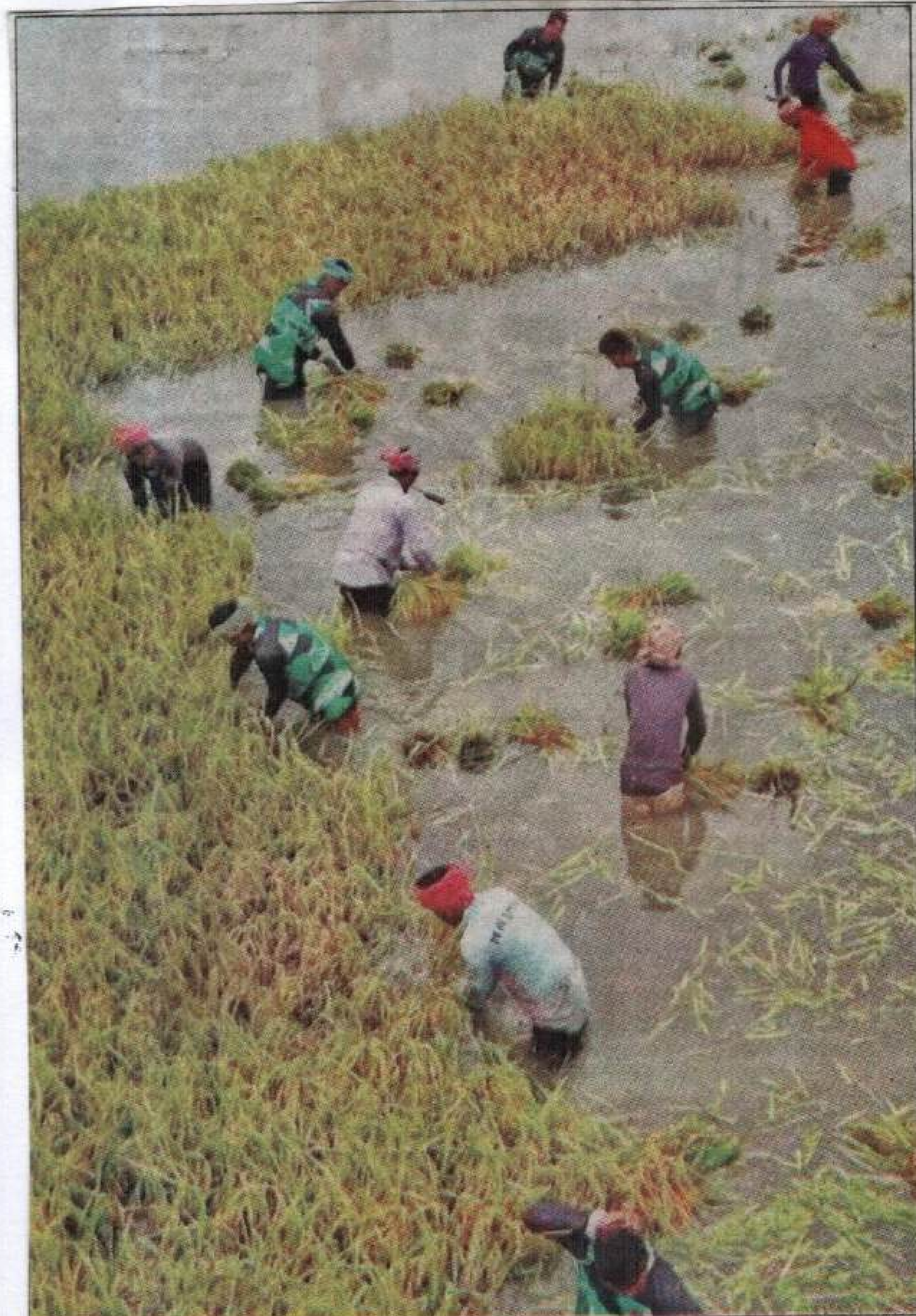

কিশোরগঞ্জের ইটনা হাওড়ের পানিতে ডুবে যাওয়া বোরো ধান কাটছেন কৃষকরা। বৃহস্পতিবার তোলা ● খবর : পৃষ্ঠা ৩

হাওড়ে জলাবদ্ধতা

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত সহায়তার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান হাওড়াঞ্চলে ভারি বর্ষণে জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরির প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেন তিনি। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এ কথা জানায়। হাওড় এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করে নির্ভুল ও স্বচ্ছ তালিকা করতে হবে। এই তালিকার ভিত্তিতেই আগামী তিন মাস কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে কৃষকরা যাতে ক্ষতির মুখে না পড়েন, সেজন্য ধান রোপণ ও সংগ্রহের মৌসুম কিছুটা এগিয়ে আনার বিষয়েও আলোচনা হয়।

গত ২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, হাওড়াঞ্চলে ভারি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিত করে সরকারের পক্ষ থেকে তিন মাস সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু, কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হাওড়াঞ্চলের সংসদ-সদস্যদের মধ্যে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম, ড. ওসমান

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ মে ২০২৬
২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগ

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে হবে

দেশের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলো আবার চালু করার যে পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। গতকাল যুগান্তরে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশাল বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আবারও উৎপাদনের ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিল্প খাতের স্থবিরতা কাটাতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ উদ্যোগ এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বন্ধ কারখানাগুলো সচল হলে শুধু যে কর্মসংস্থানই বৃদ্ধি পাবে তা নয়, দেশীয় কারখানায় পণ্য উৎপাদিত হলে বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হবে। সেই সঙ্গে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো শিল্প খাত। কিন্তু গত কয়েক দশকে অব্যবস্থাপনা, কাঁচামালের অভাব, সেকেলে প্রযুক্তি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে শুধু রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদই নষ্ট হয়নি, লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা মনে করি, বন্ধ শিল্প চালু করে সেগুলোকে লাভজনক করার লক্ষ্যে কারখানাগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং দক্ষ জনবল নিয়োগ করা উচিত।

তবে বন্ধ কারখানা চালু করার জন্য এই বিশাল অঙ্কের অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। সরকারকে সুচিন্তিতভাবে এ অর্থের বন্দোবস্ত করতে হবে, যাতে এর ফলে অন্যান্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাছাড়া কেবল বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দই সাফল্যের গ্যারান্টি নয়। অতীতেও রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় দফায় দফায় অর্থায়ন করা হয়েছে, কিন্তু দুর্নীতি ও ভুল পরিকল্পনার কারণে সেই অর্থ শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেছে। তাই এই ৪০ হাজার কোটি টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কঠোর তদারকি ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। সরকার যদি স্বচ্ছতা বজায় রেখে এই বিশাল বিনিয়োগের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে দেশের শিল্প খাতে যে জাগরণ ঘটবে, তা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হবে। আমরা আশা করব, এ পরিকল্পনা কাগজে দলিলে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে রূপ পাবে।

DHAKA FRIDAY MAY 8, 2026
BAISHAKH 25, 1433 BS
The Daily Star

Thousands get jobs as PRAN-RFL revives abandoned mills

MD ASADUZ ZAMAN, *back from Rajshahi*

A few years ago, Champa Begum moved from Rajshahi to Gazipur for factory work, leaving behind her young daughter. Today, the 30-year-old no longer has to make that choice.

Begum now works at a factory barely 12 km from her home in Paba upazila, Rajshahi. The move back home has reduced living costs and allowed her to rebuild her daily life with family.

Her story reflects a broader change underway.

PRAN-RFL Group has restarted three idle state-owned factories in Rajshahi, including Rajshahi Textile Mill and Rajshahi Jute Mill, under a public-private partnership (PPP) model. The initiative has already employed many locals, with plans to scale up, reducing the need for migration to major cities.

Workers say the opportunity to work close to home has brought both economic relief and personal stability.

Export goods -- non-leather footwear and luggage -- are being produced at the revived factories. Officials said utilising idle state-owned mills and land could boost foreign exchange earnings despite sectoral constraints.

A NEW LIFE

Nearly 2,500 workers have secured jobs following the revival of the once-abandoned Rajshahi Textile Mill, which began operations in 1979 but shut down in 2003 due to mounting losses. After more than two decades of inactivity, the factory has resumed production under a private-sector initiative to revive idle facilities through PPPs.

The factories now produce non-leather footwear, luggage, backpacks, trolleys, and women's handbags. Over the past two years, RFL has invested approximately Tk 325 crore in the footwear and luggage sectors, with another Tk 200 crore planned this year and a further Tk 800 crore targeted over the next three years.

PRAN-RFL has already created 4,500 jobs across the three Rajshahi factories and plans to expand to more than 11,000. Nationwide, the company has generated around 12,000 jobs in footwear and luggage over the past two years and aims to create an additional 30,000 over the next three years.

Currently producing around 48 lakh pairs of shoes per month, the company plans to scale up to 1.5 crore pairs within three years to meet growing global demand. Rising production costs in China are prompting buyers to shift sourcing to Bangladesh, particularly for non-leather footwear.

The global footwear market is valued at $400 to $500 billion. In FY2024-25, Bangladesh exported footwear worth $1.19 billion, with non-leather footwear contributing $522 million-- growing over 25 percent year-on-year, according to the Export Promotion Bureau.

Nearly 2,500 workers have secured jobs following the revival of the once-abandoned Rajshahi Textile Mill

JOBS WHERE THEY ARE NEEDED

For workers like Champa Begum, the impact of such an initiative is immediate and personal.

"If we work far away, the child's education suffers," she said. "It's much better when jobs are available locally," she said.

Others share similar experiences. Rajshahi University graduate Sultana Khatun, 32, said the opportunity to work locally came at the right time.

"Amid higher inflation, this has somewhat reduced the burden on us."

Mustafa K Mujeri, executive director of the Institute for Inclusive Finance and Development, welcomed the move to open up state-owned mills for private sector acquisition and reopening.

"Such measures are urgently needed to address the country's unemployment challenge," he said.

Amid persistently high inflation, the government should strike a balance between strengthening social protection and actively supporting the private sector to expand job creation, he noted.

Without a stronger push for employment generation, he warned, macroeconomic pressures could further deepen labour market vulnerabilities.

DECENTRALISING INDUSTRIAL DEVELOPMENT

PRAN-RFL operates eight footwear and luggage factories across Narsingdi, Rajshahi, Rangpur, and Pabna, with two more facilities in Chattogram under renovation.

The group exports to 45 countries, with the United States and Europe as key markets. Export earnings from non-leather footwear and luggage rose to Tk 177 crore in FY25 from Tk 92 crore the previous year-- an increase of over 90 percent.

"We are receiving strong purchase orders, but failure to deliver on time means losing opportunities. Reviving closed factories is our fast-track solution," said Kamruzzaman Kamal, marketing director at PRAN-RFL Group.

He added that utilising idle government jute mills and unused land nationwide could significantly boost foreign exchange earnings.

RFL's Rahat Hossain Roni said Bangladesh's large rural workforce gives it a competitive advantage over rivals such as Vietnam and Cambodia, which are well-positioned to absorb production shifting out of China.

On wages, he said the company complies with national minimum standards and offers productivity-linked incentives.

"The fixed salary is just the entry-level; beyond that, earnings increase with performance," he said.

He also noted that workers returning from Dhaka benefit from higher purchasing power in smaller cities.

"If someone comes from Dhaka to Rajshahi at the same wage, they've already gained roughly 30 percent in purchasing power."

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২২ মে ২০২৬, ৮

ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের ঝুঁকি মোকাবিলায় মানসম্মত শিক্ষার তাগিদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে বদলে যাওয়া বিশ্ব শ্রমবাজারের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমানে শুধু শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বা স্কুলমুখী হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং শিক্ষার গুণমান ও ফলাফল নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা এবং একটি টেকসই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) সরকারের অগ্রাধিকার ও শিক্ষা খাত : বাজেট ও বাস্তবতা শীর্ষক সংলাপে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়।

সংলাপটি আয়োজন করে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা, সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ প্রমুখ। সংলাপে জানানো হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবটিকস ও দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে দেশের শ্রমবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তনের আশঙ্কা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ফলে দেশে প্রায় ৫৬ লাখ মানুষ কর্মসংস্থান হারাতে পারে। যদিও সমপরিমাণ নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে, তবে সেই আধুনিক কর্মসংস্থানের জন্য দেশের তরুণ সমাজ এখনো পর্যাপ্ত দক্ষ নয়। এই দক্ষতা ও যোগ্যতার ঘাটতি পূরণ করতে না পারলে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে। বক্তাদের মতে, আগে লক্ষ্য ছিল সবাইকে স্কুলের আওতায় আনা, কিন্তু এখনকার লক্ষ্য হতে হবে শিক্ষার মান উন্নয়ন। শুধু অবকাঠামো নির্মাণ বা উপবৃত্তি দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষাব্যয় মোকাবিলা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন।

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া এখন থেকে কোনো শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রশিক্ষণহীন প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার শিক্ষককে বর্তমানে পাঠদান থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে আগামী ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন। এ বিষয়ে সরকার তার অবস্থানে কঠোর থাকবে বলে জানানো হয়। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি স্কুল তদারকিতে নিয়ন্ত্রক পর্ষদ গঠন এবং জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জরুরি সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার একটি টেকসই শিক্ষাক্রম তৈরির কাজ শুরু করেছে। আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য প্রণীতব্য এই টেকসই কর্মপরিকল্পনাটি আগামী ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে। সংলাপে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের যে পর্যায়ে রয়েছে, সেখান থেকে পরবর্তী ধাপে যেতে হলে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা খাতের বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা দূর করে আধুনিক শ্রমবাজারের উপযোগী জনশক্তি গড়ে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নই এই সংকট উত্তরণের পথ বলে তারা মনে করেন।

সংলাপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করার কথা জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত এরইমধ্যে নেওয়া হয়েছে। এ কারণে সাড়ে ১৪ হাজার শিক্ষক তার বিরুদ্ধে মিছিলও করেছেন। তবে সরকার এ অবস্থান থেকে সরে আসবে না। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ শেষ করে আগামী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে এসব শিক্ষক আবার শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন।

এদিকে দেশে নতুন করে আরেকটি শিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করে সংলাপে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফরমের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এখন শুধু শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলেই হবে না, শিক্ষার মান ও ফলাফল নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সংলাপে তিনি ভবিষ্যতের শ্রমবাজার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তার ভাষ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোবটিকস ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রায় ৫৬ লাখ কর্মসংস্থান হারিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে নতুন প্রায় ৫০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও সেই কাজের জন্য দেশের তরুণরা প্রস্তুত কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।

ইত্তেফাক
শনিবার
২৬ বৈশাখ ১৪৩৩, ৯ মে ২০২৬

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে বেকারত্বের নানা রূপ

ফাইজার মো. শাওলীন, *ঢাকা*

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ বিভাগে কাজ করতেন রাকিবুল ইসলাম। অনিয়মিত বেতন আর অতিরিক্ত ওভারটাইমের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে তিন মাস আগে চাকরি ছাড়েন। এখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছেন। শ্রম অর্থনীতির ভাষায়, রাকিবুল এখন 'ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের' শিকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৪ অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার। কিন্তু আইএলওর সংজ্ঞা (সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করলেই বেকার নয়) দিয়ে বাংলাদেশের বেকারত্বের গভীরতা মাপা অসম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। মানুষের কাজের ধরন, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর ভিত্তি করে বেকারত্বের সাতটি ধরন বাংলাদেশে দেখা যায়—

১. কাঠামোগত বেকারত্ব : যখন ডিগ্রি হয় গলার কাঁটা

শ্রমবাজারে দক্ষতা ও চাহিদার অমিলের কারণে সৃষ্টি হয় কাঠামোগত বেকারত্ব। এটিই বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। জরিপ অনুযায়ী, দেশে স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার। অর্থাৎ প্রতি তিনজন বেকারের একজন উচ্চশিক্ষিত। শিক্ষাব্যবস্থা যখন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারে না, তখনই এই সংকট তীব্র হয়। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শেষ করে হাজার হাজার তরুণ দপ্তরে দপ্তরে ঘুরছেন, অথচ অন্যদিকে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বলছে তারা 'যোগ্য প্রার্থী' পাচ্ছে না।

২. আংশিক বা অর্ধবেকারত্ব : কাজ আছে, তবু ঘোচে না অভাব

একজন ব্যক্তি কর্মরত, কিন্তু তাঁর দক্ষতা, সময় বা সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না—এটিই আংশিক বেকারত্ব। বিবিএসের হিসাবে দেশে এমন বেকারের সংখ্যা ৬৪ থেকে ৬৭ লাখ। একজন স্নাতকোত্তর যখন বাধ্য হয়ে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করেন বা একজন শিক্ষিত তরুণ কেবল দিনে দুই ঘণ্টা টিউশনি করে দিন কাটান, তখন তিনি শ্রম অর্থনীতির ভাষায় বেকার না হলেও বাস্তব অর্থে তাঁর মেধার অপচয় ঘটছে। বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে এমন বেকারত্বই সবথেকে বেশি।

৩. চক্রাকার বেকারত্ব

অর্থনৈতিক মন্দা বা উৎপাদন কমে গেলে যখন প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাই করে, তখন তাকে বলা হয় চক্রাকার বেকারত্ব। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন বলছে, করোনাকালে দেশে অন্তত ৬০ লাখ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন। বিজিএমইএর ২০২৫ সালের তথ্য বলছে, গত দুই বছরে ৩৫৩টি কারখানা বন্ধ হওয়ায় ১ লাখ ১৯ হাজার শ্রমিক পথে বসেছেন। বিশ্ববাজারের স্থবিরতা বা যুদ্ধ যখন স্থানীয় কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়, তখন তৈরি হয় এই চক্রাকার সংকট।

৪. ছদ্ম বেকারত্ব : যেখানে কাজ আছে কিন্তু উৎপাদন নেই

কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শ্রমিক থাকলে এবং অতিরিক্ত শ্রম উৎপাদনে কোনো প্রভাব না ফেললে তাকে ছদ্ম বেকারত্ব বলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলোতে দেখা যায়, একটি জমিতে দুজন শ্রমিকের কাজ থাকলেও সেখানে পরিবারের চারজন সদস্য কাজ করছেন। বাহ্যিকভাবে সবাই ব্যস্ত মনে হলেও বাড়তি দুজনের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক আবদুল খালেকের মতে, চাকরির বৈচিত্র্য কম হওয়ায় মানুষ নিরুপায় হয়ে একই কাজে যুক্ত থাকছেন।

৫. মৌসুমি বেকারত্ব : প্রকৃতির মর্জিতে যখন থমকে যায় আয়

বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় শ্রমিকেরা সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, ধান কাটার মৌসুম শেষ হলে হাজার হাজার কৃষিশ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। এই মৌসুমি বেকারেরা তখন দলে দলে শহরে এসে রিকশা চালানো বা হকারি করে টিকে থাকার চেষ্টা করেন। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এই সাময়িক কর্মহীনতা গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার বাড়িয়ে দেয়।

৬. ঘর্ষণমূলক বেকারত্ব : এক কাজের শেষ আর অন্যটির শুরু

এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগদানের মধ্যবর্তী সময়টিকে বলা হয় ঘর্ষণমূলক বেকারত্ব। এটি মূলত শ্রমবাজারের গতিশীলতার অংশ। উন্নত কর্মপরিবেশ খোঁজা বা নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য মানুষ অনেক সময় স্বেচ্ছায় কিছুকাল কর্মহীন থাকেন। বেসরকারি খাতের অস্থিরতা বা বেতন বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশে এ ধরনের বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে।

৭. স্বেচ্ছাবেকারত্ব : শর্তের অমিল ও হতাশা

যখন কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি চাকরির পরিবেশ, বেতন বা শর্ত পছন্দ না হওয়ায় কাজ গ্রহণ করেন না, তাঁকে স্বেচ্ছা বেকারত্ব বলা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি অনেক সময় হতাশা থেকে তৈরি হয়। অনেক তরুণ দীর্ঘ সময় ভালো সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে একপর্যায়ে কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেন। বেতন যখন জীবনযাত্রার খরচের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হয়, তখন অনেকেই বেকার থাকাকেই শ্রেয় মনে করেন।

পরিসংখ্যান বনাম বাস্তবতা : বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

বেকারত্বের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে যথাযথ নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপপরিচালক আজিজা রহমান বলেন, 'আমরা আইএলওর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বছরে তিন ধাপে জরিপ করি। সব শ্রেণি সরাসরি না এলেও সামগ্রিক

বণিকবার্তা
শনিবার, মে ৯, ২০২৬ ■

শোভন কাজ

বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষণ

দেশে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের ৯৪ শতাংশই স্বল্প দক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন খাতের সূচকগুলো বড় ধরনের অবনতির মধ্য দিয়ে গেছে। মানসম্মত চাকরির অভাবে বেড়েছে আত্মকর্মসংস্থান। আবার প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত থাকায় এ আত্মকর্মসংস্থানকারীদের বড় অংশই থেকে গেছে অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ হিসেবে। বিশ্বব্যাংকের এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে মজুরি বা বেতনের ভিত্তিতে কাজ করছে অর্ধেকেরও কম—৪৭ শতাংশ। বাকি ৫৩ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে নিজ বা স্ব-উদ্যোগে। এ আত্মকর্মসংস্থানকারীদের মধ্যে আবার ৯৪ শতাংশই স্বল্প দক্ষতানির্ভর পেশায় নিয়োজিত আছে। উচ্চ দক্ষতাভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত আছে মাত্র ৬ শতাংশ। 'বিল্ডিং হিউম্যান ক্যাপিটাল হয়্যার ইট ম্যাটার্স : হোমস, নেবারস অ্যান্ড ওয়ার্কপ্লেস' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংক।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আত্মকর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও অধিকাংশ মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিনির্ভর কাজ, ছোট দোকান, পরিবহন কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এসব কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি থাকায় আয় ও উৎপাদনশীলতাও তুলনামূলক কম। কর্মসংস্থানের অভাবে বাধ্য হয়ে স্বল্প মূলধনের অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত হচ্ছে তরুণ জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল শিক্ষা এবং আধুনিক কারিগরি সহায়তার অভাব পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এতে আত্মকর্মসংস্থান বাড়লেও কাঙ্ক্ষিত মানের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না।

পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকার এখন মানসম্মত কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'কর্মসংস্থানকে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি। একই সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। সিএসএমই খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সরকার বন্ধ থাকা কলকারখানা পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। একই সঙ্গে অর্থনীতিকে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থাননির্ভর করে তোলার চেষ্টা চলছে। এগুলো আমাদের নির্বাচনী ইশতাহারেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল এবং আমরা সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছি। আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকেই নীতিনির্ধারণ করছি।'

দেশে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে মজুরি বা বেতনের ভিত্তিতে কাজ করছে ৪৭ শতাংশ। বাকি ৫৩ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে নিজ উদ্যোগে। তাদের ৯৪ শতাংশই স্বল্প দক্ষতানির্ভর পেশায় নিয়োজিত। উচ্চ দক্ষতাভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত আছে মাত্র ৬ শতাংশ

তিনি আরো বলেন, 'একই সঙ্গে আমরা কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি দূর করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি, যাতে তরুণরা কর্মমুখী দক্ষতা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি বিদেশে দক্ষ শ্রমশক্তি পাঠানোর বিষয়েও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ও বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে আগে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন জরুরি। কারণ অর্থনীতির চাকা সচল হলেই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আর এজন্য বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই আমরা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছি, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছি এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন প্যাকেজ নিয়ে কাজ করছি। পাশাপাশি আর্থিক নীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সহায়তা দেয়ার উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে।'

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে আসে, বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে কাজ করতে করতে শেখার সুযোগ অনেক কম। এখানে মোট কর্মীর ৭০ শতাংশেরই কর্মস্থলে শেখার সুযোগ খুবই সীমিত। অথচ নিম্ন আয়ের অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ধারায় টেকসইভাবে নিয়ে যেতে হলে শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে তোলার বিকল্প নেই। এজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ সুবিধা, প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও আত্মকর্মসংস্থানে নিম্ন দক্ষতার আধিক্য দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পারে। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে না পারলে দক্ষতানির্ভর আত্মকর্মসংস্থান বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। উদীয়মান অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমবাজার সংস্কার না হলে তরুণদের বড় অংশ নিম্ন আয়ের কাজেই আটকে থাকবে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা সহায়তা বাড়ানো গেলে আত্মকর্মসংস্থানের মান ও আয় দুটোই বাড়বে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশে কাজের সুযোগের অভাবই অনেক মানুষকে আত্মকর্মসংস্থান বা অনানুষ্ঠানিক পেশায় যেতে বাধ্য করছে। জীবিকার তাগিদে অদক্ষ কিংবা স্বল্পদক্ষ শ্রমিকরা নানা ধরনের ছোটখাটো কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় দুর্বলতা। কারণ পর্যাপ্ত মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ায় মানুষ বাধ্য হয়ে টিকে থাকার জন্য যেকোনো কাজ বেছে নিচ্ছে। এমনকি উচ্চশিক্ষিত অনেক মানুষও রিকশা চালানো, পিয়নের কাজ বা ব্যাংক টেলারের মতো তুলনামূলক কম দক্ষতার পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। দেশের শ্রমবাজারে দীর্ঘদিন ধরেই অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের আধিপত্য রয়েছে। কভিড-১৯ মহামারীর পর এ প্রবণতা আরো বেড়েছে, বিশেষ করে কৃষি খাতে। এরপর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যস্ফীতি ও নানা আন্তর্জাতিক অস্থিরতার কারণে ২০২২ সালের পর থেকে অর্থনীতি কার্যত ধীরগতিতে চলছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সংকটের পেছনে চাহিদা ও সরবরাহ—দুই দিকেই সমস্যা রয়েছে। একদিকে শিল্প ও উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ স্থবির হয়ে আছে। ফলে যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো ও স্থিতিশীল চাকরির চাহিদা তৈরি হচ্ছে না। অন্যদিকে দক্ষ শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রেও বড় ঘাটতি রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার মধ্যে বড় ধরনের দূরত্ব রয়েছে। টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল সরবরাহ করতে পারছে না। এ ব্যবধান কমাতে না পারলে দক্ষ কর্মসংস্থান বাড়ানো কঠিন হবে। আর দক্ষতা বাড়াতে হলে প্রয়োজন কাঠামোগত সমস্যা সমাধান, যা অর্থনীতি, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। বিগত এক দশকে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও তা এগিয়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার ৯২ শতাংশের ওপরে, যেখানে কৃষিনির্ভর কর্মকাণ্ডই মূল চালিকাশক্তি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চলতি মাসে প্রকাশিত 'লাইফলং লার্নিং অ্যান্ড স্কিলস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতদের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, এর আওতাধীন কর্মীদের ৯৩ দশমিক ৪ শতাংশই গত তিন বছরে একদিনের জন্যও কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পাননি। যদিও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুধাবন করতে পেরেছেন ৫০ শতাংশ। কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাবেই কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তারা। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—সব ধরনের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই এ সমস্যা প্রকট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা শেষে যখন কেউ কাঙ্ক্ষিত চাকরি পায় না, তখন নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থান বেছে নিচ্ছে। আবার দেখা যায়, একজন কৃষি না পড়ে কৃষি কাজ করছে। আবার আরেকজন কৃষিতে হাতেকলমে শিক্ষা নিয়ে অন্য কাজ করছে। সেখানে তো দক্ষতার ঘাটতি অবশ্যই হবে। এ অবস্থায় প্রয়োজন একটি শ্রমশক্তি পরিকল্পনা। সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত দেশের সামগ্রিক শ্রমশক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করা। কোন খাতে কত মানুষ কাজ করছে, কতজন দক্ষ, অদক্ষ ও মধ্যম দক্ষ শ্রমিক রয়েছে, আগামী ১০-২০-৩০ বছরে কোন খাতে কত জনবল প্রয়োজন হবে—এসব নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জরুরি। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কোন নতুন খাত তৈরি হতে পারে, বর্তমান খাতে কত মানুষ অবসরে যাবে এবং নতুন কত মানুষ যুক্ত হবে—সেটিও প্রক্ষেপণ করতে হবে।'

ইত্তেফাক
শনিবার
৯ মে ২০২৬

নারীশ্রমিক ও মজুরি বৈষম্য

কাজী মাধুর্য রহমান

ভোরের আলো ফোটার আগেই অসংখ্য নারী কাজ শুরু করেন—কেউ তৈরি পোশাক কারখানায়, কেউ খেতখামারে, কেউ হাসপাতালে নার্স হিসেবে, আবার কেউ মানুষের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে। সারা-দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যখন তারা মজুরি হাতে পান, তখন অনেকেই লক্ষ করেন—একই কাজ করেও পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক কম।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে নারীরা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। কৃষি উৎপাদন, শিল্পকারখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা—সবক্ষেত্রেই নারীদের অবদান প্রতিদিন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অবদানের যথাযথ মূল্য সবসময় তারা পান না। এখনো এমন ধারণা কাজ করে যে পুরুষই পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, তাই তার মজুরি বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এই পুরনো চিন্তাধারা ধীরে ধীরে বৈষম্যকে সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করেছে। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীশ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হন। গৃহকর্মী, কৃষিশ্রমিক, পারিবারিক ব্যবসায় সহায়তাকারী নারী বা ছোট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেরই নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নেই। ফলে তারা প্রায়ই কম পারিশ্রমিক পান এবং প্রতিবাদ করার সুযোগও পান না। অনেক সময় তাদের কাজকে 'সহায়ক' বা 'অতিরিক্ত' কাজ হিসেবে দেখা হয়, যেন সেই শ্রমের আলাদা কোনো মূল্য নেই। অথচ সেই শ্রম ছাড়া অনেক পরিবার ও প্রতিষ্ঠানই সঠিকভাবে চলতে পারত না।

মজুরি বৈষম্যের আরেকটি বড় দিক হলো কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা। একই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনেক নারী উচ্চপদে কাজ করার সুযোগ পান না বা বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা কমে যায় এবং পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘ মেয়াদে এই বৈষম্য শুধু নারীদের নয়, পুরো দেশের অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ দক্ষ ও পরিশ্রমী মানুষের সঠিক ব্যবহার তখন সম্ভব হয় না।

এই সমস্যা দূর করতে হলে প্রথমেই দরকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কাজের মূল্য নির্ধারণ হবে দক্ষতা, পরিশ্রম ও দায়িত্বের ভিত্তিতে—লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। পরিবার থেকেই ছেলে ও মেয়েদের সমান মর্যাদার শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমতার মূল্য বুঝে বড় হয়। গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; তারা সমান অধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব রয়েছে শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের। 'সমান কাজের জন্য সমান মজুরি' নীতি শুধু কাগজে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ দ্রুত তদন্ত ও সমাধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে নারীশ্রমিকরা নিরাপদে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারেন। পাশাপাশি নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে, যাতে তারা আরো উচ্চ দক্ষতার কাজ করতে পারেন এবং আয়ের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়।

নারীশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা মানে শুধু একটি শ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা নয়; এটি পুরো সমাজের উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করা। যখন একজন নারী তার পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পান, তখন তার পরিবারের জীবনমান উন্নত হয়, সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বাড়ে এবং সমাজে দারিদ্র্য কমতে শুরু করে। অর্থাৎ নারীর ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা মানেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা : রোববার ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 10 May 2026
সংবাদ

শ্রমিক সংকট মজুরি প্রায় তিনগুণ, ধান ঘরে তুলতে হিমশিম খাচ্ছেন কৃষক

প্রতিনিধি, নরসিংদী

জেলার ৬টি উপজেলায় ধান পেকে যাওয়ায় এবং ঝড়-বৃষ্টির কারণে কৃষকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দ্রুত ধান কাটার চাপ বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে, ফলে শ্রমিকের মজুরি প্রায় তিনগুণ হয়ে গেছে। জেলাজুড়ে এখন বোরো ধান কাটা শুরু হলেও শ্রমিক সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। এ জেলায় কৃষি শ্রমিকরা আসেন মূলত কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও সিলেট থেকে। বর্তমানে ওই এলাকাগুলোতে অতিবৃষ্টির কারণে কৃষকরা ধান কাটতে ব্যস্ত। তাই শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। জানা যায়, বোর মৌসুমে প্রকৃতির বিরূপ আচরণ আর নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত মাঠের সোনালী ধান বেশি টাকায় শ্রমিক দিয়ে কেটে ঘরে তুলতে হচ্ছে চাষ। কালবৈশাখীর তর্জন গর্জন বৃষ্টির আশঙ্কায় পাকা ধান কখন ক্ষেত থেকে কেটে মাড়াই ও শুকিয়ে গোলায় উঠাবেন তা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সঠিক সময় ধান কাটতে না পেরে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। প্রায় সব জমির ধান একসঙ্গে পেকে যাওয়ায় কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও সিলেট অঞ্চল থেকে এখনও পর্যন্ত শ্রমিক না আসায় স্থানীয় শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। আগে যেখানে দৈনিক শ্রমিক মজুরি ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা ছিল, বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রে ১,২০০ থেকে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। পলাশ উপজেলার কৃষক মোজাম্মেল মিয়া জানান, তিনি ২ বিঘা জমির ধান কাটতে ইটাখোলা থেকে ৪ জন শ্রমিক আনেন এবং প্রত্যেককে দৈনিক ১,৫০০ টাকা করে মজুরি, গাড়ি ভাড়া চার জনের আসা যাওয়া ১৬০ টাকা দিতে হয়েছে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে বলে তিনি জানান।

শিবপুর উপজেলার কামরাব গ্রামের হারুন জানান বর্তমানে স্থানীয় শ্রমিকরা দিনমজুরি ছেড়ে দিয়ে মিল ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়েছে। আবার অনেকে অটোরিকশা ও সিএজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে ফলে স্থানীয়ভাবে কৃষি শ্রমিকের সংকট দেখা দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণসহ বিভিন্ন জেলার শ্রমিকদেরকে বেশি মজুরি দিয়ে ক্ষেতের পাকা ধান কাটাচ্ছেন স্থানীয় কৃষকরা। টানা বৃষ্টিতে নিচু জমির ধান পানির নিচে চলে গেছে। তাই বেশি মজুরি দিয়ে হলেও ধান ঘরে তুলতে হবে। একই উপজেলার বাজনাব গ্রামের কৃষক অহিদ বলেন, ধান কাটতে বেশি খরচ হলেও বিক্রির সময় দাম কম পাওয়া যাচ্ছে। এতে আমাদের উৎপাদন খরচই উঠছে না এবং ক্ষতির মুখে পড়ছি।

নরসিংদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, চলমান বোরো মৌসুমে জেলায় ৬৮ হাজার ১২৬ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ করা হয়েছে। এবছর লক্ষ মাত্রা ছিল৫৬ হাজার ৭০০ হেক্টর। এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে এবং সিংহভাগ জমিতে উফশী জাতের ধান আবাদ হয়েছে। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যে বোরো ধান কর্তন শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ধান কাটতে কৃষকদের কিছুটা সমস্যা হয়েছে। এখন বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। আশা করি, আগামী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে কৃষকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত বোরো ধান ঘরে তুলতে পারবেন।

যুগান্তর | রোববার ১০ মে ২০২৬
২৭ বৈশাখ ১৪৩৩

পদ্মা-মেঘনায় ইলিশ শিকার

দাদনের ফাঁদে জেলেরা

মির্জা জাকির, *চাঁদপুর*

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনায় গত কয়েক বছর ধরে কমেছে ইলিশের উৎপাদন। যার ফলে ভালো নেই এখানকার জেলেরা ও তাদের পরিবার। অনেকে দীর্ঘদিনের নিজ পেশা ছেড়ে অন্যপেশায় চলে গেছে। অনেকে বেকার জীবন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে সুদে টাকা গ্রহণ ও দাদনের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না অধিকাংশ জেলে। আবার দাদন না নিলেও মাছ বিক্রিতে মহাজনদের কমিশন দিতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এখনো তারা একাধিক মহাজন থেকে দাদন নিয়ে নদীতে নামছেন ইলিশসহ অন্যান্য মাছ আহরণ করতে। কীভাবে দাদনের এই পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না এসব জেলে। মূল বিষয় হচ্ছে দাদন কিংবা সুদে টাকা গ্রহণের অক্টোপাসে আটকে আছে তারা।

সম্প্রতি চাঁদপুর সদরের আনন্দ বাজার, দোকানঘর, সাখুয়া ও বহরিয়া এলাকার দাদনদার এবং জেলেদের সঙ্গে কথা বলে এসব বিষয় জানা গেছে।

দাদন নিয়ে নদীতে মাছ ধরা এই পদ্ধতি কবে থেকে শুরু হয়েছে সঠিক সময় কেউ বলতে পারছে না। তবে যারা এখন জেলে পেশায় জড়িত তাদের শুরুতে অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ বছর পূর্বে দাদনের পরিমাণ ছিল খুবই কম। অনেকেই ৫০০ টাকা দাদন নিয়ে শুরু করেছেন এখন নিচ্ছেন ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা।

চাঁদপুর সদরের সাখুয়া গ্রামের জেলে ওসমান ঢালী বলেন, তিনি প্রায় ৩০ বছর পূর্বে নৌকা প্রস্তুত করতে ৫০০ টাকা দাদন নেন। এখন তার পরিমাণ অর্ধলাখ টাকা। তবে তখন তার দুটি মাছ ধরার নৌকা থাকলেও এখন একটি নৌকা দিয়ে মাছ ধরেন। দাদন বন্ধ করছেন না কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দাদন না নিলেও মাছ বিক্রি করতে এসে মহাজনদের আড়তে ১০% কমিশন দিতে হয়।

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা ও সাগরে মাছ ধরেন মো. হনু গাজী। তিনি বলেন, তার দুটি মাছ ধরার নৌকায় ১০ জন কাজ করে। তিনি দাদন নিয়েছেন ৪ মহাজন থেকে। নিজ জেলা ছাড়াও হাতিয়া চেয়ারম্যানঘাট ও বরিশালের একটি ঘাট থেকে দাদন নিয়েছেন। সাগরে মাছ ধরতে গেলে ওই এলাকার নেতাদের পতাকা ছাড়া নদীতে মাছ ধরা যায় না। সাগরের নিয়ন্ত্রণে থাকে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা।

তিনি আরও বলেন, ইচ্ছে করলেই দাদন থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। কারণ নদীতে ইলিশ কম। কারেন্টজাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করে। জামিন নিতে টাকা লাগে। ওই সময় মহাজনরা গিয়ে জামিনে টাকা খরচ করে। নতুন করে আবার টাকা বিনিয়োগ করতে হয় জাল কিনতে। যার ফলে দাদনের পরিমাণ প্রতিবছরই বাড়তে থাকে।

লক্ষীপুর মডেল ইউনিয়নের বহরিয়া ইলিশের আড়তে বসেন পাঁচ মহাজন। এর মধ্যে সোলেমান মাঝি দুই শতাধিক জেলেকে দাদন দিয়েছেন। পাশের আড়তগুলোতে বসেন শহীদ বেপারী, কালু মাঝি, মুকসুদ মিজি ও শামীম মাঝি।

মহাজন বিল্লাল মাঝি বলেন, ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা দাদন নেয় জেলেরা। বিনিময়ে আমরা তাদের বিক্রিত মাছ থেকে ৫% কমিশন নেই। তারা যেমন আমাদের কাছ থেকে দাদন নেয়, তারা তাদের নৌকায় যেসব জেলেরা কাজ করে তাদের দাদন দেয়। ওইসব জেলে যাতে অন্য নৌকায় চলে না যায়। চাঁদপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক বলেন, চাঁদপুরের নৌ সীমানায় প্রায় অর্ধলক্ষাধিক নিবন্ধিত জেলে। এসব জেলের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির জন্য মৎস্য বিভাগ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বেশ কয়েক বছর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৬ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 9 May 2026

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : চা বাগানে বসবাসরত হাজারো শ্রমিক পরিবারের শিশু মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত —সংবাদ

শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত চুনারু ঘাটে চা শ্রমিক সন্তানরা

প্রতিনিধি, চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ২৪টি চা বাগানের মধ্যে ৯টিতে এখনও কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ফলে এসব বাগানে বসবাসরত হাজারো শ্রমিক পরিবারের শিশু মৌলিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় চা শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ ও হতাশা। তারা এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যালয় বিহীন বাগানগুলোর মধ্যে ৮টি চুনারুঘাট উপজেলায়এবং ১টি মাধবপুর উপজেলায় অবস্থিত। বাগানগুলো হলো– চণ্ডীছড়া, রামগঙ্গা, চাকলাপঞ্জি, চাঁনপুর-জোয়ালভাঙ্গা, জঙ্গলবাড়ি, হাতিমারা, দেউন্দী, লস্করপুর ও বৈকুণ্ঠপুর। এসব চাবাগানে বসবাসরত শিশুদের জন্য কোথাও কোথাও বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নামমাত্র বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও সেখানে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক ও মানসম্মত পরিবেশ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই ঝরে পড়ছে অধিকাংশ শিশু। এর প্রভাব পড়ছে পুরোঅঞ্চলের শিক্ষারহারেও।

বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানের শ্রমিক রনজিত কুমার বলেন, সরকারি স্কুলে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবারসহ নানা সুযোগ-সুবিধা থাকে। কিন্তু আমাদের বাগানে কোনো সরকারি স্কুল নাথাকায় আমাদের সন্তানরা এসবসুবিধা থেকে বঞ্চিত। যে স্কুলটি আছে, সেটিও কার্যকর নয়।

স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি চুনারুঘাট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, একটি গ্রামে যেখানে একাধিক সরকারি বিদ্যালয় থাকে, সেখানে হাজারো মানুষের বসবাস থাকা চা বাগানগুলোতে কোনো সরকারি স্কুল না থাকা দুঃখজনক। এটি দীর্ঘদিনের অবহেলার ফল। দ্রুত সমাধান জরুরি। এ বিষয়ে হবিগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তা (ডিপিও) শাহআলম জানান, আমাদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের সদিচ্ছা ও নির্দেশনা পেলে দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। আমরা এ নিয়ে কাজ কওে যাচ্ছি। চা শ্রমিকদের দাবি, শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষা এবং শিক্ষার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে এসব বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনকরা হোক।

DHAKA MONDAY MAY 11, 2026
BAISHAKH 28, 1433 BS
The Daily Star

Small entrepreneurs struggling to go big

Light engineering sector in Pabna grapples with market linkages, Kumarkhali handlooms fight to survive market competition

AHMED HUMAYUN KABIR TOPU, *Pabna*

Bangladesh's small and medium enterprise (SME) sector accounts for 99 percent of the country's industries, yet many businesses remain trapped by poor market linkages, limited modernisation, and inadequate industrial support.

A recent visit to two major SME clusters -- the light engineering hub in Pabna and the handloom cluster in Kumarkhali, Kushtia -- found entrepreneurs struggling to expand despite receiving training and loans from the state-run SME Foundation.

LIGHT ENGINEERING STRUGGLING TO SCALE

For many in Pabna, light engineering has long offered a path out of poverty.

Rabiul Islam Farhad, owner of Baba Engineering, spent decades rising from labourer to entrepreneur.

"I bought a machine with my savings ten years ago. Now, I employ ten workers," he said.

Despite producing intricate vehicle parts and industrial components, the sector still lacks formal recognition and technical support.

"With even minimum technical support, our handmade products could be recognised in the national automobile sector," Rabiul added.

Gias Uddin Shiplu, a third-generation entrepreneur at Kafil Uddin Engineering, manages 27 machines but says growth remains constrained by shortages of raw materials, processing facilities, and automated machinery.

"As Pabna is already one of the leading hubs for light engineering in Bangladesh, establishing moulding facilities would help the sector flourish," he suggested.

Shiplu noted that training is less of a concern, as many workers have already received instruction from the SME Foundation, which has also organised workshops to build business networks.

HANDLOOM SECTOR LOSING GROUND

In Kumarkhali's handloom cluster, entrepreneurs say the industry is shrinking rapidly.

Md Abdur Rafik, owner of Bulbul Textile, said the number of operational looms has fallen from 5,000 two decades ago to just 1,500 today.

"Our production costs are too high to compete due to the lack of automated machinery," he said.

Md Masud Rana, owner of Rana Textile and a fourth-generation entrepreneur, said Kumarkhali bedsheets received Geographical Indication (GI) recognition but producers still lack export facilities.

"We are dependent on a local market that is too small to support expansion," he said.

Rana suggested supplying thread at mill rates to help improve profit margins and sustain the sector.

SECTOR-WIDE CHALLENGES

According to SME Foundation data, around 70,000 factories operate across 177 SME clusters nationwide, generating an annual turnover of Tk 30,000 crore.

A 2024 report by the Bangladesh Bureau of Statistics said there are 1.18 crore industries in the country, 99 percent of which are SMEs. The sector contributes 30 percent to the economy and provides 85 percent of industrial employment, involving more than 3 crore people.

Mohammed Morshed Alom, deputy general manager of the SME Foundation, said most entrepreneurs inherit their trades but lack sufficient technical knowledge and advanced skills.

Since its establishment in 2007, the foundation has surveyed enterprises nationwide and focused on developing entrepreneurial and technical skills, he said.

Farzana Khan, another deputy general manager, said the foundation has disbursed Tk 295 crore in loans through 15 scheduled banks and financial institutions and plans to provide another Tk 440 crore.

Entrepreneurs can access loans ranging from Tk 1 lakh to Tk 25 lakh at single-digit interest rates.

Beyond financing, the foundation regularly organises training programmes in Dhaka and across industrial clusters with support from the Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC), chambers of commerce, and district administrations.

Around 20 lakh people have received training over the past two decades. The foundation also organises fairs in Dhaka and other major cities to improve market linkages for SMEs.

According to foundation data, both loans and training support have been extended to the Pabna Light Engineering Cluster and Kumarkhali Textile Cluster.

বণিক বার্তা বুধবার, মে ১৩, ২০২৬।

বিশ্বব্যাংক : দেশে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের ৯৪ শতাংশই স্বল্প দক্ষ

সব খাতে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে

বাংলাদেশের শ্রম খাত ঘিরে বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি যে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে, তাতে দেশের মোট শ্রমবাজারে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের মধ্যে ৯৪ শতাংশের দক্ষতার বড় ঘাটতি রয়েছে বলে উঠে এসেছে। বলা বাহুল্য, বর্তমান আধুনিকতার যুগে এ ঘাটতি দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ার পথে অন্যতম একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত শ্রমশক্তির স্বল্প দক্ষতার কারণে কর্মসংস্থানের পরিসর কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাড়ছে না। এগুলোর প্রভাব সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর পড়ছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের প্রয়োজনমাফিক দক্ষ করে তুলতে হলে সরকারকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে সরকারের উদ্যোগ কেবল এ খাত ঘিরে হলে চলবে না। অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ শ্রমশক্তি পুরো দেশের বিভিন্ন শ্রম খাতের বাস্তবতা। তাই সরকারকে এমন পরিকল্পনা নিতে হবে, যা দেশের শ্রমবাজারের বিদ্যমান চিত্রে আমূল পরিবর্তন আনবে এবং সে পরিকল্পনা হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই।

এ পরিকল্পনা গ্রহণের অংশ হিসেবে সবার আগে সরকারকে পুরো শ্রমশক্তির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, সঠিক তথ্য ছাড়া কখনই কোনো পরিকল্পনা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয় না। অতীতে বিভিন্ন নীতি ব্যর্থতার বড় কারণ ছিল তথ্যের অভাব। এখনো সেটিই বাস্তবতা। তাই এ বাস্তবতায় সরকারকে সবার আগে পরিবর্তন আনতে হবে। এতে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ তুলনামূলক সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন খাতে কতজন নিয়োজিত রয়েছেন, সেখানে কতজন দক্ষ আর কতজন অদক্ষ, নিকট ভবিষ্যতে কোন খাতে কত জনবলের চাহিদা তৈরি হবে সেগুলোর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এ মূল্যায়নের ফলাফলকে অগ্রাধিকারে রেখে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে সেটি ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের প্রয়োজনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এতে স্থানীয় উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং বিশ্ব শ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানিতে এগিয়ে থাকা যাবে।

দেশের শ্রম খাতে অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কর্মীদের আধিক্যের বহু কারণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো প্রশিক্ষণের অভাব। আত্মকর্মসংস্থান বা অন্যান্য কর্ম খাতে প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চলতি মাসে প্রকাশিত 'লাইফলং লার্নিং অ্যান্ড স্কিলস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের ৯৩ দশমিক ৪ শতাংশই গত তিন বছরে একদিনের জন্যও কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পাননি। যদিও এর ৫০ শতাংশ কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদা উপলব্ধি করেছেন। অর্থাৎ কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাবেও কর্মসংস্থানে নিয়োজনের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—সব ধরনের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই এ সমস্যা প্রকট। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। বিগত এক দশকে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও তা এগিয়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার ৯২ শতাংশের ওপর। অর্থাৎ মানসম্মত কর্মসংস্থানের অভাব দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে না ওঠার একটি প্রধানতম কারণ। এ সংকট আরো ঘনীভূত হয় যখন স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নানা প্রেক্ষাপটে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এর একটা উদাহরণ হলো করোনা মহামারী ও ২০২২ সালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। পরবর্তী সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মানের অবমূল্যায়ন, দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, শিল্প বিনিয়োগে স্থবিরতা, জ্বালানি সংকটসহ নানা অভিঘাতে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যে কারণে যোগ্যতা থাকলেও ভালো চাকরির বাজার তৈরি হচ্ছে না, আর মানুষ বাধ্য হয়ে যেকোনো কাজ বেছে নিচ্ছেন। এতে ছদ্ম বেকারত্বের হারও বাড়ছে। এর একটি চিত্র উঠে এসেছিল ২০২৪ সালে বণিক বার্তার প্রতিবেদনে। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্যের ভিত্তিতে করা ওই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৩-এর ডিসেম্বর থেকে ২০২৪-এর মার্চের মধ্যে দুই ধাপে ২ হাজার ১৭২ ওয়েম্যান নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ রেলওয়ে। চতুর্থ শ্রেণীর (১৯তম গ্রেড) ওয়েম্যান পদের মূল কাজ রেলপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। এছাড়া রেললাইনের নাট-বল্টু টাইট দেয়াসহ ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা। কায়িক পরিশ্রমনির্ভর পদটিতে আবেদনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছিল এসএসসি বা সমমান। যদিও সে সময় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ধাপ পেরিয়ে যারা ওয়েম্যান হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন তাদের সবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস। শোভন কর্মসংস্থানের অভাব কতটা প্রকট এটি তার একটা উদাহরণ মাত্র।

এ সমস্যার আরো গভীরে রয়েছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের মধ্যকার দূরত্ব। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল সরবরাহ করতে পারছে না। এ বিষয়েও বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে আলোকপাত করছেন। কিন্তু সমাধানের পথে আজও ধাপ বাড়ানো যায়নি। আবার সাবজেক্টভিত্তিক চাকরির সুযোগও কম থাকায় অনেকে ভিন্নধর্মী ও স্বল্প দক্ষতার কোনো কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতির পরিবর্তনে কার্যকর নীতি-কৌশল নিতে হবে সরকারকে।

সরকারের পক্ষ থেকে এ পরিস্থিতির সমাধান হিসেবে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ, বন্ধ কারখানা চালু করা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির কথা বলা হচ্ছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও বিদেশে দক্ষ শ্রমশক্তি পাঠানোকেও অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের জন্য মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষতা বাড়ানোও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ ও মেন্টরশিপ নিশ্চিত করা এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়া। এ কাজগুলো বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সমন্বিতভাবে করতে হবে। আত্মকর্মসংস্থান খারাপ নয়, কিন্তু বাধ্য হয়ে নেয়া অদক্ষ আত্মকর্মসংস্থান দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য চাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ঝুঁকি এড়াতেই সরকারকে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে মনোযোগের পাশাপাশি মানসম্মত কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তাহলে দেশের উৎপাদনশীলতা ও শ্রমবাজারে আত্মকর্মসংস্থানের অবদান বাড়বে। আর শোভন কর্মসংস্থানের পরিসর বাড়লে সবার মধ্যে দক্ষতা অর্জনের চাহিদাও তৈরি হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৩ মে ২০২৬

অর্থমন্ত্রী বললেন

সর্বজনীন পেনশনের আওতায় ৪ কোটি মানুষকে আনার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও জনবান্ধব করতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় এক হাজার ২২৯ কোটি টাকা) সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। এই ঋণের অর্থ দিয়ে পেনশন স্কিমের কারিগরি অবকাঠামো উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সেবার পরিধি দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 'সর্বজনীন পেনশন স্কিমের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এই তথ্য জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সভায় অর্থমন্ত্রী একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেন। তিনি জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় চার কোটি পরিবারের প্রতিটি থেকে অন্তত একজন সদস্যকে পেনশনের আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, 'বেসরকারি খাতের কর্মীদের বার্ধক্যকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়িয়ে এই ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হবে।'

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামান সভায় সর্বশেষ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা—এই চারটি স্কিমে মোট নিবন্ধিত নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৭৭ হাজার ৫৪৫। এই স্কিমগুলোতে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৫৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা, যা বিনিয়োগের পর মুনাফাসহ বর্তমানে ২৭৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সভায় পেনশন ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বাড়াতে বেশ কিছু নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে—ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য দ্রুততম সময়ে শরিয়াহভিত্তিক পেনশন স্কিম চালু করা। নমিনিদের জন্য আজীবন পেনশন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে

> বেসরকারি খাতের কর্মীদের বার্ধক্যকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়িয়ে এই ব্যবস্থাকে টেকসই করতে হবে
>
> **আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী**, অর্থমন্ত্রী

কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মীদের 'প্রগতি' স্কিমের আওতায় আনা।

অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অবসরকালীন সুবিধা নেই। এ ছাড়া ভবিষ্যতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়বে। এডিবির অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটি এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি ডিজিটাল ও নিরাপদ পেনশন কাঠামোর আওতায় আনতে সহায়তা করবে। বর্তমানে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে।

সভায় অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারসহ অর্থ বিভাগ ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বণিকবার্তা বুধবার, মে ১৩, ২০২৬

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের প্রতিবেদন

ঈদের বেতন-বোনাস নিয়ে সংকটে পড়তে পারে প্রায় অর্ধশত কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলের প্রায় অর্ধশত কারখানা শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে সংকটে পড়তে পারে। শিল্প পুলিশের হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নানা সংকটে ৪৮টি কারখানা প্রায় ২৪ হাজার শ্রমিক ও স্টাফের পাওনা পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। গত ঈদুল ফিতরের সময় চিহ্নিত হওয়া অধিকাংশ কারখানা এবারো একই তালিকায় রয়েছে। ফলে ঈদের আগে শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভসহ কারখানাগুলোতে অস্থিরতা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে মালিক পক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমাধানের চেষ্টার কথা জানিয়েছে শিল্প পুলিশ।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের তথ্যমতে, চট্টগ্রামের ১০টি জোনে মোট ৪৮টি কারখানায় ঈদুল আজহার বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এসব কারখানায় প্রায় ২১ হাজার ৪৮১ জন শ্রমিক ও ২ হাজার ২১ জন অন্যান্য স্টাফ কর্মরত আছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নগরীর পতেঙ্গা জোনের (কেইপিজেড) চারটি কারখানায় কর্মরত আছেন ৩ হাজার ৯৪৩ জন শ্রমিক ও ৪৩১ জন স্টাফ। বন্দর জোনের (সিইপিজেড) আটটি কারখানায় ৪ হাজার ৯৪ জন শ্রমিক ও ৩০৭ জন স্টাফ বেতনভাতা নিয়ে ঝুঁকিতে আছে। ডবলমুরিং জোনে একটি কারখানায় মোট ৩৭৬ জন শ্রমিক ও স্টাফ কর্মরত আছেন।

পাহাড়তলী জোনের চারটি কারখানায় মোট ২৮৯ জন শ্রমিক ও ৩২ জন স্টাফ কর্মরত আছে। সীতাকুণ্ড জোনের মার্স টেক্সটাইল লিমিটেড নামের সুতা কারখানার ৮৬০ জন শ্রমিক ও স্টাফ বেতন-ভাতা নিয়ে শঙ্কার মধ্যে আছে। যদিও কারখানাটি লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে। চান্দগাঁও জোনে সবচেয়ে বেশি ১৪টি কারখানার ৭ হাজার ৮১ শ্রমিক ও ৪৮৫ জন অফিস স্টাফ কাজ করেন। পাঁচলাইশ জোনের তিনটি কারখানায় ১ হাজার ৮৪০ জন শ্রমিক ও ১৩৫ জন স্টাফ কাজ করেন। কোতোয়ালি জোনের দুটি কারখানায় মোট ২৯৩ জন শ্রমিক কাজ করেন। এছাড়া কর্ণফুলী জোনের সাতটি কারখানায় ২ হাজার ২৮৪ জন শ্রমিক ও ২৯২ জন স্টাফ বেতন-ভাতা ঈদের আগে পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় আছেন।

> শিল্প পুলিশের হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নানা সংকটে ৪৮টি কারখানা প্রায় ২৪ হাজার শ্রমিক ও স্টাফের পাওনা পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে

শিল্প পুলিশ চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় ৪৮টি কারখানায় ঈদের বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কারখানাগুলোর মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ যে তালিকা তৈরি করি সেটা চূড়ান্ত করতে কিছু সময় লাগবে। যে তথ্য আছে তার সঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি কারখানায় অসন্তোষ তৈরির সম্ভাবনা আছে। দুই-তিনদিন আগে দুটি কারখানায় যেখানে বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়ে কোনো শঙ্কা না থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে ঈদের ছুটি দুইদিন বাড়ানোর জন্য। অনেক সময়ে তালিকা তৈরি করলে যেখানে বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা থাকে না কিন্তু পরে সেখানে কোনো না কোনো ঝামেলা তৈরি হয়। তবে ঈদের আগে যাতে বেতন-ভাতা নিয়ে কোনো সংকট তৈরি না হয়, সেজন্য ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলোর মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মে ১৪,

ভুয়া ব্যাংক স্টেটমেন্টে ভিসা আবেদনের পথ বন্ধে উদ্যোগ

বৈদেশিক শ্রমবাজারে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সহায়ক হোক

অভিবাসীর উৎস দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের দিকে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জনশক্তি রফতানি ঘিরে বিদেশে এক ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নথি জালিয়াতির মাধ্যমে বিদেশগমন। ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে শুরু করে ভুয়া ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেলে একের পর এক দেশ বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা প্রদান স্থগিত, এমনকি বন্ধ ঘোষণা করার নজিরও রয়েছে। অর্থাৎ বৈদেশিক শ্রমবাজার বেদখল হওয়ার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ভিসা আবেদনের জন্য ইস্যু করা ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটে কিউআর কোড সংযুক্ত করার যে নির্দেশ দিয়েছে, তা ক্ষয়িষ্ণু ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশীদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, গত এক বছরে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেছে। অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের অভিযোগ এনে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো। বিগত সময়ে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশী কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে প্রায় দুই বছর। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হলেও ২০২৪-এর জুলাই থেকেই ভিসা ইস্যু বন্ধ করেছে দেশটি। গত বছর কাতারও একই পথে হেঁটেছে।

এর পেছনে নানা কারণ থাকলেও জাল নথিপত্রের ব্যাপক ব্যবহার যে একটি বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ কম। এটাও অবৈধ অভিবাসনেরই একটা প্রক্রিয়া। আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই জানিয়েছে জাল নথিপত্র দিয়ে ভিসা নেয়ার পথ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রক্রিয়া সহজ করবে না। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধের পেছনেও নানা রিক্রুটিং এজেন্সির অনিয়ম ও নথি জালিয়াতির অভিযোগ বড় ভূমিকা রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে নানা সময়ে ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের মিশন যৌথভাবে আহ্বান জানিয়েছিল যে জাল নথি ব্যবহারে শুধু ভিসা বাতিল নয়, ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা, আইনি জটিলতা ও সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিও রয়েছে, যা এরই মধ্যে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একটি দূতাবাস একাই প্রায় ৩০০টি পর্যটন ভিসা আবেদনে একই ব্যাংকের জাল স্টেটমেন্ট শনাক্ত করেছে বলে জানা যায়।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এ প্রতারণা একটি সংগঠিত রূপ নিয়েছে। দালাল চক্র ও অননুমোদিত ভিসা এজেন্সির একটি বড় অংশ ব্যাংক স্টেটমেন্টের তথ্য পরিবর্তন করে, সাময়িকভাবে টাকা জমা দেখিয়ে কিংবা সম্পূর্ণ ভুয়া স্টেটমেন্ট তৈরি করে ভিসাপ্রত্যাশীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ চক্র ভাঙতে না পারলে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকের বাজার টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে সময়োচিত। এ উদ্যোগের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু বাস্তবায়নের পথে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়েও কাজ করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের ব্যাংক খাতে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বড় বেসরকারি ব্যাংকগুলো যেখানে এরই মধ্যে উন্নত ডিজিটাল অবকাঠামোয় কাজ করছে, সেখানে অনেক সরকারি ও ক্ষুদ্র ব্যাংক এখনো মৌলিক ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে আছে। ৯০ দিনের মধ্যে সবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কিউআর কোড চালুর যে নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে তা বিদ্যমান বাস্তবতায় বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। তাছাড়া কিউআর কোডের মাধ্যমে ব্যাংকিং ডেটাবেজে প্রবেশাধিকার তৈরি হলে সেখানে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টিও সংগত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে সাইবার নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হলেও সেটি কতটা এনক্রিপ্টেড ও সুরক্ষিত হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশিকা দেয়া হয়নি। অন্যদিকে প্রতিটি ব্যাংকের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কীভাবে নিশ্চিত করা হবে সেই প্রশ্নও রয়ে গেছে। সুতরাং ভুয়া নথির মাধ্যমে ভিসা আবেদনের পথ বন্ধ করতে হলে পূর্বশর্ত হিসেবে এসব সমস্যার সমাধান অপরিহার্য। আবার কেবল কিউআর কোড থাকলে প্রতারণা বন্ধ হবে—এটা নিশ্চিত ধরে নেয়া যায় না। কারণ যে চক্র বর্তমানে জাল স্টেটমেন্ট তৈরি করছে, তারা ভবিষ্যতে ভিন্ন কোনো পন্থাও অবলম্বন করতে পারে। তাই কেবল প্রযুক্তিগত সমাধান যথেষ্ট নয়, আইনি প্রতিকারও জরুরি।

এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত হবে একটি কেন্দ্রীয় যাচাই-বাছাই সার্ভার (সেন্ট্রালাইজড ভেরিফিকেশন পোর্টাল) তৈরি করা, যেখানে সব ব্যাংক তাদের নথির তথ্য একীভূত করবে। এতে প্রতিটি ব্যাংকের আলাদা সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে না এবং বিনিয়োগও সাশ্রয়ী হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে বাংলা কিউআর কোড নিয়ে কাজ করছে এবং জুলাই থেকে সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে তা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দিয়েছে—এ অবকাঠামো কাজে লাগানো যেতে পারে। পাশাপাশি জাল নথি তৈরি ও ব্যবহারে যুক্ত দালাল ও এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ কঠোর করতে হবে। প্রতারকদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান শাস্তি না হলে প্রযুক্তিগত সমাধান কেবল সাময়িক সমাধান হিসেবে কাজ করবে।

বিদেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের মর্যাদা পুনরুদ্ধার একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু এ পথে ধীরে ধীরে এগোনো প্রয়োজন। কিউআর কোডের নির্দেশনা সেই পথে একটি ধাপ হতে পারে, যদি বাস্তবায়ন করা যায়। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো তৎপর হতে হবে এবং সরকারকেও এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬

৫ বছরে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করবে ব্র্যাক

২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক আগামী পাঁচ বছরে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া প্রায় ১৯ লাখ শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরণ করবে। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ গতকাল সোমবার প্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য জানান। ঢাকায় মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের প্রায় দুই কোটি ৬০ লাখ মানুষ ২০২৫ সালে ব্র্যাকের বিভিন্ন সেবা ও সহায়তার আওতায় এসেছে, যা বাংলাদেশের প্রতি সাতজনে একজন মানুষের সমান। এ ছাড়া এক কোটি ৯০ লাখ নারী ও দুই লাখ ২৩ হাজারের বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্র্যাকের সহায়তা পেয়েছেন। ব্র্যাক যাদের কাছে সরাসরি পৌঁছেছে, তাদের প্রতি তিনজনে দুজন নারী। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি, দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (ওয়াশ), জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, অভিবাসন এবং দক্ষতা উন্নয়নসহ নানা ক্ষেত্রে এসব সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে ব্র্যাক। দারিদ্র্য বিমোচনে পাঁচ বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার সম্পদ দেওয়া হয়েছে। তিন লাখ ১২ হাজার অতিদরিদ্র পরিবার অতিদারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। মোট ঋণ সহায়তার পরিমাণ ২৯ হাজার কোটি টাকা থেকে সাড়ে ৪৮ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে পাঁচ বছরে ২১ লাখ মা নিরাপদ প্রসবসেবা পেয়েছেন। ৩৫ লাখ মানুষের অসংক্রামক ব্যাধি, প্রতিবন্ধিতা ও চোখের সমস্যা শনাক্ত হয়েছে। ১০ লাখের বেশি যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত ও চিকিৎসার আওতায় এসেছেন।

গত পাঁচ বছরে ছয় লাখ ৪৪ হাজার শিক্ষার্থী ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, যাদের ৫৬ শতাংশ ছাত্রী দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এক হাজার ৭৪০টি স্কুলে আট লাখ আট হাজার শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ খাবার পানি, স্যানিটেশন ও হাত ধোয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ১১ লাখ দুর্যোগকবলিত পরিবার মানবিক সহায়তা পেয়েছে। এক লাখ ৩৩ হাজার পরিবার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উপযুক্ত সমাধান পেয়েছে। এক লাখ পাঁচ হাজার ৭২৯ জন দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষ জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ পানি পেয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পাঁচ বছরে ৯৮ হাজার ৬০০ নারী ও শিশু নির্যাতনসংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন এবং আইনি সহায়তা পেয়েছেন। এক লাখ দুই হাজার কিশোরী আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ সহায়তা লাভ করেছে। ২০২৫ সালে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দুই হাজার ২৩৭টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে সমন্বিত উন্নয়নের সাতটি অগ্রাধিকারের মাধ্যমে ১০ লাখ কর্মসৃজন, ১৯ লাখ শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরণে সহায়তা পাবে, দুই কোটি মানুষ আর্থিক সেবার আওতায় আসবে, প্রতি বছর এক লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। ১২ লাখ ৫০ হাজার নারী কৃষকের কাছে সহায়তা পৌঁছাবে।

ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন পরিচালক কেএএম মোর্শেদ ও পরিচালক আ ফ ম শহিদুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। মঙ্গলবার। ১২ মে ২০২৬

কালের কণ্ঠ

কার্যকর পদক্ষেপ নিন

পোশাক রপ্তানিতে সংকট বাড়ছে

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে এই খাত থেকে। কিন্তু সেখানেই বড় ধাক্কা লাগছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ধীরে ধীরে কমছে। অথচ বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশ ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার পোশাক রপ্তানি ক্রমে বেড়েই চলেছে। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে মার্চ ২০২৬-এ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬৬ কোটি ৪৯ লাখ ডলারের, যা মার্চ ২০২৫-এর তুলনায় ৮.০৮ শতাংশ কম। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে রপ্তানি কমেছে ৮.৩৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো দেশ পোশাক রপ্তানিতে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখলেও বাংলাদেশের এভাবে কমে যাওয়া খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলছে। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এ বিষয়ে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বৈশ্বিক বাণিজ্যে এখন বড় ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। মার্কিন পাল্টা শুল্ক, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি, জ্বালানিসংকট এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা–সব মিলিয়ে রপ্তানি খাতের ওপর চাপ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। ওই বাজারে রপ্তানি কমে গেলে দেশের পোশাকশিল্প সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই মধ্যে অনেক বৈশ্বিক ক্রেতা অর্ডার কমিয়েছেন। পণ্যের দামের ওপর চাপ বাড়ছে। ক্রেতারা এখন বড় অর্ডারের বদলে ছোট ও স্বল্পমেয়াদি অর্ডারে ঝুঁকছেন। সামনে আরো কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।'

প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনাম তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। মার্চে দেশটির রপ্তানি ২.৫২ শতাংশ এবং জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ২.৭৭ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি আরো শক্তিশালী হয়েছে, মার্চে ১৬.২২ শতাংশ এবং প্রথম প্রান্তিকে ১৭.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু যে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ কমেছে তা নয়, পোশাকের প্রতি ইউনিটের মূল্যও কমছে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়ার বিষয়টি বিশেষজ্ঞ ও খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'রিসিপ্রোকাল' শুল্কনীতির প্রভাবই এই রপ্তানি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর বাইরেও দেশটিতে ভোক্তা চাহিদা কমে যাওয়া, উচ্চ সুদহার ও বৈশ্বিক নানা কারণকেও এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারায় আঘাত লাগার কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্কারোপের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে বাংলাদেশ বেশ কিছু চুক্তি করেছে। বিমান ক্রয় থেকে শুরু করে কৃষি ও খাদ্য পণ্য কেনা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প অনেক দিন ধরেই ধুঁকছে। যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত শুল্কারোপ ছাড়াও দেশে ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, নীতি সহায়তার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ আরো কিছু বিষয়কে এ জন্য দায়ী করা হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু রপ্তানির পরিমাণ নয়, বরং ইউনিটের মূল্যবৃদ্ধি ও পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে উচ্চমূল্যের ফ্যাশন ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল খাতে প্রবেশ না বাড়ালে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান রপ্তানি খাতের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বাস্তবভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিল্প-কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।'

পোশাকশিল্প শুধু রপ্তানি আয়ের বড় উৎস নয়, দেশে কর্মসংস্থানেরও বড় উৎস। এই খাত ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশের অর্থনীতি হুমকিতে পড়বে। তাই এই শিল্প রক্ষায় সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মে ১৪, ২০২৬

ক্ষতিগ্রস্ত হাওরাঞ্চল

ঋণ ও বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় এলাকা ছাড়ার কথা ভাবছেন অনেক কৃষক

নুরুজ্জামান খান ■ নেত্রকোনা থেকে ফিরে

নেত্রকোনার হাওরের বুক চিরে দাঁড়িয়ে থাকা বরন্ত গ্রামের বিকালটা যেন অন্য সব দিনের মতো নয়। চারপাশে কাঁচা ধানের গন্ধ নেই, নেই সোনালি ফসলের আনন্দ। বরং খলায় ছড়িয়ে থাকা কালচে, অঙ্কুর গজানো ধান আর দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়া কৃষক পরিবারের নীরব দীর্ঘশ্বাস—এ দৃশ্যই এখন বাস্তবতা।

শেকল মিয়া, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার গাগলাজুর ইউনিয়নের একজন ক্ষুদ্র কৃষক। জীবনের সব সঞ্চয় আর আশা নিয়ে তিনি ডিঙ্গাপোতা হাওরে ২০ কাঠা (স্থানীয়রা ১০ শতাংশে এক কাঠা হিসাব করেন) জমি টঙ্ক নিয়ে এবার ধান চাষ করেছিলেন। প্রতি কাঠা অগ্রিম ২ হাজার ৪০০ টাকা হিসাবে শুধু জমির পেছনেই খরচ হয়েছে ৪৮ হাজার। চাষাবাদ, সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে আরো প্রায় ১৫ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় ৬৩ হাজার টাকার বিনিয়োগ, যার সিংহভাগই জুগিয়েছেন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে।

তার হিসাব ছিল স্পষ্ট—এ জমি থেকে অন্তত ১৩০ মণ ধান পাবেন। তা বিক্রি করে লাখ টাকার বেশি আয় হবে। ঋণ শোধ করবেন, সংসার চলবে, সেই সঙ্গে মিটবে বড় ছেলের পড়াশোনার খরচও। কিন্তু প্রকৃতির হিসাব আলাদা। ধান যখন ঠিক সোনালি রঙ ধারণ করেছে, তখনই হঠাৎ বন্যার পানি হাওরে ঢুকে পড়ে। চোখের সামনে ডুবে যেতে থাকে ফসল। প্রাণপণ চেষ্টা করে গলাপানিতে নেমে শ্রমিক দিয়ে তিনি ৫০-৫৫ মণ ধান কাটতে সক্ষম হন। কিন্তু সেখানেও শেষ রক্ষা হয়নি। রোদ না পাওয়া, শুকানোর জায়গার অভাব—সব মিলিয়ে ধানগুলোয় অঙ্কুর গজায়, পচে কালো হয়ে যায়। এখন সে ধান আর বাজারে বিক্রির উপযোগী নয়।

একজন ব্যবসায়ী মণপ্রতি ৩০০ টাকা দাম প্রস্তাব করেছিলেন। সব মিলিয়ে হয়তো ১৫ হাজার টাকার মতো পাওয়া যাবে। অথচ ধান কাটতেই শ্রমিক খরচ হয়েছে প্রায় ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা। লাভ তো দূরের কথা, লোকসানই দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ। খলায় বসে ধান শুকাতে শুকাতে গত সোমবার শেকল মিয়া বলেন, 'সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ভাবছিলাম ধান বিক্রি করে ছেলেকে টাকা দেব, সংসারটা একটু দাঁড় করাব। এখন নিজেরাই কীভাবে চলব বুঝতেছি না।'

শেকল মিয়ার বড় ছেলে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে স্নাতকে পড়াশোনা করছেন। কিছুদিন আগে তিনি বাবাকে জানিয়েছিলেন, আইইএলটিএসের (ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষা) প্রস্তুতি নিতে চান। কোচিং, বই আর বাকি খরচ মিলিয়ে তার দরকার প্রায় ৪০ হাজার টাকা। শেকল মিয়া তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন, ধান বিক্রি হলেই টাকা দেবেন। আজ সে স্বপ্নও ভেঙে গেছে।

পাশেই বসে পচে যাওয়া খড় নাড়ছিলেন শেকল মিয়ার স্ত্রী। হতাশার কথা লুকাতে পারেননি তিনিও, 'ছেলের অনেক আশা ছিল। এখন তো নিজেদের খাওয়াই কষ্ট হয়ে গেছে। গত ৬ মে এনজিও থেকে কিস্তি নিতে লোক এসেছিল, বুঝিয়ে পাঠাইছি। আবারো তো আসবে, কীভাবে টাকা দেব জানি না।'

ঋণের চাপ, ফসলহানি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন শেকল মিয়া দম্পতি। এলাকায় অন্য কোনো কাজেরও সুযোগ নেই। তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে পোশাক কারখানায় কাজ নেয়ার কথা ভাবছেন তারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেকল মিয়া বলেন, 'এখানে আর কিছু করার নাই। ঋণ শোধ করতে হবে, পরিবারকে বাঁচাতে হবে। তাই ভাবছি চলে যাই।'

হাওরের এ গল্প শুধু শেকল মিয়ার নয়, এটি হাজারো কৃষকের অদৃশ্য কান্নার প্রতিচ্ছবি। যেখানে একটি বন্যা শুধু ফসলই ডুবায় না, ডুবিয়ে দেয় স্বপ্ন, শিক্ষা, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকেও।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার হাওরাঞ্চলের কৃষক আজিম হোসেনের কণ্ঠেও হতাশা আর অনিশ্চয়তার সুর। এবারের বন্যা তার জীবনের সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'সব শেষ হয়ে গেছে। ৬০-৭০ হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেছে। সংসারে স্ত্রী আর দুইটা মেয়ে, এদের নিয়ে কীভাবে চলব বুঝতেছি না। এলাকায় তো কোনো কাজ নাই। ভাবতেছি ঢাকায় চলে যাব। গিয়ে রিকশা বা অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে চালাব।'

শেকল মিয়া ও আজিম হোসেনের মতো অনেকেই এখন গ্রাম ছাড়ার কথা ভাবছেন। হাওরের কৃষিজীবী মানুষদের কাছে এ স্থানান্তর যেন শেষ আশ্রয়, জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহরমুখী হওয়া। তবে সবার জন্য এ পথও খোলা নেই। মোহনগঞ্জ উপজেলার ৭৬ বছর বয়সী চিত্তরঞ্জন বণিকের চোখে সে অচলাবস্থার নির্মম বাস্তবতা ফুটে ওঠে। জীবনের এ প্রান্তে এসে তিনিও হারিয়েছেন তার একমাত্র ফসল। ডিঙ্গাপোতা হাওরে ১০ কাঠা জমিতে ধান লাগিয়েছিলেন, কিন্তু বন্যার কারণে এক মুঠো ফসলও ঘরে তুলতে পারেননি।

চিত্তরঞ্জন বলেন, 'বয়স তো ৭৬ হয়ে গেছে। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলে গার্মেন্টসে কাজ করে, সেখানে সে নিজের পরিবার নিয়ে থাকে। আমরা বুড়োবুড়ি আলাদা থাকি। এখন শুনতেছি অনেকেই ঢাকায় যাবে, গার্মেন্টসে কাজ নেবে। কিন্তু আমাকে এ বয়সে কে কাজ দেবে? আমরা কী করব?'

প্রথম আলো
বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ৩০ বৈশা

সুন্দরবনে দস্যুদের দৌরাত্ম্য

জেলে ও মৌয়ালদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৩ জন মৌয়ালের বনদস্যুদের হাতে জিম্মি হওয়া এবং অমানুষিক নির্যাতনের পর মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসার ঘটনা গভীর উদ্বেগের।

২০১৮ সালের শেষের দিকে সুন্দরবনকে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'দস্যুমুক্ত' ঘোষণা করেছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধারাবাহিক সফল অভিযানের পর দীর্ঘ সময় বনে একধরনের শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু কয়রা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ভুক্তভোগী মৌয়ালরা সম্প্রতি যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয়—বনের গহিনে আবারও সশস্ত্র দস্যু বাহিনীর অভয়ারণ্য গড়ে উঠছে।

প্রথম আলোর খবরে এসেছে, বন বিভাগের পাস-পারমিট নিয়ে বৈধভাবে সুন্দরবনে প্রবেশের পর 'দুলাভাই বাহিনী' নামের একটি দস্যুদল মৌয়ালদের জিম্মি করে। দস্যুরা শুধু ৮২ হাজার টাকা মুক্তিপণ ও নৌকার সব মালামাল লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি; শরীরের কোথাও টাকা লুকানো আছে কি না, তা দেখতে বয়স্ক মানুষসহ সবার পোশাক খুলে তল্লাশি করেছে। এটি স্পষ্টতই শারীরিক নিপীড়ন।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা হলো দস্যুদের দুঃসাহস। তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ভিজিটিং কার্ড দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বনে ঢোকার আগে ওই নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেছে! এটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার শামিল। এ ছাড়া ফেরার পথে মৌয়ালদের 'জাহাঙ্গীর বাহিনী' নামের আরও একটি সশস্ত্র দলের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা স্পষ্ট করে যে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জলভাগে একাধিক সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র নতুন করে রাজত্ব কায়েম করেছে।

দস্যুদের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশের পুরোনো সত্যটিও এবার ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় সামনে এসেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ সূত্র ধরে নিরপেক্ষ ও গভীর তদন্ত করতে হবে। রাজনৈতিক বা স্থানীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে কেউ যেন বনদস্যুদের মদদদাতা বা গডফাদার হিসেবে কাজ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। নেপথ্যের এই কারিগরদের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা না নিলে দস্যুতার স্থায়ী সমাধান আসবে না। পাশাপাশি অপরাধস্থল কোন থানার এখতিয়ারভুক্ত—এমন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ব্যবস্থা গ্রহণে যেন কালক্ষেপণ না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জেলে, বাওয়ালি ও মৌয়ালরা এ দেশের অত্যন্ত প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনপদ। মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চরম প্রাকৃতিক বৈরিতার মধ্যে তাঁরা জীবিকার সন্ধানে গহিন বনে যান। সেখানে তাঁদের জীবনের এই নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি অত্যন্ত অমানবিক। র‍্যাব, কোস্টগার্ড, নৌ পুলিশ ও বন বিভাগকে অনতিবিলম্বে সুন্দরবনে আবারও কঠোর ও সমন্বিত অভিযান শুরু করতে হবে। 'দস্যুমুক্ত সুন্দরবন'-এর যে বড় অর্জন একসময় সারা দেশে স্বস্তি এনেছিল, তার ধারাবাহিকতা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩১ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Thursday 14 May 2026

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ১৮টি বহুতল ভবন নির্মাণ করবে ডিএসসিসি: প্রশাসক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, ঢাকা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আবদুস সালাম বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ পুরনো ভবনগুলো ভেঙে আধুনিক ও সুবিধাসম্বলিত ১৮টি বহুতল আবাসন নির্মাণ করা হবে। একইসঙ্গে ভবন নির্মাণকালীন বিকল্প আবাসন, গ্যাস-পানি সমস্যার সমাধান এবং শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও উপাসনালয় নিশ্চিত করতে কাজ করছে ডিএসসিসি।

গতকাল দুপুরে রাজধানীর দয়াগঞ্জস্থ পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস পরিদর্শন শেষে উপস্থিত কর্মী ও স্থানীয় সুধীজনের উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নিরাপদ আবাসন ও আধুনিকায়নঃ

বিদ্যমান ভবনগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার কথা উল্লেখ করে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, "বর্তমান ভবনগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নতুন ভবন নির্মাণের আগে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। আপনারা যত দ্রুত সহযোগিতা করবেন, আমরা তত দ্রুত আধুনিক আবাসন নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারব।"

তিনি জানান, মিরনজিল্লা, ধলপুর, গণকটুলি, দয়াগঞ্জ, ওয়ারী ও পোস্তগোলাসহ বিভিন্ন কলোনিতে ১৮টি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুতই এর কাজ শুরু হবে।

নাগরিক অধিকার ও বিশেষ নির্দেশনাঃ

মো. আবদুস সালাম পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন:

* নাগরিক সুবিধা: ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার পাবেন। আবাসন প্রকল্পে মন্দির ও শিশুদের খেলার মাঠ থাকবে।

* বকেয়া বিল: কর্মীদের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হবে এবং গ্যাস বিল ডিএসসিসির পক্ষ থেকে পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

* বর্জ্য অপসারণ: আসন্ন ঈদুল আজহায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে। ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দেন তিনি।

সচেতনতার আহ্বানঃ.

শহর পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রশাসক বলেন, "নাগরিকরা সচেতন না হলে শুধু পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দিয়ে শহর পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়। ড্রেন বা খালে ময়লা ফেলার কারণেই জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। নগরবাসীকে এ বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।"

পরিদর্শনকালে ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং ডিএসসিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

NEW AGE
THURSDAY, MAY 14, 2026,

RMG exports to EU, non-traditional markets decline

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to Europe and nontraditional markets declined during the July-April period of the current financial year 2025-26 due to weak demand.

However, the exports to the United States, United Kingdom, and Canada witnessed a slight increase in the past ten months of FY26.

According to detailed country-wise export data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG items worth $31.72 billion in the July-April period of FY26, although overall exports declined by 2.82 per cent from $32.64 billion earned in the same period of FY25.

Exporters said that exports had been declining over the past nine months due to weak global demand, fewer buyer inquiries, shifts in buying patterns, geopolitical tensions, and intense competition, particularly in European markets.

Meanwhile, the RMG exports witnessed a comeback in April of 2026, breaking an eight-month streak of decline with year-on-year growth of 31.21 per cent to $3.14 billion, which was $2.39 billion in April of 2025, the EPB data stated.

The Bangladeshi shippers exported RMG items worth $15.54 billion in July-April of FY26, which was 4.38 per cent lower than the $16.25 billion exported in the same period of FY25.

Export earnings from the EU, the largest destination for Bangladesh's RMG exports, accounted for 48.98 per cent of Bangladesh's total RMG exports during the period.

A file photo shows workers on duty at a readymade garment factory in the capital. — Md Saurav

Major non-traditional markets include Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the United Arab Emirates, Malaysia, Brazil and Mexico.

Despite hope, export earnings from non-traditional markets have been in a declining trend since October of the past year.

During July-April of FY26, exports to non-traditional destinations further fell by 5.83 per cent to $5.16 billion, compared with those of $5.48 billion in the same period of FY25.

Non-traditional markets accounted for 16.27 per cent of Bangladesh's total RMG exports during the period.

Among major non-traditional markets, exports to Japan, Australia, India, South Korea, and Mexico declined substantially during the July-April period of FY26, while exports to China, Malaysia, and South Africa grew.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that Bangladesh's export earnings had been on a negative trajectory over the past few months.

He also said that due to tariffs, weak global demand, and economic sluggishness, many buyers scaled back their orders.

Moreover, the order flow has yet to show signs of recovery, particularly amid tensions in the Middle East and unease in the Strait of Hormuz.

Exports to major EU countries such as Germany, France, Denmark, and Italy declined in the first ten months of FY26, although moderate growth was recorded in Italy, Spain, and Poland.

After a persistent decline, RMG export earnings from the United States increased slightly by 0.98 percent to $6.29 billion in July-April of FY26, compared with $6.23 billion in the same period of FY25.

The US, the largest single-country destination for Bangladeshi apparel, accounted for 19.83 per cent of the total RMG export earnings.

RMG exports to the UK also rebounded in July-April of FY26, witnessing a narrow growth of 0.3 per cent to $3.64 billion in the first ten months of FY26, slightly up from $3.63 billion in the same period of FY25.

Bangladeshi apparel exporters bagged $1.09 billion during the reporting period, increasing 3.69 per cent from $1.05 billion earned in the corresponding period of the previous financial year.

In the apparel trade, the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other destinations are classified as non-traditional.

সংবাদ
: শুক্রবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
ka : Friday 15 May 2026

বন্ধ কারখানা চীনের সহায়তায় চালু করতে চায় সরকার: শিল্পমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ আরো বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, দেশের বন্ধ কারখানাগুলো চীনের সহায়তায় আবারো চালু করতে চায় সরকার। একই সঙ্গে দেশের পাট শিল্পের জন্য চীনের প্রযুক্তিগত সহায়তাও চান তিনি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আইসিসিবিতে আয়োজিত বাংলাদেশ চায়না গ্রীন টেক্সটাইল এক্সপোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, দেশের বন্ধ কারখানাগুলো চীনের সহায়তায় আবারো চালু করতে চায় সরকার।

এসময় চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, নতুন সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে কাজ করছে চীন। গ্রিন টেক্সটাইল খাতে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

উল্লেখ্য, গ্রিন টেক্সটাইল শিল্পের সবচেয়ে বিশেষায়িত এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ ও চীনের খ্যাতনামা টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস কোম্পানিগুলো, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল। প্রদর্শনীতে পরিবেশবান্ধব ও রিসাইকেলযোগ্য টেক্সটাইল প্রযুক্তির প্রদর্শন, সেমিনার ও প্যানেল আলোচনায় চীন ও বাংলাদেশের শীর্ষ উদ্যোক্তারা অংশ নিচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী আগামী ১৬ মে শেষ হবে।

NEW AGE
FRIDAY, MAY 15, 2026,

New law criminalises smuggling of migrants: workshop

Staff Correspondent

THE Bangladesh government's new legislation aimed at ensuring justice for trafficking survivors has expanded protection and strengthened investigations and prosecutions, government officials and activists said on Thursday at a workshop.

The home affairs ministry and non-governmental organisation Justice and Care jointly organised the event at the CIRDAP auditorium in the capital Dhaka.

In April, the government replaced the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 with the Prevention and Suppression of Human Trafficking and Smuggling of Migrants Act 2026.

Officials said that the new law aligned Bangladesh's legal framework with international standards and separately criminalised the smuggling of migrants for the first time.

The law also aligns Bangladesh's definition of human trafficking with the United Nations Trafficking in Persons Protocol to reduce the misidentification of trafficking cases and improve conviction rates.

Home ministry senior secretary Manzur Morshed Chowdhury, additional secretary Ziauddin Ahmed, joint secretary Rebeka Khan, deputy secretary Begum Minara Nazmin and Justice and Care country director Tariqul Islam, among others, spoke at the event.

According to the law, migrant smuggling offences are now punishable with penalties reaching up to life imprisonment, while instigating or assisting trafficking offence may carry the same punishment as principal offenders.

The legislation also introduced stronger investigative powers, allowing investigators to freeze bank accounts, scrutinise assets and seize properties linked to trafficking and migrant smuggling offences. Tribunals have also been empowered to restrict suspects from leaving the country during investigations.

Officials at the workshop said that traffickers often intimidated survivors and witnesses to force compromises outside court.

Under the new law, threatening or pressuring victims and witnesses to obstruct prosecution is punishable with rigorous imprisonment ranging from three to seven years and fines, they said.

The Act also criminalises fraudulent online recruitment and migration advertisements used to lure people into irregular migration and trafficking networks.

Offenders may face three to seven years of rigorous imprisonment.

The Anti-Human Trafficking Offence Tribunals have been given authority to prosecute related offences, including money laundering, assault, drug trafficking and sexual violence committed alongside trafficking crimes, which officials said would reduce delays and procedural complications.

The law further clarified protections for victims, stating that trafficked or smuggled persons would not be prosecuted for offences committed as a direct consequence of being trafficked, such as illegal entry, transit or possession of fraudulent travel documents.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 15 May 2026

শ্রমবাজারে ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিন

বাংলাদেশের লাখো পরিবারের জীবিকা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রবাসী কর্মীদের ওপর। মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার। চলমান ইরান সংকট প্রধান এই শ্রমবাজারকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। সেখানে কর্মসংস্থান কমছে, শ্রমিকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অনেক বাংলাদেশী শ্রমিক বাধ্য হয়ে দেশে ফিরছেন।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই, মজুরি কমে যাওয়া এবং কাজ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েন নিম্নআয়ের শ্রমিকরা। তাদের অনেকেই ঋণ করে বিদেশে যান। কোনো কারণে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরতে হলে তাদেরকে পরিবার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুধু শ্রমিক ফিরিয়ে আনাই যথেষ্ট নয়। এসব শ্রমিকের পুনর্বাসন করাও জরুরি। করোনা মহামারির সময় দেশে ফেরা শ্রমিকদের অনেকেই দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এবার যেন সেই পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দূতাবাসভিত্তিক জরুরি সহায়তা দিতে হবে। সংকটের সময়ে কোন শ্রমিক কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন সেটা জানতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কী ধরনের সহায়তা দরকার তা জানতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইরান সংকট আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে এক বা দুটি অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা এখন সময়ের দাবি। দক্ষ কর্মী তৈরির দিকেও জোর দিতে হবে। বিশ্ববাজারে এখন দক্ষতা ও প্রযুক্তিনির্ভর কাজের চাহিদা বাড়ছে। সেই বাস্তবতায় শ্রমশক্তিকে প্রস্তুত করতে না পারলে প্রতিযোগিতায় শ্রম বাজারে টিকে থাকা কঠিন হবে।

THE BUSINESS STANDARD
MONDAY 04.05.2026

Day labourers gather with bicycles fitted with baskets and tools, waiting for work. PHOTO: FAISAL UDDIN SIAM

FROM DAWN TRAINS TO EMPTY HANDS

Rajshahi's *jogalis* struggle for daily work

River erosion, shrinking farmland and limited opportunities have pushed thousands of rural workers towards city-based labour over the decades

FEATURE

FAISAL UDDIN SIAM

A nor'wester swept through the night. Cold winds and bursts of rain hit the station, leaving the almost deserted Sardah Road platform silent. No lights were visible. Only now and then, the faint groan of a sleeping old woman broke the stillness.

From a distance, a lone light appeared through the darkness, slowly drawing closer. The 3:30am Padma Express pulled into Sardah Road Station at 3:55am, the last stoppage before Rajshahi.

One by one, five men crossed the station and boarded a compartment. Each carried a plastic bag. Three had baskets and spades slung over their shoulders.

A journey begins before dawn

We approached them and learned their names: Rezap Ali, 65; Billal Hossen, 57, Rezap's relative; and Lal Mohammad, 60 – construction day labourers, locally known as jogalis.

"Where will you go now?" we asked Lal Mohammad. He smiled, his sleepy eyes struggling to focus. "We will head to a nearby tea stall, have some tea and pass the time chatting until 6am, then leave to find work," he said. We followed them.

Setting his gear aside, Lal called out, "Kasem, put on four cups of tea! We have guests." Their hospitality and openness showed a willingness to welcome outsiders.

For the next hour, we spoke with Lal and Rezap. Billal remained mostly quiet, with a faint smile. His hands and feet were covered with eczema blisters.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Rajshahi's *jogalis* struggle

From conversations with them, it emerged that paddy season has begun in the villages, and many jogalis are returning for harvest work. In the city, meanwhile, work is scarce, forcing many to return home empty-handed.

"We come here every day, but get work only three or four days at most, some weeks just two," said Rezap. Billal said he worked only two days that week.

At Railgate: Waiting for work

Around six in the morning, Rezap and Lal set off for Fultoli, outside the city, where they had found contract work. Billal, meanwhile, headed towards the Railgate area in search of work. We followed him.

At the Railgate intersection, at least 30 jogalis gathered, waiting for a hirer. Some moved towards nearby tea stalls, passing time. Most carried baskets and spades, while others had crowbars, hand saws and sickles.

As in Railgate, hundreds of workers travel miles from Charghat, Poba, Godagari, Bagha, Puthia, Tanore and Baghmara to the city each day in search of work. They gather at intersections — Talaimari, Court Station, Koroitola, Binodpur, Shahid Kamrujjaman Chattar, Luxmipur and Bhodra — waiting to be hired. If not, they return home.

Work without certainty

Over the decades, river erosion, lack of arable land, limited work opportunities and illiteracy have pushed them towards city-based labour.

Their journey is often long and physically demanding, and does not always result in work. Billal was dozing off while waiting. He lost his wife five years ago and now lives with his only son.

"Many bring panta bhat [watered rice], roti, things like that. My son and I cook two meals a day. In the morning, I come here and eat whatever I can get. What else can I do?" he said.

Like him, many older men sat waiting. Some paced slowly. When they spotted someone on a motorbike or in decent clothes, they became alert. "Need labour? What kind of work? Where do we have to go?" they called out.

A man in a shirt and trousers arrived on a Pulsar 150 motorbike. A group of labourers surrounded him. Within minutes, six jogalis were hired to carry sand at a construction site and left with their tools.

The work of jogalis ranges from digging earth and carrying bricks and sand to dumping construction debris and cleaning household yards. "There is no fixed kind of work. We do whatever we get," said Anis Mia from Puthia.

> *In the city, we can get Tk700–750. If it is contract work, it can go up to Tk800–900. But in the villages, there is hardly any money. You might get only Tk350–400 for a whole day.*
>
> *****
>
> **KAKON SARKAR**
> A JOGALI FROM GODAGARI, RAJSHAHI.

Wages and competition

Meanwhile, Billal had returned empty-handed for the past two days. With labourers now abundant, work has become harder to find, he said. We left the Railgate intersection unsure whether he would find any work that day.

It is past 7am. At least 100 workers have gathered at the Court Station intersection. Rows of bicycles are parked along the side, each with a basket and a spade tied to the back. Every few minutes, two or three more arrive, park their bicycles, and join the waiting crowd. Hirers come, pick a group and leave.

Court Station is the city's busiest hiring spot, where jogalis from Godagari and Tanore upazilas gather.

We asked those still waiting about their wages. "Digging earth. From 8am to 3pm. Payment Tk700. Food on our own," one said.

Wages here are higher than in the villages. Jogalis typically earn Tk600–700 for seven to eight hours of work. "In the city, we can get Tk700–750. If it is contract work, it can go up to Tk800–900. But in the villages, there is hardly any money. You might get only Tk350–400 for a whole day," said Kakon Sarkar from Godagari.

No safety net

However, when many labourers stay in the villages, shortages emerge in the city, pushing up demand and wages.

There is no central wage board for these informal labourers. According to the Rajshahi Labour Department, they are not included in any services. Nor are there labour unions working for their rights.

Debt and survival

A father of four, Tozammel supports his family's daily expenses, I SEE PAGE 6 COL 1

his children's education and other needs. But his earnings fall short.

I get the chance to work about four days a week at most. I earn Tk2,500–2,800, maybe up to Tk3,000. Out of that, my instalments alone are Tk1,800," Abdul said.

Six months ago, he took a Tk60,000 loan from an NGO, mainly to repay an earlier debt. With limited income, most of it has already gone into household expenses.

"When there is less work, there are weeks when I cannot even pay the instalments. Then the pressure builds up again," he said.

"This reflects the condition of the lower-income working class in both rural and urban Bangladesh.

A cycle of debt is being created. At least 95% of labourers in this region are in this trap," said Md Atiqul Islam, professor of economics at the University of Rajshahi.

The long way back

At Court Station, some labourers began their journey back home, unable to find work. By the time they left, it was past 10am.

As the day wore on, the city grew hotter. Across different parts of the city, labourers continued working. By 3pm, their work ended, and the long journey home began again.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 17 May 2026

বন্ধ কারখানা চালুর নামে সম্পদ অপচয় করা হবে না: বাণিজ্যমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বন্ধ কারখানা চালুর নামে দেশের সীমিত সম্পদ অপচয় করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেছেন, 'শুধু বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে বা ভর্তুকি দিয়ে কোনো শিল্প টিকিয়ে রাখা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। তাই প্রতিটি শিল্পের জন্য আলাদা বাস্তবসম্মত সমাধান নেওয়া হবে। বন্ধ কারখানা চালুর নামে দেশের সীমিত সম্পদ অপচয় করা হবে না।'

গতকাল রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ান ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'গ্র্যান্ড লঞ্চিং ইভেন্ট অব টেক্সটাইল ইনোভেশন এক্সচেঞ্জ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারক, শিল্পখাতের নেতৃবৃন্দ, একাডেমিয়া, উদ্ভাবক এবং উন্নয়ন সহযোগীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্পে উদ্ভাবনকে একটি মৌলিক সক্ষমতায় রূপান্তর করা।

বন্ধ মিল ও কারখানা প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু কারখানা টেক্সটাইল মন্ত্রণালয়ের অধীনে, আর কিছু শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। বন্ধ মিল চালু করা মানে এই নয় যে ৩০, ৫০ বা ৭০ বছর পুরোনো কারখানায় আবার আগের মতো টাকা ঢেলে সেগুলো চালু করা হবে। বর্তমান সরকার এতটা অবাস্তব নয় যে দেশের মূল্যবান সম্পদ এভাবে অপচয় করবে। কিছু জায়গায় পুরোনো মিলের স্থানে নতুন শিল্পপার্ক গড়ে তোলা হবে। আবার কিছু ক্ষেত্রে জায়গা ছোট হলে, সেটি লিজ বা পিপিপি মডেলে দিয়ে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে, অর্থাৎ বড় জায়গা হলে শিল্পপার্ক, ছোট জায়গা হলে নতুন বিনিয়োগ বা পিপিপি মডেলে কাজ করা হবে।'

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'আমি আশা করি, বন্ধ মিল ও কারখানা নিয়ে সরকারের অবস্থান এখন পরিষ্কার হয়েছে। যেখানে নতুন বিনিয়োগ নেওয়া হবে, সেখানে বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোনো ধরনের ধোঁয়াশা থাকবে না।'

দেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ও মোট জিডিপির অবস্থান বিবেচনায় টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, 'তবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে পণ্যে বৈচিত্র্য আনা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিল্পখাতকে আরও উদ্ভাবনী ও পণ্যের বহুমুখীকরণে জোর দিতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা, উদ্ভাবন, গবেষণা এবং পণ্য বৈচিত্র্যের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সাস্টেইনেবিলিটি এখন আর কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি শিল্পের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত। আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি মূলত আট-নয়টি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরির মধ্যে আটকে আছে। অনেক জায়গাতেই পর্যাপ্তভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। যেমন স্পোর্টসওয়্যার, ম্যানমেড ফাইবার এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, এই সেক্টরগুলোতে আমাদের উপস্থিতি এখনো সীমিত। গ্লোবাল আরএমজি বাজারের আকারের তুলনায় আমাদের অবস্থান এখনো খুবই ছোট।'

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'এই মুহূর্তে যদি বাংলাদেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করে এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে কোনো কার্যকর এফটিএ না হয়, তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের থ্রেশহোল্ডের কারণে আমাদের বর্তমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এদিকে আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম ও ভারতদুই দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা পাচ্ছে। তাই আমাদের জন্য ডাইভার্সিফিকেশন অত্যন্ত জরুরি। শুধু নতুন শিল্পখাতে নয়, বর্তমান আরএমজি শিল্পের মধ্যেও নতুন প্রোডাক্ট লাইনে যেতে হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা যদি বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকি, তাহলে সেই সন্তুষ্টি খুব বেশি দিন উপভোগ করা যাবে না।

যারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, তারা স্বাভাবিক নিয়মেই পিছিয়ে পড়ে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। টেক্সটাইল এমন একটি শিল্প, যেটি সবসময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশ, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, শিল্পায়নের শুরু করেছে টেক্সটাইল খাত দিয়ে। কারণ তুলনামূলক কম পুঁজিতে এই খাতে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়।'

The Daily Star
TUESDAY MAY 19, 2026

Govt must recognise women farmers

Their contribution in agriculture must no longer remain invisible

It is deeply disappointing that women's contribution to our agricultural workforce remains largely invisible in official records and government support systems. A recent report by this daily revealed that despite undertaking extensive agricultural labour, most women are still not officially recognised as farmers. This exclusion persists even though women now outnumber men in agricultural labour nationwide, with Bangladesh Bureau of Statistics' 2024 Labour Force Survey recording 1.7 crore women in the sector compared to 1.3 crore men. Why, then, are they still denied due recognition?

Our reporter recently visited more than a dozen villages in Nikli upazila of Kishoreganj and found that women shoulder exhausting responsibilities throughout the agricultural cycle, from irrigation and weeding to threshing, drying and grain storage, alongside their household duties. During recent untimely rains and flash floods, they also took on the burden of preserving damaged crops while continuing to manage domestic responsibilities. But because farming is still widely perceived as a male activity, their labour is often treated as an extension of household work rather than recognised as an economic activity. Women are also usually listed as farmers only if they are widowed, divorced, or if no male family member's national identity card is available. Such exclusion is unacceptable.

The result is that women remain excluded from crucial government support mechanisms. Many are left out of farmer lists, including the Farmers' Cards, which provide access to agricultural inputs, subsidies and incentives. Women accounted for only 15.05 percent of the 22,061 farmers surveyed across 11 upazilas in 10 districts in the pre-pilot phase of the Farmer's Card programme. Even among farmers affected by recent crop losses, only a small share of those identified for government assistance were women.

The lack of recognition of women in the agriculture sector reflects long-standing social and institutional barriers that continue to undervalue their work. Wage disparities further expose this reality, with women receiving significantly lower pay for physically demanding labour. Lack of land ownership, limited representation in local agricultural committees and restricted access to financing mechanisms further increase their vulnerability.

This situation must change. Women involved in agricultural work, whether through cultivation, sharecropping, livestock rearing, seed preservation or post-harvest activities, should receive formal recognition as farmers. The government should revive and complete the abandoned digital database initiative to ensure women are properly included in official records and support programmes. Agricultural incentives must be distributed fairly and women should also be represented in local agricultural and disaster response committees. Greater investment in modern farming technologies, childcare support and other rural infrastructure is equally necessary to reduce their burden. Women's growing contribution to the agricultural sector must no longer remain invisible.

SUNDAY, MAY 17, 2026, JYAISHTHA 3, 1433 BS

NEW AGE

Govt should act fast to save farmers from debt trap

THE flooding of the haor region spanning seven districts, caused by excessive rainfall in April 27–May 4, has damaged boro crop standing on thousands of hectares of land. The Met Office recorded an average of 605 millimetres of rainfall across the Sylhet division in April, which is more than double the average monthly rainfall of 295 millimetres. Boro, which is the largest contributor to the country's total rice production, was cultivated on a little less than half a million hectares of farmland in the haor districts of Brahmanbaria, Habiganj, Kishoreganj, Moulvibazar, Netrakona, Sunamganj and Sylhet. The Department of Agricultural Extension earlier projected a boro outturn of about two million tonnes in the region this season. The flooding has, as the regional agricultural extension office in Sylhet says, already damaged crop standing on 30,085 hectares only in Habiganj, Moulvibazar, Sunamganj and Sylhet. Officials report that crop standing on 16,877 hectares in Netrakona, 12,554 hectares in Kishoreganj and 307 hectares in Brahmanbaria has also been damaged. The damage to the boro crop, estimated so far, creates concern about rice supply. The rice that the farmers could save may also fetch low prices or no price at all because of the breakdown of the grains.

But what remains further concerning is that the proposition could leave rice growers in a cycle of debt. The farmers that New Age spoke to say that they took out loans to grow boro rice and, as they would not get the return on their investment, they would need to take out loans again, falling deeper into debt. Some say that they might leave for other areas to work as day labourers as they have not received any relief yet. All this will leave them in a cycle of debt. Sylhet division officials of the Bangladesh Krishi Bank say that they have so far disbursed about Tk 19.19 billion in farm loan. A preliminary assessment shows that flooding has affected 236,811 farmers in the seven districts. The relief operation that the government launched on May 5 was later suspended because of a review of the enlistment of affected farmers. The agriculture secretary says that the affected farmers would gradually be brought under a crop insurance scheme in addition to other measures to safeguard the farmers. As an immediate step, the secretary, however, says that cash and food assistance will reach the affected farmers by late May, but given the time constraints, it hardly appears to be a plausible proposition.

The government should, therefore, expedite the review of the list of affected farmers and begin cash and food assistance. The government should also work out other ways to safeguard the farmers from incurring losses from boro farming that flooding could damage and mitigate their sufferings when they face flooding again.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ১৭ মে ২০২৬ ॥

শ্রমবাজারে শনির দশা

বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা প্রয়োজন

বিদেশে কর্মরত ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ জাতীয় অর্থনীতির বড় আয়ের উৎস। কিন্তু ছোট হয়ে আসছে এই উপার্জনক্ষেত্র। বিষয়টি দুশ্চিন্তার। এ বছর এযাবৎ প্রায় ৩ লাখ কর্মী বিদেশে গেলেও তা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১ লাখ কম। ২০২৩ সালে ১৩ লাখের বেশি শ্রমশক্তি বিদেশে গিয়েছিল। পরের দুই বছরে পর্যায়ক্রমে কমে ১০ ও ১১ লাখে নেমে এসেছে। এ পরিসংখ্যান দেশের শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর। দেখা যাচ্ছে, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শনির দশা কাটছে না। নতুন শ্রমবাজারের খোঁজে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দুই বছর ধরে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারও থমকে আছে নানা শর্তের জালে। শেষ ভরসা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারও যুদ্ধের দামামায় ছত্রখান। সেখানে কর্মী পাঠানো উদ্বেগজনকহারে কমেছে। সৌদি আরবের ওপর অতি নির্ভরতায় বিশ্ব শ্রমবাজারে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে উপসাগরীয় শ্রমবাজারে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত ২০ লাখ বাংলাদেশির জীবনজীবিকাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে সৌদি আরবের মেগা প্রকল্পগুলোতে যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের আশা করা হচ্ছিল বিনিয়োগকারীদের আস্থা হারানোয় সে সুযোগও হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ কর্মীর বিশাল সাপ্লাই চেইন এখন মূলত সৌদি শ্রমবাজারনির্ভর। আগে আমিরাত, ওমান, কাতার বা মালয়েশিয়ার বাজার সচল ছিল। যদি এগুলো খোলার প্রক্রিয়া আরও বিলম্বিত হয়, তা অনিবার্যভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রাণসঞ্চারী রেমিট্যান্স প্রবাহে মারাত্মক আঘাত করবে। কারণ এর মধ্যে চুক্তি শেষে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক কর্মী ফিরে আসবেন। অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। এ কঠিন বাস্তবতায় বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য সব দেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করতে হবে। এ কাজে কূটনৈতিক সক্রিয়তার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে টিকে থাকতে না পারলে বিরাট ক্ষতি। তাই শ্রম অধিকার রক্ষা করে দেশের স্বার্থে যেকোনো মাধ্যমেই হোক বিদেশগামী কর্মীপ্রবাহ সচল রাখা জরুরি এবং অবশ্যই সে প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ পদ্ধতি ও কর্মীদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া চাই।

দৈনিক ইত্তেফাক ২০ মে ২০২৬

শ্রমজীবী নারীর সংগ্রামের কথা বলল 'রাইজ অ্যান্ড শাইন'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দীর্ঘ বিরতির পর বটতলা প্রযোজিত নাটক 'রাইজ অ্যান্ড শাইন' মঞ্চায়ন হলো। একজন শ্রমজীবী নারীর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের মোড়কে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের গল্প, ক্ষমতাচর্চার বিবিধ সমীকরণে পিষ্ট মানুষ কীভাবে বাঁচে, তারই শিল্পিত উপস্থাপন এ নাটক।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। ইতালীয় নাট্যকার যুগল দারিও ফো ও ফ্র্যাংকা রামের লেখা নাটকটি ইংরেজি থেকে রূপান্তর করেছেন অধ্যাপক আবদুস সেলিম, নির্দেশনা দিয়েছেন ম. সাঈদ।

নাটকের কাহিনি একটি কারখানার কর্মজীবী যুবতীকে নিয়ে, যার জীবনযাপন ফাঁদের ভেতর আটকা। স্বামী, শিশুসন্তান, কারখানার চাকরি ও হতদরিদ্র বাসগৃহ সব মিলিয়ে দৈনন্দিন নানা টানাপড়েন তাকে এক অসহায় আবর্তে বেঁধে রেখেছে।

রোজ সকালে দলে দলে যেসব নারীকে আমরা রাস্তা পার হতে বা ফুটওভার ব্রিজে উঠতে-নামতে দেখি, তেমনই এক নারীর প্রতিদিনের জীবনাচার, সংসারের

NEW AGE
FRIDAY, MAY 15, 2026,

Factories ordered to clear Eid allowances, wages by May 21

United News of Bangladesh · Dhaka

LABOUR and employment minister Ariful Haque Choudhury on Thursday directed all factory owners across the country to mandatorily disburse monthly wages and Eid-ul-Azha allowances to workers by May 21, warning that delays could trigger industrial unrest ahead of the festival.

The directive came at the 95th session of the Tripartite Consultative Council and the 24th meeting of the RMG-focused Tripartite Consultative Council, held at the CIRDAP International Conference Centre in the city.

Eid-ul-Azha, one of the biggest religious festivals of the Muslims, is likely to be celebrated in Bangladesh on May 27.

Worker representatives at the meeting assured the minister that timely payment would prevent any agitation or industrial discord. However, they urged the government to intervene swiftly against factories that have yet to clear outstanding wages.

Labour leaders also called on the government to arrange special buses, trains and launches to ease workers' Eid travel to their home districts.

Responding to the concerns, the minister said that the government was fully committed to ensuring safe and smooth travel for workers during the festive season.

He added that factory owners and workers' representatives reached a mutual understanding to stagger factory closures in phases to ease traffic congestion on highways. 'Local administration, district police and industrial police have received special instructions to ensure timely payment of wages and bonuses and to maintain overall security,' he said.

NEW AGE
WEDNESDAY, MAY 20, 2026, JYAISHTHA 6, 1433 BS

Fakhrul hails ILO support for work safety, labour welfare

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

THE Local Government, Rural Development and Cooperatives Minister, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, on Tuesday said International Labour Organisation (ILO) can contribute immensely in ensuring safe working environment and labour welfare in Bangladesh.

'ILO can play a pivotal role in ensuring workers' welfare and promoting a safe working environment in the country,' he said during a meeting with the representatives of International Labour Organization at his ministry office at Secretariat in Dhaka on Tuesday.

During the meeting with ILO Bangladesh country director Max Tunon, discussions focused on improving the living standards of city corporation sanitation workers, enhancing skills, creating employment opportunities and developing modern waste management systems, said a ministry press release.

He also underscored the importance of strengthening international partnerships in employment generation, trade, industrialisation, tackling climate change impacts and enhancing the capacity of local government institutions.

Emphasising sustainable development, the minister called for greater coordination between public and private sector institutions.

In a separate meeting with China State Construction Engineering Corporation delegation, the two sides discussed expanding cooperation in infrastructure and urban development sectors in Bangladesh.

The discussions particularly highlighted the prospects of joint initiatives in safe water supply, modern sewerage systems, construction and urban infrastructure development.

In the meetings, the minister stressed the need for stronger international cooperation to ensure a safe working environment and generate employment opportunities in Bangladesh.

শোভন কাজ

প্রথম আলো
সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, ৪ জৈ

ময়লা টানেন তাঁরা, পকেট ভরেন নেতারা

বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহ

কারও বেতন মাসে ১০ হাজার, কেউ পান ১৭ হাজার টাকা। আবার কারও বেতন নেই, শুধু ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে চলতে হয় তাঁদের।

মোহাম্মদ মোস্তফা ও দ্রিঞা চাম্বুগং, *ঢাকা*

বাসাবাড়ি থেকে সংগ্রহ করা ময়লা নিয়ে অস্থায়ী বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছেন দুই কর্মী। গত শনিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারসংলগ্ন পান্থকুঞ্জ পার্ক এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

বাসাবাড়ি ও হোটেল-রেস্তোরাঁর উচ্ছিষ্ট পচা-বাসি খাবার, ভাঙা প্লাস্টিক, বোতল, বস্তা আর নোংরা পলিথিনে যেন উপচে পড়ছে রিকশা ভ্যানটি। সেই ভ্যান শরীরের সবটা শক্তি দিয়ে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুজন—একজন তরুণ, আরেকজন কিশোর। ভ্যান থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে আশপাশের পথচারীরা তাঁদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের থামার সুযোগ নেই। যত কষ্টই হোক, ভ্যানভর্তি ময়লা পৌঁছাতে হবে নির্ধারিত জায়গায় (অস্থায়ী বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র বা এসটিএস)।

গত শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর পান্থকুঞ্জ পার্কের পাশের সড়কে কথা হয় ওই দুজনের সঙ্গে। ভ্যানচালকের নাম রুবেল। আর তাঁর সঙ্গে থাকা কিশোর সহযোগীর নাম সাইদুর। দুজনে মিলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি সড়কের আশপাশের বাসাবাড়ি ও রেস্তোরাঁ থেকে ময়লা সংগ্রহ করেন।

রুবেল ও সাইদুরের কাজ শুরু হয় প্রতিদিন সকাল ৯টার দিকে। কাজ শেষ করতে করতে বাজে বিকেল ৪টা-৫টা। ময়লা সংগ্রহের যে প্রতিষ্ঠানে (ভ্যান সার্ভিস নামে পরিচিত) রুবেল কাজ করেন, সেখান থেকে মাসে বেতন পান ১৩ হাজার টাকা। আর সাইদুর বেতন পায় ১০ হাজার টাকা।

রুবেল মা ও ভাইকে নিয়ে থাকেন কাঁঠালবাগান এলাকায়। এক কক্ষের যে বাসায় থাকেন তাঁরা, এর ভাড়া মাসে আট হাজার টাকা।

কথায়-কথায় রুবেল জানান, সংগ্রহ করা ময়লার মধ্যে পাওয়া পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, কাগজ, কাচ ও বিভিন্ন ধরনের ধাতব পণ্য আলাদা করে বিক্রি করেন। এসব পণ্য (ভাঙারি) বিক্রি করে মাসে আরও ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা আসে। সেই টাকা তিনি আর সাইদুর ভাগ করে নেন।

রুবেল বলেন, 'ময়লার কামে ম্যালা কষ্ট...দিনে ৯-১০ ঘণ্টা রাস্তায় কাটাই। মাস শেষে যে টেকা পাই, সেইডাতে পোষায় না। থাকন আর খাওনেই ম্যালা খরচা। কিন্তু কাম না করলে খামু কী?'

রুবেল-সাইদুরের মতো আরও অনেক তরুণ-কিশোর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের কাজ করেন। বেশির ভাগ এলাকায় এ কাজটি ভ্যান ঠেলে ঠেলে করতে হয়। এ কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা ভ্যান সার্ভিস কর্মী নামে পরিচিত। তাঁদের কাজ বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করে তা সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত এসটিএসে নিয়ে যাওয়া। সেখান থেকে ময়লা-আবর্জনা সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ল্যান্ডফিলে (ময়লা ফেলার কেন্দ্রীয় ভাগাড়) নেওয়া হয়।

দক্ষিণ সিটির অন্য ওয়ার্ডগুলোতেও ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের বেতন মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এর সঙ্গে ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে বাড়তি কিছু টাকা পান তাঁরা।

ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতি কেজি ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে তাঁরা পান ২২ টাকা। একটি ভ্যান থেকে দিনে প্রায় ১০ কেজির মতো বিক্রিযোগ্য ভাঙারি পণ্য পাওয়া যায়।

সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ময়লা সংগ্রহের কাজ করা কর্মীরা মাসে যে টাকা পান, তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলে। যদিও তাঁদের ঘাম আর পরিশ্রমে মাসে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের কিছু নেতা-কর্মী। অন্যদিকে নির্ধারিত ফির (মাসে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা) বাইরে ময়লার বিলের জন্য বাড়তি টাকা দিতে হয় নগরবাসীকে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বনানী এলাকায় প্রতিটি ফ্ল্যাট থেকে মাসে ময়লার বিল নেওয়া হয় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। সেখানে ময়লা-বাণিজ্য থেকে মাসে আদায় হয় ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। অথচ যাঁদের দিয়ে বাসাবাড়ি ও হোটেল-রেস্তোরাঁর ময়লা সংগ্রহ করা হয়, তাঁদের কেউ মাসে সামান্য বেতন পান, কেউবা বেতনের পরিবর্তে শুধু ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে চলেন।

'ময়লা-বাণিজ্য' নিয়ে ১৩-১৫ মে *প্রথম আলোয়* তিন পর্বের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ মে প্রকাশিত হয় 'ঢাকা উত্তরে চাঁদা নেওয়ার লোক পাল্টেছে, অদৃশ্য শক্তির বাধাও আছে'। পরদিন ১৪ মে প্রকাশিত হয় ক্ষমতার 'আশীর্বাদে' চলে ময়লা-বাণিজ্য। আর ১৫ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'আ.লীগের দেখানো "বনানী মডেল" বহাল'।

ময়লা সংগ্রহের কাজ করা কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়েও তেমন কোনো আলোচনা হয় না। ময়লা সংগ্রহের কাজ করা ভ্যান সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সিটি করপোরেশনের নির্দেশনায় বলা আছে, বর্জ্য সংগ্রহকারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধে মাস্ক, হাত মোজা, গামবুট ব্যবহার করতে হবে। এই কাজে কোনো শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। বর্জ্য সংগ্রহের সময় ভ্যানের ওপর অবশ্যই ত্রিপল বা ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে। তবে ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশন এলাকায় এসব শর্তের কিছুই মানা হয় না।

এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সফিউল্লাহ সিদ্দিক ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহের কাজ করা ভ্যান সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলো এসব শর্ত ঠিকমতো মানছে কি না, তা সেভাবে তদারক করা হয় না। এটি অস্বীকার করে লাভ নেই। তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে ভবিষ্যতে যাতে এসব শর্ত মানতে বাধ্য হয় ভ্যান সার্ভিসগুলো। আরেকটা বিষয়, সিটি করপোরেশন থেকেও একবার ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের মাস্ক ও গামবুট দিয়েছিল; কিন্তু তারা ঠিকমতো ব্যবহার করেনি।'

বেতন ১০-১৭ হাজার টাকা

ঢাকা দক্ষিণে ওয়ার্ড আছে ৭৫টি। প্রতিটি ওয়ার্ডে দরপত্রের মাধ্যমে একটি করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (ভ্যান সার্ভিস নামে পরিচিত) ময়লা সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছে সিটি করপোরেশন। তবে প্রতিটি ওয়ার্ডে ময়লা সংগ্রহের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করেন ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে এই কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন ওয়ার্ড কাউন্সিলররা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগ (এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও এর সহযোগী সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী।

ঢাকা উত্তর সিটিতে ওয়ার্ড আছে ৫৪টি। এসব ওয়ার্ডের কোনোটিতেই এখন সিটি করপোরেশন অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে যে যার মতো করে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহের কাজটি করছে। যে কারণে একেক ওয়ার্ডে ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের মাসিক বেতন একেক রকম। মিরপুর, মহাখালী ও ফার্মগেট এলাকায় ভ্যান কর্মীদের মাসিক বেতন কোথাও ১০ হাজার টাকা, কোথাও ১৫-১৭ হাজার টাকা।

তবে গুলশান ও বনানী এলাকায় বেশির ভাগ ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের মাসিক বেতন নেই। তাঁদের চলতে হয় ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে। গুলশানের ৯১-৯২ নম্বর সড়কে ময়লা সংগ্রহের কাজ করেন একটি ভ্যান সার্ভিসের কর্মী নয়ন মিয়া। তিনি বলেন, তাঁরা পাঁচ ভাই মিলে মানুষের বাসাবাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ময়লা সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে চার ভাই ভ্যানচালক। আর সবার ছোট ভাই ১২ বছর বয়সী ফরিদ তাঁদের সঙ্গে থেকে ভ্যান ঠেলে এবং ভাঙারি বাছাইয়ের কাজে সাহায্য করে।

ত্রিশোর্ধ্ব নয়ন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বেতন তো পাই না। ভাঙারি টুকাইয়া যা পাই, সেইডা দিয়াই চলতে হয়।'

একটি ভ্যান থেকে যে পরিমাণ ভাঙারি পাওয়া যায়, তা বিক্রি করে দিনে ৬০০-৭০০ টাকা পাওয়া যায় বলে জানান ভ্যানচালক নয়ন। তিনি বলেন, তাঁর অন্য তিন ভাইও দিনে ভাঙারি বিক্রি করে এ রকমই আয় (গড়ে ৬০০-৭০০ টাকা পান প্রত্যেকে) করেন।

বনানী ২৩ নম্বর সড়কে কাজ করা কাউসার, গুলশান ৮৬ নম্বর সড়কে কাজ করা মিষ্টন মিয়া, ৯০ নম্বর সড়কে কাজ করা আশরাফুল ইসলাম—তাঁদেরও মাসিক বেতন নেই। ভাঙারি পণ্য বিক্রির টাকায় চলতে হয় তাঁদের। এই তিনজনের প্রত্যেকে ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে দিনে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা পান।

ময়লা সংগ্রহের কাজে ভাইবোন

ঢাকা উত্তর সিটির ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের আইনুসবাগ এলাকা থেকে বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহ করেন মোশাহিদ মিয়া ও তাঁর বড় বোন জুলেখা বেগম।

মোশাহিদ জানান, ভাইবোন মিলে একটি ভ্যান সার্ভিসের অধীন ময়লা সংগ্রহের কাজ করে মাসে বেতন পান ২৫ হাজার টাকা। দুজনের বেতনই ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে। আগে জুলেখা তাঁর স্বামী মো. শফিকের সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু শফিক এখন কাওলা বাজার এলাকায় অন্য মালিকের অধীন ময়লা সংগ্রহের কাজ করেন।

মোশাহিদ বলেন, 'ওখানে বেতন একটু ভালো। শফিক ভাই মাসে ১৭ হাজার টাকা পান। তবে সেই বাড়তি বেতনে শর্ত আছে। ময়লার মধ্যে পাওয়া ভাঙারি পণ্য রাখতে পারেন না তাঁরা। সব জমা দিতে হয় মালিকের কাছে।'

ভাঙারি বিক্রি করে আপনারা কত পান—এমন প্রশ্নে মোশাহিদ বলেন, যে এলাকায় তাঁরা কাজ করেন, সেটি ধনী এলাকা নয়। ভাঙারি তেমন হয় না। যেটুকু পাওয়া যায়, তা বিক্রি করে দিনে ৭০-৮০ টাকার বেশি হয় না।

মোশাহিদ বলেন, যেসব এলাকায় তাঁরা কাজ করেন, সেখানকার রাস্তাঘাট খুবই খারাপ। ময়লা ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর দুই ভাইবোন মিলেও ভ্যান ঠেলতে অনেক কষ্ট হয়।

● সম্পাদকীয়: অনানুষ্ঠানিক চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে পৃষ্ঠা ...

বণিক বার্তা সোমবার, মে ১৮, ২০২৬

শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা

এপ্রিলের বেতন হয়নি ২৬.৩৫% কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকায় এপ্রিলের বেতন এখনো পরিশোধ হয়নি ২৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ কারখানায়। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ২৩৮ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৭ হাজার ৫৪০টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে ২ হাজার ৬৯৮ কারখানায়।

এদিকে ২১ মের মধ্যে দেশের সব কারখানায় শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক বেতন পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৯৫তম এবং আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ২৪তম সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন।

শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ১০ হাজার ২৩৮। এর মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৭৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ কারখানায়। বেতন পরিশোধ হয়নি ২৬ দশমিক ৩৫ শতাংশ কারখানায়।

আট এলাকায় তৈরি পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্য কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৭৯০। এর মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ করেছে ১ হাজার ৩৯৫টি। বেতন বকেয়া রয়েছে ৩৯৫ কারখানায়। বিজিএমইএর সদস্য কারখানাগুলোর ৭৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ২২ দশমিক ৭ শতাংশ কারখানায়।

পোশাক পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের আরেক সংগঠন বিকেএমইএর সদস্য ৭০৮ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৪৮৩টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে ২২৫ কারখানায়। বিকেএমইএর সদস্য কারখানাগুলোর ৬৮ দশমিক ২২ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ৩১ দশমিক ৭৮ শতাংশ কারখানায়।

তৈরি পোশাকের কাঁচামাল সুতা ও কাপড় উৎপাদনকারী বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সদস্য মোট ৩৮২ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ২৫৯টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে ১২৩ কারখানায়। বিটিএমএ সদস্য কারখানাগুলোর ৬৭ দশমিক ৮০ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ৩২ দশমিক ২০ শতাংশ কারখানায়।

> শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকা আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেটে মোট কারখানার সংখ্যা ১০ হাজার ২৩৮। গতকাল বিকাল ৪টা পর্যন্ত ১০ হাজার ২৩৮ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৭ হাজার ৫৪০টিতে। বকেয়া রয়েছে ২ হাজার ৬৯৮ কারখানায়

বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন ৩৯০ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৩৮২টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে আট কারখানায়। বেপজা আওতাধীন কারখানাগুলোর ৯৭ দশমিক ৯৫ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ২ দশমিক ৫ শতাংশ কারখানায়।

আট এলাকায় মোট ৭৬ পাটকলের মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৬৯টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে সাত কারখানায়। পাটকলগুলোর ৯০ দশমিক ৭৯ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ৯ দশমিক ২১ শতাংশ কারখানায়।

আট এলাকায় কোনো সংগঠনের আওতায় নয় এমন অন্যান্য ৬ হাজার ৮৯২ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়েছে ৪ হাজার ৯৫২টিতে। বেতন বকেয়া রয়েছে ১ হাজার ৯৪০ কারখানায়। এ শ্রেণীর কারখানাগুলোর ৭১ দশমিক ৮৫ শতাংশে বেতন পরিশোধ হয়েছে। বেতন বকেয়া রয়েছে ২৮ দশমিক ১৫ শতাংশ কারখানায়।

টিসিসি সভায় শ্রমিক নেতারা বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে বেতন ও বোনাস পরিশোধ করা হলে কোনো ধরনের আন্দোলন বা শিল্প অসন্তোষ সৃষ্টি হবে না। তবে যেসব কারখানা এখনো বকেয়া বেতন পরিশোধ করেনি, সেগুলোর বিষয়ে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এছাড়া শ্রমিকদের ঈদযাত্রা সহজ করতে বিশেষ বাস, ট্রেন ও লঞ্চের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান তারা।'

সভায় শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'শ্রমিকদের ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সড়কে যানজট এড়াতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে কারখানাগুলো ছুটি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, বেতন-বোনাস পরিশোধ ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশকে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।'

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আট শিল্প এলাকার মধ্যে এপ্রিলের বেতন পরিশোধের হার সবচেয়ে কম নারায়ণগঞ্জ এলাকায়। এ এলাকায় মোট ১ হাজার ৯৬০ কারখানার মধ্যে বেতন পরিশোধ হয়েছে ৪২ দশমিক ৭০ শতাংশ কারখানায়। বেতন বকেয়া রয়েছে ৫৭ দশমিক ৩০ শতাংশ কারখানায়। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি বেতন পরিশোধ হয়েছে সিলেট এলাকায়। এ এলাকার ৭৪৮ কারখানার মধ্যে ৯৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়েছে।

প্রথম আলো
নামবার, ২৫ মে ২০২৬, :

শ্রমিককল্যাণ ফান্ডে ৬ কোটি টাকা দিল বিএসআরএম

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিএসআরএম বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৬ কোটি ২১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিএসআরএম এ তথ্য জানিয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর কার্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় বিএসআরএমের পক্ষে এ-সংক্রান্ত চেক হস্তান্তর করা হয়। বিএসআরএমের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মো. রবিউল হুসাইনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর হাতে চেকটি তুলে দেয়। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুর রহমান তরফদারসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএসআরএম স্টিলস লিমিটেড ও বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড—উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যথাক্রমে ৩ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার ৭৫০ টাকা ও ৩ কোটি ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৮৫৩ টাকা প্রদান করা হয়।

বিএসআরএমের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মো. রবিউল হুসাইনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কোম্পানির পক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের জন্য ৬ কোটি ২১ লাখ ৯৪ হাজার টাকার চেক শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর হাতে তুলে দেয়। সম্প্রতি ঢাকায় মন্ত্রীর কার্যালয়ে। ছবি : বিএসআরএম

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২০ মে ২০২৬

পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নারী শ্রমিকরা

তিতাস-হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি ▷

সকাল ৭টায়ই কুমিল্লার তিতাস উপজেলার সাতানী ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের কৃষক অজিত কুমার ভৌমিকের জমিতে ধান কাটার কাজ চলছে। জমিতে একজন পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করছেন পাঁচজন নারী শ্রমিক। কেউ কাস্তে দিয়ে ধান কাটছেন, কেউ ধানের আঁটি বাঁধছেন। কেউবা কাটা ধান জমি থেকে পাশের সড়কের ধারে এনে স্তূপ করছেন। এই নারী শ্রমিকদের বাড়ি একই গ্রামে। নিজেদের সামান্য কৃষিজমিতে কাজের পাশাপাশি অন্যের জমিতে নিড়ানি দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার, ধান রোপণ ও ধান কাটার কাজ করেই চলে তাঁদের সংসার। তবে অনেকেই বলছেন, কম মজুরিতে কঠিন পরিশ্রম করলেও নারী শ্রমিকরা এখনো ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কয়েক বছর আগেও গ্রামের নারীরা সাধারণত ধান মাড়াই, সিদ্ধ করা কিংবা বাড়ির উঠানে ধান শুকানোর কাজ করতেন। মাঠে নেমে ধান কাটার কাজ খুব কমই করতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে।

বর্তমানে শ্রমিকের মজুরি অনেক বেড়ে গেছে। কৃষকদের ভাষ্য, একজন ধান কাটার শ্রমিককে দিনে এক হাজার ৪০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকা দিতে হয়। পাশাপাশি দুবেলা খাবারের ব্যবস্থাও করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় নারী শ্রমিকরা তুলনামূলক কম মজুরিতে কাজ করছেন।

হরিপুর গ্রামের নারী শ্রমিক মনি রানী বলেন, 'সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কাজ করি। ধান কাটা, আটি বাঁধা, মাড়াই—সব কাজ করি। ৫০০ টাকা মজুরি পাই। সংসারের খরচ চালানোর জন্যই কাজ করতে হয়।'

কৃষক অজিত কুমার ভৌমিক বলেন, 'বাইরের শ্রমিক আনতে খরচ অনেক বেশি। কিন্তু গ্রামের এই নারীরা ছয় ঘণ্টা কাজ করে ৫০০ টাকায় ধান কেটে দেয়।'

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'শ্রমিক সংকট ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে কৃষিকাজে নারীদের অংশগ্রহণ ইতিবাচক দিক। একই সঙ্গে তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৮ মে ২০২৬

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় আইন সংশোধনের দাবি সম্পাদকদের

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ২৮২ মামলার তালিকা হস্তান্তর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেছেন সম্পাদক পরিষদের নেতারা। গতকাল রবিবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল ও পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন সম্পাদক পরিষদ নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন সম্পাদকরা।

বৈঠকে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণমাধ্যম বিষয়ক প্রচলিত আইনগুলোর অনেকগুলোই বেশ পুরোনো এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপন্থি। এগুলো বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভাবমূর্তিও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশেষ করে, পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণাপত্রের 'বি' ফর্মে প্রকাশকদের একটি অঙ্গীকারনামা দিতে হয়, যেখানে লেখা থাকে, 'আমি, এই মর্মে আরো ঘোষণা করিতেছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থের পরিপন্থি বা কোনো আপত্তিকর বিষয় আমার উক্ত পত্রিকায় প্রকাশে বিরত থাকিব এবং ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) আইনের সমুদয় নিয়মাবলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।' সম্পাদক পরিষদ দাবি করে, এই ধারাটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এতে অগণতান্ত্রিক বিধি রয়ে গেছে। তাই এই ধারাটি বাতিলের দাবি জানান তারা। দ্রুততম সময়ের মধ্যে গণমাধ্যম সংস্কারের জন্য একটি গণমাধ্যম কমিশন গঠন অথবা প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার বিষয়টি সম্পাদকদের পক্ষ থেকে বৈঠকে উত্থাপন করা হয়।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী তথ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আগামী জুন মাসের মধ্যে এ সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন করে জুলাই মাসের মধ্যেই সরকারের কাছে একটি দৃশ্যমান পদক্ষেপে পরিণত করতে হবে। সেই অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণেরও নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক পরিষদ প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে জানায়, ২০২৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সাংবাদিকদের জন্য একটি 'কোড অব কন্ডাক্ট' বা আচরণবিধি প্রণয়ন ও গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। আলোচনায় সম্পাদক পরিষদের কয়েক জন সদস্য সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া হয়রানিমূলক মামলার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। পরিষদ মনে করে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান ও আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা বলেন, কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণ সাপেক্ষে অভিযোগ থাকলে তা অবশ্যই প্রচলিত আইন ও স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে হবে।

এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পাদক পরিষদকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করব।' তিনি আরো বলেন, 'সরকার গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সহায়ক হিসেবে কাজ করতে চায়।' একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ উল্লেখ করে তার সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর তথ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী এবং অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক পরিষদের পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ও দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন, করতোয়া সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক ও সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ। বৈঠক শেষে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন জানান, গণমাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ। গণমাধ্যমকে নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর জানান, গণতান্ত্রিক মিডিয়া গড়তে সম্মত হয়েছেন সরকারপ্রধান। গণতান্ত্রিক আচরণ অব্যাহত থাকলে সরকারকে সহযোগিতা করবে সম্পাদক পরিষদ। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্পাদকদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ২৮২ মামলার তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের বৈঠকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বৈঠকে বলা হয়, হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে মোট ২৮২ জন সাংবাদিক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন, যার মধ্যে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রয়েছে। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সম্পাদক পরিষদের নেতারা।

দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম বলেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে থাকা মামলার তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ তালিকা নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আরো নাম থাকতে পারে, তবে সংগৃহীত তথ্যগুলো আন্তরিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে

NEW AGE
SUNDAY, MAY 17, 2026, JYAISHTHA 3, 1433 BS

Product diversification in textile sector stressed

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

COMMERCE, industries, and textiles and jute minister Khandakar Abdul Muktadir on Saturday said Bangladesh's textile and ready-made garment sector should place the highest priority on sustainable production systems, innovation, research, and product diversification to maintain long-term global competitiveness.

'Sustainability is no longer merely a slogan; it is an essential condition for the survival and future growth of the industry,' he said while addressing the 'Grand Launching Event of Textile Innovation Exchange' as the chief guest held at a hotel in the capital today.

The minister said Bangladesh has limited natural resources and therefore electricity, gas, and water must be used efficiently in industrial production.

He stressed the need for energy conservation, water recycling, circular production systems, and improved management practices to ensure optimum utilization of resources, said a press release.

Muktadir said although Bangladesh's RMG industry has achieved remarkable success over the past decades, exports still remain heavily dependent on a limited range of products.

He warned that the country would face difficulties sustaining its competitive edge globally unless it moves quickly towards higher value-added products such as sportswear, man-made fibre-based apparel, and technical textiles.

Referring to the European market and the challenges following Bangladesh's graduation from the Least Developed Country category, he said the country must become more proactive in diversifying products and exploring new export destinations.

At the same time, greater emphasis should be placed on research, design development, skills enhancement, and the adoption of modern technologies to take the industry to a new height, he added.

Highlighting the contribution of the textile sector to the country's economic development, the minister said the industry has become one of the main driving forces of industrialisation and export growth by generating large-scale employment with relatively low investment.

He noted that the sector still holds immense untapped potential if supported by proper planning and innovation.

On the issue of reopening closed industrial units, the minister said the government would not spend money on non-functional factories while keeping outdated machinery unchanged.

Instead, industry-specific solutions would be adopted, including the development of industrial parks, public-private partnership initiatives, and lease-based investment models to attract fresh investment.

He said decisions in this regard would be taken in consultation with experienced private sector entrepreneurs.

The minister also said promising sectors such as leather, light engineering, and shipbuilding would be revitalized through modern technology, skills development, and international cooperation.

Welcoming the Textile Innovation Exchange initiative, Muktadir said collaboration between industry and academia, along with the exchange of experiences among entrepreneurs, would help make Bangladesh's textile sector more modern, environmentally friendly, and competitive. The government, he added, would continue to support such initiatives.

Among others, Professor Md Julhas Uddin spoke as guest of honour, while Enamul Haque Khan, Professor Ayub Nabi Khan, Md Abdul Hamid, and Md Enayet Hossain addressed the event as special guests.

Md Shamsuzzaman delivered the welcome speech. Md Hasib Uddin and Tareq Amin also spoke at the programme, while Ehsanul Karim Kaisar delivered the concluding remarks.

Later, the minister inaugurated the Innovation Textile Exchange platform and visited different stalls at the venue.

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১৯ মে ২০২৬, ৫

শ্রমের হাটে 'বিক্রির' অপেক্ষায় তাঁরা

মানুষের কথা

কাজ পাওয়ার আশায় প্রতিদিন ভোরে রাজধানীর ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের পাশের ফুটপাতে জড়ো হন অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ।

সৈয়দ রিফাত মোসলেম, *ঢাকা*

নাম তাঁর দারুন আলী। তবে এই নামে কেউ তাঁকে ডাকে না। যুবক বয়সে বাঁশি বাজানোর নেশা ছিল খুব। সেই থেকে নামই হয়ে গেছে 'বাঁশিওয়ালা'।

দারুন আলী ওরফে বাঁশিওয়ালার সঙ্গে দেখা হয় গতকাল সোমবার ভোরে রাজধানীর ফকিরাপুল পানির ট্যাংক এলাকায়। কাজের খোঁজে শ্রমজীবী মানুষেরা প্রতিদিন যেখানে ভিড় জমান, সেই 'মানুষ বেচাকেনার হাটে'।

দারুন আলী পেশায় নির্মাণশ্রমিক, বয়স ৬০ ছুঁয়েছে। তাঁর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠেন, 'ওই বাঁশি! যাইবা? কাম আছে একখান।' মুখ ঘুরিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কী কাম?' উত্তর এল, 'বিল্ডিংয়ের কাম। সাততলায়।'

ওই লোকের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর খানিকটা ভেবে না করে দিলেন দারুন আলী। তিন ছেলে, স্ত্রীসহ পাঁচজনের পরিবার তাঁর, থাকেন শাহজাহানপুরে। ছেলেরা বয়সে বড় হলেও কাজে তেমন আগ্রহ নেই। যার ফল হচ্ছে এই বয়সেও পুরো সংসারের ভার তাঁকেই টানতে হয়। মাসে খরচ হয় ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তাঁর প্রতিদিনের মজুরি ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। তবে সব দিন কাজ জোটে না।

তাহলে কাজ পেয়েও যে না করে দিলেন? দারুন আলীর জবাব, সাততলা নির্মাণাধীন ভবনের বাইরের অংশে বাঁশ দিয়ে বানানো মাচার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'একটা বাঁশ ভাইঙ্গা গেলেই শ্যাষ। এই বয়সে ওই কাজ পারুম না।'

যদি কাজ না পান, তাহলে কী হবে? মলিন হেসে দারুন আলী বলেন, 'ভাইগ্যে থাকলে হইবই।'

এই প্রতিবেদক গতকাল সকাল ১০টা পর্যন্ত ফকিরাপুল পানির ট্যাংক এলাকায় ছিলেন। ওই সময় পর্যন্ত দারুন আলী কাজ পাননি। পরে রাতে মুঠোফোনে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি জানান, বেলা ১১টার (গতকাল সোমবার) দিকে কাজ পেয়েছেন, মজুরি ছিল এক হাজার টাকা।

দিনমজুর হিসেবে কাজের অপেক্ষায় দারুন আলী। গতকাল সকাল সাতটায় রাজধানীর ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

অপেক্ষা, কখন 'বিক্রি' হবেন

ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের পাশের যে ফুটপাতে কথা হয় দারুন আলীর সঙ্গে সেখানে রোজ সকালে 'মানুষ বেচাকেনার হাট' বসে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এখানে শ্রম বিক্রি করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে থাকেন কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, স্যানিটারি মিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি ও তাঁদের সহকারী। আরও আসেন মাটিকাটার শ্রমিক, দিনমজুর, ভ্যানচালকসহ নানা ধরনের শ্রমজীবী মানুষ।

গতকাল ভোর সাড়ে ছয়টায় ফকিরাপুলের পানির ট্যাংক এলাকায় হাতে গোনা কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন। তবে সাতটা বাজতে না বাজতেই ৬০ থেকে ৭০ জন শ্রমিক জড়ো হন। কারও হাতে ঝুড়ি-কোদাল, কারও হাতে বালতি-রঙের ব্রাশ। সবাই অপেক্ষায় আছেন, আশায় আছেন—কে কখন 'বিক্রি' হবেন।

কাজ পাওয়ার আশায় পানির ট্যাংক এলাকায় জড়ো হওয়া শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে আটজনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। প্রত্যেকেই বলেছেন, কাজ কমে গেছে। সপ্তাহে কখনো কখনো তিন-চার দিনও বেকার থাকতে হয়।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কথা হয় 'জোগালি' (রাজমিস্ত্রির সহকারী) হিসেবে কাজ করা মো. শাহীনের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি যশোরে। কয়েক বছর ধরে পরিবার নিয়ে ঢাকার কমলাপুরে থাকেন। পরিবার বলতে স্ত্রী ও ছোট দুই ছেলেমেয়ে। ফকিরাপুল এলাকাতেই ফুটপাতে একটি ছোট টংদোকান ছিল তাঁর। সম্প্রতি পুলিশের বিশেষ অভিযানে সেটি উচ্ছেদ করা হয়েছে। এখন ঝুড়ি-কোদাল হাতে কাজ খুঁজতে প্রতিদিন আসেন এই হাটে।

কথায়-কথায় শাহীন জানান, এই হাটে এলেই যে রোজ কাজ পাওয়া যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজ থাক না থাক, মাস গেলে ছয় হাজার টাকা ঘরভাড়া ঠিকই দিতে হয়। এসবের মধ্য দিয়ে সংসার কীভাবে চলছে জানতে চাইলে তাঁর মুখ মলিন হয়ে যায়। জবাব দেন, 'ভাই, খুব কষ্টে চলতাছি। পুলা-মাইয়া ছোট। কাজ-কাম নাই তো। সব দিন তো কাম হয় না।'

গতকাল সকাল ১০টা পর্যন্ত কাজ জোটেনি শাহীনের। পরে রাতে মুঠোফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, ভাগ্য সহায় ছিল না। কাজ পাননি তিনি।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে একজন নিয়োগদাতাকে দেখা গেল চারজন শ্রমিককে নিয়ে রওনা দিতে। তখন অপেক্ষায় ছিলেন টাইলসমিস্ত্রি করিম মিয়া। তিনি বলেন, 'ঝড়বৃষ্টিতে এই রাস্তার উপ্রেই বইসা থাকন লাগে কামের লাগি। এরপর কামে গেলে মহাজনেরা এক কাপ চা-ও সাধে না।...এমনে চলতেছে আমাগোর জীবন।'

'ঠকাতে' চায়

বসে থাকা শ্রমিকদের বেশ কয়েকজন কাজ পেয়ে সকাল নয়টার মধ্যে পানির ট্যাংক এলাকা ছেড়ে যান। এর মধ্যেই নতুন করে অনেকে সেখানে এসে বসেছেন। তাঁদের একজন শহীদুর রহমান। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। শরীর অনেকটাই নুয়ে পড়েছে। সংসারের ভার সামলাতে এখনো নির্মাণশ্রমিকের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হয় তাঁকে। ঢাকাতে থাকেন একাই। গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। ছেলেরা সেভাবে খোঁজ নেন না তাঁর।

বয়স হয়ে যাওয়ায় অনেকেই 'ঠকাতে' চায় বলে অভিযোগ করেন শহীদুর রহমান। বললেন, ৮০০ টাকার কাজ কেউ কেউ ৫০০-৬০০ টাকা দিয়ে করিয়ে নিতে চান। বলেন, 'মাইনষে বলে, "চাচা বয়স হইছে, তুমি কাম পারতা না।"'

ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা। সড়কের পাশেই তখনো কাজ না পাওয়া শ্রমিকেরা বসে আছেন। কারও মুখ গোমড়া। কেউ কেউ আবার নিজেদের মধ্যে আড্ডায় মেতে আছেন। এই আড্ডায় পাওয়া গেল রংমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজ করেন, এমন একজনকে। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

কথার একপর্যায়ে পুরো নাম জানতে চাইলে বললেন, 'বাবুই লেখেন।' কাজ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে খুব একটা চিন্তা নেই তাঁর। শুধু বললেন, 'কপালে যেডা আছে, সেডাই হইব।'

প্রথম আলো
সোমবার, ২৫ মে ২০২৬, ১

ঢাকার এক-তৃতীয়াংশ রিকশাচালক 'অত্যধিক তাপঝুঁকি'তে

গবেষণা

গবেষকেরা দেখেছেন, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকার রিকশাচালকের ৩২ শতাংশ উচ্চ তাপঝুঁকির মধ্যে কাজ করছেন।

পার্থ শঙ্কর সাহা, ঢাকা

রাজধানীসহ দেশে তাপপ্রবাহের তীব্রতা বেড়েছে। ভ্যাপসা গরমে ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন। গত শুক্রবার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার

ঢাকার রাস্তায় রোদে রিকশা চালাতে চালাতে প্রায়ই মাথা ঘোরে আবদুল করিমের। বয়স ৫০ পেরিয়েছে। দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি রিকশা চালান; কিন্তু গরম এখন তাঁর শরীর আর নিতে চায় না, রিকশা একটু চালালেই শরীর পুড়ে যায় বলে মনে হয়। গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেটে কথা হয় আবদুল করিমের সঙ্গে। জীর্ণ একটি পাঞ্জাবি পরা, ঘামে ভিজে সেটি লেপটে গেছে গায়ে। আবদুল করিম বলেন, 'দিন যত যাইতেছে, কষ্ট বাড়তেছে। বয়স হইছে তো। গরম আর সহ্য হয় না।' তবু থামার সুযোগ নেই। রিকশা না চালালে আয় নেই। সেটিই আবদুল করিমের মতো মানুষকে প্রতিদিন দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ভয়ংকর তাপঝুঁকির মুখে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, ঢাকার রিকশাচালকেরা ইতিমধ্যে এমন মাত্রার তাপে কাজ করছেন, যা তাঁদের শরীরের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে এই ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। গবেষণাটির শিরোনাম 'ফোরকাস্টিং অকুপেশনাল সারভাইবিলিটি অব রিকশাপুলারস ইন আ চেঞ্জিং ক্লাইমেট উইদ ওয়্যারেবল ডেটা'। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক সাময়িকী *এসিএম জার্নাল*-এ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। গবেষণাটি করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান ডিয়েগো, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা।

ওয়্যারেবল ডিভাইসে ধরা পড়ল শরীরের সংকেত

গবেষণার জন্য ঢাকার ১০০ পুরুষ রিকশাচালকের কাছ থেকে বাস্তব সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের হাতে সেন্সরযুক্ত ডিভাইস পরানো হয়েছিল। এসব ডিভাইস শরীরের তাপমাত্রা, হৃৎস্পন্দন, ঘামের প্রতিক্রিয়া ও নড়াচড়ার তথ্য সংগ্রহ করে। পাশাপাশি বাতাসের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও যাত্রাপথের তথ্যও নেওয়া হয়।

গবেষণায় অংশ নেওয়া রিকশাচালকদের গড় বয়স ছিল ৪৮ বছর। তাঁরা দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা কাজ করেন। দিনে গড় আয় প্রায় ৬ মার্কিন ডলার (বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ৭৩৭ টাকা)। প্রতিটি রিকশাযাত্রার গড় সময় ছিল ১৮ দশমিক ৯ মিনিট। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত—তিন মৌসুমেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গ্রীষ্মে অংশ নেন ৫১ জন, বর্ষায় ২৮ জন এবং শীতে ২১ জন। গবেষকেরা আরও ১২ রিকশাচালকের সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে উঠে আসে বাড়তে থাকা গরম, কাজের কষ্ট এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কথা।

দেহের ভেতরে বাড়ছে অদৃশ্য চাপ

গবেষকেরা মূলত চারটি শারীরবৃত্তীয় সূচক বিশ্লেষণ করেছেন—ত্বকের তাপমাত্রা, হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ বা 'রিলেটিভ কার্ডিয়াক কস্ট', ঘামের প্রতিক্রিয়া ও ত্বকের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা। এসব সূচক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, অতিরিক্ত গরমে রিকশাচালকের শরীর কতটা চাপের মধ্যে পড়ে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সাধারণ অবস্থায় মানুষের ত্বকের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে; কিন্তু দীর্ঘ সময় এটি ৩৫ ডিগ্রির ওপরে থাকলে শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বাড়লে রিকশাচালকদের শরীরের তাপমাত্রা, হৃদযন্ত্রের চাপ ও ঘামের মাত্রা বাড়ে। বেশি গতিতে বা বেশি সময় রিকশা চালালে এই চাপ আরও তীব্র হয়। বয়স্ক রিকশাচালকদের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ তুলনামূলক বেশি দেখা গেছে। অর্থাৎ একই কাজ করতে তাঁদের শরীরকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়।

এখনই ঝুঁকিতে এক-তৃতীয়াংশ

গবেষণায় 'ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার' বা ডব্লিউবিজিটি নামের একটি আন্তর্জাতিক সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এই সূচক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও সূর্যের তাপের সম্মিলিত প্রভাব বোঝায়। গবেষণায় ডব্লিউবিজিটি ৩১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে সেটিকে উচ্চ তাপঝুঁকি হিসেবে ধরা হয়েছে। গবেষকেরা দেখেছেন, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকার রিকশাচালকের ৩২ শতাংশ উচ্চ তাপঝুঁকির মধ্যে কাজ করছেন। বর্তমানে একজন রিকশাচালক গড়ে ১১ মিনিট এমন মাত্রার তাপে থাকছেন, যা একটি যাত্রার প্রায় ৬৪ শতাংশ সময়।

গবেষকদের মতে, এটি শুধু 'গরম লাগা'র বিষয় নয়, এটি পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকির স্পষ্ট সংকেত। কারণ, রিকশাচালকেরা খোলা রাস্তায়, সরাসরি রোদে এবং যানজটের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক পরিশ্রম করেন।

পেশার টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন

গবেষণাটি শুধু স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বলেনি, তুলেছে পেশাগত টিকে থাকার প্রশ্নও। গবেষকেরা দেখিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তন শুধু ভবিষ্যতের পরিবেশগত সংকট নয়, এটি নগরের শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন কাজ, স্বাস্থ্য ও আয়-রোজগারের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

ঢাকা নগরীতে কতজন রিকশাচালক আছেন, এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। রিকশার লাইসেন্স দেওয়ার কর্তৃপক্ষ ঢাকা সিটি করপোরেশন। তাদের কাছে হালনাগাদ তথ্য নেই। তবে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) এক গবেষণায় বলা হয়, ঢাকা শহরে আনুমানিক ১১ লাখ রিকশা আছে।

বিলসের নির্বাহী পরিচালক সুলতান উদ্দিন খান *প্রথম আলোকে* বলেন, রিকশাচালকেরা পানিস্বল্পতায় ভোগেন, বিশেষ করে দুপুরের রোদে। কোথাও পানি পান করবেন বা টয়লেট সারবেন, সেই ব্যবস্থা নেই ঢাকায়। বছর তিনেক আগে করা এক গবেষণার প্রসঙ্গ তুলে সুলতান উদ্দিন খান বলেন, শুধু কর্মপরিবেশ নয়, রিকশাচালকেরা যেখানে থাকেন, সেখানেও তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে।

২০২৫ সালের গবেষণায় কার্বন নির্গমন পরিস্থিতি ধরে বলা হয়েছে, ২০২৬-৩০ সালের মধ্যে উচ্চ তাপঝুঁকিতে থাকা রিকশাচালকের হার বেড়ে ৩৭ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। আর শতাব্দীর শেষ দিকে তা ৫৩ শতাংশ পর্যন্ত যেতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ২৬ মে ২০২৬

ঈদে বোনাস দিতে পারেনি ১৫ শতাংশ কারখানা

আজও কিছু কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ হতে পারে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের আটটি শিল্প অঞ্চলের ১০ হাজার ২৩৮টি কারখানার মধ্যে ১৫০০ বা প্রায় ১৫ শতাংশ কারখানা গতকাল সোমবার পর্যন্ত তাদের শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি। ২১ মের মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করার জন্য সরকারের নির্দেশনা থাকলেও ২৫ মে, সোমবার পর্যন্ত বোনাস পরিশোধ করেনি এসব কারখানা। গার্মেন্টিস ও টেক্সটাইল খাতের ৩২৭০টি কারখানার মধ্যে ৪০৯টি বা ১৩ শতাংশ কারখানা বোনাস পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্পাঞ্চল পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অনদিকে প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১৬২টি কারখানা ২৫ মের মধ্যে বেতন দেয়নি, যার মধ্যে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতের কারখানার সংখ্যা ৯২টি। শিল্পাঞ্চল পুলিশের আওতার বাহিরেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কারখানা রয়েছে, যেগুলোর হিসাব এ তালিকায় নেই। শিল্প পুলিশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সাভার-আশুলিয়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট এই আটটি শিল্পাঞ্চলের ১০ হাজার ২৩৮টি শিল্পকারখানা পর্যবেক্ষণ করে শিল্প পুলিশ।

সংশ্লিষ্ট তথ্যে দেখা যায়, শিল্প পুলিশের আওতাধীন পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর সদস্যভুক্ত কারখানা ১৫৭০টির মধ্যে সোমবার পর্যন্ত বোনাস পরিশোধ হয়নি ২২০টিতে। অন্যদিকে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এর সদস্যভুক্ত ৫৮২টি কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়নি ১২৬ কারখানায়। এছাড়া বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সদস্যভুক্ত কারখানার মধ্যে ৫৭টি কারখানা বোনাস পরিশোধ করেনি। আগামী ২৮ মে কোরবানির ঈদ উদ্‌যাপন হবে। এদিকে পোশাক শিল্প মালিকরা জানিয়েছেন, আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) কোন কোন কারখানা খোলা থাকবে বেতন-বোনাস পরিশোধের জন্য। তবে ২৪ মে থেকে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর আওতাভুক্ত কারখানাগুলোতে ধাপে ধাপে ছুটি শুরু হয়েছে বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অবশ্য শিল্পাঞ্চল পুলিশের দেওয়া এ তথ্যের সঙ্গে একমত নয় বিজিএমইএ। সংগঠনটি থেকে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী, গত ২৪ মের মধ্যে সংগঠনটির সদস্যভুক্ত ১৭৯৪টি কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ না করা কারখানার সংখ্যা ৪৬টি। আর এপ্রিলের বেতন বকেয়া আছে মাত্র ৩টি কারখানায়।

অন্যান্য ঈদের মতো এবারও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব শ্রমিকের বেতন-বোনাস না পাওয়াকে মালিকদের একটি অংশের গাফিলতি বলে মনে করেন শ্রমিকনেতারা। অন্যদিকে শিল্প মালিকেরা বলছেন, চার সপ্তাহের মধ্যে এপ্রিলের বেতন, ঈদ বোনাস ও চলতি মে মাসের আংশিক অগ্রিম বেতন দিতে গিয়ে অনেক শিল্পকারখানা আর্থিক সংকটে পড়েছে। আজ মঙ্গলবার বেতন-বোনাস পরিশোধ হবে অনেক কারখানায়।

প্রথম আলো
সোমবার, ২৫ মে ২০২৬, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

৩৭% কারখানার শ্রমিকদের ঈদ বোনাস বাকি এখনো

শিল্পকারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের আটটি শিল্প অঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার শিল্পকারখানার মধ্যে সাড়ে ৩৬ শতাংশ গতকাল রোববার বিকেল চারটা পর্যন্ত তাদের শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি। শুধু তা-ই নয়, ৫ শতাংশ কারখানায় এখনো গত এপ্রিল মাসের বেতন বাকি রয়ে গেছে।

দেশের সব কারখানায় শ্রমিকদের ঈদ বোনাস ২১ মের মধ্যে এবং মাসিক বেতন নির্ধারিত তারিখে আবশ্যিকভাবে পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ১৪ মে ঢাকার সিরড্যাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) এবং আরএমজিবিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের সভায় মন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন।

অন্যান্য ঈদের মতো এবারও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব শ্রমিকের বেতন-বোনাস না পাওয়াকে মালিকদের একটি অংশের গাফিলতি বলে মনে করেন শ্রমিকনেতারা। তাঁরা বলেন, সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বেতন-বোনাস না দিলে সরকারের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। সে জন্যই মূলত পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

অন্যদিকে শিল্পমালিকেরা বলছেন, চার সপ্তাহের মধ্যে এপ্রিলের বেতন, ঈদ বোনাস ও চলতি মে মাসের আংশিক অগ্রিম বেতন দিতে গিয়ে অনেক শিল্পকারখানা আর্থিক সংকটে পড়েছে। আজ সোমবার ও কাল মঙ্গলবার বেতন-বোনাস পরিশোধ হবে অনেক কারখানায়।

বেতন-বোনাস পরিশোধের চিত্র

সাভার-আশুলিয়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট—এই আটটি শিল্পাঞ্চলের ১০ হাজার ২৩৮টি শিল্পকারখানা পর্যবেক্ষণ করে শিল্প পুলিশ। সংস্থাটি জানিয়েছে, গতকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত ৫৩৫ কারখানার শ্রমিকদের গত এপ্রিল মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের প্রতিষ্ঠান ১১৫টি।

শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বিকেল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৪৯৩টি অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ কারখানা বোনাস দিয়েছে। এর মানে এখনো ৩ হাজার ৭৪৫ বা ৩৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ কারখানার বোনাস দেওয়া বাকি।

শিল্প পুলিশ জানায়, তাদের পর্যবেক্ষণে থাকা বিজিএমইএর সদস্য ১ হাজার ৭৯০ কারখানার মধ্যে ৩৫ শতাংশ গতকাল পর্যন্ত শ্রমিকের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি।

অবশ্য তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, গত শনিবার পর্যন্ত তাদের সচল ২ হাজার ১৩৪ কারখানার মধ্যে ৯২ শতাংশ বোনাস দিয়েছে। ৫৩২টি কারখানা চলতি মাসের আংশিক অগ্রিম বেতন দিয়েছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'দুটি কারখানার বেতন-বোনাস নিয়ে সমস্যা ছিল। তার মধ্যে একটি সমাধান করেছি। আরেকটির সমাধানের চেষ্টা চলছে।' তিনি আরও বলেন, বেতন বোনাস বাকি থাকা কারখানাগুলো কাল ও পরশু (আজ ও কাল) পরিশোধ করে ছুটি দিয়ে দেবে।

শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তাদের পর্যবেক্ষণে থাকা বিকেএমইএর সদস্য ৭০৮টি কারখানার মধ্যে ৩৯ শতাংশের বোনাস বাকি রয়েছে।

এ নিয়ে নিট পোশাক শিল্পমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আমাদের সচল সদস্য ৭৮৮ কারখানার মধ্যে ৯৯ দশমিক ১১ শতাংশ কারখানা গত মাসের বেতন দিয়েছে। ৮০ শতাংশ কারখানা চলতি মাসের ১০ বা ১৫ দিনের অগ্রিম বেতন পরিশোধ করেছে। আর বেশ কিছু কারখানা সোম, মঙ্গল ও বুধবার ছুটির সময় বোনাস দেবে।'

জানতে চাইলে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, পোশাকশিল্পের মালিকেরা রপ্তানি প্রণোদনার অর্থ পেয়েছেন। তারপরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রমিকের বেতন ও বোনাসের টাকা পরিশোধ না করাটা লজ্জাজনক।

যুগান্তর
শনিবার ২৩ মে ২০২৬
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ঈশ্বরদী ইপিজেডে বিনা নোটিশে ১১২ শ্রমিক ছাঁটাই

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

ঈশ্বরদী ইপিজেডের একটি কারখানায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ১১২ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঈশ্বরদী ইপিজেডের টোয়া কোম্পানির কারখানার এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানান।
পাকশী ফাঁড়ির এসআই শরিফুল ইসলাম জানান, টোয়া কোম্পানির ৩২০ জন কারখানা শ্রমিকের মধ্যে আজকে ১১২ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। পরে কোম্পানির নিয়মানুযায়ী কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুতদের পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, চাকরিচ্যুতের ঘটনায় কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা উত্তেজিত হলেও পরে তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করা হয়।
এদিকে ঈদের আগে হঠাৎ চাকরি হারিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন অনেক শ্রমিক। এছাড়াও দুর্মূল্যের বাজারে চাকরি হারিয়ে শ্রমিকরা হতাশ হয়েছেন।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মে ২৬, ২০২৬ ■ জ্যৈষ্ঠ ১২, ১৪৩৩

শোভন কাজ

এপ্রিলের বেতন পরিশোধ করলেও বোনাস দেয়নি সব কারখানা

D

গতকাল বিকাল পর্যন্ত ১৪.৬৫% কারখানায় পরিশোধ হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আসন্ন ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে দেশের শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকার প্রায় সব কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের এপ্রিলের বেতন পরিশোধ করেছে। তবে গতকাল বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সব কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়নি। শিল্প পুলিশের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আট শিল্প এলাকার মোট ১০ হাজার ২৩৮ কারখানার মধ্যে গতকাল বিকাল পর্যন্ত এপ্রিলের বেতন পরিশোধ করেছে ১০ হাজার ৭৬টি। বেতন বকেয়া ছিল ১৬২টি বা ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ কারখানায়। বাকি ৯৮ দশমিক ৪২ শতাংশ কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়েছে। অন্যদিকে ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়েছে ৮ হাজার ৭৩৮ কারখানায়। গতকাল বিকাল পর্যন্ত বোনাস বকেয়া ছিল ১ হাজার ৫০০ কারখানায়। এ হিসাবে ১৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ কারখানায় ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়নি।

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন মোট ৩ হাজার ২৭০ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে ৯২টিতে। এসব সংগঠনের সদস্য কারখানার ২ দশমিক ৮১ শতাংশে এপ্রিলের বেতন পরিশোধ হয়নি। অন্যদিকে একই সংগঠনগুলোর ৪০৯ কারখানায় এখনো ঈদ বোনাস পরিশোধ হয়নি, যা মোট সদস্য কারখানার ১২ দশমিক ৫১ শতাংশ।

গতকাল সন্ধ্যায় বেতন-বোনাস পরিশোধকে ঘিরে শ্রম পরিস্থিতির সর্বশেষ বাস্তব চিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উদ্ভূত সমস্যাগুলো সরকার, শিল্প পুলিশ ও মালিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত তৎপরতায় দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম সচিব সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রেখেছেন এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতাদের সঙ্গেও নিয়মিত সমন্বয় করা হয়েছে। যেসব কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ নিয়ে জটিলতা তৈরি হচ্ছে, সেগুলো বসে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কারখানায় বোনাস বকেয়া থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আজকের মধ্যেই পরিশোধ হয়ে যাবে।

সবচেয়ে বেশি কারখানায় ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ছবি : ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ ও বেপজার আওতাধীন মোট ৩ হাজার ২৭০ কারখানার মধ্যে ৪০৯টি শ্রমিকদের ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি, যা মোট সদস্য কারখানার ১২ দশমিক ৫১ শতাংশ

ঈদুল আজহার বকেয়া বোনাস

সংগঠন/খাত	মোট কারখানার সংখ্যা	বকেয়া রাখা কারখানার সংখ্যা	বকেয়ার হার (%)
বিজিএমইএ	১,৭৯০	২২০	১২.২৯
বিকেএমইএ	৭০৮	১২৬	১৭.৮০
বিটিএমএ	৩৮২	৫৭	১৪.৯২
বেপজা	৩৯০	৬	১.৫৪
পাটকল	৭৬	৬	৮.০০
অন্যান্য	৬,৮৯২	১,০৮৫	১৫.৭৪
মোট	১০,২৩৮	১,৫০০	১৪.৬৫

এ পরিসংখ্যান ২৫ মে ২০২৬ বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত হালনাগাদকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে [illegible]

সূত্র: শিল্প পুলিশ

গতকাল সন্ধ্যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অতিরিক্ত [illegible] বণিক বার্তাকে বলেন, 'পরিস্থিতি সব মিলিয়ে মোটামুটি ভালোই। টুকটাক কিছু সমস্যা তো থাকেই। শ্রমমন্ত্রী, শ্রম সচিব সবাই সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। আমরা বিজিএমইএ, বিকেএমইএ নেতাদের সঙ্গেও সমন্বয় করছি। যেখানেই সমস্যা হচ্ছে, বসে সমাধানের চেষ্টা করছি। যেটুকু বাকি আছে, বিশেষ করে বোনাসের বিষয়টি, বেশির ভাগই আজকের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

দুই-একটা ফ্যাক্টরিতে ঝামেলা হচ্ছে উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে গাজী জসীম উদ্দিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'যেমন আশুলিয়ায় আলিফ গার্মেন্টস নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। আবার এনার্জিপ্যাকেও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, শ্রমিকরা সড়কের দিকে চলে আসছিল। আমরা বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। পরে তারা বেতন-বোনাস পরিশোধ করেছে। নারায়ণগঞ্জে বি ব্রাদার্স নামে একটি কারখানা নিয়েও কিছু সমস্যা হচ্ছে। সেটিও সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করছি।'

অতিরিক্ত আইজিপি আরো বলেন, 'কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এমন কিছু কাজ করতে হচ্ছে, যেগুলো আসলে আমরা করতে চাই না। মালিক পক্ষকে ডেকে কিছুটা চাপ দিতে হচ্ছে। তা না হলে হচ্ছে না। সবকিছু মিলিয়ে আমরা মনে করছি, এবারেও গত ঈদের মতো পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিকরা বেতন-ভাতা নিয়েই বাড়ি যাচ্ছেন, দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।'

শিল্পাঞ্চলগুলোতে ঈদ-পূর্ব শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে গত ১৪ মে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৯৫তম এবং আরএমজি-বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের ২৪তম সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ২১ মের মধ্যে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক বেতন পরিশোধের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'সময়মতো বেতন ও বোনাস পরিশোধ করা হলে শিল্পাঞ্চলে কোনো ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টি হবে না। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেয়া হয়।'

পরে ২০ মে শিল্প পুলিশ সদর দপ্তরে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে ঈদের ছুটি শুরুর আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে ব্যবসায়ী নেতাদের আহ্বান জানানো হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে কিছুসংখ্যক কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে। এ [illegible] শ্রমিকরা যেন সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ করে জনভোগান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ইউনিট-প্রধানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোকেও সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।

শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শিল্প অধ্যুষিত আট এলাকার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে এখনো সবচেয়ে বেশি কারখানায় ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে। এ অঞ্চলের মোট ১ হাজার ৯৬০ কারখানার মধ্যে বোনাস পরিশোধ হয়নি ৭৭১টিতে। অর্থাৎ প্রায় ৩৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ কারখানায় এখনো বোনাস বকেয়া রয়েছে। অন্যদিকে সিলেট অঞ্চলের পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো। মোট ৭৪৮ কারখানার মধ্যে বোনাস বকেয়া রয়েছে মাত্র ২৮টিতে। এ অঞ্চলে ৯৬ দশমিক ২৬ শতাংশ কারখানায় বোনাস পরিশোধ সম্পন্ন হয়েছে।

সংগঠনভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, বিজিএমইএর শিল্প পুলিশের আওতাধীন সদস্য ১ হাজার ৭৯০ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে ৪৭টিতে এবং ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে ২২০ কারখানায়। বিকেএমইএর সদস্য ৭০৮ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া ২৮টিতে এবং বোনাস বকেয়া ১২৬ কারখানায়। বিটিএমএর সদস্য ৩৮২ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে ১৫টিতে এবং বোনাস বকেয়া রয়েছে ৫৭ কারখানায়। অন্যদিকে বেপজার আওতাধীন ৩৯০ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে দুটিতে এবং ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে ছয় কারখানায়।

এদিকে পাটকল খাতে মোট ৭৬ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে একটিতে এবং ঈদ বোনাস বকেয়া রয়েছে ছয় কারখানায়। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের বাইরে থাকা অন্যান্য ৬ হাজার ৮৯২ কারখানার মধ্যে এপ্রিলের বেতন বকেয়া রয়েছে ৬৯টিতে এবং বোনাস বকেয়া রয়েছে ১ হাজার ৮৫ কারখানায়।

বিজিএমইএ-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি অনুযায়ী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে সংগঠনটির সদস্য সক্রিয় পোশাক কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১৩৪। এর মধ্যে প্রায় সব কারখানাই এপ্রিলের বেতন পরিশোধ করেছে। বোনাস পরিশোধ করেছে ২ হাজার ৫৯ বা ৯৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ কারখানা। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কারখানা মে মাসের বেতনও অগ্রিম পরিশোধ করেছে বলে দাবি জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, মে ৫, ২০২৬।

কাতারের দোহায় প্রবাসী নির্মাণ শ্রমিকরা ছবি : এপি

জীবনঝুঁকি ও নিজ দেশে অর্থনৈতিক চাপ

ইরান যুদ্ধের ধাক্কায় দ্বিমুখী সংকটে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী শ্রমিকরা

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় কাজ করা লাখো বিদেশী শ্রমিক নতুন এক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। একদিকে ইরান যুদ্ধের কারণে বাড়ছে নিরাপত্তা ঝুঁকি। অন্যদিকে নিজ দেশে অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় দেশে ফিরতেও পারছেন না তারা। ফলে জীবনঝুঁকি নিয়েও অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যেই থেকে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন বাস্তবতা উঠে এসেছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে। যুদ্ধ এখন জ্বালানি তেলের বাজার ছাড়িয়ে শ্রমিক, রেমিট্যান্স, মূল্যস্ফীতি ও দরিদ্র দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে।

বাংলাদেশের শ্রমিক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনের গল্প এ সংকটের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রায় ১৫ বছর সৌদি আরবে কাজ করেছেন তিনি। বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে পরিবার চালাতেন। চলতি বছর দেশে ফিরে স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। নিজের সঞ্চয় দিয়ে বড় ঘর বানানোর স্বপ্নও ছিল তার। ছয় বছরের ছেলেকে তিনি জীবনে দেখেছেন মাত্র একবার।

কিন্তু সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। প্রায় দুই মাস আগে একটি ক্ষেপণাস্ত্র তার শ্রমিক ক্যাম্পে আঘাত হানে। এতে গুরুতর দগ্ধ হয়ে মারা যান আবদুল্লাহ। ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে নিহত হওয়া বিদেশী শ্রমিকদের মধ্যে তিনি একজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘাতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে অনেক বেশি বিদেশী শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতি অনেকাংশে বিদেশী শ্রমিকনির্ভর। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকাসহ অনেক দেশের অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা রেমিট্যান্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর আধুনিক অবকাঠামো, নির্মাণ খাত ও শিল্প-কারখানার বড় অংশই গড়ে উঠেছে এসব শ্রমিকের ঘাম ও শ্রমে। তবে তাদের বেশির ভাগই কম মজুরিতে কঠিন পরিবেশে কাজ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার পান না তারা।

> দীর্ঘদিন ধরেই উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতি অনেকাংশে বিদেশী শ্রমিকনির্ভর। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকাসহ অনেক দেশের অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা রেমিট্যান্স খুব গুরুত্বপূর্ণ

প্রতিবেদনে বলা হয়, উপসাগরীয় অনেক দেশে জনসংখ্যার বড় অংশই অভিবাসী শ্রমিক। ব্যবসা ও আর্থিক খাতে পশ্চিমা নাগরিক, আরব ও ভারতীয়দের প্রাধান্য থাকলেও এশিয়া ও আফ্রিকার দরিদ্র দেশ থেকে যাওয়া শ্রমিকরা তীব্র গরমে নির্মাণ প্রকল্প, তেল স্থাপনা ও কারখানায় দীর্ঘ সময় কাজ করেন।

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'কোয়ালিশন ফর লেবার জাস্টিস ফর মাইগ্র্যান্টস ইন দ্য গালফ' বলছে, যুদ্ধের সময় অনেক শ্রমিকের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে তারা বিভিন্ন এলাকায় আটকে পড়েন। সংগঠনটির হিসাবে, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় উপসাগরীয় অঞ্চলে অন্তত ২৪ বিদেশী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া ইসরায়েলে নিহত হয়েছেন আরো চারজন। সমুদ্রে নিহত আট নাবিকও এ হিসাবের মধ্যে রয়েছে।

নর্দার্ন অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির শ্রম ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ উদয়া ওয়াগলে জানান, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য পরিস্থিতি এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এদিকে এপ্রিলের শুরুতে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা এলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। আলোচনা বারবার থেমে যাচ্ছে। ইরানও গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি রুট হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। দেশটি বলছে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র অবরোধ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এ পথ পুরোপুরি খুলবে না। যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে বেড়েছে গ্যাস, সার ও বিভিন্ন পণ্যের দাম। সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে এশিয়ার দেশগুলো। কারণ এসব দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা রেমিট্যান্সও এসব দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে যাওয়া রেমিট্যান্স ভারতের মোট জিডিপির প্রায় ১ শতাংশের সমান। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এ হার ৩-৫ শতাংশ ও নেপালে প্রায় ১০ শতাংশ। এখন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ায় রেমিট্যান্সের গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

তবে উপসাগরীয় অর্থনীতিও চাপের মুখে আছে। একদিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জ্বালানি স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নির্মাণ, আবাসনসহ বিভিন্ন খাতে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে বিদেশী শ্রমিকদের ওপর।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসনবিষয়ক কর্মসূচির প্রধান শরিফুল ইসলাম হাসান এপিকে বলেন, 'কম মজুরির শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন। কারণ তারাই সবচেয়ে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করেন।'

যুদ্ধের কারণে আয় কমে যাওয়ার ঘটনাও বাড়ছে। কাতারে ট্যাক্সিচালক হিসেবে কাজ করা মিসরের নাগরিক আহমেদ আল-আলিলি জানান, গত দুই মাস তিনি পরিবারে টাকা পাঠাতে পারেননি। আগে মাসে প্রায় ৩ হাজার ডলার আয় করতেন। এখন তা এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। যুদ্ধের কারণে ভ্রমণ কমে যাওয়ায় আয়ও কমেছে।

সময়ের আলো সোমবার। ৪ মে ২০২৬।

এপ্রিলে ধাক্কা খেল রেমিট্যান্স

● নিজস্ব প্রতিবেদক

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) একটি বড় ধরনের চড়াই-উতরাই লক্ষ করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ উপাত্ত এবং প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহে স্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধি থাকলেও, চলতি বছরের গত মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে বড় ধরনের পতন ঘটেছে। মূলত মার্চ মাসে যে গতির দেখা মিলেছিল, এপ্রিল মাসে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

এপ্রিলের সামগ্রিক চিত্র

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে (১-৩০ এপ্রিল) দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩,১২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছরের অর্থাৎ, ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে এর পরিমাণ ছিল ২,৭৫২.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ১৩.৬ শতাংশ। অর্থবছরের শেষ দিকে এসে বছরের ব্যবধানে এই প্রবৃদ্ধি সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য স্বস্তিদায়ক মনে হলেও মাসিক চিত্রটি ভিন্ন কথা বলছে।

মার্চের তুলনায় বড় ব্যবধানে হ্রাস

প্রতিবেদনে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিক হলো চলতি অর্থবছরের মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিলের প্রবাহ। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩,৭৫৫.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে একটি রেকর্ড। কিন্তু এপ্রিল মাসে তা কমে ৩,১২৭ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসায় মাত্র এক মাসের ব্যবধানে প্রবাসী আয় কমেছে ৬২৮ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৬.৭ শতাংশ। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণত উৎসব বা ঈদ পরবর্তী সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে এমন একটি সাময়িক ভাটা দেখা যায়, যার প্রতিফলন ঘটেছে এপ্রিলের এই তথ্যে।

অর্থবছরের ১০ মাসের খতিয়ান

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসের (জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৬) চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৯,৩৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের (২০২৪-২৫) একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৪,৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ অর্থবছরের হিসাবে এখনও ১৯.৫ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে। তবে এপ্রিল মাসের এই মন্থরগতি যদি মে এবং জুন মাসেও অব্যাহত থাকে, তবে অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

মাসের শেষ দিনের প্রভাব

গত ৩০ এপ্রিল এক দিনেই দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পুরো এপ্রিল মাসের দৈনিক গড় সংগ্রহ ছিল প্রায় ১০৪ মিলিয়ন ডলার। মাসের শেষ দিনে গড় সংগ্রহের চেয়ে বেশি আয় এলেও তা মাসের শুরুতে হওয়া ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পর্যাপ্ত ছিল না। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ মূলত মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেশ মন্থর ছিল।

বিশ্লেষকদের অভিমত

অর্থনীতিবিদদের মতে, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত মার্চ মাসে ঈদের কারণে প্রবাসীরা পরিবারের প্রয়োজনে বেশি অর্থ পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে এপ্রিল মাসে তাদের সঞ্চয় থেকে পাঠানোর পরিমাণ কমেছে। দ্বিতীয়ত আনুষ্ঠানিক চ্যানেল (ব্যাংকিং চ্যানেল) এবং অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের (হুন্ডি) মধ্যে ডলারের বিনিময় হারের পার্থক্য রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে রেট আকর্ষণীয় না হয়, তবে বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে চলতি বছরের মধ্যে এপ্রিলে হঠাৎ প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইসরাইল যুদ্ধ একটি কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরাইলের যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে প্রবাসী আয়ে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ প্রবাসী কাতার-দুবাই এবং সৌদিতে রয়েছেন। তাদের অনেকেই হয়তো বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আবার যখন যুদ্ধের সর্বোচ্চ উত্তেজনা ছিল তখন হয়তো তারা আগেই বেশি অর্থ প্রেরণ করেছে দেশে থাকা স্বজনদের। ফলে বর্তমানে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক থাকলেও মাসিক ভিত্তিতে ১৬.৭ শতাংশ পতন নীতি-নির্ধারকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকট দীর্ঘায়িত হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। তাই সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্ত অবস্থানে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৮ বৈশাখ ১৪৩৩, ১ মে ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারের বিকল্প খুঁজছে সরকার

পাঁচ বছরে ইউরোপে ২০ লাখ জনশক্তি রপ্তানির টার্গেট

কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উদ্যোগ

■ এস এম মিজান

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির প্রধান ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য। দেশের মোট প্রবাসী কর্মীর ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশই কর্মরত মধ্যপ্রাচ্যে। এই অঞ্চলে কয়েক বছর পরপরই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সবশেষ দুই দফায় ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ওপর। এ অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্য-নির্ভরতা কমিয়ে নতুন বাজার খোঁজার তাগিদে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অঞ্চল ইউরোপের শ্রমবাজারে নতুন এবং দক্ষ কর্মী পাঠানোর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদা তৈরি হওয়ায়, সরকার সেখানে নিরাপদ ও বৈধ পথে কর্মী পাঠানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সরকার মনে করছে—সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে আগামী চার থেকে পাঁচ বছরে অন্তত ২০ লাখ জনশক্তি পাঠানো সম্ভব। নতুন বাজার খোঁজার এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টরা বলছেন—নতুন দেশগুলো থেকে সাড়া পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের শ্রমবাজারের ওপর চাপ কমবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, ২০২৫ সালে মোট ১১ লাখ ১৬ হাজার ৩৯৯ জন অভিবাসীর মধ্যে প্রায় ৮২ দশমিক ৪ শতাংশ (৯ লাখ ১৯ হাজার ৯৮১ জন) গেছেন মধ্যপ্রাচ্যে বা গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) দেশগুলোতে। এর মধ্যে সৌদি আরব একাই ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কর্মীর গন্তব্য। মোট রেমিট্যান্সেরও ৬০ শতাংশের বেশি আসে এই অঞ্চল থেকে, যা শ্রমবাজারের একমুখী নির্ভরতার চিত্র তুলে ধরে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি এড়াতে ইউরোপের শ্রমবাজারকে একটি বড় বিকল্প হিসেবে দেখছে সরকার। এ লক্ষ্যে ইউরোপের অন্তত এক ডজন দেশে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে সেসব দেশে বাংলাদেশিকর্মী পাঠানোর নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়। বিশেষ করে ইতালি, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, গ্রিস, নর্থ মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, পর্তুগাল, ব্রাজিল, রাশিয়া, মাল্টা, স্পেন, অস্ট্রিয়া, আলবেনিয়ার মতো দেশগুলোতে ব্যাপক শ্রমবাজারের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজতে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইউরোপের চাহিদা অনুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী পাঠানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে জীবন বিপন্ন করে অবৈধ পথে ইউরোপে না গিয়ে সরকারি ও বৈধ মাধ্যমে দক্ষ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান অনুবিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত কয়েক মাসে আমরা প্রায় ১৭ দেশে এমওইউ পাঠিয়েছি। বিশেষ করে ইউরোপের প্রায় এক ডজন দেশে পাঠানো হয়েছে। এই কর্মকর্তা বলেন, সব দেশ থেকেই আমরা মোটামুটি পজিটিভ রেসপন্স আশা করছি। অনেক দেশের সঙ্গে এমওইউ আছে, তবে ডিমান্ড লেটার পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছি। হাইকমিশনের মাধ্যমে এই কাজগুলো করা হয়। গত বছর ইতালির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক হয়েছে। একটা বিষয় হলো—এসব দেশ মধ্যপ্রাচ্যের মতো নয়, যে চাইলে ডিমান্ড লেটার দেবে। অনেক দেশ অবৈধ শ্রমিকদের ফেরত আনার শর্তে ডিমান্ড দিতে চায়। আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে ইউরোপের মতো স্থিতিশীল শ্রমবাজারে বাংলাদেশিকর্মী পাঠানোর হার এখনো অনেক কম। বর্তমানে ইউরোপে বাংলাদেশি কর্মীর অংশ পাঁচ থেকে সাত শতাংশের নিচে। ইতালি, গ্রিসে সীমিত সুযোগ থাকলেও নিয়মিত কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এজেন্সি ও সরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাবে ইউরোপমুখী অভিবাসন বাড়ছে না। ভিসা জটিলতা, দক্ষতার ঘাটতি এবং সমন্বয়ের অভাবে সম্ভাবনাময় বাজারগুলোতে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে।

জনশক্তি রপ্তানিকারক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউরোপের শ্রমবাজারের জন্য যে ধরনের ভাষাগত ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন, তা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশি কর্মীরা। দক্ষতা ছাড়া ইউরোপের দেশগুলো কর্মী নেয় না। আর বাংলাদেশি কর্মীদেরও ঐ জায়গায় ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশি কর্মীদের ইমেজ সংকটও ইউরোপীয় দেশগুলোতে অভিবাসন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। শ্রমিকরা নন শেনজেনভুক্ত একটা দেশে ঢুকে সেখান থেকে শেনজেন দেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বিগত ২০২৪ সালে বিদেশে যান ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৬৯ জন কর্মী। তার মধ্যে মাত্র ১৬ হাজার ৭৭ জন ইউরোপে গেছে। যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ২০২৩ সালে ৩০ হাজার ৪২৭ জন ইউরোপে গেছেন। ইউরোপের ২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকরা ইতালি, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, লিথুনিয়া, মাল্টা, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, রোমানিয়ায় পাড়ি জমান। বাংলাদেশিরা বৈধ পথের পাশাপাশি অবৈধভাবেও এসব দেশে যান। ইউরোপের প্রায় ২৭টি দেশে ১০ বছর ধরে জনশক্তি রপ্তানি হলেও হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দেশে রেগুলার মাইগ্রেশন হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের ৯টি দেশের মধ্যে গ্রিস ছাড়া অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক নেই। দক্ষিণ ইউরোপে ইতালির সঙ্গে চলতি বছর নতুন সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন—দক্ষ জনশক্তি গড়তে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ট্রেইনার ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। তাছাড়া ট্রেনিং সেন্টারগুলোও মান্ধাতা আমলের। সেখানে যেসব ট্রেনিং দেওয়া হয় সেগুলো ফলপ্রসূ হয় না। যদিও সরকার চাইলে বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী শ্রমিক তৈরি করতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনে প্রফেশনাল ট্রেইনার আনতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু নতুন শ্রমবাজার খুলতে দৌড়ালে হবে না, পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো জরুরি। তা না হলে ইউরোপসহ স্থিতিশীল বাজারগুলোতে প্রবেশের সুযোগ সীমিতই থেকে যাবে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক বছর পরপরই যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরু হয়। এর প্রভাব পড়ে আমাদের শ্রমিকদের ওপর। নতুন শ্রমবাজারের দিকে ঝুঁকতে হবে। শ্রমবাজার খোলার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরালো করতে হবে। এমওইউ ছাড়াও আমাদের ডেলিগেশন টিম পাঠাতে হবে। লেগে থাকতে হবে। না হলে শুধু এমওইউ পাঠিয়ে শ্রমবাজার খোলা যাবে না।

ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে কর্মীদের ট্রেনিংয়ের পর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কিন্তু তারা অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা দেয় না। ওই ট্রেনিং নিয়ে কর্মীরা বিদেশ যাওয়ার মতো দক্ষ হয় না। পাশাপাশি নিয়োগকর্তারা এসে আগে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখে। এ সংকট নিরসনে রিক্রুটিং এজেন্সি ও টিটিসির মধ্যে কানেক্টিভিটি বাড়ানো প্রয়োজন। বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজতে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সরকারের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, বিদেশে কর্মসংস্থান বাড়াতে দক্ষ এবং আধা-দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অভিবাসনের পরিমাণ ও গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ জুড়ে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে বহুভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ কারিকুলাম যুক্ত করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২০ মে ২০২৬
জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩। ২ জিলহজ ১৪৪৭

সংক্ষিপ্ত

লিবিয়া থেকে ফিরেছেন আরো ১৭০ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন আরো ১৭০ জন বাংলাদেশি। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৫টায় বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে তাঁরা ঢাকায় পৌঁছান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এই প্রত্যাবাসন সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এবং লিবিয়া সরকারের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রত্যাবাসিতদের বেশির ভাগই দালালচক্রের প্ররোচনায় অবৈধভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন।

কালের কণ্ঠ
। বুধবার। ১৩ মে ২০২৬

ইউরোপেও পোশাক রপ্তানিতে বড় ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ফের অস্বস্তি নেমে এসেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ইউরোপীয় বাজারে চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং জ্বালানিসংকটের কারণে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় কমেছে ২.৮২ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এই খাত এখন বহুমুখী সংকটে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গত বছর জুলাই থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে মোট আয় হয়েছে তিন হাজার ১৭২ কোটি ডলার। এর মধ্যে নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি কমেছে ৩.৬৮ শতাংশ এবং ওভেন খাতে কমেছে ১.৮৩ শতাংশ। বিশেষ করে প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) রপ্তানি ৪.৩৮ শতাংশ কমে যাওয়ায় পুরো খাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

- উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট ও মূল্য প্রতিযোগিতায় রপ্তানিতে বড় সংকট
- ১০ মাসে রপ্তানি আয় ২.৮২% কমেছে
- ইইউতে রপ্তানি ৪.৩৮% কমেছে
- অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি ৫.৮৩% কমেছে

বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় অর্ধেক ইইউভুক্ত দেশগুলোতে যায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এই অঞ্চলে রপ্তানি হয়েছে এক হাজার ৫৫৪ কোটি ডলারের পোশাকপণ্য। কিন্তু ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ধীরগতি, মূল্যস্ফীতি এবং ভোক্তাদের ব্যয় সংকোচনের কারণে পোশাকের চাহিদা কমে গেছে। ফলে

আসছে বাজেট

ভর্তুকির টাকায়ও বাড়তি কর আদায়ের ছক

মো. জাহিদুল ইসলাম ▷

রপ্তানিমুখী শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানি প্রণোদনা দিয়ে আসছে সরকার। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, চামড়া, পাট, কৃষিপণ্য ও তথ্য-প্রযুক্তি খাত মূলত এই প্রণোদনার বড় সুবিধাভোগী। একদিকে ভর্তুকির আদলে প্রণোদনা দিয়ে অন্যদিকে এর বিপরীতে ১০ শতাংশ উৎসে কর কেটে নেওয়া হয়। দ্বিমুখী নীতি হওয়ায় এই কর বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন ব্যবসায়ীরা। তবে কর বাতিলের পরিবর্তে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে ২০ শতাংশ কর নির্ধারণের পথে হাঁটছে

শিল্প বাঁচাতে গভর্নরের কাছে একগুচ্ছ প্রস্তাব ব্যবসায়ীদের

বন্ধ কারখানায় নয়, টিকে থাকা দুর্বল শিল্পে অর্থায়নের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মোস্তাকুর রহমান

উচ্চ সুদহার, গ্যাসসংকট, ডলারের চাপ এবং কমে যাওয়া বাজার চাহিদার কারণে দেশের উৎপাদন খাত বড় ধরনের সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেছেন, এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প-কারখানায় অর্থায়ন

ভর্তুকির টাকায়ও বাড়তি কর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বর্তমানে তৈরি পোশাক খাত নতুন বাজারে প্রবেশ করলে সরকার থেকে ৪ শতাংশ নগদ সহায়তা পায়। ক্ষুদ্র-মাঝারি রপ্তানিকারক ও পরিবেশবান্ধব কারখানা আরো ১ শতাংশ বেশি সহায়তা পায়। শাক-সবজি, ফল, আলু, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এই হার ১০ থেকে ২০ শতাংশ, পাট ও পাটজাত পণ্যে ৭ থেকে ১০ শতাংশ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ, হিমায়িত মাছ ও সামুদ্রিক পণ্যে ৫ থেকে ১০ শতাংশ, তথ্য-প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার খাতেও বিশেষ সহায়তা ও কর সুবিধা দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রণোদনার মূল কারণই হলো লোকসানের পরিমাণ কমানো। এর ওপর কর নেওয়া মানে প্রতিষ্ঠানের লসের ওপর কর নেওয়া। এতে বিপাকে পড়ছেন রপ্তানিকারকরা। এর চেয়ে প্রণোদনা বা ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়াই ভালো সমাধান বলে মনে করছেন তাঁরা। এ ছাড়া তাঁরা বলছেন, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ও এলডিসি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে সরকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রপ্তানি প্রণোদনা দেওয়া হয় মূলত এখানে ভর্তুকির প্রয়োজন আছে। এই ভর্তুকি দিয়ে সরকার মনে করছে সে লাভবান হচ্ছে। যেখানে ভর্তুকির প্রসঙ্গ আসে সেখানে লাভের প্রশ্ন আসে না। আমার কোথাও লস হওয়ার কারণে আমি ভর্তুকি পাচ্ছি। ভর্তুকির ওপর কর নেওয়া মানে লসের ওপর কর নেওয়া। এর চেয়ে ভর্তুকির পরিমাণ প্রয়োজনে কমিয়ে দিক। একবার দেবেন, একবার কাটবেন; এটা তো মানুষকে বোকা বানানো। কাটাকাটি না করে যা দেওয়ার তাই দেন। আমরা যদি মনে করি দেশের টেক্সটাইল টিকিয়ে রাখা দরকার, তাহলে ব্যবসা করব অথবা আমদানি করব।'

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ানো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতির বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি। একটি দায়িত্বশীল শিল্প হিসেবে আমরা টেকসই অর্থনৈতিক নীতিগুলোকে সমর্থন করি। তবে রপ্তানি প্রণোদনার ওপর ধাপে ধাপে কর আরোপ, বিশ্ববাজারের বাস্তবতা বিবেচনা করে সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। রপ্তানি সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। দ্বিতীয়ত, বৈশ্বিক বাণিজ্যের বিঘ্নতা ও তৃতীয়ত, এলডিসি-পরবর্তী উত্তরণে বাংলাদেশের আসন্ন চ্যালেঞ্জ।'

সরকারের রপ্তানি প্রণোদনা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো, নতুন বাজার সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো। তবে এই প্রণোদনার ওপর কর আরোপ করা হলে রপ্তানিকারকদের ব্যয় বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে রপ্তানি খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

জানা গেছে, সরকার রপ্তানি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে নগদ সহায়তা দেয়, তা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই সূত্রে আয়ের বিপরীতে বর্তমান নিয়মে ১০ শতাংশ উৎসে কর কেটে রাখা হয়। একটি প্রতিষ্ঠান রপ্তানির বিপরীতে ১০ কোটি টাকা নগদ সহায়তা পেলে এক কোটি টাকা সরকারকে কর হিসেবে দিতে হয়। তবে আগামী বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ১০ কোটি টাকা নগদ সহায়তার বিপরীতে কর দিতে হবে দুই কোটি টাকা।

খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নগদ সহায়তায় করের পরিমাণ বাড়ানো হলে রপ্তানিকারকদের নগদ প্রবাহে চাপ তৈরি হয়। এ ছাড়া বাড়বে উৎপাদন ব্যয়, কমবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষুদ্র-মাঝারি রপ্তানিকারক, নিরুৎসাহ হবে অপ্রচলিত বাজারে প্রবেশ। প্রণোদনার কার্যকারিতা কমলে কর্মসংস্থানেও পড়তে পারে নেতিবাচক প্রভাব।

জানা গেছে, দেশের মোট পণ্য রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই খাত এরই মধ্যে নিম্ন মুনাফা, জ্বালানিসংকট, উচ্চ ব্যাংক সুদ ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। প্রণোদনায় কর বাড়লে মুনাফা আরো কমে যাবে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভর্তুকি দেওয়া তো একটা পেইন কিলারের মতো। আসল চিকিৎসা না করে ব্যথাটাকে সাময়িকভাবে মলম দিয়ে কমানো। রোগটা তো আর ছাড়ে না। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের ফলে ভর্তুকিটা কমালেই হয়ে যায়। এখানে ভর্তুকির ওপর কর আদায় করা মানে ঝামেলা বাড়ানো। একদিকে কর নিলাম আরেকদিকে ভর্তুকি দিলাম। এগুলো তো সিস্টেমকে আরো জটিল করে দেয়। রপ্তানি প্রণোদনা ১০০ টাকা না দিয়ে ৯০ টাকা দিলেই তো হয়। এত পেপারওয়ার্ক তৈরি করার দরকারটা কি?'

ইউরোপেও পোশাক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা নতুন অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইউরোপের অনেক দেশে এখনো জীবনযাত্রার ব্যয় উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য, জ্বালানি ও বাসাভাড়ার বাড়তি চাপের কারণে সাধারণ মানুষ পোশাকসহ অপ্রয়োজনীয় পণ্যে ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের মতো রপ্তানিনির্ভর দেশের ওপর।

এদিকে শুধু ইউরোপ নয়, অপ্রচলিত বা নন-ট্র্যাডিশনাল বাজারেও রপ্তানি কমেছে। গত ১০ মাসে এসব বাজারে রপ্তানি আয় ৫.৮৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫১৬ কোটি ডলারে। যদিও অপ্রচলিত বাজারগুলো বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির ১৬ শতাংশের ভোক্তা, তবু সেখানে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি আসেনি।

তবে কিছুটা ইতিবাচক দিকও রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্যের বাজারে সামান্য প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেড়ে ৬২৯ কোটি ডলার, কানাডায় ১০৯ কোটি ডলার এবং যুক্তরাজ্যে ৩৬৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। কিন্তু এই প্রবৃদ্ধি ইউরোপীয় বাজারের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ সংকটও পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। বর্তমানে পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি।

গত কয়েক বছরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়া এবং ব্যাংকঋণের সুদহার বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ডলার সংকটের কারণে আমদানিনির্ভর কাঁচামাল কিনতেও অতিরিক্ত খরচ গুনতে হচ্ছে। সুতা, কাপড়, রাসায়নিক ও অন্যান্য উপকরণের দাম বাড়ায় অনেক কারখানার উৎপাদন ব্যয় আগের তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতারা আগের তুলনায় বেশি দাম দিতে রাজি নন। বরং তাঁরা কম মূল্যে পণ্য কিনতে চাচ্ছেন। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও রপ্তানিকারকরা পণ্যের দাম বাড়াতে পারছেন না। এতে অনেক প্রতিষ্ঠান লাভের পরিবর্তে টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমেছে। ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর ওপর এর চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

একই সঙ্গে জ্বালানির সংকট পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তুলেছে। শিল্পাঞ্চলগুলোয় গ্যাসের চাপ কমে যাওয়া এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎবিভ্রাটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক কারখানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারছে না। ফলে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

শিল্প মালিকরা বলছেন, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। অনেক প্রতিষ্ঠানকে বিকল্প হিসেবে ডিজেলচালিত জেনারেটরের ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা উৎপাদন ব্যয় আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ ছাড়া জ্বালানিসংকটের কারণে উৎপাদন পরিকল্পনা বারবার পরিবর্তন করতে হওয়ায় দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাও কমে যাচ্ছে।

পোশাকশিল্প উদ্যোক্তাদের মতে, সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দ্রুত বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বর্তমানে ভিয়েতনাম, ভারত, চীন, তুরস্ক ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে উঠে এসেছে। এসব দেশের অনেক কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা থাকায় তারা কম খরচে দ্রুত উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে।

নিট পোশাক খাতের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে ইহসান শামীম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইউরোপে অর্থনৈতিক ধীরগতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ভোক্তাদের ব্যয় সংকোচনের কারণে পোশাকের চাহিদা কমে গেছে। এর পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানির সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র মূল্য প্রতিযোগিতাও বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।'

তিনি বলেন, 'বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনায় সহজীকরণ নিশ্চিত করা এবং ভ্যাট ও কাস্টমস খাতে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।'

সব মিলিয়ে বলা চলে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে কঠিন সময় পার করছে। ইউরোপীয় বাজারে চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানির সংকট এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা খাতটিকে বড় চাপে ফেলেছে। তবে সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বাজার বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এই খাত আবারও ঘুরে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

শিল্প বাঁচাতে গভর্নরের কাছে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

না করে যেসব দুর্বল কারখানা এখনো টিকে আছে, সেগুলোকে সহায়তা দিলে শিল্প ও কর্মসংস্থান রক্ষা করা সম্ভব হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা। বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ব্যবসায়ী নেতা ও বিআইসি সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ। তিনি জানান, শিল্প খাত সচল রাখতে কার্যকর মূলধন সহায়তা, সুদহার কমানো, পেনাল ইন্টারেস্ট হ্রাস এবং বিদেশি রিফাইন্যান্সিং সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে।

গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসাইন, জসীম উদ্দীন, বিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী, মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান, বিসিএমইএর চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম স্বপন, বিএমএএমএ সভাপতি মতিউর রহমান, বিজিএপিএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ শাহরিয়ার, বিসিআইয়ের সহসভাপতি প্রীতি চক্রবর্তী প্রমুখ।

আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, কভিড-পরবর্তী সময় থেকে শিল্প খাতে কার্যকর মূলধনের (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সংকট তৈরি হয়েছে। পরে গ্যাসের চাপ কমে যাওয়া, সুদহার বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। এতে উৎপাদন খাত বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়েছে।

তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারও মনে করে, অর্থনীতি শক্তিশালী করতে হলে শিল্প খাত টিকিয়ে রাখতে হবে। সেই জায়গা থেকেই আমরা গভর্নরের কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছি, যাতে বিদ্যমান কারখানাগুলো সচল রাখা যায় এবং আরো শক্তিশালী করা সম্ভব হয়।'

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এলসি সীমা (এলসি লিমিট) নিয়ে জটিলতা কমানোর দাবি জানানো হয়। তাঁরা বলেন, যেসব এলসি সীমা অতিক্রম করেছে, সেগুলো ব্লক করে মূল সীমা সচল রাখলে ব্যবসা পরিচালনা সহজ হবে। পাশাপাশি বিদেশি তহবিল ও রিফাইন্যান্সিং সুবিধা বাড়ানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়, যাতে কম সুদে অর্থায়ন পাওয়া যায় এবং ব্যবসার ব্যয় কমে।

সুদহার প্রসঙ্গে পারভেজ বলেন, ব্যাংকগুলোর তহবিল ব্যয় ৮ থেকে ১০ শতাংশের বেশি নয়। এর পরও অতিরিক্ত স্প্রেড যোগ করে ঋণের সুদ ১৪-১৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকার চাইলে এই স্প্রেড কমিয়ে শিল্প খাতকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। তিনি আরো বলেন, ঋণখেলাপি হওয়ার পর অতিরিক্ত পেনাল ইন্টারেস্ট আরোপ করাও শিল্পের জন্য বড় চাপ তৈরি করছে। শিল্প-কারখানাকে শাস্তি না দিয়ে বরং কিভাবে তারা ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশ তৈরি করা উচিত।

সিআইবি রিপোর্টে 'গ্রুপ কনসেপ্ট' নিয়েও আপত্তি তোলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, একই পরিচালক থাকার কারণে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে গ্রুপ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে একটি কম্পানি সমস্যায় পড়লে অন্য ভালো প্রতিষ্ঠানও নেতিবাচক সিআইবি রিপোর্টের কারণে ব্যাবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়ে। তাঁরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আলাদাভাবে মূল্যায়নের দাবি জানান।

এমএসএমই খাত নিয়েও গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পারভেজ। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে অনাগ্রহী। এ ছাড়া জটিল কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া সহজ করা, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল চালু এবং স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে শুনেছে। গভর্নর জানিয়েছেন, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, বিদেশি রিফাইন্যান্সিং ও পেনাল ইন্টারেস্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ চলছে। খুব শিগগিরই কিছু সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।' এই ব্যবসায়ী নেতা বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য একটাই—শিল্প-কারখানা বাঁচাতে হবে। কারণ একটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে সেটি পুনরায় সচল করা অত্যন্ত কঠিন। তাই যেগুলো এখনো চালু আছে, সেগুলো টিকিয়ে রাখতে দ্রুত সহায়তা প্রয়োজন।' তিনি আরো বলেন, অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গ্যাসসংকট, গ্যাসের মূল্য ২৮৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি, উচ্চ সুদহার ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিপদে পড়েছে। শিল্প শুধু ব্যক্তির সম্পদ নয়, এটি জাতীয় সম্পদ। তাই সম্ভাবনাময় শিল্পগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন।

তহবিল সহায়তা প্রসঙ্গে পারভেজ বলেন, রপ্তানি খাতের ক্যাশ ইনসেনটিভের অর্থ এপ্রিল পর্যন্ত ছাড়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে গভর্নর জানিয়েছেন। এ ছাড়া গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের বেতন সহায়তার প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান গভর্নরের নেতৃত্বে শিল্প খাত টিকিয়ে রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তরিক বলে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।'

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৯ মে ২০২৬,

আরও ৪ খাতে কর্মী নিতে চায় কাতার

যৌথ কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে নতুন করে কর্মী পাঠানোর সুযোগ বাড়তে পারে। বিদ্যমান খাতের পাশাপাশি নতুন আরও চারটি খাতে কর্মী নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কাতার।

দেশের পাঁচটি নির্দিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র (টিটিসি) থেকে প্রশিক্ষিত কর্মীদের নেবে দেশটি। ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, এসি টেকনিশিয়ান ও ওয়েল্ডিং সেক্টরে কর্মী নিতে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে কাতার।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ-কাতার সপ্তম যৌথ কমিটির বৈঠকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এতে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে আগ্রহের কথা জানান কাতারের শ্রমমন্ত্রী আলী বিন সামিখ আল মাররি। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সভার পর মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানানো হয়েছে।

বৈঠকের শুরুতে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী কাতারের শ্রমমন্ত্রীকে বাংলাদেশ

আরিফুল হক চৌধুরী

আলী বিন সামিখ

সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি কাতারকে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় শ্রমবাজার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে চার লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মী কাতারের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অবদান রাখছেন। ২০২৩ সালে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯৮ জন বাংলাদেশি কর্মী কাতারে গেছেন। চলতি বছর কাতার কর্তৃপক্ষ এর দ্বিগুণ কর্মী নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলাদেশে কাতারগামী কর্মীদের জন্য ঢাকায় মাত্র একটি ভিসা ও মেডিক্যাল সেন্টার রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। স্বল্প সময়ে ভিসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করতে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে কাতারের ভিসা সেন্টার ও মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপনের জন্য কাতারের শ্রমমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান মন্ত্রী। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মন্ত্রণালয়ের অধীন ১১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান-সংশ্লিষ্ট ৫৫টি ট্রেডে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কাতারের শ্রমমন্ত্রী আলী বিন সামিখ আল মাররি বাংলাদেশের কর্মীদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে জানান, বর্তমানে কাতারে প্রায় ৪ লাখ ৭৩ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মরত আছেন, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ উন্নয়ন খাতে এবং অন্যরা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। তিনি আরও বলেন, কাতারে অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে ইতিমধ্যে দুটি বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিভাগীয় শহরে ভিসা সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাতারের শ্রমমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাতারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবেন।

যৌথ কমিটির এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত কাতারের রাষ্ট্রদূত আলী মাহদি সাঈদ আল-কাহতানি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখতার আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী শাকিরুল ইসলাম এবং দুই দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৬ মে ২০২৬

বকেয়া পরিশোধ ছাড়াই ঋণ পাবেন চামড়া ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে চামড়া খাতে ঋণ প্রদানে বড় ধরনের ছাড় দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে ঋণ পুনঃ তফসিল করা ব্যবসায়ীদের নতুন ঋণ নিতে আর বকেয়ার নির্দিষ্ট অংশ (কম্প্রোমাইজ অ্যামাউন্ট) পরিশোধ করতে হবে না। এই বাধ্যবাধকতা সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে যাঁরা এরই মধ্যে ঋণখেলাপি হয়ে গেছেন তাঁরা এই সুযোগ পাবেন না। গতকাল মঙ্গলবার এসংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, চামড়াশিল্প দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী খাত। জাতীয় প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও মূল্য সংযোজনে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সারাবছরে ব্যবহৃত কাঁচা চামড়ার বড় একটি অংশ আসে ঈদুল আজহার কোরবানির পশু থেকে।

ঈদুল আজহা সামনে রেখে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণনে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ী-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে চলতি মূলধন ঋণের সীমা অনুমোদন ও দ্রুত বিতরণের ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে ঋণের অর্থ যেন তৃণমূল পর্যায়ের চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যেসব ব্যবসায়ীর আগের ঋণ পুনঃ তফসিল করা রয়েছে, তাঁরা ঈদের আগে নতুন ঋণ নিতে গেলে বকেয়ার একটি অংশ পরিশোধের পূর্বশর্ত থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত থাকবেন। এই সুবিধা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এ ছাড়া এ বছরের জন্য চামড়া খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা কোনোভাবেই গত বছরের তুলনায় কম রাখা যাবে না। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

প্রতিবছর কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে ব্যাংকগুলোকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে অনাগ্রহী। কারণ ঋণ পুনঃ তফসিল করার পরও এই খাতের বিপুল পরিমাণ ঋণ খেলাপি হয়ে আছে। ব্যাংকের বোর্ডে ঋণ অনুমোদন হলেও শেষ পর্যন্ত তা গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছায় না।

চামড়াশিল্প খাতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ঋণস্থিতি ছিল ১২ হাজার ৬২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে যায় চার হাজার ৮৪৪ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ঋণের ৩৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দেশের চামড়া খাতকে গুরুত্ব দিয়ে কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহের জন্য বিশেষ ঋণ দেয় ব্যাংকগুলো। কিন্তু চামড়া ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ ঋণ নিলে তা আর পরিশোধ করতে চান না। এমনকি ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ পুনঃ তফসিলের যে সুযোগ রাখা হয়েছে, অনেকে সে সুযোগ নিতেও নারাজ। তাঁদের কারো কারো মনোভাব হচ্ছে, ঋণ নিয়ে পরিশোধ করাটা এক প্রকার ঝামেলা। এমনকি ঋণ আদায়ে ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা দিলেও তাঁরা ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করেন। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

NEW AGE
MONDAY, MAY 11, 2026,

RMG exports to US decline by 8.38pc

Staff Correspondent

THE readymade garment exports to the United States declined by 8.38 per cent to $2.03 billion in January-March of 2026, which was $2.22 billion in the same period of 2025, according to the latest data published by the Office of Textiles and Apparel of the USA.

The RMG export to the US, Bangladesh's single largest export destination, plunged 8.08 per cent to $665 million in March 2026, down from $723 million in March last year.

During the period, the growth rates of Bangladesh and other major competitors declined, except for Vietnam and Cambodia, indicating weaker demand and economic sluggishness.

In the months, the North American country imported RMG items worth $17.72 billion from its global sources, which was 11.63 per cent lower than the $20 billion imported in the first three months of 2025.

In terms of volume, Bangladesh RMG exports to the US in January-March of 2026 also declined by 5.97 per cent to 690.11 million square metres from 734 million square metres exported in the same period of 2025, indicating that Bangladeshi exporters were receiving lower unit prices.

Meanwhile, according to the Otexa data, the average unit price of Bangladeshi apparel items was $2.95 per SME, which was 2.56 per cent lower than the $3.03 per SME recorded in January-March period of 2025.

The unit price of the Bangladeshi RMG in the US market witnessed a sustained decline over the past months.

In January-March 2026, Bangladesh's market share was 10.61 per cent in the North American country, rising slightly mainly due to significant loss of market share by China.

In January of this year, Bangladesh surpassed China and became the second-largest exporter of RMG items to the US by monthly export value, though it is still third in terms of market share.

Vietnam remained the largest exporter to the US market in January-March of 2026, according to Otexa data.

Vietnam exported apparel items worth $4 billion in the first three months of 2026, up 2.77 per cent from $3.88 billion in the same period of 2025, accounting for 22.31 per cent of the market, Otexa data stated.

Following Bangladesh, US apparel imports from China in January-March also experienced a pronounced negative growth of 52.91 per cent to $1.7 billion from $3.6 billion in the same period of 2025. China's market shares further plunged to 11.56 per cent.

Indonesia secured the fourth position by exporting apparel items worth $1.22 billion in January-March of 2026, down 0.13 per cent from slightly over $1.22 billion in the first three months of 2025, with a market share of 6.27 per cent.

According to the Otexa data, the US RMG imports from India declined by 27.01 per cent to $1.1 billion, while the imports from Cambodia increased by 27.01 per cent to $1.09 billion, made them the fifth and sixth with a market share of 6.01 per cent and 6.6 per cent, respectively.

Imports from Mexico declined by 5.95 per cent to $592 million, and from Pakistan by 5.18 per cent to $519 million, said the Otexa data.

Bangladeshi exporters said that tariffs and economic sluggishness had reshaped the global trade landscape, impacting Bangladesh's exports.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that the US imports from global sources declined, which also impacted Bangladesh's exports.

He also said Bangladesh should focus on value-added products, diversified destinations, and robust research, development, and innovation to align with demand.

He also said that if the ongoing Middle East crisis is not resolved, exports would decline further.

According to the Otexa data, Bangladesh's apparel exports to the US in 2025 reached $8.2 billion, which was $7.34 billion in 2024.

মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬, ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩ দেশ রূপান্তর www.deshrupantor.com

গ্রামীণ শিল্পের জন্য হাজার কোটি টাকার তহবিল

৫ শতাংশ সুদে মিলবে ঋণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক

নাজমুল ইসলাম

গ্রামীণ ও স্থানীয় শিল্প খাতকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ সুদে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পাবেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিল্প খাতে সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি গঠনে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশ্লেষকরা বলছেন, অতীতে এমন বিভিন্ন তহবিল গঠন করা হলেও বিতরণ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে তহবিলের অর্থ মাঠপর্যায়ে পৌঁছায় না, অব্যবহৃত থেকে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে– ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি আবেদন যাচাই-বাছাই, প্রকল্প মূল্যায়ন এবং তহবিল ব্যবহারের ওপর নিবিড় তদারকি করা হবে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ৫ হাজার কোটি টাকার 'গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড' থেকে গ্রামীণ ও স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নে আলাদাভাবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নতুন নীতিমালার আওতায় পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি এবং দেশীয়ভাবে উৎপাদিত গ্রিন প্রযুক্তি ক্রয়ের বিপরীতে এই অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মতো খাতগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

নীতিমালায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মাত্র ১ শতাংশ সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ হবে ২ থেকে ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড সুবিধা রাখা হয়েছে।

একজন উদ্যোক্তা এই তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। মোট আমদানি বা যন্ত্রপাতি ক্রয়মূল্যের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থায়নের সুযোগ থাকবে।

তবে ঋণ সুবিধা পেতে উদ্যোক্তাদের কিছু শর্তও মানতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো– সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন সৌরবিদ্যুৎ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। পাশাপাশি ঋণখেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ তহবিলের আওতায় কোনো সুবিধা পাবে না।

সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সব ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ করতে পারবে। তবে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণের হার ২০ শতাংশের নিচে থাকতে হবে। যেসব ব্যাংক ইতিমধ্যে 'গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড'-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পন্ন করেছে, তাদের নতুন করে চুক্তি করতে হবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই তহবিল গ্রামীণ শিল্প খাতে সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় কমাতে, জ্বালানি দক্ষতা উন্নত করতে এবং স্থানীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ প্রসঙ্গে জলবায়ু অর্থায়ন ও সুশাসন বিশেষজ্ঞ এম জাকির হোসেন খান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'গ্রামীণ শিল্প খাতের সবুজ রূপান্তরে বাংলাদেশ ব্যাংক অতীতেও বিভিন্ন তহবিল গঠন করেছে। তবে এ ধরনের উদ্যোগের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যকর ও সহজ বিতরণ ব্যবস্থার ওপর। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক ব্যাংক অতিরিক্ত কাগজপত্র, জটিল শর্ত ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ফলে অনেক সময় বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও তহবিলের অর্থ মাঠপর্যায়ে পৌঁছায় না কিংবা অব্যবহৃত থেকে যায়।'

তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের কাছে দ্রুত ও সহজভাবে অর্থ পৌঁছে দিতে এনজিওভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। কারণ এনজিওগুলোর মাঠপর্যায়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ছাড়া রুফটপ সোলার প্রকল্প বাস্তবায়নে এসএমই খাতকে আরও সম্পৃক্ত করা গেলে উদ্যোগটি বেশি কার্যকর হতে পারত। তার মতে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে সমন্বিত ও বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গড়ে তোলা না গেলে শুধু তহবিল গঠন করে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব হবে না।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে অর্থায়নের আওতায় আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করবে। ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি আবেদন যাচাই-বাছাই, প্রকল্প মূল্যায়ন এবং তহবিল ব্যবহারের ওপর নিবিড় তদারকি করা হবে। কোনো ধরনের অনিয়ম, পক্ষপাত বা কাগুজে প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ নেওয়ার সুযোগ যাতে না থাকে, সে জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি তহবিলের অর্থ প্রকৃত উৎপাদনমুখী ও পরিবেশবান্ধব খাতে ব্যবহার হচ্ছে কি না, সেটিও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।'

এই তহবিলের মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা, কুটির শিল্প এবং সবুজ প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এ তহবিল থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধা পাবেন বলে জানান আরিফ হোসেন খান।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১২ মে ২০২৬
২৯ বৈশাখ ১৪৩৩

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত দীর্ঘ হলে রেমিট্যান্স কমার আশঙ্কা

যুগান্তর প্রতিবেদন

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সংঘাতের দুই মাস পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে এখনো কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি; বরং এই সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই দেশে টানা পাঁচ মাস ধরে প্রতিমাসে ৩০০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড তৈরি হয়েছে। তবে এই স্বস্তির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক করে জানিয়েছে, এই সংঘাত স্বল্পস্থায়ী হলে দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব সীমিত থাকবে; কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদি রূপ নিলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে প্রবাসীদের কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক খাতেও চরম চাপ সৃষ্টি হতে পারে। দেশে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহের গতি-প্রকৃতি নিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৈরি একটি প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহে ঝুঁকি কমাতে ও স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসবের প্রভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকবে বলে প্রতিবেদনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানে আক্রমণ করে। এরপর থেকে আক্রমণ ও পালটা আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই রেমিট্যান্স প্রবাহ গড়ে বেড়ে চলেছে। জুলাই থেকে এপ্রিল রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। এর মধ্যে গত ডিসেম্বরে ৩শ কোটি ডলারের ঘর অতিক্রম করে ৩২২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসে। এরপর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত টানা পাঁচ মাস ধরে ৩শ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স আসছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হলে মার্চে রেমিট্যান্স কমার আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু ওই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড করে। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৩৭৫ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স আসে। এপ্রিলে রেমিট্যান্স প্রবাহ মার্চের তুলনায় কিছুটা কমলেও ৩২২ কোটি ডলার আসে। ঈদুল আজহার কারণে চলতি মাসেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ সাধারণত দুই ঈদকে কেন্দ্র করে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

চাপ বাড়বে বৈদেশিক খাতেও

সংঘাত স্বল্পস্থায়ী ও ব্যাপ্তি কম হলে প্রভাবও কম হবে

বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের মধ্যে অঞ্চলভেদে এককভাবে সবচেয়ে বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে, যা মোট রেমিট্যান্সের ৪৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে সাড়ে ৭ শতাংশ। ইউরোপীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে ২০ শতাংশ এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে আসে ১৬ শতাংশ। এর মধ্যে যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। ইরানে হামলা করে যুক্তরাষ্ট্রও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে। দেশটির মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। নিম্নমুখী সুদের হার ফের ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব অন্য সব অঞ্চলেই কমবেশি পড়েছে। ফলে যুদ্ধের প্রভাবে আগামীতে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমতে পারে। এককভাবে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরব থেকে। গত এপ্রিলে এসেছে প্রায় ৫৩ কোটি ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, দেশটি থেকে এসেছে ৫২ কোটি ডলার। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৪০ কোটি ডলার। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ৩২ কোটি ডলার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের নিরবচ্ছিন্নতা নির্ভর করছে সৃষ্ট ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের ওপর। সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে আক্রান্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমবে। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি যেমন বাধাগ্রস্ত হবে, তেমনি রেমিট্যান্স প্রবাহও কমতে পারে। এর প্রভাবের ব্যাপকতা নির্ভর করছে সংঘাতের সময়কালের ব্যাপ্তি ও ভৌগোলিক বিস্তারের ওপর। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘাত স্বল্পস্থায়ী ও কম বিস্তার হলে দেশের অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাবও সীমিত পর্যায়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে এ ঘাটতি এখন বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের শুরুর দিকে এ হিসাবে ঘাটতি ছিল না, উদ্বৃত্তে ফিরে এসেছিল। কিন্তু গত নভেম্বর থেকে এ হিসাবে ঘাটতি শুরু করেছে। যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বাড়ায় এখন প্রতিমাসে ঘাটতি বাড়ছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । সোমবার । ১৮ মে ২০২৬

গেমিং, এনিমেশন, ডিজিটাল কনটেন্টে ৫ লাখ কর্মসংস্থান

এম সায়েম টিপু ▷

আসছে বাজেটে ঘোষণা

- জিডিপিতে ১.৫ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা
- গড়ে তোলা হবে আধুনিক ক্রিয়েটিভ হাব
- গুরুত্ব পাবে ওটিটি, সফটওয়্যার, চলচ্চিত্র, সংগীত, ফ্যাশন

তৈরি পোশাক ও প্রবাস আয়ের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতির বাইরে নতুন প্রবৃদ্ধির উৎস খুঁজছে সরকার। সেই লক্ষ্যেই প্রথমবারের মতো জাতীয় বাজেট ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলে গুরুত্ব পাচ্ছে 'সৃজনশীল অর্থনীতি' বা ক্রিয়েটিভ ইকোনমি। চলচ্চিত্র, ডিজিটাল কনটেন্ট, গেমিং, সফটওয়্যার, সংগীত, ফ্যাশন, লোকশিল্প, এনিমেশন ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল উদ্যোগ ঘিরে আগামী ১০ বছরে প্রায় পাঁচ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান জিডিপির অন্তত ১.৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ প্রস্তুতকৃত 'ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে সৃজনশীল শিল্প বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম নতুন' চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, উদ্ভাবন এবং মেধাভিত্তিক শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই খাত এখন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও রপ্তানির বড় উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সরকারি বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার এবং অনলাইনভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের দ্রুত সম্প্রসারণ বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এরই মধ্যে দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ ইউটিউব কনটেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, এনিমেশন, গেমিং, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তবে এই খাত এখনো কাঠামোগত নীতিগত সহায়তা, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ থেকে বঞ্চিত।

বৈশ্বিক বাজারে দ্রুত উত্থান : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বৈশ্বিক সৃজনশীল অর্থনীতির বার্ষিক বাজার দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। এই খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের। ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী ক্রিয়েটিভ সার্ভিস রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় ২৯ শতাংশ বেশি।

বিশ্বব্যাপী এই রপ্তানির বড় অংশ এসেছে সফটওয়্যার সার্ভিস, গবেষণা ও উন্নয়ন, ডিজিটাল মিডিয়া এবং অডিওভিজ্যুয়াল সেবা থেকে। বর্তমানে বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৩.১ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ৬.২ শতাংশ অবদান আসছে সৃজনশীল শিল্প থেকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইন স্ট্রিমিং, গেমিং, এআইভিত্তিক কনটেন্ট ও ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার এই অর্থনীতির নতুন দিগন্ত তৈরি করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কে-কালচার, ভারতের বলিউড শিল্প এবং যুক্তরাজ্যের ডিজাইন ও মিডিয়া খাত এখন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা : বিশ্বের উন্নত ও উদীয়মান অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সৃজনশীল অর্থনীতি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই খাতের অবদান জিডিপির প্রায় ৮.২ শতাংশ, ফিলিপিন্সে ৭.৩ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৭.২৮ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশের জন্য প্রাথমিক লক্ষ্য ধরা হয়েছে জিডিপির অন্তত ১.৫ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১৪ মে ২০২৬

গেমিং, এনিমেশন, ডিজিটাল ব

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির প্রবণতা এই খাতের বড় শক্তি। এরই মধ্যে রাজধানীর বাইরে জেলা পর্যায়েও নতুন প্রজন্মের তরুণরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ফ্যাশন, হস্তশিল্প এবং অনলাইনভিত্তিক সৃজনশীল ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন।

তাঁরা মনে করছেন, সঠিক নীতি সহায়তা দেওয়া গেলে সৃজনশীল শিল্প ভবিষ্যতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, উচ্চমূল্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান খাতে পরিণত হতে পারে।

বড় চ্যালেঞ্জ কোথায় : তবে সম্ভাবনার পাশাপাশি খাতটির সামনে বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে মেধাস্বত্ব সুরক্ষার দুর্বলতা। কপিরাইট লঙ্ঘন, পাইরেসি এবং ডিজিটাল কনটেন্ট চুরির কারণে অনেক উদ্যোক্তা তাঁদের কাজের ন্যায্য আর্থিক মূল্য পাচ্ছেন না। এ ছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপদের জন্য সহজ শর্তে অর্থায়নের সুযোগ সীমিত। দেশে এখনো পর্যাপ্ত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ক্রিয়েটিভ ফান্ড কিংবা উদ্ভাবনী ব্যবসায় বিনিয়োগ কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক মানের গেমিং, এনিমেশন, ডিজাইন, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতিও বড় বাধা। পাশাপাশি উন্নত স্টুডিও, পোস্ট-প্রোডাকশন সুবিধা এবং জেলা পর্যায়ে প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাবও এই শিল্পের বিকাশ ধীর করছে।

উন্নয়নের রূপরেখা : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, সমন্বিত নীতিমালা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃজনশীল অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। এ জন্য ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় কৌশলপত্র, বিশেষায়িত ক্রিয়েটিভ হাব, জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন জোন এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ অর্থায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে 'ক্রিয়েটেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডিং, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রিয়েটিভ স্কিল কারিকুলাম চালু, উচ্চগতির ইন্টারনেট সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট মনিটাইজেশন সহজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি সহায়তা, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির সমন্বয় ঘটাতে পারলে আগামী দিনে বাংলাদেশের সৃজনশীল অর্থনীতি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অর্থনীতিবিদ ড. মাশরুর রিয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, সৃজনশীল অর্থনীতির মাধ্যমে সরকার রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে চায়। বিশ্বব্যাপী এই খাতের গুরুত্ব ও চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এত দিন সৃজনশীল অর্থনীতিকে আলাদা অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি, যদিও বিশ্ববাজারে সেবা রপ্তানিতে এই খাতের অবদান প্রায় ১৯ শতাংশ। তবে তিনি মনে করেন, সৃজনশীল অর্থনীতি এগিয়ে নিতে হলে আগে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে হবে। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং জ্বালানি খাতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি।

তিনি আরো বলেন, সৃজনশীল অর্থনীতি একটি উচ্চ দক্ষতানির্ভর খাত। তাই এ খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকারকে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

আইসিটি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতা, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সাবেক সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দেশে এখনো ঘাটতি রয়েছে। তবে সরকার এই খাতে গুরুত্ব দিচ্ছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া গেলে অনেক নতুন উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক তৈরি হবে।' তাঁর মতে, এই উদ্যোগকে টেকসই করতে হলে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শক্ত নীতিগত ভিত্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

আমিরাতে ঝুঁকির মুখে ২০ লাখ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলমান থাকলে উপসাগরীয় শ্রমবাজারে ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসকারী ২০ লাখ বাংলাদেশির জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ শঙ্কার কথা জানিয়েছে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। 'ইরান ও উপসাগরীয় অঞ্চলের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি : বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের ওপর প্রভাব ও করণীয়' নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সংঘাত উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ব্যবসায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটিয়েছে। সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ মেগা প্রকল্পগুলো, যার মধ্যে নিওম (৫০০ বিলিয়ন ডলার), রেড সি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট এবং কিদ্দিয়া এন্টারটেইনমেন্ট সিটি বাংলাদেশের নির্মাণ ও পরিষেবা খাতের কর্মীদের জন্য বৃহৎ পরিসরে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের আস্থার পতন, ব্যয় বৃদ্ধি বা সরাসরি অবকাঠামোগত ক্ষতির কারণে এসব প্রকল্প ব্যাহত হলে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থানের সুযোগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংগঠনটি আরো জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতও এই যুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায় দেশটি ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলার শিকার হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসকারী ২০ লাখ বাংলাদেশির জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

সংস্থাটি বলছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থেকে দেশে ফিরতে পেরে অভিবাসীকর্মীরা যেমন খুশি হচ্ছেন, তেমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হচ্ছেন। বকেয়া বেতন, ইরানে ফেলে আসা সম্পদ ও প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরেকত্রীকরণ নিয়ে তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সরকারি হিসাবে যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১১ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। কিন্তু উপসাগরীয় অঞ্চলের (জিসিসি) কোনো সরকার এখন পর্যন্ত সংঘাতে নিহত বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেনি। যুদ্ধে নিহত অভিবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ বা আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি কার্যকর করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে এটি দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থায় না পাওয়া গেলে সরকারকে বহুপক্ষীয় ফোরামে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার বলেন, 'দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় বাংলাদেশি নারী গৃহকর্মীরা চরম ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। যেহেতু তাঁরা নিয়োগকর্তার অনুমতি ছাড়া বাইরে বের হতে পারেন না, তাই নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এর পাশাপাশি মন্দার কারণে স্থানীয় জনগণ খরচের চেয়ে সঞ্চয়কে বেশি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। যার ফলে লজিস্টিকস এবং পরিষেবা খাতে কর্মীসংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চলের শ্রমিকরাও ব্যাপক মজুরি কর্তনের শিকার হচ্ছেন। নিয়োগকর্তাদের আয় কমে যাওয়ায় প্রতি মাসে চার থেকে পাঁচ দিন বেতন প্রদানে বিলম্বের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কাজের শিফট বা কাজের সময় কমে গেছে, ওভারটাইমও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা অভিবাসী শ্রমিকদের আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।'

প্রবাসীদের বিমানভাড়া ও চলাচলের দুর্দশা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আকাশপথ বন্ধ থাকার সময় বিমান টিকিটের দাম অসহনীয়ভাবে বেড়েছে। দেশে ফিরতে কর্মীরা ক্রমবর্ধমান টিকিটের মূল্য বহন করতে হিমশিম খাচ্ছেন। ঢাকা বিমানবন্দরের দৈনিক যাত্রীদের প্রায় ৪০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল হওয়ার খবর না জেনেই আসছেন। ভিসা আটকে থাকায় প্রায় আট থেকে ১০ হাজার কর্মী ক্রমাগত আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর ফলে তাঁদের পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে।' সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে তিনি বলেন, 'সংঘাত সম্পর্কিত আঘাত, চাকরি হারানো বা জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সংকট-প্রতিক্রিয়া তহবিল নেই। বাতিল হওয়া যাত্রা, আটকে পড়া অভিবাসী বা প্রত্যাবর্তনের প্রবাহের জন্য কোনো রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ ড্যাশবোর্ড নেই। কোনো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত, জনসমক্ষে প্রচারিত সমন্বিত প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা নেই। ইরান বা উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য সংঘাত-নির্দিষ্ট কোনো পুনরেকত্রীকরণ মডিউল নেই। যেসব কর্মী উপার্জন হারিয়েছেন কিন্তু এখনো ফিরতে পারছেন না, তাঁদের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত কোনো জরুরি খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা নেই। গৃহকর্মীরা হোয়াটসঅ্যাপ-গ্রুপভিত্তিক সংকটকালীন যোগাযোগের আওতায় নেই। ফ্লাইটের টিকিটের পূর্বশর্তের কারণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ বিতরণ কার্যত বন্ধ রয়েছে। সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য বর্তমানে কোনো আনুষ্ঠানিক জরুরি প্রত্যাবর্তন নির্দেশিকা নেই।'

সংবাদ সম্মেলনে যুদ্ধ পরিস্থিতিকালীন কর্মীদের সুরক্ষায় রামরুর সুপারিশ তুলে ধরে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'সরকারি দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে, সব জিসিসিভুক্ত দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের অধীনে বিশেষ অভিবাসী সংকট মোকাবেলা সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাংলা ভাষার হটলাইন চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তাৎক্ষণিক সমন্বয় ও যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করা যায়। রাজস্ব বাজেট থেকে জরুরি তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। আমরা ইরান থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশিদের দ্রুত পুনর্বাসনের জন্য একটি জাতীয় পুনর্বাসন নীতি বাস্তবায়নের সুপারিশ করছি। এতে থাকবে সংঘাত-নির্দিষ্ট মডিউল, কাউন্সেলিং, ফ্লাইট টিকিট ছাড়াই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (পিকেবি) থেকে অস্থায়ী ঋণ এবং দক্ষতার সনদ প্রদান।'

তিনি আরো বলেন, 'নারী প্রত্যাবর্তনকারীদের, বিশেষ করে গৃহকর্মীদের জন্য তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যার কথা বিবেচনা করে একটি বিশেষ সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে সহজ ভাষায় তথ্য, আইনি সহায়তা, বেতন ফেরত আনার ব্যবস্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সংঘাতজনিত আঘাত, চাকরি হারানো ও জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনকেও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সহায়তার আওতায় আনতে হবে এবং এসবের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়ন করতে হবে। এ ছাড়া কূটনৈতিকভাবে লেবানন ও জিসিসি সরকারগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এক মাসের জন্য ইকামা নবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধ পরিস্থিতি শুধু তাৎক্ষণিক সংকট নয়, বরং দীর্ঘ মেয়াদে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। তাই নতুন শ্রমবাজার খোঁজা, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, ভাষা শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।'

DHAKA TUESDAY MAY 12, 2026
BAISHAKH 29, 1433 BS
The Daily Star

Garment exporters press for uninterrupted power, customs reforms

BGMEA, BKMEA leaders sit with the premier in separate meetings

STAR BUSINESS REPORT

CONCERNS

- Delayed export receipts hurting factories
- Banks blamed for many factory closures
- Exporters worried over misuse of bond facility
- They seek easier customs rules

CLOSURES AND REVIVAL

- 400 factories shut in three years, an industry leader says
- Govt plans Tk 20,000cr revival fund

LDC SHIFT, LABOUR LAW

- Exporters welcome bid for LDC graduation deferment
- They praise amendments to labour law

Garment exporters yesterday urged the government to ensure uninterrupted power and energy supply, quick release of export receipts from banks, reopening of closed factories, and easing of customs rules.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) made the demands at a meeting with Prime Minister Tarique Rahman at his secretariat office in Dhaka.

In separate meetings with the two trade bodies, the prime minister listened to the problems and challenges they face in running their businesses.

After the meeting, BGMEA President Mahmud Hasan Khan said they discussed export diversification within the garment sector, reopening of closed factories, and the struggles many factories face for survival.

Regarding factory reopening, Khan said a total of 104 factories have informed the BGMEA about their closure so far. The BGMEA will scrutinise the cases of closed factories to identify the genuine reasons for the shutdowns. Following the scrutiny, the association will send recommendations for reopening those factories, as the government is working to open a Tk 20,000 crore fund to assist in their revival.

BKMEA President Mohammad Hatem said they thanked the prime minister for taking the initiative to defer Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) category for three more years. The BKMEA also welcomed the government's amendment of the labour law to meet international standards, as demanded by global stakeholders.

Hatem noted that some 400 factories were closed in the last three years, nearly 300 of them due to non-cooperation from banks. He explained that banks release export receipts to exporters' lien accounts, but delays in payment often force loans into default, leaving exporters unable to pay suppliers on time.

He also demanded uninterrupted supply of power and gas to industrial units, as recent shortages of fuel oil have severely affected productivity. Hatem further raised concerns about the misuse of the bond facility and urged action against violators of bond licences.

Additionally, he called for easing National Board of Revenue (NBR) rules, particularly customs procedures, to smooth export and import processes and reduce lead times. He stressed that complex and time-consuming customs procedures have deterred both domestic and foreign direct investment.

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir was present in both the meetings.

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার
৩১ বৈশাখ ১৪৩৩, ১৪ মে ২০২৬

উৎপাদন ব্যয় ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির চাপে বন্ধ হচ্ছে কারখানা

তিন বছরে বন্ধ ৪০০ পোশাক কারখানা

■ মো. হামিদুর রহমান

একদিকে কমছে আন্তর্জাতিক ক্রয়াদেশ, অন্যদিকে বাড়ছে উৎপাদনব্যয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, বিশ্বব্যাপী জ্বালানিসংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার চাপ। সব মিলিয়ে সংকটে পড়েছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। গত তিন বছরে অন্তত ৪০০ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, দ্রুত নীতিগত সহায়তা না পেলে এই খাতে চাপ আরো বাড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে সামনে রেখে পোশাকশিল্প মালিকদের বিভিন্ন প্রস্তাবনায় এই চিত্র উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। তবে গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ক্রেতারা পণ্যের দাম কমানোর জন্য চাপ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে দেশে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়া, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার এবং ডলারের অস্থিরতার কারণে উৎপাদনব্যয় অনেক বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির চাপ।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্যমতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে শ্রমিকদের বেতন প্রায় ৫৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ছোট ও মাঝারি অনেক কারখানা ব্যয় সামাল দিতে পারছে না। একই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলো বিশেষ করে ভিয়েতনাম, ভারত ও চীন নিজেদের রপ্তানিকারকদের জন্য বিভিন্ন করসুবিধা ও প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছে। ফলে বাংলাদেশের কারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, তৈরি পোশাক খাত মূলত 'ফ্যাশন ও সময়নির্ভর' ব্যবসা। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু বর্তমানে সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রম, কাস্টমস প্রক্রিয়া ও বন্ড সুবিধায় জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় সময়মতো উৎপাদন ও জাহাজীকরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে জাহাজ ভাড়া, কার্গো বিমান ভাড়া বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় সরকারের কাছে নীতি-সহায়তা চান উদ্যোক্তারা।

আমরা ইতিমধ্যেই দাবিগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আশা করছি বাজেটের পর ব্যবসার পরিধি বাড়বে : **মাহমুদ হাসান খান**, সভাপতি, বিজিএমইএ

সরকারের উচিত হবে ব্যবসায়ীদের দ্রুত সময়ে নীতি সহায়তা প্রদান করা : **মোহাম্মদ হাতেম**, সভাপতি, বিকেএমইএ

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ইত্তেফাককে বলেন, 'বর্তমানে আগের মতো জ্বালানিসংকট নেই। এটি অনেকাংশেই কমে গেছে। আশা করছি সামনে এটি আরো কমবে। বন্ধ কারখানাগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সামনের বাজেটে আমাদের বেশ কিছু চাওয়া-পাওয়া রয়েছে। এনবিআর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিটিং হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের দাবিগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আশা করছি বাজেটের পর ব্যবসার পরিধি বাড়বে।'

পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা জানান, আন্তর্জাতিক ক্রেতারা নির্ধারিত 'লিড টাইম' অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করে। সময়মতো

উৎপাদন ব্যয় ও জ্বালানির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পণ্য সরবরাহ না করতে পারলে অনেক ক্রেতা ডিসকাউন্ট দাবি করে, বিলম্বে অর্থ পরিশোধ করে অথবা অর্ডার বাতিল করে দেয়। এতে রপ্তানিকারকরা সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রে কারখানাগুলো অর্ডার হারিয়ে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রেও বাড়ছে জটিলতা। পোশাক শিল্পে প্রতিনিয়ত নতুন ডিজাইন, নতুন কাপড়, নতুন রং ও ভিন্নধর্মী এক্সেসরিজ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এইচএস কোড সংযোজন এবং কাস্টমস যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতার কারণে কাঁচামাল খালাসে বিলম্ব হচ্ছে। ফলে আমদানিকারকদের অতিরিক্ত ডেমারেজ চার্জ গুনতে হচ্ছে এবং অনেক সময় জরুরি চালান এয়ার শিপমেন্টে পাঠাতে হচ্ছে, যা ব্যয় আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

করনীতিও শিল্পের জন্য বড় চাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে পোশাকশিল্পের জন্য করপোরেট ট্যাক্স হার ১২ শতাংশ এবং গ্রিন কারখানার জন্য ১০ শতাংশ নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে কর নির্ধারণের সময় বিভিন্ন আয় ও ব্যয়কে 'অনুমোদনযোগ্য নয়' এমন দেখিয়ে প্রচলিত উচ্চ হারে কর আরোপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের। তারা বলছেন, এতে ঘোষিত করসুবিধার বাস্তব সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

এছাড়া নগদ সহায়তার ওপর ১০ শতাংশ উৎসে করও শিল্পের জন্য বাড়তি চাপ তৈরি করছে। ব্যবসায়ীরা এই হার কমিয়ে ০.৫ শতাংশ করার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নগদ প্রবাহ ধরে রাখা কারখানাগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ইত্তেফাককে বলেন, 'বিশ্ববাজারে কোনো কিছুর দাম বৃদ্ধি পেলে সরকারের সেখানে সাশ্রয়ী হওয়ার পাশাপাশি দাম বাড়ানো ছাড়া বিকল্প থাকে না। তবে ব্যবসায়ীরাও যেন চাপে না পড়ে, সেজন্য একদিকে অসুবিধা হলে অন্যদিকে সুবিধা দিতে হবে। তাই সরকারের উচিত হবে ব্যবসায়ীদের দ্রুত সময়ে নীতিসহায়তা প্রদান করা।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়ে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার পরিমাণও কমেছে। এটি শিল্পে নতুন রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের আশঙ্কা, দ্রুত নীতিগত সহায়তা না দিলে আরো কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তবে শিল্পসংশ্লিষ্টরা এখনো আশাবাদী। তারা বলছেন, সরকার যদি কর ও ভ্যাট কাঠামো সহজ করে, বন্ড ও কাস্টমস প্রক্রিয়া দ্রুততর করে এবং রপ্তানিকারকদের জন্য বাস্তবসম্মত সহায়তা নিশ্চিত করে, তাহলে বাংলাদেশ আবারও বৈশ্বিক বাজারে শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে পারবে।

NEW AGE THURSDAY, MAY 14, 2026,

Labour migration drops by 50pc due to ME war: RMMRU

Staff Correspondent

OVERSEAS jobs decreased by 50 per cent in March 2026 compared with the same period past year amid conflicts across the Gulf states, the Refugee and Migratory Movements Research Unit, a non-governmental organisation, said on Wednesday.

At a press conference at the National Press Club in the capital Dhaka, the RMMRU also said that the migrant workers staying in the Gulf countries were facing uncertainty over their jobs and safety due to the war on Iran.

RMMRU founding chair Tasneem Siddiqui urged the government special initiatives to safeguard migrant workers during the war.

'There should be a separate line in the government budget to support expatriate workers in wartime situations. There needs to be a specific fund or budget structure, which would be state-run, to ensure rapid assistance in such crises,' she said.

RMMRU research fellow Mohammad Jalal Uddin Sikder, also associate professor at North South University, read out the written statement in which he placed short-, mid- and long-term recommendations.

The recommendations included special migrant crisis response cells at Bangladeshi embassies in GCC countries, along with 24/7 Bangla-language hotlines, emergency food, shelter and mental health support for stranded workers, crisis alert systems in Bangla via WhatsApp and SMS and diversification of Bangladesh's overseas labour markets beyond the Gulf in the long term.

The RMMRU said that prolonged conflict could trigger widespread instability in the Gulf labour market, threatening employment opportunities for lakhs of Bangladeshi workers.

An estimated 70 lakh Bangladeshi migrant workers are staying in the Middle East countries, including the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain and Lebanon.

'The number of overseas job clearances from Bangladesh declined by 50 per cent in March compared with the same period past year,' the RMMRU said quoting Bureau of Manpower Employment and Training data.

At least 10 Bangladeshi migrants have so far died and over 35 have been injured in the war that began on February 28 with the United States and Israel launching attacks on Iran and Tehran's retaliatory strikes on the US bases across the Arab Gulf states.

The RMMRU said that the war had already disrupted business and economic activities across the Gulf areas.

'The uncertainty could affect Saudi Arabia's Vision 2030 mega projects which were expected to generate long-term jobs for Bangladeshi workers in construction and services,' according to the RMMRU.

The RMMRU also expressed concern over the possible expansion of the conflict to the UAE, noting that its involvement alongside the US and Israel could expose it to retaliatory attacks from Iran, which could put the lives and livelihoods of nearly two million Bangladeshis in the UAE at risk.

The RMMRU criticised the government for lacking a comprehensive crisis response mechanism, saying there was no dedicated emergency fund for migrant workers affected by the war, including those who lost jobs, were injured or forced to return home.

The RMMRU also raised concern over domestic workers, describing them as among the most isolated and vulnerable migrant groups, often outside emergency communication networks.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, মে ৭, ২০২৬

চা বাগানগুলোর আয় বেড়েছে ৪৬৫ কোটি টাকা

২০২৫-২৬ নিলাম বর্ষে তিনটি নিলাম কেন্দ্রে ৯ কোটি ৬ লাখ ৫৮ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। কেজিপ্রতি গড় মূল্য ২৪২ টাকা ২০ পয়সা হিসাবে ২ হাজার ২৪১ কোটি ১ লাখ টাকা আয় করেছেন বাগান মালিকরা। আগের মৌসুমের ৮ কোটি ৭৭ লাখ ২২ হাজার কেজি চা বিক্রি থেকে বাগান মালিকরা পেয়েছিলেন ১ হাজার ৭৭৬ কোটি ২ লাখ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে চা বাগান মালিকদের বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

কয়েক বছর টানা লোকসান গুনেছেন দেশের চা বাগান মালিকরা। উৎপাদন খরচের চেয়ে নিলামে বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় দেশে চায়ের উৎপাদন ও মান ধারাবাহিকভাবে কমছিল। টানা দুই বছর নিলামে ন্যূনতম মূল্যস্তর বসানোয় পরিস্থিতি পাল্টেছে। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ নিলাম মৌসুমে আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা বেশি বিক্রয়মূল্য পেয়েছে দেশের পৌনে দুইশ চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা চাষীরা।

দেশে বর্তমানে চা বাগান রয়েছে ১৭২টি। এছাড়া উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য দুই জেলায় ক্ষুদ্র পরিসরে চা চাষ হয়। কভিড-১৯-এর পর থেকে দেশে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বাড়লেও চায়ের দাম বাড়েনি। এর পর থেকে নিলামে দাম না বাড়ায় বাগানগুলোকে লোকসানে চা বিক্রি করতে হয়। ফলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ চা বাগানই রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে। অনেক বাগান মজুরি পরিশোধ করতে না পারায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি সামলাতে অনেক বাগান মালিক উৎপাদন কমিয়ে এবং সাধারণ মানের চা উৎপাদনের পথে হেঁটেছেন।

এমন পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালে দেশে প্রথমবারের মতো নিলামে চা বিক্রিতে লিকারভিত্তিক রেটিং বিবেচনায় ন্যূনতম মূল্যস্তর নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে এক বছরেই চায়ের গড় দাম কেজিপ্রতি ৩০ টাকা বেড়ে যায়। কিন্তু চায়ের কস্ট অব প্রডাকশন (সিওপি) আরো বেশি হওয়ায় লোকসানের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি অনেক বাগান। এ কারণে বাগান মালিকদের সুরক্ষায় গত বছরের জুনে দ্বিতীয় দফায় নিলামে চা ক্রয়ে ন্যূনতম মূল্যস্তর বসায় চা বোর্ড। এতেই এক বছরের ব্যবধানে চা বিক্রিতে ৪৬৫ কোটি টাকা আয় বেড়েছে বাগানগুলোর।

দ্য কনসলিডেটেড টি অ্যান্ড ল্যান্ডস কোম্পানির (বাংলাদেশ) প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তাহসিন আহমেদ চৌধুরী *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'ফ্লোর প্রাইস দেশের মুমূর্ষু চা খাতকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। সমাপ্ত নিলাম বর্ষে ভালো দাম পাওয়ায় চলতি মৌসুমেও চায়ের উৎপাদন ভালো হবে। নিলামে চায়ের ভালো দাম পাওয়ায় পঞ্চগড়সহ দেশের পিছিয়ে থাকা বাগানগুলো পরিমাণের চেয়ে চায়ের মানে প্রাধান্য দিচ্ছে।' এ ঘটনাকে চা খাতের জন্য ইতিবাচক বলে মনে করছেন এ কর্মকর্তা।

চা বোর্ডের তথ্য বলছে, সমাপ্ত ২০২৫-২৬ নিলাম বর্ষে দেশের তিনটি নিলাম কেন্দ্র যথাক্রমে চট্টগ্রাম, শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ে ৯ কোটি ৬ লাখ ৫৮ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। কেজিপ্রতি গড় মূল্য ২৪২ টাকা ২০ পয়সা হিসাবে ২ হাজার ২৪১ কোটি ১ লাখ টাকা আয় করেছেন বাগান মালিকরা। আগের মৌসুমের ৮ কোটি ৭৭ লাখ ২২ হাজার কেজি চা বিক্রি থেকে বাগান মালিকরা পেয়েছিলেন ১ হাজার ৭৭৬ কোটি ২ লাখ টাকা। এক বছরের ব্যবধানে চা বাগান মালিকদের বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৪৬৫ কোটি টাকা। সর্বশেষ মৌসুমে ভালো মানের চা উৎপাদনকারী প্রায় সব বাগানই মুনাফার মুখ দেখেছে বলে জানিয়েছেন চা খাতসংশ্লিষ্টরা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চা বাগানগুলোর আয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

চলতি বছর দেশে ১০ কোটি ৪০ লাখ কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ২০২৫ সালে ১০ কোটি ৩০ লাখ কেজি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ৯ কোটি ৪৯ লাখ ২৭ হাজার কেজি। সর্বশেষ নিলাম মৌসুমে ভালো দাম পাওয়ায় এ বছর চা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াবে বলে আশা চা বোর্ডের।

একসময় সীমিত আকারে শুরু হলেও বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চল পঞ্চগড় জেলা। ২০২৫ সালে দেশে উৎপাদিত চায়ের ২১ শতাংশই হয়েছে উত্তরের এ জেলায়। শীর্ষে থাকা মৌলভীবাজার জেলায় উৎপাদন হয়েছে ৪৭ শতাংশ চা। এছাড়া হবিগঞ্জে ১৬ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে উৎপাদন হয়েছে ১১ শতাংশ চা। একসময় পঞ্চগড়ের বাগানগুলো উত্তোলনে বিলম্ব করায় মান কমে যেত। ফলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চা উৎপাদন করেও নিলামে কেজিপ্রতি ১০০-১৫০ টাকা দরে চা বিক্রি করতেন ক্ষুদ্র চা চাষীরা। সর্বশেষ নিলাম বর্ষের প্রথম নিলামে পঞ্চগড়ে কেজিপ্রতি চা বিক্রি হয়েছে গড়ে ২৪৬ টাকা ১৩ পয়সায়। মূলত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চা উৎপাদনকারী জেলার ভালো মানের চা সর্বশেষ নিলাম বর্ষে চায়ের গড় দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে জানিয়েছেন চা খাতসংশ্লিষ্টরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশীয় চা সংসদের সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'এটা ঠিক যে ফ্লোর প্রাইসের কারণে নিলামে চায়ের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে জ্বালানিসহ উৎপাদনসংশ্লিষ্ট উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিতে এ দামেও বাগানগুলো বিনিয়োগ তুলে আনতে পারছে না। চা বাগানে ব্যাংকগুলোর অর্থায়নে অনাগ্রহ এ খাতের উদ্যোক্তাদের বড় ধরনের সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।' এমন পরিস্থিতিতেও অনুকূল আবহাওয়াকে পুঁজি করে ভালো মানের চা উৎপাদনের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা পূরণে চা উদ্যোক্তারা কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬, ২১

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুই সংগঠনের বৈঠক

সংকটে থাকা কারখানাকে সহায়তা দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বন্ধ কারখানা চালুর পাশাপাশি ধুঁকতে থাকা কারখানাগুলোর জন্য সরকার নীতিসহায়তা দেবে। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তাঁদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তাঁরা বলেন, ধুঁকতে থাকা কারখানার জন্য নীতিসহায়তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সংগঠন দুটির কাছে লিখিত আবেদন চেয়েছেন।

রাজধানীর সচিবালয়ে গতকাল সোমবার দুপুরে প্রথমে বিজিএমইএর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মোক্তাদির, পূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের, শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে বিজিএমইএর প্রতিনিধিদলে ছিলেন জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, মিজানুর রহমান, রেজওয়ান সেলিম, শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী প্রমুখ।

জানতে চাইলে মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বন্ধ কারখানা চালুর পাশাপাশি সংকটে থাকা কারখানার জন্যও প্রণোদনা দেওয়ার অনুরোধ করেছি। একই সঙ্গে বলেছি, এমন কাউকে সহায়তা দেওয়া উচিত হবে না, যারা কারখানা চালু করতে পারবে না। বিজিএমইএর সদস্যদের মধ্যে বন্ধ কারখানাগুলো চালু সম্ভব এবং সংকটে থাকা কারখানার তালিকা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যবসা-বিনিয়োগ সহজ করতে কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিসহায়তা প্রয়োজন, তা-ও আমাদের কাছ থেকে লিখিতভাবে জানতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।'

বিজিএমইএর পর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের নেতৃত্বে বিকেএমইএর একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, সিনিয়র সহসভাপতি অমল পোদ্দার, সহসভাপতি মোরশেদ সারওয়ার সোহেল, মো. শামসুজ্জামান ও ফকির কামরুজ্জামান নাহিদ।

জানতে চাইলে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে আমরা বলেছি, একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ১৯ মে ২০২৬,

সেরা ১০% প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ৭০%, কর্মসংস্থান মাত্র ১৫%

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ১০ বছর ধরে থমকে আছে। অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল খাতেই কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। দেশের সেরা ১০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান রপ্তানিতে প্রায় ৭০ শতাংশ অবদান রাখছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের হিস্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই পোশাক খাতের। এ খাত বিশেষ কর-সুবিধাও ভোগ করছে। তাই নতুন খাতকে এগিয়ে নিতে বিশ্বব্যাংক অন্যদেরও সুবিধা প্রদানের পরামর্শ দিয়েছে।

সংস্থাটির 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) ঢাকার বনানীর কার্যালয়ে গতকাল সোমবার এক সেমিনারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। সেমিনারে কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি উপস্থাপনা দেন বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা। সভাপতিত্ব করেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার।

অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত অস্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করছে। করপোরেট করহার যেখানে সাড়ে ২৭ শতাংশ, সেখানে এই খাত দিচ্ছে মাত্র ১০-১২ শতাংশ। অথচ কর্মসংস্থানের ৮৫ শতাংশ হয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা এসএমই খাতে। বছরে নতুন ১৫ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে যুক্ত হলেও তাদের অর্ধেকই যথাযথ কাজ পাচ্ছেন না। বেশির ভাগ কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষি খাতে। তাই প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতে নতুন নতুন খাতকে সুবিধার আওতায় আনার পরামর্শ দেন তিনি।

ব্যাংকিং খাত নিয়ে বলা হয়, খেলাপি ঋণ সামনে এলেও ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির বিষয়টি সেভাবে আলোচনায় আসেনি। নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংকিং খাতে ১০ শতাংশ মূলধন থাকতে হয়। কিন্তু এটা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে। ২২ ব্যাংকে ৪৭ শতাংশ মূলধন ঘাটতি রয়েছে। তাই সংস্কারকে মনোযোগের কেন্দ্রে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'আমরা কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি মডেল দেখেছি। কারণ, আমরা প্রবৃদ্ধি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু এটা টেকসই করায় মনোযোগী ছিলাম না। তাই কোনো খাত আজীবন সুবিধা পাবে, সেটা হতে পারে না।'

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফআইসিসিআই) নির্বাহী পরিচালক টি আই এম নুরুল কবির বলেন, কয়েক বছর ধরে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না। এর প্রধান কারণ করকাঠামো নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিনিয়োগকারীরা ১০ বছরের একটি পরিকল্পনা করতে চায়। কিন্তু দেখা যায়, দুই বছরের মধ্যে নতুন নিয়ম চালু হয়ে গেছে।

পিআরআইয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেন, '২০১৯ সাল থেকে প্রবৃদ্ধি কমছিল। এটার পেছনে আন্তর্জাতিক ধাক্কার সঙ্গে আমাদের সৃষ্ট সমস্যাও ছিল। তাই সংস্কার এখন কোনো বিকল্প না, বরং প্রয়োজনীয়তা।' নয়তো দেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে যাবে বলে সতর্ক করেন তিনি।

মুক্ত আলোচনায় সংস্কারের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণের প্রতি জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইউরোপের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (এফটিএ) করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ১৮ মে ২০২৬

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ হতে দেব না

টাস্কফোর্স সভায় শিল্পমন্ত্রী

চামড়া শিল্প নগরীতে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের চামড়ার শিল্পের সম্ভাবনাকে গত কয়েক বছরে নষ্ট করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন, শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। চামড়া শিল্পে ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে অর্থ বিনিয়োগ করলে প্রচুর রিটার্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী। গতকাল রবিবার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, গবেষক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে চামড়া শিল্প খাতের উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে টাস্কফোর্সের ৯ম সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় ঈদের আগে চামড়া শিল্প নগরীতে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

সভায় আরও উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বেজা, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (রেপিড) এবং চামড়া শিল্পের মালিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাজারীবাগে যে ট্যানারি শিল্পকারখানাগুলো ছিল, সেটি কোনো কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ ছিল না, এটি সত্য। তবে এখান থেকে সাভারে সরানোর সময় যে প্ল্যান-পরিকল্পনার দরকার ছিল, সেটি সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। যথাযথ পরিকল্পনা না হওয়ায় চামড়া শোধনাগার হাজারীবাগ থেকে সরানোটা ফাংশনাল হয়নি। হাজারীবাগে যে পরিমাণ কারখানা ছিল, সেগুলোর বেশ কিছু সাভারে যায়নি।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা এখন যথাযথ মূল্যায়নও পাচ্ছি না; এর কারণ হলো কমপ্লায়েন্সের অভাব। আরেকটা বিষয় হলো– দেশে যে পরিমাণ চামড়া উৎপাদন হয়, তার মাত্র দশমিক ২৬ পার্সেন্ট মাত্র রপ্তানি হয়। এখানে রপ্তানি আরও অন্তত ২০ গুণ বাড়ানো সম্ভব। বাইরের দেশের একজন বায়ার ইচ্ছে থাকলেও 'নন কমপ্লায়েন্স' কোনো পণ্য কিনতে পারেন না। এক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষা করে শোধনাগার করাটা খুবই জরুরি।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমাদের যে সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি (সিইটিপি) রয়েছে, এটিকে পুরোপুরি ফাংশনাল করতে হবে। এক্ষেত্রে যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো রয়েছে, তা খুঁজে বের করে সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে সিইটিপিকে অধিক কার্যকর করতে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এখানে শতভাগ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ জন্য যা যা করার দরকার বর্তমান সরকার সবকিছু করতে প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, চামড়া খাত ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের সম্ভাবনাময় একটি খাত। এখানে অর্থ বিনিয়োগ করলে প্রচুর রিটার্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে কত মানুষের কর্মসংস্থান হবে, সেটি আমাদের বুঝতে হবে। একটি ৩০-৪০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। অথচ সেই কেন্দ্রে কর্মী খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে এই ট্যানারি শিল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে সেখানে অন্তত ৫০০ থেকে ১০০০ লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

সভায় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা জানান, ইউরোপীয় বায়াররা অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশে বনভূমি দখল করে চামড়া শোধনাগার করা হয়েছে, এ জন্য তারা বাংলাদেশ থেকে চামড়া কিনতে চান না। বাংলাদেশ থেকে এই মেসেজটি ক্লিয়ার করা উচিত। এক্ষেত্রে কারখানার পরিবেশ নিয়ে সরকারি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া রিসাইকেল সেক্টরে ইনটেনসিভের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তারা।

সভায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, গার্মেন্টস শিল্পের পর এই চামড়া শিল্প বাংলাদেশের জন্য একটি অধিক সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশকে ঠিক রেখেই এগিয়ে চলতে হবে। এত সম্ভবনাময় এই খাতকে, হাত ফসকে বের হয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

শিল্প নগরীর নিরাপত্তা বিষয়ে শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর ২০০ একর জমিতে কোনো বাউন্ডারি নেই। এখানে প্রায়ই চুরি-ছিনতাইয়ের অভিযোগ আসে। শিল্প অঞ্চলের নিরাপত্তা বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আর্ম ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীর দুই-একটা ইউনিটকে কাজে লাগাতে হবে। ঈদের আগে আরও কিছু বাড়তি টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। ওখানের ব্যবসায়ীরা চান নিরাপত্তা জোরাদার করা হোক। প্রয়োজনে তারা প্রশাসনের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতেও প্রস্তুত রয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার ॥ ১৬ মে ২০২৬ ॥

শ্রমবাজারে সুখবর নেই

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কা

সাড়া মিলছে না নতুন শ্রমবাজারেও

শর্তের বেড়াজালে আটকা মালয়েশিয়া

আবির আবদুল্লাহ

বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শনির দশা কাটছেই না। বিদেশে কর্মী প্রেরণ দিন দিন কমছে। নতুন শ্রমবাজারের খোঁজে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও পর্যাপ্ত সাড়া মিলছে না। দুই বছর ধরে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারও আটকে আছে নানা শর্তে। সর্বশেষ ভরসা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারও যুদ্ধের ধাক্কায় টালমাটাল। কয়েক বছরের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যে কর্মী পাঠানো উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শুধু সৌদি আরবের প্রতি ভরসা বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। সংকট উত্তরণে নতুন শ্রমবাজারের খোঁজে বেসরকারি খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৮৯ হাজার ৫৭৮ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অন্তত ৬৭ হাজার

২০২৩ সালে সর্বাধিক ১৩ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেলেও পরবর্তী দুই বছরে এ সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১০ লাখ ও ১১ লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে বিদেশে গেছেন দেড় লাখের অধিক কর্মী। ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ শুরুর পর গত আড়াই মাসে এ সংখ্যা ১ লাখে এসে ঠেকেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের মধ্যপ্রাচ্যনির্ভরতা স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে উপসাগরীয় শ্রমবাজারে ব্যাপক অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসকারী ২০ লাখ বাংলাদেশির জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এ ছাড়া সৌদি আরবের মেগা প্রকল্পগুলোতে যে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের আশা করা হচ্ছিল বিনিয়োগকারীদের আস্থার পতনের ফলে সেই সুযোগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে শ্রমবাজার প্রায় ৫০ শতাংশ নিচের দিকে নেমে এসেছে। শুধু সৌদি আরবের বাজারটিই কার্যকরভাবে খোলা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ কর্মীর বিশাল সাপ্লাই চেইন বর্তমানে সৌদি আরবের বাজারের ওপর নির্ভর করে চলছে। আগে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার বা মালয়েশিয়ার মতো বাজারগুলো নিয়মিত সচল ছিল। যদি বাজার খোলার প্রক্রিয়া এক বা দুই বছর পিছিয়ে যায়, তবে বিদেশ থেকে কর্মী ফেরত আসার হার বেড়ে যাবে, যা দেশের একমাত্র লাইফলাইন রেমিট্যান্সে বড় প্রভাব ফেলবে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। বিগত কয়েক মাসে অন্তত ১৭টি দেশে এমওইউ পাঠিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এসব দেশের মধ্যে সার্বিয়া, রোমানিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া, মাল্টা, পর্তুগাল, স্পেন, মরিশাস, লেবানন, থাইল্যান্ড, ওমান, অস্ট্রিয়া, আলবেনিয়া, কম্বোডিয়াসহ ইউরোপের আরও বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে। তবে দেশগুলো থেকে মিলছে না পর্যাপ্ত সাড়া। অনেক দেশের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি থাকলেও ডিমান্ড লেটার পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য বাংলাদেশি কর্মীদের প্রতি অনাস্থাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সময়ের আলো
রোববার। ১৭ মে ২০২৬

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

নারী উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবিত নীতিগুলো শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সেগুলোর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে বলে মনে করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, দেশে ডি-ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের প্রভাব এবং আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার বিষয়টি এখন উদ্বেগজনক বাস্তবতা। শনিবার রাজধানীর গুলশানের হোটেল লেকশোরে অনুষ্ঠিত 'এক্সেলেরাটিং ওমেনস এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ : রেকমেন্ডেশন রিপোর্ট শেয়ারিং ফর ন্যাশনাল বাজেট ২০২৬-২৭' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। উইমেন এন্টারপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে নারী উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়ন, ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রাক-বাজেট আলোচনা সভার আয়োজন করে। ড. তিতুমীর বলেন; অতীতেও বাংলাদেশ এমন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করেছে। সেসময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংকটকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে কৃষকদের ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার নারীবান্ধব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় এবং নারীর অগ্রগতির মাধ্যমেই উন্নয়নকে মূল্যায়ন করছে। এ লক্ষ্যেই সার্বজনীন ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ড চালু করা হয়েছে, যা বিশ্বে একটি নতুন উদ্যোগ বলে দাবি করেন তিনি। নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সহজ লাইসেন্সিং ব্যবস্থা ও সহজ শর্তে এসএমই ঋণ প্রদানের জন্য সরকার নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করবে বলেও জানান অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পই বাংলাদেশের প্রাণ। এ খাতের সাফল্য মানেই বাংলাদেশের সাফল্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওয়েবের প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আউয়াল। তিনি বলেন, উদ্যোক্তা হওয়ার প্রধান শর্তই হলো পুঁজি। অথচ নারী উদ্যোক্তাদের বড় বাধাগুলোর একটি হচ্ছে অর্থ সংকট। ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক নারী উদ্যোক্তা নিজেদের পরিকল্পনা বা প্রয়োজন স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন না।

শ্রমবাজারে সুখবর

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের পর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মালয়েশিয়াও দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ১০ শর্তে বাংলাদেশের জন্য শ্রমবাজার খোলার ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকার। শর্তে সীমিতসংখ্যক এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হয়। এতে কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা থেকে যায়। ফলে বাংলাদেশ সরকার সব এজেন্সির জন্য বাজার উন্মুক্ত করার দাবি জানায়। দুই দেশের শর্তের বেড়াজালে আটকে আছে দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ এই শ্রমবাজার। তবে গত মাসে শ্রমবাজারটি খুলতে মালয়েশিয়া সফর করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। শ্রমবাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মালয়েশিয়ার বাজার নিয়ে নানা জটিলতা ও শর্ত থাকলেও মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মী পাঠানো। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে কর্মীদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে লোক পাঠানোর প্রক্রিয়া সচল করা উচিত। বর্তমান সরকার মালয়েশিয়ার বাজারটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং এ বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার এখন অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। বাংলাদেশ পরিকল্পনা করতে দেরি করলে নেপাল বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলো সেই সুযোগ লুফে নেয়। বিগত সময়ে বাজার খোলার সিদ্ধান্তে দেরি হওয়ায় হোটেল ও রেস্টুরেন্ট সেক্টরে নেপালি কর্মীরা জায়গা করে নিয়েছিল। বর্তমান সরকার ইউরোপে নতুন বাজার খোঁজার চেষ্টা করছে। তবে সেখানে ভাষাগত দক্ষতা এবং সার্টিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তার কারণে এটি বেশ সময়সাপেক্ষ বিষয়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি। কারণ সাপ্লাই চেইন মূলত এখান থেকেই আসে। তিনি আরও বলেন, প্রায় দেড় বছর ধরে এই সেক্টরে প্রশাসক নিয়োগ করা আছে, যার ফলে বেসরকারি খাতের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নেই। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গেও বাজার খোলার বিষয়ে বেসরকারি খাতের তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। সরকারের উচিত নীতি নির্ধারণ এবং লেবার রাইটস (শ্রমিক অধিকার) রক্ষা করা, বাজার খোলার দায়িত্ব বেসরকারি খাতকে দেওয়া উচিত। তবে দেশের স্বার্থে যে মাধ্যমেই হোক না কেন, বিদেশগামী কর্মীদের প্রবাহ সচল রাখা প্রয়োজন। কর্মী পাঠানোর স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, যাতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৫ মে ২০২৬

কম দামে পোশাক বিক্রি সত্ত্বেও বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে কম দামে পোশাক বিক্রি করেও প্রত্যাশিত অর্ডার পাচ্ছে না বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যছাড় দিয়েও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যাচ্ছে না। বরং একদিকে যেমন পোশাকের ইউনিট মূল্য কমছে, অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ২৮৯ কোটি ইউরো, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫৭ কোটি ইউরো থেকে ১৯.২৬ শতাংশ কম।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই পতনের পেছনে শুধু অর্ডার কমে যাওয়া নয়, বরং কম দামে পণ্য বিক্রির প্রবণতাও বড় ভূমিকা রেখেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ইউনিট মূল্য কমেছে ৯.১৩ শতাংশ। একই সঙ্গে রপ্তানি ভলিউমও কমেছে ১১.১৪ শতাংশ। অর্থাৎ কম দামে পোশাক বিক্রি করেও বাজারে চাহিদা বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ নেতা মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের সবচেয়ে বড় চাপ হচ্ছে মূল্য কমানো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উৎপাদন ব্যয় কমছে না। গ্যাস, বিদ্যুৎ, ব্যাংক সুদ ও শ্রম ব্যয় বেড়েছে। ফলে কম দামে রপ্তানি করতে গিয়ে কারখানাগুলোর মুনাফা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'অনেক ক্রেতা এখন ছোট ছোট অর্ডার দিচ্ছে এবং মূল্য নিয়ে আগের চেয়ে বেশি দর-কষাকষি করছে। এতে বাজার ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

শুধু দুই মাসের সামগ্রিক চিত্রই নয়, মাসভিত্তিক হিসাবেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি মূল্য কমেছে ১২.৩৯ শতাংশ। একই সময়ে রপ্তানি ভলিউম কমেছে ৩.৩০ শতাংশ এবং ইউনিট মূল্য কমেছে ৯.৩৯ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডিসকাউন্ট দিয়েও অর্ডার নেই—এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে অনেক কারখানা। বিশেষ করে বেসিক পণ্য যেমন টি-শার্ট, ট্রাউজার ও সোয়েটারের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের দর-কষাকষি বেড়েছে। এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও রপ্তানি মূল্য কমে যাওয়ায় মুনাফা সংকুচিত হচ্ছে।

নিট পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিকেএমইএর এক নেতা বলেন, 'নিটওয়্যার খাতে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ইউনিট প্রাইস কমে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ কম দামে অর্ডার নিতে হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা দুর্বল থাকায় সেই ছাড় দিয়েও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্ডার মিলছে না।'

বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো এখনো তুলনামূলক কম দামের বেসিক পোশাকের ওপর বেশি নির্ভরশীল। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য চাপ তৈরি হলে দেশের রপ্তানি আয় দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ভিয়েতনাম বা চীনের মতো দেশ উচ্চমূল্যের ফ্যাশন পণ্য, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ও ম্যান-মেইড ফাইবারভিত্তিক পণ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তারা তুলনামূলকভাবে চাপ সামাল দিতে পারছে।

তথ্য অনুযায়ী, চীন ইইউতে ৪২০ কোটি ইউরোর পোশাক রপ্তানি করেছে। দেশটির রপ্তানি মূল্য ৪.০১ শতাংশ কমলেও রপ্তানি ভলিউম ১.৩৪ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ কম দামে হলেও চীন বাজারে সরবরাহ বাড়াতে পেরেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে মূল্য ও ভলিউম দুই সূচকেই পতন দেখা গেছে।

THE BUSINESS STANDARD
TUESDAY 19.05.2026

As legal migration to Malaysia stalls, desperateBangladeshis turn to deadly sea routes

FEATURE

SPONDON TAHSAN

Ten days into the journey, crammed with more than 250 people inside a fishing trawler built for 20, Rafiqul Alam (pseudonym) was told to make wudhu and ask God for forgiveness. A storm was approaching, and the men steering the boat said they might never reach land.

"The waves were unlike anything I'd ever seen before," Alam recalled. "They were taller than two-storey buildings. I saw one coming straight at the trawler. If it had hit us head-on, I wouldn't be talking to you right now."

Two weeks earlier, Alam had left his village with the promise of work in Malaysia. The legal route was shut, but he had spent years saving money from his job at a tea stall, hoping to move abroad someday.

Raised by a single parent and living hand to mouth for most of his life, the 24-year-old said he did not hesitate when a middleman offered him a route to Malaysia for Tk2 lakh — no passport, visa or official paperwork required. There was only one condition: the journey would be by sea.

Perilous waters

"They picked us up from Chattogram's Sat Rastar Mor and took us to a place by a river — I don't know which river it was," said Mahmud Riaz (pseudonym), Alam's cousin, who travelled using the same route to Malaysia.

"We were told a ship would take us. Instead, it was a fishing trawler.

More than 250 people were packed inside like cattle. We didn't even have space to sit," he told TBS.

Before boarding, the passengers said traffickers confiscated the dry food many had brought along for the journey.

"We got one cup of water a day and dry instant noodles," Alam said. "Even to urinate, we had to wait an entire day. If anyone complained, they would beat us."

According to the survivors, at least five passengers were beaten to death during the journey. Several others, weakened by starvation and dehydration, died on the boat and were thrown into the sea.

"I remember a boy from Satkhira who had epilepsy," Alam recalled. "He kept having seizures during the journey. Later, they threw him into the sea while he was still alive."

After the storm, there was hardly any water left. That was when the traffickers began abandoning people at sea one by one to conserve water.

"They sometimes fired bullets — probably to scare us, or to scare off other gangs at sea," said Alam.

Survivors described a sprawling network involving Bangladeshi brokers, Rohingya intermediaries, and handlers they believed were Burmese operating along parts of the Thailand-Malaysia corridor.

Into the jungle

After 17 days at sea, the migrants reached the Thai coast. From there, traffickers transferred them onto smaller speedboats and moved them deep into the surrounding hill forests near the border, according to survivors.

By then, the journey had already claimed several lives.

In the forests, the migrants discovered they were not alone.

"When we got there, I saw hundreds of people," said Mohammad Aziz (pseudonym), another survivor who later returned to Bangladesh. "That's when I realised what kind of place we had come to."

According to Aziz, hundreds of Bangladeshis were being held in makeshift jungle camps while traffickers demanded additional payments from their families back home. Those whose payments had not arrived were often forced to work inside the camps.

The men overseeing the camps, Aziz said, appeared to be part of a larger cross-border network involving actors from multiple countries along the Thailand-Malaysia route.

"They would choose people from among us and make them responsible for controlling others," Aziz said. "If someone's family could not send money, they were made to work there."

The migrants then began walking through the jungle toward the Malaysian border. But during the journey, Thai authorities raided one of the camps.

"People started running in every direction," Aziz recalled. "One moment there were hundreds of people there. The next, nobody was left."

Aziz escaped into the forest with a small group of Bangladeshis. In the chaos, he lost contact with Alam and several others from their village.

Alam and Riaz were later caught by people living inside the forest before traffickers brought them back and resumed the journey toward Malaysia.

"Once we reached Thailand, they stopped providing us with food. We were told to eat whatever we found in the jungle," said Alam. "We did not understand their language, nor did they understand ours. They communicated with us through intermediaries — the stranded people they put to work."

There, Alam and the others survived on wild fruits they found in the jungle, eating them raw.

To cross the border, the migrants said they were taken through a narrow underground tunnel used by traffickers to move people into Malaysia.

"We had to walk bent over the entire time," Aziz said. "There was a strong smell of bats inside. We could barely breathe."

The Malaysian dream

Back in their villages, Malaysia has long carried the promise of escape.

The men who returned from abroad built concrete houses, bought land and became figures of status in their communities. For young men like Alam, migration did not feel like a gamble so much as the only visible route out of poverty.

"If someone came back from abroad, people respected him," said Mohammad Aziz. "Everybody wanted that life."

The traffickers understood that aspiration well.

By the time the migrants finally crossed into Malaysia after weeks at sea and through the Thai jungles, most had already exhausted their families' savings. Many arrived without passports, permits or any legal identity — conditions that made them easy to exploit.

According to the survivors, employers often withheld wages or paid them far below what had been promised, knowing undocumented workers had little ability to seek legal protection.

"What could we do?" Aziz said. "We had no papers. They paid us around 800 ringgit a month. I used to earn nearly Tk30,000 in Bangladesh. Why struggle so far away from home for less money than I could earn while staying with my family?"

Aziz returned to Bangladesh within a year.

Before he could legalise his status, he said Malaysian authorities detained him during a raid. He was later issued a temporary travel pass and deported.

Now back in Jashore, Aziz drives a local transport vehicle for a living.

"I'm happier now than when I was there," he said. "I earn enough to survive. But at least I'm with my family. Alhamdulillah."

The others did not return.

Alam eventually managed to legalise his status and still works in Malaysia nearly a decade later. He said he has since saved enough money to buy a small plot of land in Jashore.

Mahmud Riaz, however, remains undocumented.

According to him, he still works alongside Rohingya refugees and other undocumented migrants, moving between temporary jobs while avoiding immigration crackdowns. Nearly nine years after leaving Bangladesh, he says he hopes to return home this year.

Jalal Ahmed, a Dhaka-based migration agent who works with Malaysian visas, said irregular migration routes tend to become active whenever formal labour migration stalls. He said the legal process for going to Malaysia was effectively closed both in 2017 — when the three men left Bangladesh — and again in 2024.

DHAKA THURSDAY MAY 7, 2026
BAISHAKH 24, 1433 BS
The Daily Star

Bangladesh should move up the global value chain: ADB

SOHEL PARVEZ, *from Samarkand* *and* **REFAYET ULLAH MIRDHA** *in Dhaka*

Bangladesh needs to move up the global value chain (GVC), with fresh policy measures aiming to support this by promoting diversification and higher value-added activities, according to a new Asian Development Bank (ADB) study.

The study on GVCs, growth, and inequality was released yesterday.

From a trade and GVC perspective, Bangladesh has become heavily dependent on readymade garment (RMG) exports, with apparel making up over 80 percent of total exports, while the share of textiles has declined.

The country's participation in the textiles and textile products GVC is also concentrated in low-value downstream work, mainly assembling and finishing imported materials.

According to ADB data, compared with other major textile exporters in developing Asia and the Pacific, Bangladesh has a relatively low ratio of forward to backward GVC linkages.

This shows a strong dependence on imported fabrics, yarns, dyes and other inputs, with limited involvement in higher-value stages of production.

Strong specialisation in textiles and textile products has helped Bangladesh absorb labour and boost exports, but it has also limited structural upgrading. As a result, the country has joined GVCs but has not moved up within them.

This is reflected in weak forward linkages and limited knowledge transfer from global lead firms, which restrict improvements in processes, products and functions.

GVC participation rates are also below the global average, showing less integration across different stages of production compared with peer exporters.

In addition, the industrial base outside textiles and textile products remains narrow, limiting value-added diversification and the development of local suppliers.

The report also said Bangladesh faces challenges in its GVC participation. Although exports and production in the RMG sector continue to grow, this expansion is not translating into stronger employment growth.

Wages have also started to rise since Bangladesh was reclassified as a lower-middle-income country in 2015. This has raised concerns about a possible "middle-income trap," where economies struggle to move from middle- to high-income status.

Preferential market access, such as the European Union's Everything but Arms (EBA) scheme, has supported the growth and integration of the RMG sector. However, recent changes in rules of origin are limiting opportunities to upgrade in certain product areas, including knitwear.

P T O

Bangladesh should move

FROM PAGE B1

Participation in GVCs, especially in the apparel sector, has been central to Bangladesh's export-led growth. It has also supported inclusive development by creating jobs -- particularly for women -- and reducing poverty.

The sector now accounts for most export earnings and employs around 4.5 million people, more than half of them women. Despite this progress, concerns remain about continued reliance on low wages and poor working conditions.

Efforts have been made to improve safety and sustainability in the industry, including the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh and the Alliance for Bangladesh Worker Safety.

These were introduced after the Rana Plaza collapse in 2013, which killed more than 1,100 people in a building housing five garment factories. However, the report said these efforts are still not complete.

"Bangladesh has done very well in garments, but that is a very labour-intensive activity with little upgrading to higher value-added work," said ADB Chief Economist Albert Park, speaking at a media briefing on the sidelines of the 59th Annual Meeting of the Board of Governors of ADB in Samarkand, Uzbekistan, which concluded yesterday.

He added that Bangladesh should look for opportunities to move up within GVCs.

"And also, for Bangladesh, there is such a concentration in this one export sector that it is very risky for the economy if something unexpected occurs that really affects that sector, as we have seen in the past," Park said.

He added that Bangladesh should diversify into other sectors and allow easier import of inputs without tariffs.

"The same kind of treatment that readymade garments get should be extended to other sectors to expand opportunities," he said. "And meanwhile, really think about opportunities to upgrade."

Neil Foster-McGregor, principal economist at ADB, presenting the main findings of the report, said production processes are becoming increasingly capital-intensive.

He added that geopolitics and rising sustainability demands will reshape GVCs.

He said future competitiveness will depend on resilience, sustainability and firm capabilities, not just low labour costs.

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • May 22, 2026

Hundreds of factories yet to pay salaries of April, bonuses

Industrial Police fear some may fail to clear dues ahead of Eid-ul-Azha

FE REPORT

Concerns are mounting over delayed wage payments in hundreds of factories across Bangladesh ahead of Eid-ul-Azha, raising fears of labour unrest in key industrial belts.

Industrial Police officials warned that some factories may struggle to pay April wages and festival allowances on time, particularly in the garment and textile sectors.

Authorities have urged factory owners and trade bodies to take immediate steps to ensure timely payments and prevent disruptions in industrial areas during the holiday period.

About 9.15 per cent, or 937 factories, under the jurisdiction of the Industrial Police (IP) in eight industrial zones across the country, particularly in Ashulia, Gazipur, Narayanganj, Chattogram and Sylhet, had yet to pay April wages as of Thursday.

A total of 10,238 factories are operating under its jurisdiction across eight industrial zones -- Ashulia, Gazipur, Chattogram, Narayanganj, Mymensingh, Khulna, Cumilla and Sylhet -- excluding Dhaka Metropolitan City.

Of these, 937 factories -- including 325 textile and ready-made garment (RMG) units and 612 non-RMG units -- had not paid April wages until Thursday, IP data showed.

The highest non-payment rate was recorded in Narayanganj at 19.59 per cent, followed by 15.70 per cent in Mymensingh, 12.52 per cent in Gazipur and 6.39 per cent in Ashulia.

At a meeting with trade bodies, including BGMEA, BKMEA, BTMA and BEPZA, on Wednesday, Additional Inspector General of Industrial Police Gazi Jasim sought their cooperation and urged factory owners to clear workers' salaries and bonuses before the Eid-ul-Azha holidays begin.

He expressed concern that some factories may fail to pay wages and festival allowances ahead of Eid and requested owners of those units to hold urgent discussions with leaders of different organisations and government agencies to ensure timely payment of wages, festival bonuses and leave.

He also urged factory owners not to lay off workers before Eid.

Mr Jasim further directed Industrial Police unit heads to take necessary measures to prevent workers from causing public suffering by blocking roads and highways over salary and bonus demands, and to ensure proper implementation of government instructions in this regard.

BGMEA Vice-President Rezwan Selim said the government needs to maintain special monitoring of subcontracting factories, adding that the trade body would also supervise them.

BKMEA Director Md Belayet Hossain Ripon alleged that it is impossible to run factories smoothly unless "vested quarters" among labour leaders are controlled.

He also requested stronger police patrols in industrial areas at night.

According to Industrial Police data, more than 10 per cent, or 186 factories, out of 1,790 units listed with the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), 77 factories or 10.88 per cent out of 708 units registered with the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), and 58 member mills out of 382 under the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) had yet to pay April wages as of Thursday.

The data also showed that four factories under the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) and three jute mills had not paid April wages by Thursday.

Munni_fe@yahoo.com

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ২১ মে ২০২৬

তৈরি পোশাকের মূল্য সংযোজনে কঠিন শর্ত আরোপ হচ্ছে

■ মেসবাহুল হক

তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিতে কাঁচামাল আমদানিনির্ভর মূল্য সংযোজনের শর্ত কঠোর করার উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বর্তমানে কাঁচামাল আমদানি করে শিশুদের পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ভ্যালু এডিশন বা মূল্য সংযোজনের শর্ত রয়েছে। নতুন আমদানি নীতি আদেশে যা বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে কটন ও ম্যান-মেইড ফাইবার দিয়ে তৈরি সব ধরনের নিট ও ওভেন পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রণীত 'আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯'-এর খসড়ায় এসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে। খসড়া নীতি চূড়ান্ত করতে আজ বৃহস্পতিবার স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির। নতুন নীতি কার্যকর হলে তা ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। খসড়া নীতিতে 'নিট ফেব্রিক্স আমদানি করা যাবে না'– এমন প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন নিটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তারা।

বর্তমান আমদানি নীতিতে নিট, ওভেন ও শিশু পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পণ্য রপ্তানিতে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নতুন নীতিতে অন্তর্বাস ও সিনথেটিক পণ্য, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ এবং ফার্নিচার রপ্তানির ক্ষেত্রেও ন্যূনতম ভ্যালু এডিশনের শর্ত আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন বলতে বোঝায়, তৈরি পণ্যের মোট মূল্যের কতটুকু বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়, তার হার।

খসড়া অনুযায়ী, অন্তর্বাস ও অন্যান্য সিনথেটিক ফাইবারের বিশেষায়িত পোশাক রপ্তানিতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য এবং নন-লেদার জুতা রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ, জাহাজ রপ্তানিতে ৪০ শতাংশ এবং কাঠের তৈরি ফার্নিচার রপ্তানিতে ৫০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের শর্ত থাকতে পারে।

এ বিষয়ে পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, কিছু নিটওয়্যার রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সম্ভব হলেও বর্তমানে ওভেন পোশাকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। শিশু পোশাক এবং অন্তর্বাস ও সিনথেটিক পণ্যে প্রস্তাবিত মূল্য সংযোজন হার কারখানা ও ব্র্যান্ডভেদে অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

নিট ফেব্রিক্স আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাবের সমালোচনা করে মাহমুদ হাসান খান বলেন, দেশে উৎপাদিত হয় না– এমন নিট ফেব্রিক্স আমদানির সুযোগ রাখতে হবে। তা না হলে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, উচ্চ মূল্যের নিট পোশাকের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সম্ভব নয়। এ ধরনের ফেব্রিক্সের একটা বড় অংশ এখনও আমদানিনির্ভর। এ অবস্থায় নিট ফেব্রিক্স আমদানি বন্ধ করা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া নিট ফেব্রিক্স আমদানি বন্ধ করতে হলে ডাইং খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে গ্যাস সংকট রয়েছে এবং বিনিয়োগের পরিবেশও অনুকূলে নয়। ফলে উচ্চমূল্যের নিটওয়্যার রপ্তানির মাধ্যমে পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হলে নিট ফেব্রিক্স আমদানির সুযোগ রাখতে হবে।

নতুন আমদানি নীতির খসড়া

আরও যা আছে

খসড়া নীতিতে পাঁচ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি, মোটরকার, প্যাসেঞ্জার কার ও ট্রাক আমদানির নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়েছে। তবে সর্বোচ্চ ১০ বছরের পুরোনো বৈদ্যুতিক যানবাহন আমদানির সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ ছাড়া আগের বছরের রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে আমদানির সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক, ওভেন ও শিশু পোশাক খাতে আগের বছরের রপ্তানি মূল্যের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানির সুযোগ রয়েছে। এটি অপরিবর্তিত রাখা হলেও ম্যান-মেইড ফাইবার, অন্তর্বাস ও সিনথেটিক ফাইবার পণ্যের ক্ষেত্রে এ সীমা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জুতা ও চামড়াজাত পণ্য এবং নন-লেদার জুতার ক্ষেত্রে আগের বছরের রপ্তানি মূল্যের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানির সুযোগ রাখার প্রস্তাব রয়েছে। জাহাজ শিল্পে রপ্তানি এলসির ৬০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানির সুযোগ রাখার কথাও বলা হয়েছে। কাঠের ফার্নিচারের ক্ষেত্রে আগের বছরের আমদানির তুলনায় ৪০ শতাংশ, ফেব্রিক্স ফার্নিচারের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ এবং যন্ত্রাংশভিত্তিক ফার্নিচারের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানির সুযোগ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খসড়া আমদানি নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য আমদানির সুযোগের বিষয়টি সার্টিফিকেট অব অরিজিনের আওতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান নীতিতে ইসরায়েলি পণ্য আমদানিতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও নতুন খসড়ায় তা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল থেকে বা সেখানে উৎপাদিত কোনো পণ্য আমদানি করা যাবে না। একই সঙ্গে ইসরায়েলের পতাকাবাহী জাহাজেও কোনো পণ্য আনা যাবে না।

সংবাদ
ঢাকা-: রোববার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 24 May 2026

শিল্প সংকটে থাকলে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান টেকসই হবে না: শিল্পমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, 'টেক্সটাইল শিল্পকে টেকসই করতে হলে আগে শিল্পখাতকেই প্রতিযোগিতাসক্ষম ও আধুনিক করতে হবে। শিল্প যদি সংকটে থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানও টেকসই হবে না।' গতকাল রাজধানীর ফার্মগেটে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রোমোশন সেন্টারে 'কর্মসংস্থানে টেকসই উত্তরণ: টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি ও পথচলা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'সরকার নতুন করে সরকারি মালিকানায় কোনো মিল স্থাপন বা পরিচালনার পরিকল্পনা করছে না। সরকার নীতিসহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে কাজ করবে।' বিদ্যমান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর কারিকুলাম সময়োপযোগী করা এবং প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

তিনি বলেন, 'টেক্সটাইল শিক্ষার মানোন্নয়নে বিটিএমএ ও সক্ষম বেসরকারি মিলগুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এতে শিক্ষকের ঘাটতি কমবে, প্রযুক্তিগত আপগ্রেডেশন বাড়বে এবং শিক্ষার্থীরা বাস্তব শিল্প অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয়, কস্ট অব ফান্ড এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা টেক্সটাইল খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি ম্যানমেইড ফাইবার, নতুন পণ্য উন্নয়ন এবং ভ্যালু চেইনে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে খাতটিকে আরও প্রতিযোগিতাসক্ষম করা হবে।'

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান। কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্বাসউদ্দীন শায়ক। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্লু প্লানেটের নির্বাহী পরিচালক কাজী মাসুম রাশেদ এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল।

এছাড়া, বুয়েটের প্রফেসর ড. আব্দুস শহীদ, গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থী রনি গাজী, সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের সাবেক শিক্ষার্থী মো. কবির বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, বস্ত্র খাতের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং টেক্সটাইল খাতের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সংবাদ

ঢাকা : রোববার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 24 May 2026

e-mail : sangbadec

বন্ধ কারখানা চালু করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সহায়তা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা বন্ধ কারখানাগুলো পুনঃঅর্থায়ন ও পুনরায় চালুর কাজে ব্যবহার করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে ১৯ হাজার কোটি টাকা দেবে বলে জানিয়েছেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। গতকাল ঢাকার মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি আরও বলেন, 'গ্রাহক পর্যায়ে বড় শিল্পের ঋণের সুদের হার হবে ৭ শতাংশ। তবে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে সুদের হার কিছুটা বেশি হতে পারে। এই তহবিল থেকে বৃহৎ শিল্প, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) এবং কৃষিখাতে বরাদ্দ দেওয়া হবে। এই প্যাকেজের মাধ্যমে ২৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, এ প্যাকেজের মাধ্যমে বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর পাশাপাশি নতুন উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি হবে, সারা দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, সবুজ বিনিয়োগ ও প্রকল্প সম্প্রসারিত হবে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে এবং সৃজনশীল অর্থনীতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান একসময় সচল ছিল কিন্তু কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের অস্থিরতার কারণে সংকটে পড়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠান এই সুবিধার আওতায় আসবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বাজারচাহিদা ও নিশ্চিত ক্রয়াদেশ রয়েছে, তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন ও ব্যাংকের কাছ থেকে, বন্ধ এবং আংশিক চালু

এর মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা বন্ধ কারখানাগুলো পুনঃঅর্থায়ন ও পুনরায় চালুর কাজে ব্যবহার করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে ১৯ হাজার কোটি টাকা দেবে বলে জানিয়েছেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

কারখানার তথ্য সংগ্রহ করেছে। কর্মকর্তারা জানান, এ পর্যন্ত এক হাজার ২০০টির বেশি শিল্প ইউনিট চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে বড় ঋণগ্রহীতাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ: বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ৬০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজের মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় দেওয়া হবে। বাকি ১৯ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের মধ্যে রয়েছে বন্ধ শিল্প ও সেবা খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা এবং সিএমএসএমই (কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ) খাতে ৫ হাজার কোটি টাকা থাকছে। সেই সঙ্গে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ১০ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানি বহুমুখীকরণে ৩ হাজার কোটি টাকা এবং উত্তরবঙ্গকে কৃষি হাব গড়ে তুলতে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব সহায়তা তহবিলের মধ্যে রয়েছে- প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্সে ৫ হাজার কোটি টাকা, কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে ২ হাজার কোটি টাকা, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে ১ হাজার কোটি টাকা, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ১ হাজার কোটি টাকা, হিমায়িত মাছ ও মাছ রপ্তানিতে ২ হাজার কোটি টাকা, পরিবেশবান্ধব বা গ্রিন বিনিয়োগে ১ হাজার কোটি টাকা, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা, স্টার্টআপে ৫০০ কোটি টাকা এবং সৃজনশীল অর্থনীতি বা ক্রিয়েটিভ ইকোনমিতে ৫০০ কোটি টাকা।

গভর্নর জানান, ক্রিয়েটিভ ইকোনমির জন্য দেওয়া ৫০০ কোটি টাকা করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল থেকে অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। এটি ঋণ নয়।

২৫ লাখের বেশি কর্মসংস্থান: বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এ তহবিল পুরোপুরি কার্যকর হলে ২৫ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে শিল্পকারখানা পুনরায় চালু, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার কোটি থেকে প্রায় এক লাখ মানুষের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলেও আশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হবে। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ দেওয়া হবে আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের মাধ্যমে। এতে আনসার ও ভিডিপির লাখো সদস্য উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়।

সুদের হার কত হবে: গভর্নর বলেন, পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে বাংলাদেশ ব্যাংক ৪ শতাংশ সুদে অর্থ দেবে। ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ স্প্রেড রাখতে পারবে। ফলে বড় ঋণগ্রহীতারা ৭ শতাংশ সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন। তবে ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেশি হওয়ায় সুদের হার কিছুটা বেশি হতে পারে।

বিশেষ করে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ছোট ঋণগুলোর ক্ষেত্রে এ হার তুলনামূলক বেশি হতে পারে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আশা, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বন্ধ শিল্পকারখানা আবার চালু হবে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়বে, গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি ফিরে আসবে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১ মে ২০২৬, ১৮

বজ্রপাতে দুই জেলায় তিনজনের মৃত্যু

প্রথম আলো ডেস্ক

বজ্রপাতে দুই জেলায় তিনজন মারা গেছেন। নিখোঁজ রয়েছেন একজন। গত বুধবার দুপুর থেকে রাত ১১টার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও সংবাদদাতারা এসব খবর জানিয়েছেন।

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়ায় বজ্রপাতে সুমন হোসেন মোল্লা (২৮) নামের এক যুবক মারা গেছেন। তিনি দক্ষিণ একসরা গ্রামের বাসিন্দা ও মৎস্যঘেরের মালিক।

সুমনের মা জয়নব জানান, রাতে খাওয়া শেষে সুমন বিলে নিজের মৎস্যঘেরে যান। রাতে সেখানে ছিলেন। রাত ১১টার পর থেমে থেমে বৃষ্টি ও কয়েক দফা বজ্রপাত হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে আবদুল জলিল নামের এক ব্যক্তি কাঁকড়া কিনতে গিয়ে সুমনকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু সাড়া না পেয়ে বাসার ভেতরে গিয়ে দেখেন সুমন মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় পৃথক ঘটনায় বজ্রপাতে আয়েশা আক্তার (৫০) ও স্বাধীন তালুকদার (২২) মারা গেছেন। বুধবার দুপুরে ঝড়বৃষ্টির সময় মাঠে হাঁস আনতে গিয়ে আয়েশা আক্তার আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রায় একই সময়ে গরু আনতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া স্বাধীন তালুকদারের মরদেহ বুধবার রাতে মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া উপজেলার জানখালী গ্রামের মোহাম্মদ হাসান (২৫) বলেশ্বর নদে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন।

গত ১৮ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশে বজ্রপাতে অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১ মে ২০২৬

ডেমরায় কালি তৈরির কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ডেমরার আমুলিয়ায় কালি তৈরির একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গতকাল বেলা ১১টা ৩৮ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারের সদস্যসহ তিনজন দগ্ধ হন। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালেদ বলেন, খবর পেয়ে ১১টা ৫৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট গিয়ে কাজ শুরু করে। আগুন লাগা কারখানাটি টিনশেডের। শুরুতে চারটি ইউনিট, পর্যায়ক্রমে যোগ দেয় আটটি ইউনিট। দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের কারণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। দগ্ধরা হলেন– ফায়ার ফাইটার নাঈম হোসাইন (২৮), শ্রমিক সুজন (২২) ও বাবু (২৪)।

যুগান্তর | শুক্রবার ১ মে ২০২৬
E-mail : sportsjuga

চাটমোহরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল কলেজ শিক্ষকের

তিন জেলায় আরও ৩ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার চাটমোহরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কলেজ শিক্ষক মারা গেছেন। এ ছাড়া তিন জেলায় নিহত হয়েছেন তিনজন। তাদের মধ্যে নীলফামারীতে মোটরসাইকেল আরোহী, বগুড়ার নন্দীগ্রামে অটোভ্যানচালক ও ময়মনসিংহের ভালুকায় শ্রমিক রয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহর-পাবনা সড়কের ফায়ার স্টেশনের সামনে বুধবার সকালে মাইক্রোবাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে আহত হন কলেজ শিক্ষক হুমায়ুন কবির মুক্তা। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মারা যান। তিনি পাশের ভাঙ্গুড়া উপজেলার পাথরঘাটা এলাকার আকবর হোসেনের ছেলে ও সরকারি হাজী জামাল উদ্দিন ডিগ্রি অনার্স কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় অটোরিকশার অন্য যাত্রীরাও আহত হন।

নীলফামারী : নীলফামারী সদর উপজেলার পলাশবাড়ী এলাকায় পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক আমিন নিহত হয়েছেন। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বগুড়া : নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহত হাশেম আলী নন্দীগ্রাম পৌরসভার কালিকাপুর সড়কপাড়ার ইয়াজ আলীর ছেলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মো. শিহাব মিয়া নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। উপজেলার বিরুনীয়া ইউনিয়নের পোয়ারী মুক্তিরবাজার এলাকায় ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব পোয়ারী গ্রামের প্রবাসী আলম মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার কাঠালী এলাকায় বাটারফ্লাই কারখানায় জুনিয়র টেকনেশিয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ১ মে ২০২৬
১৮ বৈশাখ ১৪৩৩

কামরাঙ্গীচরে কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর কামরাঙ্গীচরে কারখানায় কাজ করার সময়ে বোর্ডের আঘাতে এক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। তার নাম মো. মিরাজ মিয়া। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর রাত ১০টা ৪০ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, লাশ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

সিটি প্লাইউড কারখানার সুপারভাইজার মো. আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন, কামরাঙ্গীচর থানার পশ্চিম পাশে ওই কারখানায় কাজ করত শ্রমিক মিরাজ। সেখানে মেশিনে কাজ করছিল সে। তখন মেশিন থেকে বোর্ড বের হওয়ার সময়ে আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার আমুয়া গ্রামের শাহজাহান এর ছেলে মৃত মিরাজ। কারখানার মেঝে থাকত।

সংবাদ
শুক্রবার ১৮ বৈশাখ ১৪৩
: Friday 1 May 2026

কাঠালিয়ায় ট্রলি দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝালকাঠি

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় বালুবোঝাই ট্রলি দুর্ঘটনায় চালক মো. জাহিদুল ইসলামের মৃত্যু ঘটে। গত বুধবার সকালের দিকে উপজেলার পশ্চিম ছিটকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদুল ইসলাম হাওলাদার (৩০) উপজেলার আওরাবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে প্রতিদিনের মতো বালু বোঝাই ট্রলি নিয়ে যান জাহিদুল। পশ্চিম ছিটকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ট্রলিটি ঘোরানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক পিছনের দিকে ছিটকে পড়েন। এ সময় বিদ্যালয়ের গেটের সঙ্গে মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত পান তিনি।

পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-প্লে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে রাজাপুর থানা পুলিশ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ৩ মে ২০২৬
২০ বৈশাখ ১৪৩৩

হিজলায় ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ ২ জেলে

হিজলা (বরিশাল) প্রতিনিধি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় মাছ শিকার করতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে দুই জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। শনিবার মেঘনার শাখা নদীতে নিখোঁজ হন উপজেলার পালপাড়া গ্রামের শিপন ও জুয়েল সরদার। জানা যায়, মেঘনার শাখা নদীতে মাছ শিকার করতে যান তারা। দুপুর আড়াইটার দিকে কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়েন অসংখ্য জেলে। সবাই নদীর কিনারে আসতে পারলেও নিখোঁজ হয় শিপন ও জুয়েল। আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় জেলেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের পাননি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 3 May 2026

লালমনিরহাটে পণ্যবাহী ট্রাক উল্টে কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে মরিচ খেতে পড়ে মনছের আলী (৬৩) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সকালে লালমনিরহাট রংপুর মহাসড়কে সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের চিনিপাড়া এয়ারপোর্ট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনছের আলী ওই এলাকার পয়ের উল্ল্যাহর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কৃষক মনছের আলী নিজ বাড়ির পাশে মরিচ খেত দেখতে গিয়েছিলেন। এসময় রংপুর থেকে ছেড়ে আসা লালমনিরহাটগামী একটি পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে কৃষক মনছের আলীকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয় জনতা চালক ও সহকারী চালককে আটক করে এবং সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ থাকার পর লালমনিরহাট সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মরদেহ উদ্ধার করে। লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ জানান, নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে আটক চালক ও হেলপারকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

রোববার ৩ মে ২০২৬
২০ বৈশাখ ১৪৩৩
যুগান্তর

ভাঙ্গায় জেলের লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে সৈকতে ছাত্র আখাউড়ায় শিশুর মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

সীতাকুণ্ডে বন্ধুর সঙ্গে সৈকতে ঘুরতে গিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আখাউড়ায় ডোবায় পড়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ভাঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া বদরগঞ্জে গোসলে গিয়ে মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান:

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় দরগা বাজার এলাকায় আড়িয়াল খাঁ নদী থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় নির্মল মালো (৬০) নামের এক জেলের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত নির্মল উপজেলার ঘারুয়া গ্রামের খেন্তর মালোর ছেলে। উল্লেখ্য, বুধবার সকালে নদীতে মাছ ধরতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন নির্মল। এসআই মশিউর রহমান জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
সোমবার, মে ৪, ২০২৬

নিখোঁজ

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলাসংলগ্ন মেঘনা নদীতে কালবৈশাখীর কবলে পড়ে একটি জেলে নৌকা ডুবে নিখোঁজ দুই জেলের সন্ধান এখনো মেলেনি। উপজেলার দাদপুর পুরাতন ফেরিঘাটসংলগ্ন নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হিজলা নৌ-পুলিশের ইনচার্জ (পরিদর্শক) গৌতম চন্দ্র মণ্ডল।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরিশাল

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ৩ মে ২০২৬

৫ জেলায় সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ফরিদপুরের মধুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দম্পতি মারা গেছেন। একই জেলার নগরকান্দায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় কয়েকজন পথচারী আহত হওয়ার জেরে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন সেই ট্রাকের চালক। নারায়ণগঞ্জে চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় মিনি ট্রাকচালকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গাইবান্ধা, মাগুরা ও নেত্রকোনায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মধুখালী (ফরিদপুর) : শুক্রবার বিকেলে ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দম্পতি নিহত হয়েছেন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মধুখালী পৌরসভার পরিক্ষেতপুর হ্যাচারির সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার গাজনা ইউনিয়নের আশাপুর গ্রামের তামিম মিঁয়া ও তাঁর স্ত্রী শিমলা খাতুন। তাঁরা ডাক্তার দেখানোর জন্য মোটরসাইকেলে করে ফরিদপুর যাচ্ছিলেন।

সালথা-নগরকান্দা (ফরিদপুর) : একের পর এক পথচারীদের ধাক্কা দেওয়ায় উত্তেজিত জনতার পিটুনিতে হান্নান শেখ নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ সময় ট্রাকের দুই হেল্পারকেও পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে নগরকান্দা উপজেলার বিলনালিয়া নতুন হাটখোলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক হান্নান শেখ বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর গ্রামের মো. শহিদ শেখের ছেলে। আহত হেল্পাররা হলেন নাঈম মোল্যা ও আল আমিন।

নারায়ণগঞ্জ : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় আনারসবোঝাই একটি মিনি ট্রাকের চালকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটায় টিপরদীসংলগ্ন চৈতী গার্মেন্টসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মিনি ট্রাকের চালক মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ফল ব্যবসায়ী মনির হোসেন।

গাইবান্ধা : সড়ক পার হওয়ার সময় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দিপালী রানী কর্মকার নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট সড়কে কামারপাড়া তরফ কামাল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মাগুরা : মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কের পিটিআই এলাকায় বাসের ধাক্কায় কুদ্দুস খান নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) : গতকাল সকালে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের পূর্বধলা উপজেলা সদরের বড় ইলাশপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সিএনজির যাত্রী আইনুল হক ও আজিম উদ্দিন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪৩৩, ৪ মে ২০২৬

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টিনমিস্ত্রির মৃত্যু, আহত নারী

■ মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে দোকানঘরে টিনের ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক টিনমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। নিহত এনামুল হক ঐ গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। এনামুল হককে বাঁচাতে গিয়ে মনোয়ারা খাতুন নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মনোয়ারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 6 May 2026

মুক্তাগাছায় ট্রাক-সিএনজি ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ৩

প্রতিনিধি, মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল মহাসড়কে মুক্তাগাছার মনতলা সমিতিঘর নামক স্থানে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ৩ নারী যাত্রী নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষনিকভাবে নিহতের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও থানা পুলিশ জানায়, জামালপুরের নান্দিনা থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহ গামী একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীতগামী একটি বালুবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এসময় অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝ পথে উল্টে যায়। এতে ঘটনা স্থলেই সিএনজিঅটোরিকশার ৩ নারী যাত্রী নিহত হন।

গুরুতর আহত হন সিএনজি অটোরিকশা চালক ও অপর এক পুরুষ যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। ট্রাকটি সড়কের মাঝ পথে উল্টে থাকায় দুইপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে মুক্তাগাছা থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

মুক্তাগাছা থানার ওসি কামরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষনিক ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। ট্রাকটি সরানোর জন্য ময়মনসিংহ থেকে ক্রেন আনা হচ্ছে। তিনটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঢাকা : সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Monday 4 May 2026

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৪

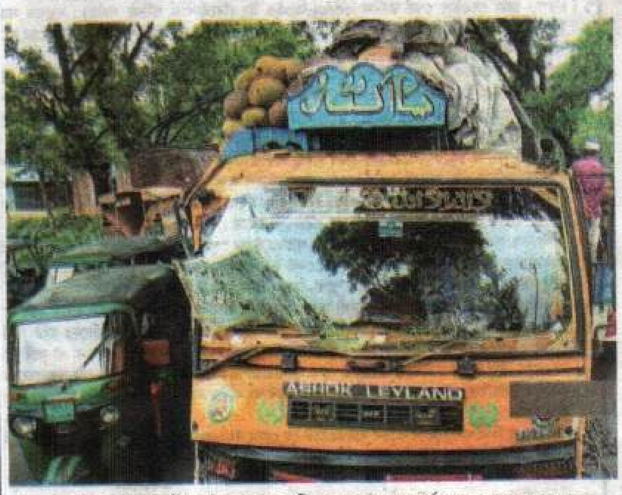

গতকাল সিলেটের তেলি বাজারে ট্রাক-পিকআপের সংঘর্ষে প্রাণ হারায় ৯ জন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট ও প্রতিনিধি নোয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার তেলিবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বদরুজ্জামান। এতে আহত হয়েছেন তার স্ত্রী হাফিজা বেগমও। তবে ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাফিজা এখনও জানেন না তার স্বামীর মৃত্যুর খবর।

জানা যায়, গতকাল ভোরে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কাজে বেরিয়েছিলেন। ঘরে রেখে গিয়েছিলেন চার শিশুকে। কিন্তু কর্মস্থলে যাওয়ার পথেই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান স্বামী। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্ত্রী। হাসপাতালে মায়ের বিছানায় বসে থাকা এই দম্পতির চার শিশু সন্তান কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

গতকাল সকাল ৬টার দিকে সিলেটের তেলিবাজার এলাকায় ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে আটজন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পুটামারা গ্রামের বদরুজ্জামান (৪৫)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী হাফিজা বেগম (২৮)। তিনি বর্তমানে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি বিভাগে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে হাফিজা বেগম জানান, প্রায় দুই বছর আগে স্বামীর সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। পরে দুজনেই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ নেন। নগরের শামীমাবাদ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন তারা। দুর্ঘটনার বিষয়ে হাফিজা জানান, পিকআপে করে কাজে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি মাথায় আঘাত পান। এরপর আর কিছু মনে নেই। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর জানতে পারেন, তিনি চিকিৎসাধীন। তার ধারণা স্বামীও বেঁচে আছেন, একই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বেলা পৌনে দুইটার দিকে হাফিজাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ক্যাজুয়ালটি বিভাগ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই সময় হাসপাতালের শয্যায় বসে ছিল তার চার সন্তান। আর নিহত আটজনের মরদেহের সঙ্গে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বদরুজ্জামানের মরদেহও। হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিহত বদরুজ্জামানের চাচাতো ভাই সালেহ আহমদ। তিনি বলেন, 'বদরুজ্জামান চার শিশুসন্তান রেখে গেছে। তিন ছেলে, এক মেয়ে। কাজের জন্য সকালে স্বামী-স্ত্রী বেরিয়েছিল। পথে একজন (বদরুজ্জামান) মারা গেছে, আরেকজন হাসপাতালে। তাদের চারটি সন্তান আছে। এখন বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত।' নিহত দুই ভাই আহত কয়েকজন জানান, ভবনে ঢালাইয়ের কাজের জন্য সিলেটের আম্বরখানা থেকে একটি পিকআপে করে দক্ষিণ সুরমার লালাবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন তারা। পিকআপে ২০ জন ছিলেন। সঙ্গে ছিল ঢালাই মেশিন। পিকআপটি তেলিবাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কাঁঠালবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় পিকআপে থাকা সবাই ছিটকে পড়েন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মুক্তিখলা গ্রামের দুই ভাই আজির উদ্দিন (৩৫) ও আমির উদ্দিন (২২) রয়েছেন। প্রায় ১০ বছর ধরে সিলেট নগরের সুবিদবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন। দুপুর ১টার দিকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে নিহত দুই ভাইয়ের লাশ শনাক্ত করেন তাদের খালাতো ভাই শামীম আহমদ। তিনি জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে দুর্ঘটনার খবর ও নিহত ব্যক্তিদের ছবি দেখে সন্দেহ হলে তিনি হাসপাতালে আসেন। পরে মরদেহ দেখে দুই ভাইকে শনাক্ত করেন। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়েছে। তারা সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। একসঙ্গে দুই ভাইকে হারিয়ে পরিবারে মাতম চলছে।

যুগান্তর
সোমবার ৪ মে ২০২৬
২১ বৈশাখ ১৪৩৩

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কচুয়া গাংনী ও ফরিদগঞ্জে ৩ জনের মৃত্যু

গফরগাঁওয়ে গাছ কাটতে গিয়ে প্রাণ হারাল শ্রমিক

যুগান্তর ডেস্ক

গফরগাঁওয়ে গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারিয়েছেন শ্রমিক। এছাড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কচুয়ায় কৃষক, ফরিদগঞ্জে যুবক ও গাংনীতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **চাঁদপুরের কচুয়ায়** মুরগির খামার ও মাছের প্রজেক্টের পাশে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাশেম আলী (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলার গোহট উত্তর ইউনিয়নের পালগাঁরি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাশেম আলী ওই গ্রামের লতিফ কন্ট্রাক্টার বাড়ির ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি মুরগির খামার পরিচালনার পাশাপাশি প্রজেক্টে মাছ চাষ করতেন। **মেহেরপুরের গাংনীতে** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এনামুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহত হয়েছেন মনোয়ারা বেগম (৬৫) নামে এক নারী। রোববার উপজেলার সাহারবাটী গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এনামুল হক ওই গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। আহত মনোয়ারা বেগম একই গ্রামের ফনি মিয়ার স্ত্রী। সাহারবাটী বাজারে টিনের ছাউনি মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এনামুল হক। **চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে** ওয়ারিংয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারুফ হোসেন (২০) নামে মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলার সুবিদপুর পূর্ব ইউনিয়নের পূর্ব লক্ষ্মীপুর গ্রামের গাজী বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারুফ ওই এলাকার মো. শফিক মিয়ার ছেলে। **ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইদ্রিস আলী (৪৮) নামে এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের আমাটিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইদ্রিস উপজেলার একই ইউনিয়নের দিঘীরপাড় টানপাড়া গ্রামের সোবহান আলীর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে ইদ্রিস আমাটিয়া গ্রামে গাছ কাটতে উপরে ওঠেন। একপর্যায়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গাছ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার ৭ মে ২০২৬
২৪ বৈশাখ ১৪৩৩
যুগান্তর

বেপরোয়া যান চলাচল

দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দশজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে দুই শিশু, জয়পুরহাট ও নোয়াখালীতে দুই শিক্ষার্থী, কুষ্টিয়ায় কিশোর, নাটোরে ভ্যানচালক, গোপালগঞ্জে মাদ্রাসা কর্মচারী, হবিগঞ্জে বৃদ্ধ এবং সিরাজগঞ্জে যুবক ও ময়মনসিংহে শ্রমিক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

রাজধানীতে ব্যাটারি রিকশাচাপায় দুই শিশু নিহত

ঢাকা : রায়েরবাগে রাস্তা পার হতে গিয়ে ব্যাটারিচালিত রিকশার ধাক্কায় নিহত হয় শিশু সুমাইয়া নূর তাকওয়া। সে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার পাঠানতলী গ্রামের নূর আলম খানের মেয়ে। বুধবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পৃথক ঘটনায় কামরাঙ্গীরচরে বাসার সামনে খেলধুলার সময় বেপরোয়া ব্যাটারি রিকশাচাপায় নিহত হয় শিশু জান্নাত। সে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার দিনমজুর মোস্তফার মেয়ে। বুধবার কামরাঙ্গীরচরের সিলেটি বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

লালপুর (নাটোর) : লালপুরে নসিমন গাড়ির চাপায় ভ্যানচালক মুক্তার হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার আব্দুলপুর কলোনিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুক্তার চংধুপইল ইউনিয়নের গোপালপুর এলাকার মৃত ইয়াদ প্রামাণিকের ছেলে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় ট্রলিতে বাসের ধাক্কায় শ্রমিক নাজিম উদ্দীন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরেক শ্রমিক। মঙ্গলবার রাতে ভালুকা পৌরসভার কাঁঠালী এলাকায় এ আর ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাজিম উদ্দীন নেত্রকোনা পূর্বধলা উপজেলার পাইকুরা গ্রামের ইসমত আলীর ছেলে।

বণিক বার্তা
রোববার, মে ৩, ২০২৬ ■ বৈশাখ ২০, ১৪৩৩

পাকা ধান পানিতে তলিয়ে যেতে দেখে জমিতেই কৃষকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নাসিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে নিজের ছয় বিঘা জমির পাকা ধান পানির নিচে ডুবে যেতে দেখে জমির আইলে লুটিয়ে পড়ে আহাদ মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি গোয়ালনগর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের হরমুজ আলীর ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে শ্রমিক নিয়ে জমিতে ধান কাটতে গিয়ে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সকালে শ্রমিক নিয়ে ধান কাটতে গিয়ে নিজের জমির পাকা ধান তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তিন সন্তানের জনক আহাদ মিয়া ৫০ হাজার টাকা ধারদেনা করে ছয় বিঘা জমি আবাদ করেছিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নাসিরনগরের হাওরের ফসল তলিয়ে গেছে। গোয়ালনগর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড রামপুর গ্রামের কৃষক আহাদ মিয়া ছয় বিঘা জমিতে ব্রি-২৯ ধান আবাদ করেন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে জমিতে ধান কাটতে যান আহাদ। গিয়ে দেখেন, খেতের সব ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি ঘটনাস্থলেই ঢলে পড়েন, সেখানেই মারা যান। পরে শ্রমিকসহ স্থানীয় লোকজন তার মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান।

নিহতের ভাতিজা ফারুক মিয়া বলেন, ৫০ হাজার টাকা ঋণ করে তার চাচা ছয় বিঘা জমিতে ধান আবাদ করেছিলেন। সব জমির ধান পানিতে চলে যাওয়ার দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেননি। সকালে ৮টার দিকে শ্রমিক নিয়ে জমিতে ধান কাটতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক করে জমির আইলেই মারা গেছেন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৪ মে ২০২৬,

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তিন

রূপান্তর ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার বেনিপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন মারা যান। অপরদিকে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে চলন্ত অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার (চালকের সহকারী) মো. রবিউল হোসেন (৫০) নিহত হয়েছেন। দৈনিক দেশ রূপান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন–

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার বেনিপুর মোড়ে গতকাল রবিবার ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাচোল উপজেলার আজিপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে সোহাগ (১৭) ও শিবগঞ্জ উপজেলার বালুটুঙ্গি গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে রবিউল আওয়াল জিসান (২৭) নিহত হন। তারা সম্পর্কে শ্যালক এবং ভগ্নিপতি।

নাচোল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সুকোমল চন্দ্র দেবনাথ জানান, ভোরবেলা জিসান ও সোহাগ মোটরসাইকেলযোগে আজিপুর থেকে ধানসুরার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বেনিপুর মোড়ে একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তারা ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। ট্রাকটি আটক হলেও এর চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান ওসি সুকোমল।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : গত শনিবার (২ মে) ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রায়পুর চলমান ফিলিং স্টেশনের সামনে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে চলন্ত অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার মো. রবিউল হোসেন ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহত মো. রবিউল হোসেন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের মৃত নেহাল উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে মহাসড়কের রায়পুর এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগামী পেঁয়াজবোঝাই একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে চালকের সহকারী ঘটনাস্থলে মারা যান। এ সময় ট্রাকের চালকও আহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা এসে মরদেহ বের করেন।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি শরিফুজ্জামান বলেন, ভোরে সড়কে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে পেছন থেকে আসা আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে হেলপার মারা যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় তার মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রথম আলো
সোমবার, ৪ মে ২০২৬, ২:

ট্রাকচাপায় প্রাণ হারালেন ৮ শ্রমিক

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রতিনিধি, *সিলেট*

ঢালাইয়ের কাজ করতে পিকআপে করে প্রায় ২০ জন নির্মাণশ্রমিক সিলেটের লালাবাজার যাচ্ছিলেন। পথে চট্টগ্রাম থেকে আসা কাঁঠালবোঝাই একটি ট্রাক পিকআপটিকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপে থাকা ৮ নির্মাণশ্রমিক নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন।

গতকাল রোববার সকাল ছয়টার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার তেলিবাজার এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চারজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের আলমগীর মিয়া (৩২) বলেন, ট্রাকটি ডান দিকে চলে এলে তাঁদের পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিকট শব্দ হয়েছিল। এরপর পিকআপ থেকে তিনিসহ সবাই ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ট্রাকচালকের 'ঘুম ঘুম অবস্থার' কথা বলছে ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের সিলেট স্টেশনের উপপরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ভূঞা সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়, চালক ঘুম ঘুম অবস্থায় ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন অথবা ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন চালকের সহকারী। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জনই সুনামগঞ্জের। তাঁরা হলেন ধর্মপাশার সরিয়া নার্গিস (৪৫), দিরাইয়ের মুন্নি বেগম (৩৫), নুরুজ আলী (৬০) ও ফরিদুল (৩৫); বিশ্বম্ভরপুরের আজির উদ্দিন (৩৫) ও আমির উদ্দিন (২২); সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পান্ডব বিশ্বাস (২০) ও বদরুজ্জামান (৪৫)। আহত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।

দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্ত না করার আবেদন করা হয়েছিল। তাই ময়নাতদন্ত না করেই সবার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ট্রাকচালকের সহকারীকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল রাত পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।

সবাই ছিলেন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি

নিহত আটজনই ছিলেন পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁদের হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। সুনামগঞ্জের দিরাইয়ের নিহত ফরিদুলের ভাই দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'আমার ভাই দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছে। এখন বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে, তা বুঝে আসছে না।'

আজির উদ্দিন ও আমির উদ্দিনের পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁদের প্রতিবেশী সুহেল আহমদ বলেন, বৃদ্ধ বাবা আর অসুস্থ মা দুই ছেলের একসঙ্গে মৃত্যুর খবর পেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

কাজে যাওয়ার জন্য ভোরে একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন বদরুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী হাফিজা বেগম। বদরুজ্জামান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাফিজা বেগম। হাসপাতালে দেখা গেল ওই দম্পতির চার শিশুসন্তানকে। সব দেখে নির্বাক হয়ে পড়েছে তারা।

নিহত পান্ডব বিশ্বাসের বড় ভাই চন্দ বিশ্বাস দুবাইয়ে থাকেন। কথা ছিল ছোট ভাইকে দুবাই নিয়ে যাবেন তিনি। এ জন্য পান্ডব বিশ্বাস প্রায় তিন মাস আগে পাসপোর্টও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু প্রবাসে যাওয়ার আগেই সড়কে প্রাণ হারাতে হলো তাঁকে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Monday 4 May 2026

নৌকা ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে নৌকা ডুবে এক ধান কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর তল্লাশি চালিয়ে পানির নিচ থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

গত শুক্রবার কটিয়াদী উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের রৌওয়া বিলে ধানবোঝাই নৌকা ডুবে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম আরিফুর রহমান ওরফে কালা মিয়া। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার সিংহেশ্বর ইউনিয়নের সিংহেশ্বর গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে। কটিয়াদী মডেল থানার ওসি (তদন্ত) মো. শ্যামল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৫ মে ২০২৬
২২ বৈশাখ ১৪৩৩

ছাতকে বাসের ধাক্কায় বাবা-মেয়েসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জালালপুর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়েসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ চারজন নিহত হয়েছেন। রাজধানীসহ দেশের আরও পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সাতজন। তাদের মধ্যে ডেমরায় বৃদ্ধা, টাঙ্গাইলে পৃথক দুর্ঘটনায় তিনজন, দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বৃদ্ধা, নাটোরের লালপুরে মোটরসাইকেল চালক ও পটুয়াখালীর বাউফলে বাসের সুপারভাইজার রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

সুনামগঞ্জ ও ছাতক : সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের আব্দুস শুকুরের ছেলে শাহাব উদ্দিন, তার স্ত্রী নিলুফা আক্তার, একই উপজেলার দেওর জালাল গ্রামের ইউসুফ আলী, তার মেয়ে কেয়া মণি এবং অজ্ঞাত অটোচালক। সোমবার সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ছাতক উপজেলার জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সিলেট থেকে যাত্রী নিয়ে সুনামগঞ্জের দিকে আসছিল রিফাত পরিবহণের একটি বাস। সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা জালালপুর এলাকায় পৌঁছালে বাসটি লেন পরিবর্তন করে অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। বাসটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে উলটে যায়। এদিকে সোমবার দিরাই-মদনপুর সড়কে বাসচাপায় অজ্ঞাতনামা এক নারী নিহত হন।

টাঙ্গাইল ও কালিহাতী : ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন জামালপুর ইসলামপুরের উত্তর কিসমত মাল্লা এলাকার বাসিন্দা পিকআপ চালক পাপন কুমার পাল ও চালকের সহকারী শাকিল। সোমবার ভোরে মহাসড়কের রাবনা বাইপাস এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে কালিহাতীতে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত মাহমুদা বেগম কালিহাতীর দশকিয়া গ্রামের মৃত করিম আবন্দের স্ত্রী। সোমবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কে কালিহাতীর বাংড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বণিক বার্তা
বুধবার, মে ৬, ২০২৬ ■ বৈশাখ ২৩.

মরদেহ উদ্ধার

কালবৈশাখীতে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের মেঘনা নদীতে নিখোঁজ জেলে সিপন মালথিয়ার (২০) মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সিপন মালথিয়া মেহেন্দিগঞ্জের চরএককরিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আলম মালথিয়ার ছেলে। নৌ পুলিশ পরিদর্শক গৌতম চন্দ্র মণ্ডল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরিশাল

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৪ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Thursday 7 May 2026

ভালুকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)

ভালুকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পোষাককর্মী সহ ২ জন নিহত ও কম পক্ষে ২০ শ্রমিক আহত হয়েছে। নিহতরা হলো ভালুকার মেদুয়ারী ইউনয়নের বগাজান গ্রামের খোরশেদ আলমের স্ত্রী পোষাককর্মী রোকসানা আক্তার (৩০) ও নেত্রকোনা এলাকার নাজিম উদ্দীন (৪৫)। এসব দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন পোষাক শ্রমিক আহত হয়েছে।

জানা যায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভালুকার কাঠালী রাসেল মিলের একটি শ্রমিকবাহী বাস ভালুকা-ঘাটাইল সড়কের নিঝুরি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়।

এ সময় রাসেল মিলের পোষাকশ্রমিক রোকসানা আক্তার ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাসে থাকা অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ২০ জনের মত আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অপর দিকে একই দিন রাত অনুমান ৮ টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের ময়মনসিংহগামী লেনে কাঠালী এলাকায় একটি ইট ভাঙ্গা লড়ির পিছনে ময়মনসিংহগামী বাস ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে লড়িতে থাকা শ্রমিক নাজিম উদ্দীন নিহত হয়। এ সময় অপর এক শ্রমিক গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | মঙ্গলবার ॥ ৫ মে ২০২৬

সড়কে মৃত্যুর মিছিল

নয় জেলায় মা-মেয়েসহ ১৮ প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জেলায় মা-মেয়েসহ ১৮ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন, ময়মনসিংহে চারজন, টাঙ্গাইলে দুজন এবং পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ ও নাটোরে একজন করে নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পটুয়াখালী : জেলার বাউফলে রবিবার রাতে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এক স্টাফ নিহত হয়েছেন। **গোপালগঞ্জ :** যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ঝন্টু মোল্যা (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে আরও সাতজন। গতকাল সকালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা | বুধবার, মে ৬, ২০২৬

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রীসহ নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল এক স্কুলছাত্রীসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বরিশালে দুজন, রাজশাহী, চট্টগ্রামের মিরসরাই ও পঞ্চগড়ে একজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

পঞ্চগড় : বোদা উপজেলায় চলন্ত যাত্রীবাহী বাস থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে শান্ত (৩৮) নামে এক বাসচালকের সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কের বোদা পৌরসভার বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শান্ত ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার কাঁঠালডাঙ্গী এলাকার বাসিন্দা।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ৭ মে ২০২৬

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ভাঙ্গার যুবক নিহত

■ [illegible] (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

শাওন মির্জা

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় শাওন মির্জা নামে ফরিদপুরের ভাঙ্গার এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাওন মির্জার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার জহুরুল হক মিঠু।

নিহত শাওন মির্জা ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, এক বছর আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমান শাওন। সেখানে একটি খাদ্য সরবরাহকারী কোম্পানির অধীনে কাজ করতেন। গত মঙ্গলবার তিনি মোটরসাইকেল চালিয়ে খাবার দিতে যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে সড়কে ইউটার্ন নিতে গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্বজনেরা জানায়, ঈদুল আজহা উপলক্ষে কয়েক দিন পর শাওনের দেশে ফেরার কথা ছিল। তিনিই ছিলেন তিন বোন, এক ভাই ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর বাবা প্রায় ১০ বছর আগে মারা যান।

শাওনের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, মে ৭, ২০২৬

ছয় জেলায় বজ্রপাতে ৭ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় জেলায় বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের প্রায় সবাই মাঠে বোরো ধান কাটছিলেন। গতকাল দুপুর থেকে বিকালের মধ্যে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে একের পর এক এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত:

নওগাঁ: জেলার মহাদেবপুর ও নিয়ামতপুর উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তারা সবাই মাঠে ধান কাটছিলেন। নিহতের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন দিলীপ চন্দ্র বর্মণ ও অনুকূল চন্দ্র মাহন্ত। মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক জানান, দিলীপ চন্দ্র বর্মণ মাঠে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। নিহতের বাড়ি উপজেলার খাজুর ইউনিয়নের কুড়াপাড়া গ্রামে। অন্যদিকে নিয়ামতপুর উপজেলায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহ: জেলার নান্দাইলের খারুয়া ইউনিয়নের রাজাবাড়িয়া গ্রামে বোরো ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে আব্দুর রশিদ (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মৃত চান্দু মিয়ার ছেলে। বাড়ির পাশে জমিতে ধান কাটার সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে আকাশে বজ্রসহ বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। একপর্যায়ে আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি ছিটকে মাঠেই লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা জুয়েল ভূঁইয়া ঘটনাটি নিশ্চিত করেন।

লালমনিরহাট: কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের ভুল্যারহাট বাজার এলাকায় ভুট্টাখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ইউসুফ আলী (৪০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি ওই এলাকার আরব আলীর ছেলে। জানা গেছে, সকাল থেকে নিজের ভুট্টাখেতে কাজ করছিলেন ইউসুফ আলী। দুপুরে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি মাঠ থেকে ভুট্টা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় খেতে ফিরে গেলে হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. স্বর্ণা আহমেদ তাকে মৃত ঘোষণা করেন এবং বজ্রপাতের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।

কুড়িগ্রাম: নাগেশ্বরী উপজেলার পৌর শহরের বদিজামালপুর গ্রামে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে ওবাইদুল ইসলাম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। নাগেশ্বরী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হীল জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নাটোর: লালপুরে পদ্মার চরে কৃষি কাজ করার সময় বজ্রপাতে আজিজ মণ্ডল (৪৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের নওসাড়া সুলতানপুর চরের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লালপুরের বিলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের নওসাড়া সুলতানপুর চরের মাঠে জমিতে কাজ করছিলেন কৃষক আজিজ মণ্ডল। এ সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তিনি মারা যান।

জামালপুর: দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের নাজিরপুর এলাকায় ভুট্টাখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে সোহেল মিয়া (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার শুকুর মাহমুদের ছেলে। সকালে খেতে ভুট্টা তুলতে গিয়েছিলেন সোহেল। বিকালে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে তিনি মাঠেই অবস্থান করছিলেন। এ সময় তার ওপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের বাবা শুকুর মাহমুদ বলেন, 'সকালে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভুট্টাখেতে গিয়েছিল আমার ছেলে, কিন্তু বাড়িতে ফিরল মৃত হয়ে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৭ মে ২০২৬
২৪ বৈশাখ ১৪৩৩

চার জেলায় বজ্রপাতে ৬ মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

চার জেলায় বজ্রপাতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও বজ্র পাত শুরু হলে এসব প্রাণহানি ঘটে। তাদের সবাই মাঠে কাজ করছিলেন। তাদের মধ্যে নওগাঁয় তিন কৃষক, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কৃষক, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে কৃষক ও নাটোরের লালপুরে একজন রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

নওগাঁ, নিয়ামতপুর ও মহাদেবপুর : নওগাঁর মহাদেবপুর ও নিয়ামতপুর উপজেলায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুর ও বিকালে মাঠে ধান কাটার কাজ করার সময় বজ্রপাতের ঘটনায় তারা মারা যান। নিহতরা হলেন—মহাদেবপুরের কুড়াপাড়া গ্রামের মৃত হরিচরণ বর্মনের ছেলে দিলিপ চন্দ্র বর্মন, নিয়ামতপুরের রামনগর গ্রামের পাতু মাহন্তের ছেলে অনুকূল চন্দ্র মাহন্ত ও পার্শ্ববর্তী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এক শ্রমিক।

মহাদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক জানান, দিলিপ চন্দ্র বর্মন মাঠে কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্র পাত হলে তার মৃত্যু হয়। নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার চন্দননগর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে জমি থেকে ধান কেটে ঘরে নেওয়ার কাজ করছিলেন। এ সময় বজ্র পাত হলে অনুকূল চন্দ্র মহন্ত মারা যান। হাজিনগর ইউনিয়নে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ধান কাটার কাজ করতে এসেছিলেন।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : উল্লাপাড়া উপজেলার বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের রাহুলিয়া গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে আব্দুস সামাদ নামের এক কৃষক মারা গেছেন। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উল্লাপাড়া উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিকাল ৫টার দিকে আব্দুস সামাদ গ্রামের ঈদগাহ মাঠের পাশে তার জমিতে ধান কাটছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে ওবাইদুল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার বদিজামালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওবাইদুল ওই গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হীল জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লালপুর (নাটোর) : নাটোরের লালপুরে বজ্রপাতে আজিজ মণ্ডল নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার বিলমাড়ীয়া ইউনিয়নের নওপাড়া নিবাসী মসলেম মণ্ডলের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার উপজেলার নওসাড়া সুলতানপুর চরের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়।

প্রথম আলো
শনিবার, ৯ মে ২০২৬, ২৬

খড় শুকানোর সময় বজ্রপাতে তরুণের মৃত্যু

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে বাড়ির আঙিনায় ধানের খড় শুকানোর সময় বজ্রপাতে সৌরভ হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার ১ নম্বর কুশদহ ইউনিয়নের গিলাবুকি ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সৌরভ হোসেন ওই গ্রামের হাসেন আলীর ছেলে। তিনি একজন কৃষক ছিলেন। সৌরভের পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আনোয়ারুল আজিম জানান, সৌরভ আঙিনায় খড় শুকানোর সময় একপর্যায়ে আকাশে মেঘের গর্জন শুরু হয়। এ সময় তাঁর মাথার ওপর বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। নবাবগঞ্জের আফতাবগঞ্জ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই আবদুর রশিদ বলেন, বজ্রপাতে মৃত্যু হওয়া ব্যক্তির মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হবে।

প্রতিনিধি, *বিরামপুর, দিনাজপুর*

সমকাল বৃহস্পতিবার । ৭ মে ২০২৬ ।

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে প্রাণ গেল ৮ জনের

■ সমকাল ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় গতকাল বুধবার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে পাঁচ কৃষকসহ আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নওগাঁয় তিনজন, ময়মনসিংহে দুজন, সিরাজগঞ্জে একজন, নাটোরে একজন ও জামালপুরে একজন নিহত হয়েছেন।

দেওয়ানগঞ্জে কৃষকের মৃত্যু

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে বজ্রপাতে সোহেল মিয়া (৩২) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। বুধবার বিকেলে উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সোহেল ওই গ্রামের শুকুর মামুদের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোহেল বাড়ির কাছের ক্ষেতে ভুট্টা তোলার কাজ করছিলেন। দুপুরের পরে বজ্রপাতসহ ঝোড়ো হাওয়া বয় এবং বৃষ্টি নামে। সোহেল বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। বজ্রধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে হেঁটে নয়, দৌড়ে ঘরে যেতে হবে। বাইরে থাকলে খোলা আকাশের নিচে না থেকে ছাউনি আছে এমন কোনো কিছুর নিচে আশ্রয় নিতে হবে।

ময়মনসিংহে ঝরল দুই প্রাণ

ময়মনসিংহের ফুলপুর ও নান্দাইল উপজেলায় গতকাল ধান কাটার সময় পৃথক বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। তারা হলেন– নান্দাইলের আব্দুর রাশিদ (৪৫) ও ফুলপুরের আবদুল কুদ্দুস (৬২)।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

যুগান্তর বুধবার • ৬ মে ২০২৬ • ২৩ বৈশাখ ১

উজিরপুরে বাসের ধাক্কায় দাদি-নাতনি নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দাদি ও নাতনি প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রীর কাজীবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পঞ্চগড়ে যাত্রী ওঠাতে গিয়ে হাত ফসকে সড়কে পড়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজারের মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহীতে ড্রামট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা দুই গাড়িতে আগুন দিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে গৃহবধূ এবং চট্টগ্রামে শিক্ষার্থী রয়েছেন।

পঞ্চগড় : বোদা উপজেলার পৌরসভা এলাকায় চলন্ত বাস থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজার শান্তর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পঞ্চগড়-ঢাকা জাতীয় মহাসড়কের বোদা বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। শান্ত ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বাসিন্দা। সকালে পঞ্চগড় থেকে দিনাজপুরের উদ্দেশে ছেড়ে আসা শেটিলক বাসটি বোদা বাইপাস এলাকায় আসলে সুপারভাইজার শান্ত যাত্রীকে তুলতে গিয়ে হাত ফসকে নিচে পড়ে যায়। এ সময় চলন্ত ওই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ মে ২০২৬ ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কমলগঞ্জ শ্রীপুর ও দেওয়ানগঞ্জে বিপর্যয়

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাজীপুরের শ্রীপুর, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ এবং জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত, গাছপালা উপড়ে পড়া, ফসল নষ্ট ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কোথাও কোথাও নৌকা ডুবির ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে বজ্রপাতে লক্ষীপুরের কমলনগরে কিশোরী এবং ময়মনসিংহের ফুলপুরে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ও বৃহস্পতিবার এসব ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

ময়মনসিংহের ফুলপুরে কুটুরাকান্দা গ্রামে বজ্রপাতে আব্দুল কুদ্দুস নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বাড়ি কাছে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা । সোমবার । ১১ মে ২০২৬

গার্মেন্টিসে জিন আতঙ্ক

৩৩ শ্রমিক অসুস্থ কারখানায় ছুটি

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় অবস্থিত একটি তৈরি পোশাক কারখানায় জিন আতঙ্কে ৩৩ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে আশুলিয়ার বেরন এলাকার নারী ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে নিশ্চিন্তপুর এলাকার নিউএজ গ্রুপের তৈরি পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে গিয়ে কারখানাটির সুইং শাখার শ্রমিক সেলিমের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত তিন দিন আগে এক নারী শ্রমিক বাথরুমে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর একে একে অন্তত ১৫ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবিবার সকালে আবারও কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রমিকদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একে একে শ্রমিকরা অসুস্থ হতে থাকলে তাঁদের উদ্ধার করে নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সুইং শাখার অপারেটর তারেক মিয়া বলেন, 'কয়েক দিন ধরেই কারখানায় এই সমস্যা চলছে। তাই জিন তাড়ানোর জন্য রবিবার সকালে কারখানা কর্তৃপক্ষ মিলাদের আয়োজন করে। কিন্তু মিলাদ শেষ হতেই সবদিক থেকে জিনেরা আমাদের ওপরে আক্রমণ করে। এতে আমাদের অনেকে অসুস্থ হয়। আমার সারা শরীরে এখন অনেক ব্যথা করছে।'

যুগান্তর রোববার ১০ মে ২০২৬ ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩

লোহাগাড়ায় সড়কে বিজিবি সদস্যসহ নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে বিজিবি সদস্যসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সাত স্থানে দুর্ঘটনায় আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার উত্তরা ও মুন্সীগঞ্জে দুই পথচারী, নাটোরে গৃহবধূ, বগুড়া ও নারায়ণগঞ্জে দুই বৃদ্ধ এবং ময়মনসিংহ ও মেহেরপুরে দুই শিশু রয়েছে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

ঢাকা : উত্তরা থানাধীন আব্দুল্লাহপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ছিটকে ব্যাটারিচালিত রিকশার নিচে চাপা পড়ে পথচারী আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার আব্দুল্লাহপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আনোয়ার বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার গড়মহাস্থান গ্রামের মৃত নাজিমুদ্দিনের ছেলে। তিনি আব্দুল্লাহপুর এলাকায় থাকতেন ও মাছের আড়তে পানি সরবরাহের কাজ করতেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৪ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Thursday 7 May 2026

বজ্রপাতে ৩ জেলায় নিহত ৫

নওগাঁ, লালমনিরহাট ও জামালপুর প্রতিনিধি

বজ্রপাতে ৩ জেলায় মারা গেছেন ৫ জন। এর মধ্যে নওগাঁয় ৩ জন, লালমনিরহাট ও জামালপুরের অন্য দু'জন মারা গেছেন।

জেলা বার্তা পরিবেশক নওগাঁ জানান, জেলার নিয়ামতপুর এবং মহাদেবপুর উপজেলায় বজ্রপাতে দুই কৃষকসহ ৩ জন নিহত হয়েছেন।

গতকাল দুপুরে এসব ঘটনা ঘটে। নিয়ামতপুর উপজেলার চন্দননগর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এবং হাজিনগর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নিয়ামতপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমান দু'জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, হাজিনগর ইউনিয়নে জমিতে ধান কাটার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নিহত শ্রমিক খালের হাট উগাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তবে তার নাম পরিচয় জানা যায়নি। এছাড়া চন্দননগর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে জমি থেকে ধান তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে আনুফুল চন্দ্র মহন্ত নামে আরও একজন নিহত হন।

মহাদেবপুর থানা পুলিশের ওসি ওমর ফারুক একজনের নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, উপজেলার খাজুর ইউনিয়নের কুড়াপাড়া গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে দিলীপ চন্দ্র বর্মণ নামে এক কৃষক নিহত হন।

লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানান, লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার বজ্রপাতে আব্দুস আলী (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল দুপুরের দিকে উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের তুষারহাট বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস ওই এলাকার আব্দার আলীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সকাল থেকে নিজের ভুট্টাখেতে কাজ করছিলেন আব্দুস আলী।

দুপুরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি মাঠ থেকে সংগৃহীত ভুট্টা নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভুট্টাখেতে গেলে হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের

জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. সূর্য আহমেদ জানান, হাসপাতালে নেয়ার আগেই আব্দুস আলীর মৃত্যু হয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি জানান, দেওয়ানগঞ্জের বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের নাজিরপুর এলাকায় সোহেল মিয়া (৩০) নামে এক যুবক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন গতকাল বিকেলে। নিহত ওই এলাকার শুকুর মামুদের ছেলে।

নিহতের পরিবার জানায়, বৃষ্টির সময় সোহেল মিয়া ভুট্টাখেতে কাজ করছিলেন। বজ্রপাতের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সময়ের আলো
শনিবার। ৯ মে ২০২৬

বস্তাচাপায় ফিড কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় একটি ফিড কারখানায় কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় মো. ইউসুফ (৬৪) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. ইউসুফ চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর এলাকার আব্দুল মান্নান প্রধানের ছেলে। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৬ থেকে ৭ বছর ধরে ওই কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বার আউলিয়া এলাকার একটি ফিড কারখানায় ট্রাকে ফিডভরতি বস্তা তোলার সময় হঠাৎ ভারী বস্তা তার শরীরের ওপর পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সীতাকুণ্ড থানার পুলিশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানায়, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম আলো
সোমবার, ১১ মে ২০২৬, ২৮

পাঁচ জেলায় নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনা ঘটেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ ও রাজবাড়ী জেলায়। নিহতদের মধ্যে একজন নারী।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় গত দুই দিনে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক্সকাভেটরের সঙ্গে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে রোমানা বেগম (৫০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের গজারিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রোমানা কসবা উপজেলার তেতুয়া গ্রামের বাচ্চু মিয়ার মেয়ে।

এ ঘটনায় অটোরিকশা চালকসহ চারজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন তুহিন (চালক), হাসিনা বেগম, হালিমা ও পঙ্কজ চক্রবর্তী। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি আবু তাহের দেওয়ান জানান, চার লেন মহাসড়কের কাজে নিয়োজিত ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'এফকনস'-এর এক্সকাভেটরের সঙ্গে অটোরিকশাটির ধাক্কা লাগে। অটোরিকশাটি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে।

প্রথম আলো
সোমবার, ১১ মে ২০২৬, ২

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত

রেললাইনের ওপর উঠে পড়ে ট্রাক। এমন সময় ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকচালক ছিটকে পড়েন রেললাইনে। ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গতকাল রোববার দুপুরে যশোরের অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক মনোয়ার হোসেন (৬০) ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে পুলিশ জানায়, ট্রাকটি যশোর-খুলনা মহাসড়ক থেকে নেমে পেছন দিকে ধীরে ধীরে রেললাইন পার হয়ে কয়লার ডাম্পে কয়লা লোড করতে যাচ্ছিল। এ সময় মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেন ট্রাকটিকে ধাক্কা দিলে চালক মনোয়ার হোসেন ছিটকে রেললাইনের ওপর পড়েন। ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিনিধি, যশোর

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মে ১২, ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় গোয়াল ঘরের গোবর ফেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে খায়রুল ইসলাম (৫০) নামের এক কাঠ মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ওসি জানান, গতকাল সকালে নিহত খায়রুল গোবর ফেলতে পাশের বাগানে যান। সেখানে পা পিছলে একটি ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তারে হাত লেগে তিনি বিদ্যুতায়িত হন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪৩৩, ১০ মে ২০২৬

মাগুরায় সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মাগুরা প্রতিনিধি

শ্রীপুরে সর্প দংশনে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে মাগুরার শ্রীপুরের মহেশপুর গ্রামে জমির ঘাস কাটার সময় সাপের কামড়ে আসাদ মৃধা (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এলাকাবাসী জানান, সাপের কামড় দিলে তাকে প্রথমে ওঝার কাছে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আসাদকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬, ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩

হঠাৎ অসুস্থ অর্ধশতাধিক শ্রমিক

• গাজীপুর পোশাক কারখানায়

গাজীপুর সংবাদদাতা

গাজীপুর মহানগরীর ভোগরা চৌধুরী বাড়ি এলাকার প্যান এশিয়া ক্লদিং লিমিটেড কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ একদিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার ভোগড়া বাইপাস এলাকার বাংলাদেশে প্যানএশিয়া ক্লদিং লিমিটেড তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে কাজে যোগদানের পর হঠাৎ বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ বোধ করলে অন্তত ৫০ জনকে স্থানীয় তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বেশিরভাগ শ্রমিকই বাড়ি ফিরে গেলেও বেশ কয়েকজন ভর্তি রয়েছেন। তবে তারা সবাই আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ২ হাজার ২০০ শ্রমিক কর্মরত। গতকাল সকালে কাজ চলাকালে হঠাৎ অর্ধশতাধিক শ্রমিক মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাদের মধ্যে অন্তত ৪০ জনকে চিকিৎসার জন্য তায়রুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নেওয়া হয়।

কারখানাটির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হারুন অর রশিদ বলেন, আমি সকালে কারখানায় ছিলাম। হঠাৎ দেখি প্রায় অর্ধশত শ্রমিক মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তাদের মধ্যে ৪০ জন অসুস্থ শ্রমিককে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কী কারণে তারা অসুস্থ হয়েছেন, তা জানাতে পারবেন।

গাজীপুরের সিভিল সার্জন মামুনুর রহমান বলেন, শ্রমিকরা গণ মনস্তাত্ত্বিক (ম্যাস হিস্টিরিয়া) রোগ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের অনেকেরই মাথা ঘোরানো ও বমির সমস্যা দেখা যাচ্ছে। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন, হাসপাতাল পরিদর্শন করে রোগীদের খবর নিয়েছি। চিকিৎসকরা মাস সাইকোজেনিক ডিজিজ বলে জানিয়েছে। সবাই আশঙ্কা মুক্ত আছেন। এখন পর্যন্ত আমরা দুটি হাসপাতালে ৫৫ জনের ভর্তি হওয়ার খবর পেয়েছি।

যুগান্তর | সোমবার ১১ মে ২০২৬ | ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩

উত্তরায় গাড়ির ধাক্কায় পোশাক শ্রমিক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর উত্তরায় গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেছে পোশাক শ্রমিকের। এ ছাড়া ছয় জেলায় নিহত হয়েছেন আরও ছয়জন। এর মধ্যে বগুড়ার আদমদীঘিতে এনজিও কর্মকর্তা, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ব্যবসায়ী, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গৃহবধূ, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় যুবক, গাইবান্ধার ফুলছড়িতে মোটরসাইকেল আরোহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নারী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : উত্তরায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) হেডকোয়ার্টারের সামনে শনিবার রাত পৌনে ২টায় রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় মো. নুর আলম নামের এক যুবক আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রোববার ভোরে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, লাশ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। নিহত নুর আলমের ভাই মো. কাসিম মিয়া জানান, তার ভাই সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। রাতে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নুর আলমের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার মোল্লাকান্দি এলাকায়।

মঙ্গলবার ১২ মে ২০২৬ | ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩ | যুগান্তর

চার জেলায় সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের চার জেলায় ৫ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে যশোরের শার্শায় দুজন, হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ব্যবসায়ী, নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় স্কুলছাত্র এবং টাঙ্গাইলে অটোরিকশা চালক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

বেনাপোল (যশোর) : ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত মোটরসাইকেলের দুই আরোহী হলেন শার্শার উলাসী খালপাড়ার সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে শাহিন হোসেন ও উলাসী গ্রামের আতিয়ার রহমান গাইনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন। সোমবার নাভারন-সাতক্ষীরা মহাসড়কের গিলাপোল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : ব্যাটারিচালিত টমটমের ধাক্কায় নিহত এনাম আহমদ চৌধুরী নবীগঞ্জের আলীপুর এলাকার বাসিন্দা। রোববার রাতে নবীগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) : মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত শুভ মিয়া কেন্দুয়া পৌরসভার কমলপুর গ্রামের বাসিন্দা ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। রোববার রাতে কানারামপুর-ত্রিশাল সড়কের চরশ্রীরামপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

টাঙ্গাইল : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক উলটে অটোরিকশার ওপর পড়ে নিহত নিমাই ঘোষ টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কানাই ঘোষের ছেলে। সোমবার ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের বাইপাস এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কালের কণ্ঠ | ঢাকা। মঙ্গলবার। ১২ মে ২০২৬

ভালুকায় পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের ভালুকায় এসকিউ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান 'বিরিকিনা' নামক পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কারখানাটির অবস্থান উপজেলার সীমান্তবর্তী হবিরবাড়ি ইউনিয়নের মাস্টারবাড়ি এলাকায়। গত রবিবার রাতে ওই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। তবে আগুনের ওই ঘটনায় কোনো শ্রমিক হতাহত হননি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, ঘটনার রাতে উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের মাস্টারবাড়ি এলাকায় অবস্থিত এসকিউ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান 'বিরিকিনা' নামক পোশাক কারখানার ষষ্ঠতলায় একটি এয়ারকুলারে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই সময় স্প্রিং কলার ফেটে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। অ্যালার্মের শব্দে কারখানার নিজস্ব প্রশিক্ষিত ফায়ার ফাইটিং টিমের সদস্যরা তাৎক্ষণিক অগ্নিনির্বাপণ কাজ শুরু করেন এবং ভালুকা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১২ মে ২০২৬

ডেমরায় ব্যাটারি রিকশার চাকায় ওড়না প্যাঁচিয়ে নারীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

ডেমরার মাতুয়াইল সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাকায় ওড়না প্যাঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে সোমবার বিকালে মোছা. কামিনী খাতুন (২৪) নামে এক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গার্মেন্ট ছুটির পর মাতুয়াইল থেকে রিকশায় করে তিনজন মিলে ডেমরায় যাচ্ছিলেন। পথে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। সহকর্মী মোছা. শারমিন বেগম জানান, কামিনীকে আহত অবস্থায় কোনাপাড়ায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাতুয়াইল (এআরআর ডিসমেটিক্স লি.) নামের পোশাক কারখানায় কাজ করতেন কামিনী। ঝালকাঠি সদর উপজেলার কলেজ মোড় এলাকার কামরুল ইসলামের মেয়ে তিনি। ডেমরার কোনাপাড়া এলাকায় থাকতেন। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

প্রথম আলো | সোমবার, ১১ মে ২০২৬,

নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের বিস্ফোরণে শিশুসহ পরিবারের ৫ জন দগ্ধ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় জমে থাকা গ্যাসের বিস্ফোরণে একই পরিবারের শিশুসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রোববার ভোরে উত্তর ভূঁইগড় গিরিধারা এলাকার ৬ নম্বর সড়কের আটতলা একটি ভবনের নিচতলার এক ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় দগ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন উত্তর ভূঁইগড় এলাকার ভাড়াটে ও সবজি বিক্রেতা মো. কালাম (৩৫), তাঁর স্ত্রী সায়মা বেগম (৩২), ছেলে মুন্না (৭) এবং দুই মেয়ে মুন্নি (১০) ও কথা (৭)। তাঁদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বরুকদিয়া গ্রামে।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, দগ্ধ সবার শ্বাসনালি পুড়ে গেছে। অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, ভোরে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে রান্নাঘরসহ অন্যান্য ঘরের বিভিন্ন স্থানে আগুন ধরে যায় এবং জানালার কাচ ভেঙে পড়ে। সীমানাপ্রাচীরের একটি অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সায়মা বেগমের বরাত দিয়ে উদ্ধারকারী রাকিব নামের একজন বলেন, তাঁরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণে ঘরের ভেতরে আগুন ধরে যায়। গৃহকর্তা তাঁকে জানিয়েছেন, ভোরে তিনি রান্নাঘরের চুলা ধরাতেই বিস্ফোরণ ঘটে।

ধারণা করা হচ্ছে, লিকেজ থেকে গ্যাস জমে ছিল উল্লেখ করে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, লিকেজের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিতাস গ্যাসকে বলা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে তিতাস গ্যাস ফতুল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আতিকুর রহমান বলেন, সংযোগে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, চুলা না জ্বালিয়ে সেটি অন করা ছিল।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৪ মে ২০২৬

সড়কে দুই ভাইসহ তিনজন নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরের টঙ্গীতে গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ভাইসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর- **কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) :** ঢাকার কেরানীগঞ্জে ট্রাক ও অটোরিকশা সংঘর্ষে নাদিম (১৫) ও রাজন (১৪) নামে দুই ভাই নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। নিহতরা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের পারগেন্ডারিয়ার ইদু মিয়ার ছেলে। মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের সার্ভিস লেনের তেঘরিয়া যাত্রীছাউনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **টঙ্গী (গাজীপুর) :** গাজীপুরের টঙ্গী চেরাগআলী এলাকায় মঙ্গলবার রাতে ড্রাম ট্রাকচাপায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত রতন (২২) শেরপুর সদরের হেরুয়া গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে। তিনি টঙ্গীর লিরা ডোরস কারখানার মেশিন অপারেটর ছিলেন।

দেশ রূপান্তর ১২ মে ২০২৬

ওমানে বাংলাদেশি যুবক নিহত

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের বাঁশখালীর কালীপুর ইউনিয়নের পালেগ্রামের মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (৩৬) নামে এক প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় নিহত মোহাম্মদ মহিউদ্দিন উপজেলার কালীপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের পালেগ্রামের মৃত কালু মিঞা ও রোকেয়া বেগমের চতুর্থ পুত্র।

জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের রাজধানী মাসকাট নগরীর আজাইবা এলাকায় সড়কে ভয়াবহ কার দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। গত রবিবার ওমান সময় রাত প্রায় ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, মহিউদ্দিনের সংসারে স্ত্রী ও চার বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

প্রথম আলো
বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ৩০

সচ্ছলতার আশায় তাঁরা ঋণ করে গিয়েছিলেন লেবাননে

ইসরায়েলি হামলায় নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা

শফিকুল ইসলাম

নাহিদুল ইসলাম

সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে বড় অঙ্কের টাকা ঋণ করে লেবাননে গিয়েছিলেন শফিকুল ইসলাম (৪৫) ও নাহিদুল ইসলাম (২২)। সাতক্ষীরার এই দুই বাসিন্দা আড়াই মাস আগে দেশটিতে যান। তবে তাঁদের সে স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা।

গত সোমবার দুপুরে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের নাবাতিয়েহ জেলার জেবদিনে রুটিবাহী একটি গাড়িতে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় নিহত হন শফিক ও নাহিদ। শফিকের বাড়ি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ভালুকা চাঁদপুর গ্রামে, নাহিদের আশাশুনি উপজেলার কাদাকাটি গ্রামে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে শফিকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, উঠানে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। স্বামীর মৃত্যুর খবরে আহাজারি করতে করতে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন স্ত্রী রুমা খাতুন। দুই সন্তানকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করছিলেন তিনি। শফিকের মা আজেয়া খাতুন বারবার ছেলের নাম ধরে বিলাপ করছিলেন। অনেকটা নির্বাক বসে ছিলেন বাবা আফসার আলী। পরিবারের ভাষ্যমতে, বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রায় ১২ লাখ টাকা খরচ হয় শফিকের, যার বেশির ভাগই এনজিও ও স্বজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ।

গতকাল দুপুরে নাহিদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁর মা নূরনাহার খাতুন বিলাপ করে বারবার বলছিলেন, 'আমার সোনামানিকের লাশটা দেশে এনে দাও...।'

স্বজনেরা জানিয়েছে, নাহিদের বাবা আব্দুল কাদের একসময় কৃষিকাজ করতেন। পরে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের পরিবর্তন না হওয়ায় ছেলেকে বিদেশে পাঠান। এসএসসি পাসের পর আর্থিক সংকটে নাহিদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। লেবানন যেতে তাঁর লেগেছে ৬ লাখ টাকা। স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ইউএনও অর্ণব দত্ত ও আশাশুনির ইউএনও শ্যামানন্দ কুন্ডু বলেন, শফিক ও নাহিদের মরদেহ দেশে আনতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 14 May 2026

শ্রীপুরে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে রিকশা চালক নিহত

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে মহাসড়কে পিকআপ উল্টে নিচে চাপা পড়ে অজ্ঞাত রিকশা চালক নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি দীর্ঘ সময় মহাসড়কে পড়ে থাকায় অন্যান্য যান চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। খবর পেয়ে মাওনা হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। গত মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১টার দিকে উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রঙ্গিলা বাজার এলাকায় ঢাকাগামী লেনে পিকআপটি উল্টে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক ভাবে নিহত রিকসা চালকের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি কামরুজ্জামান জানান, দুপুর পৌনে ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রঙ্গিলা বাজারে দ্রুত গতির পিকআপ রিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এসময় পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকসহ রিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই রিকশা চালকের মৃত্যু হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান জব্দ করে মাওনা হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসে। এবিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ১৩ মে ২০২৬

পানিতে ডুবে চারজনের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে দুই কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত মনিরুল (১৫) ও শুভ (১৫) গোদনাইল বাগপাড়া আলিম মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় লেক থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে সোমবার দুপুরে মাদরাসার পরীক্ষা শেষে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ডিএনডি লেকে গোসল করতে নেমে তারা নিখোঁজ হয়।

নিহত মনিরুলের বাবা মোহাম্মদ জাকির, গ্রামের বাড়ি মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার পাল্লা গ্রামে। অন্য নিহত শুভর বাবা মিজান শিকদার, গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার মরিচ বুনিয়া এলাকায়।

এদিকে পানিতে ডুবে যাওয়া নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে তাহেমন নেছা নামে (৮০) বছরের এক নারীর সলিল সমাধি ঘটেছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার জৈনসার ইউনিয়নের চম্পকদি গ্রামে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে। তিনি চম্পকদি গ্রামের মৃত খেজমত আলীর স্ত্রী।

অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জে সদরের পশ্চিম মুক্তারপুর এলাকায় শাহ সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জেটিতে কাজ করার সময় শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে উজ্জ্বল (১৯) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল ঝালকাঠি জেলার রামপুর গ্রামের প্রকাশের ছেলে।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জেটিতে বাল্কহেড থেকে মালপত্র আনলোড শেষে ওঠার সময় শ্রমিক উজ্জ্বল অসাবধানতাবশত শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। পরে প্রায় ৪০ ফুট পানির নিচ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ
Dhaka : Tuesday 12 May 2026

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৌয়াল আহত

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের কাছিকাটা এলাকার পায়রাটুনি খালে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে বাবলু গাজী (৪৮) নামে এক মৌয়াল গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামের মালেক গাজীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্র ও ফিরে আসা মৌয়ালদের কাছ থেকে জানা যায়, গত রোববার সকাল ৮টার দিকে মাঝি ইউসুফ গাজীর নেতৃত্বে একদল মৌয়াল সুন্দরবনের পায়রাটুনি খাল এলাকায় মধু ভাঙতে যান। হঠাৎ একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝোপের আড়াল থেকে এসে তার ওপর আক্রমণ চালায়।

সঙ্গে থাকা অন্য মৌয়ালরা চিৎকার ও লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে এলে বাঘটি সরে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বাবলু গাজীকে উদ্ধার করে প্রথমে বনসংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে দ্রুত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৫ মে ২০২৬
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

লাখাইয়ে হাওড়ে ধান আনতে গিয়ে প্রাণ হারাল কৃষক

কসবায় বজ্রপাতে ছাত্রের মৃত্যু

হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের লাখাইয়ে কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্র পাতের সময় নদীতে পড়ে নিখোঁজ হওয়া কৃষক সাদেক মিয়ার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সুতাং নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাদেক মিয়া নোয়াগাঁও গ্রামের মোজাম্মিল মিয়ার ছেলে। এর আগে বুধবার বিকালে ভাই ফরাশ মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হাওড় থেকে ধান আনতে গিয়ে ঝড় ও বজ্র পাতের কবলে পড়েন তিনি। এ সময় বজ্র পাতের প্রচণ্ড শব্দে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন সাদেক। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযান চালালেও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবার নিখোঁজের স্থান থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে নদীতে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় বজ্র পাতে ফাহাদ মিয়া নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিনাউটি দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ফাহাদ মিয়া বিনাউটি গ্রামের ফারুক মিয়ার ছেলে এবং স্থানীয় অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির খান উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী।

না খেলায় দুজনকে
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ২০২৬, ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যানটিনে বিস্ফোরণ, ১২ জন দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় গত রোববার গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় বাবার পর শিশুমেয়েরও মৃত্যু।

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যানটিনে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে কর্মকর্তাসহ ১২ জন দগ্ধ হয়েছেন। বিস্ফোরণে ক্যানটিনের কাচ ভেঙে গেছে। ক্যানটিন ও রান্নাঘরের আসবাবের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার মেঘনাঘাট এলাকায় অবস্থিত জেরা মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্ট লিমিটেডে ৭১৮ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্যানটিনে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের মধ্যে ছয়জনকে রাজধানীতে অবস্থিত জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। অন্য ছয়জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।

ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ জানিয়েছে, লিকেজ থেকে জমে থাকা গ্যাসে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আমির (২৫), কাউসার (৩০), শঙ্কর (২৫), নাজমুল আলম খান (৪০), আল আমিন (৪০), সুপ্রভাত ঘোষ (৪২), সাইফুল ইসলাম (৩০), ওসমান গনি (৩০), তুহিন শেখ (৩০), বদরুল হায়দার (৫০), মো. রামিজুল (১৫) ও মনির হোসেন (৪৫)। তাঁদের মধ্যে আমিরের শরীরের ৮০ শতাংশ, কাউসারের ৫৯ শতাংশ ও শঙ্করের ৪৬ শতাংশ পুড়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা একটার দিকে পাওয়ার প্ল্যান্টের ৭১৮ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের ডরমিটরির তিনতলা ভবনের নিচতলার ক্যানটিনে খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে ক্যানটিনের কাচ ভেঙে যায়। ক্যানটিনের ভেতরে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তাসহ ১২ জন দগ্ধ হন।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, দুপুরে রান্নার পর অসাবধানতাবশত গ্যাসের চুলা চালু ছিল। তখন কেউ একজন আগুন ধরাতেই এ ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, দগ্ধ আমির, শঙ্কর, কাউসার, আল আমিন—এই চারজন ক্যানটিনের বয়। অন্যরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা। তাঁদের চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জ

বিস্ফোরণের খবরে মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্টের সামনে ভিড় করেন গণমাধ্যমকর্মীরা। বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনাঘাট এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

জোন-২ উপসহকারী পরিচালক ওসমান গনি প্রথম আলোকে বলেন, ক্যানটিনের সেফটি করিডরে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। সেখান থেকে প্লাস্টিকের পাইপে গ্যাসলাইন কিচেনে আনা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চুলা অন করা অথবা লিকেজ থেকে গ্যাস জমেছিল ক্যানটিনে আগুনের স্পার্ক থেকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তিনি বলেন, 'আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ভিডিও ফুটেজ চেয়েছি। তারা ভিডিও সরবরাহ করলে পর্যালোচনা করে কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

এ ব্যাপারে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার *প্রথম আলোকে* বলেন, বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বলেন, গ্যাসের সিলিন্ডার অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সিলিন্ডারের গ্যাসের পাইপের লিকেজ থেকে গ্যাস জমে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

দগ্ধ বাবার পর মেয়ের মৃত্যু

এদিকে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় গত রোববার গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ বাবার পর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাত বছর বয়সী শিশু কথা মারা যায়।

এর আগে সোমবার সকালে একই ঘটনায় দগ্ধ তার বাবা মো. কালাম (৩৫) মারা যান। দগ্ধ অন্য তিনজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় শিশু কথারও মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় দগ্ধ অন্য তিনজন এইচডিইউতে (হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট) চিকিৎসাধীন।

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 12 May 2026

চাঁদপুরে ডকইয়ার্ডে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রংমিস্ত্রি নিহত

প্রতিনিধি, চাঁদপুর

চাঁদপুরে ডকইয়ার্ডের নৌযানে রঙের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মো. জুয়েল নামের (২৫) নামে এক শ্রমিকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ৯ টায় চাঁদপুর শহরের ইচুলী ঘাট সেলিম অ্যান্ড ব্রাদার্স নামের ডকইয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত জুয়েল শহরের নতুন বাজার মধ্য ইচুলী এলাকার কুদ্দুস ব্যাপারীর ছেলে। তিনি দাম্পত্য জীবনে বিবাহিত এবং ২ বছরের এক পুত্র সন্তানের জনক। এর আগেও গত বছর সেলিম অ্যান্ড ব্রাদার্স নামের এই ডকইয়ার্ডে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে অন্য এক শ্রমিকের মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে।

এলাকাবাসী জানান, জুয়েল প্রতিদিনের ন্যায় গতকাল সকালে সেলিম অ্যান্ড ব্রাদার্স ডকইয়ার্ডে রঙের কাজ করতে যায়। পানিতে দাঁড়িয়ে রঙের কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক ক্যাবলের লিকেজজনিত কারণে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর অন্য শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শুক্রবার । ১৫ মে ২০২৬

সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিনজনের

ফরিদপুর ও নাটোর প্রতিনিধি ▷

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে পিকআপ ভ্যানের সজোরে ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৪টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পুলিয়া ফ্লাইওভার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পিকআপচালক প্রবীর রায় চৌধুরী (৩৬) ও হেলপার জুয়েল (১৮)।

জানা গেছে, মালবাহী কাভার্ড ভ্যানটি মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একই দিকে ঢাকাগামী একটি ছোট পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানটির পেছনে ধাক্কা দিলে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিবচর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সালাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এদিকে নাটোরের লালপুরে অটোরিকশার ধাক্কায় মো. মোস্তফা (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যা ৭টার দিকে লালপুর-ঈশ্বরদী আঞ্চলিক মহাসড়কের পালিদেহা সিএনজি গ্যারেজ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সমকাল

শনিবার । ১৬ মে ২০২৬ ।

সৌদি থেকে প্রবাসীর লাশ এলো বাড়িতে

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার এক সৌদি প্রবাসীর মরদেহ দেশে এসেছে সরকারি উদ্যোগে। তবে এ বিষয়ে কিছুই জানে না স্থানীয় প্রশাসন। পরিবার বলছে, গণঅধিকার পরিষদের স্থানীয় এক নেতার উদ্যোগে এবং প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরের সহায়তায় দ্রুত সময়ের মধ্যে মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

মৃত প্রবাসীর নাম আব্দুল জব্বার নূর মোহাম্মদ (৪০)। তিনি বুরুদিয়া ইউনিয়নের কাগারচর গ্রামের আব্দুল বাতেনের ছেলে। ২০০৫ সালে জীবিকার সন্ধানে সৌদি আরবে যান। সেখানে আল জাহারান নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। বিবাহিত হলেও তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন নূর মোহাম্মদ।

স্বজনরা জানান, সৌদিতে কঠোর পরিশ্রম করে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাতেন তিনি। সবসময় পরিবারের সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর বাবা আব্দুল বাতেন বলেন, 'ছেলে বলত, আর কিছুদিন কষ্ট করে টাকা জমিয়ে দেশে চলে আসবে। সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে থাকবে। কিন্তু সেই ছেলে লাশ হয়ে ফিরল।'

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১০ আগস্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন নূর মোহাম্মদ। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ২০ এপ্রিল সেখানেই মারা যান। এরপর মরদেহ হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স বাড়িতে পৌঁছায়। এ সময় বাবা-মা, স্ত্রী নূপুর আক্তারসহ পরিবারের সদস্যরা বিলাপ করে কাঁদতে থাকেন। এক পর্যায়ে বারবার মূর্ছা যান স্ত্রী নূপুর আক্তার। গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রূপম দাস বলেন, 'সৌদি আরবে মারা যাওয়া কোনো ব্যক্তির মরদেহ এলাকায় এনে দাফনের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কোনো তথ্য নেই। কেউ আমাদের অবহিতও করেনি।'

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ১৫ মে ২০২৬,

সোনারগাঁয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় একজনের মৃত্যু

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে জেরা (জেইআরএ) মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যান্টিনে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ শঙ্কর রোজারিও (২৫) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ওই ক্যান্টিনের কর্মচারী। এই ঘটনায় আরও ১১ জন দগ্ধ হয়েছেন। বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, 'শংকরের শরীরের প্রায় ৪৬ শতাংশ এবং তার শ্বাসনালীও দগ্ধ হয়েছিল।' তিনি আরও জানান, 'দগ্ধদের মধ্যে আরও পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।' গত বুধবার দুপুরে সোনারগাঁওয়ের বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যান্টিনে দুপুরে খাবার খাওয়ার সময় গ্যাস লিকেজ থেকে এই বিস্ফোরণ হয়। পরে দগ্ধ ১২ জনকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে।

এদিকে, বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী।

প্রথম আলো

শনিবার, ১৬ মে ২০২৬, ২

শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

পুরান ঢাকার চকবাজারের কামালবাগে একটি প্লাস্টিক বর্জ্যের কারখানার গুদাম থেকে ইউনুস মিয়া (৪০) নামের এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় এটি হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। গতকাল বেলা দুইটার দিকে কারখানাটির দ্বিতীয় তলার গুদামঘর থেকে ইউনুসের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি বরিশালের কোতোয়ালি থানার কাশিপুর এলাকার বাসিন্দা। চকবাজার থানার পুলিশ জানায়, ইউনুস মিয়াসহ কয়েকজন শ্রমিক ওই কারখানার দ্বিতীয় তলার একটি গুদামঘরে থাকতেন। গতকাল দুপুরের দিকে স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গুদামঘরটির দরজা খোলা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ভেতরে ইউনুসের মরদেহ পড়ে ছিল। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের (মিটফোর্ড) মর্গে পাঠানো হয়েছে। চকবাজার থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, 'ইউনুস মিয়ার মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, সেটি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।' ওসি আরও জানান, গুদামঘরটিতে অন্য শ্রমিকেরা থাকলেও মরদেহ উদ্ধারের সময় কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি। কারখানার কোনো শ্রমিকের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। পুরো বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

যুগান্তর

রোববার ১৭ মে ২০২৬
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বাসচাপায় বাবা ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মালবাহী বিকল ট্রাকের চাকা মেরামতের সময় অজ্ঞাত বাসচাপায় ট্রাকচালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছেন। তারা দুজন সম্পর্কে বাবা-ছেলে। এছাড়া দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ৫ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নাটোরের গুরুদাসপুরে কলেজছাত্র, সিলেটের বিয়ানীবাজারে কিশোর, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বৃদ্ধা, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নারী এবং নড়াইলের লোহাগড়ায় কৃষক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল ট্রাকের চাকা মেরামতের সময় বাসচাপায় নিহত হলেন যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া এলাকার ইউসুফ আলী ও তার ছেলে ইয়াকুব আলী। শনিবার ভোরে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের বগাইল টোলপ্লাজার সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিবচর হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট শাহাদাত হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে ভাঙ্গাগামী একটি মালবাহী ট্রাক ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বগাইল টোলপ্লাজা এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকটির পেছনের একটি চাকা বিকল হয়ে যায়। পরে সড়কের এক পাশে ট্রাকটি থামিয়ে চালক ইয়াকুব ও তার বাবা ইউসুফ আলী মিলে চাকা মেরামত শুরু করেন। এ সময় ভাঙ্গাগামী দ্রুতগতির একটি অজ্ঞাত বাস পেছন থেকে তাদের দুইজনকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাবা-ছেলে মারা যান।

লোহাগড়া (নড়াইল) : দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত আলী কাজী লোহাগড়া উপজেলার সত্রহাজারি গ্রামের মৃত আবুল কাজীর ছেলে। শুক্রবার রাতে একই গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সমকাল

শনিবার । ১৬ মে ২০২৬

ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে দুই কৃষকের মৃত্যু

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ফুলপুরে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে খড় শুকাতে গেলে রূপসী ইউনিয়নের ভাট্টা গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– ভাট্টা গ্রামের বাসিন্দা তাজউদ্দিন এবং আরশব আলী।

জানা গেছে, তাজউদ্দিন বাড়ির পাশে নিজ আঙিনায় খড় শুকানোর কাজ করছিলেন। আগের ঝোড়ো বাতাসে বিদ্যুতের একটি তার ছিঁড়ে খড়ের নিচে চাপা পড়ে ছিল, যা তাঁর জানা ছিল না। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত তিনি ওই তারের সংস্পর্শে আসতেই বিদ্যুতায়িত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন প্রতিবেশী আরশব আলী। তাজউদ্দিনকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান তিনি। তাঁকে স্পর্শ করা মাত্রই আরশব আলীও বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে ফুলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ফুলপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল বাশার জানান, লাশ দুটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের স্বজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তাদের কোনো অভিযোগ থাকলে সেই অনুযায়ী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ
। শুক্রবার । ১৫ মে ২০২৬

ওমানে গাড়ি থেকে চট্টগ্রামের চার ভাইয়ের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

ওমানে একটি গাড়ির ভেতর থেকে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার বাসিন্দা চার ভাইয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গাড়ির ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। দেশে ফেরার প্রস্তুতির মধ্যেই একসঙ্গে চার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর স্বজনদের মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে।

নিহত চার ভাই হলেন—মুহাম্মদ রাশেদ, মুহাম্মদ সাহেদ, মুহাম্মদ সিরাজ ও মুহাম্মদ শহিদ। তাঁদের বাড়ি উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের বন্দারাজার পাড়ায়। গত বুধবার রাতে ওমানের মুলাদ্দাহ এলাকায় একটি ক্লিনিকের সামনে পার্ক করে রাখা গাড়ি থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চার ভাইয়ের মধ্যে দুজনের আজ শুক্রবার দেশে ফেরার কথা ছিল। তাঁদের একজনের বিয়ের অনুষ্ঠানও নির্ধারিত ছিল। এ কারণে চার ভাই একসঙ্গে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বের হন। পরে পথে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ওমানে চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মো. ইয়াসিন চৌধুরী বলেন, বুধবার সন্ধ্যায় চার ভাই ওমানের বারকা এলাকায় ছিলেন। পরে সেখান থেকে মুলাদ্দাহর দিকে রওনা দেন। সেখানে একটি ক্লিনিকের সামনে পার্ক করে রাখা গাড়ির ভেতর থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরো বলেন, রাত ৮টার দিকে চার ভাইয়ের একজন বারকা এলাকায় থাকা এক স্বজনকে ভয়েস মেসেজ দিয়ে জানান, তাঁরা খুব অসুস্থ এবং গাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। একই সঙ্গে তাঁরা অবস্থানের লোকেশনও পাঠান। পরে মুলাদ্দাহ এলাকায় পার্ক করে রাখা গাড়ির ভেতরে চারজনকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দুই বাংলাদেশি প্রবাসী পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ গাড়ির দরজা খুলে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করে।

মো. ইয়াসিন চৌধুরী বলেন, 'ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থ বোধ করায় চিকিৎসা নেওয়ার জন্যই চার ভাই ক্লিনিকটির সামনে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে। আমরা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।'

নিহত চার ভাইয়ের খালাতো বোনের স্বামী মোহাম্মদ সাগর গত রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেন, পোস্টমর্টেমের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী গাড়ির ভেতরে বিষাক্ত গ্যাসের কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরো বলেন, 'চার ভাইয়ের মধ্যে দুজনের ১৫ মে দেশে যাওয়ার কথা ছিল। কেনাকাটার জন্য বের হওয়ার পর বড় ভাই অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। ক্লিনিকের সামনে গাড়িতে অপেক্ষা করার সময়ই ঘটনাটি ঘটে।'

এদিকে চার ভাইয়ের মৃত্যুর খবরে রাঙ্গুনিয়ার লালানগরের বাড়িতে শোকের মাতম চলছে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চারজনই দীর্ঘদিন ধরে ওমানে কর্মরত ছিলেন। নিহতদের মধ্যে দুজন বিবাহিত।

স্বজনরা জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত মা এখনো জানেন না, তাঁর চার ছেলে আর বেঁচে নেই। প্রথমে তাঁকে বলা হয়েছিল, একজন মারা গেছেন। এরপর থেকে তিনি বারবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। স্বজনরা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

একমাত্র জীবিত ভাই মোহাম্মদ এনাম গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লাশ মর্গে আছে। এখনো বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি।'

লালানগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আমির হোসেন বলেন, একসঙ্গে চার ভাইয়ের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাজমুল হাসান বলেন, ঘটনার বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ অবহিত করেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সমকাল
। রোববার । ১৭ মে ২০২৬ ।

সোনারগাঁয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ক্যান্টিনে বিস্ফোরণ
দগ্ধ আরও একজন মারা গেছেন

■ সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনাঘাট এলাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যান্টিনে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ মো. আমির (২৫) মারা গেছেন। গতকাল শনিবার ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এই দুর্ঘটনায় দুজন মারা গেলেন।

ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, আমিরের শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে আরও ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দগ্ধ শংকর গোমেজ (২৫) মারা যান।

গত বুধবার দুপুরে জেরা মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যান্টিনে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১২ জন দগ্ধ হন। তাদের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছয়জন বাড়ি ফিরে যান। বাকি ছয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৫ মে ২০২৬

বজ্রপাতে শিক্ষার্থী ও কৃষক নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বিনাউটি গ্রামে গতকাল বজ্রপাতে ফাহাদ হোসেন (১৫) নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। ফাহাদ ওই গ্রামের ফারুক মিয়ার ছেলে ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। এদিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লা গ্রামের বজ্রপাতে মারা গেছেন শহিদুল ইসলাম (৪৫) নামে একজন কৃষক। বুধবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। শহিদুল ওই গ্রামের মসলেম মোল্লার ছেলে।

-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

সময়ের আলো
রোববার। ১৭ মে ২০২৬।

ওমান পুলিশ

বিষাক্ত গ্যাসেই মৃত্যু সেই চার ভাইয়ের

● রাউজান (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

ওমানে প্রবাসী চার বাংলাদেশি ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমেছে সে দেশের পুলিশ। রয়্যাল ওমান পুলিশের বরাত দিয়ে টাইমস অব ওমানে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গাড়ি চালু থাকা অবস্থায় এসির এগজস্ট থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে শ্বাস গ্রহণের ফলে ওই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনার পর আবদ্ধ গাড়িতে ঘুমানোর ব্যাপারে সতর্কতা জারি করেছে পুলিশ।

চট্টগ্রাম সমিতি ওমানের নেতারা জানান, বুধবার সন্ধ্যায় চার ভাই ওমানের বারকা এলাকা থেকে মুলাদ্দাহর উদ্দেশে রওনা হন। রাত ৮টার পর তাদের একজন এক আত্মীয়কে ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে অসুস্থতার কথা বলেন। নিজেদের লোকেশন পাঠিয়ে বলেন, গাড়ি থেকে বের হওয়ার মতো অবস্থাও তাদের নেই। তাদের নাকে-মুখে ফেনা আসছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মায়ের কাছে ফোন করেও তারা দোয়া চান তখন। পরে একটি ক্লিনিকের সামনে পার্ক করা গাড়ির ভেতরে চারজনকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির দরজা খুলে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত চার ভাই হলেন– রাশেদুল ইসলাম, শাহেদুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম। এদিকে চার প্রবাসী ভাইয়ের মরদেহ আগামী মঙ্গলবার বিকালে দেশে পৌঁছাবে বলে শনিবার দুপুরে নিশ্চিত করেছেন স্বজনরা। একই ফ্লাইটে তাদের মরদেহ দেশে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে নিহত ব্যক্তিদের স্বজন, বাংলাদেশ দূতাবাস ও চট্টগ্রাম সমিতি ওমানের নেতারা।

এদিকে তিন দিন পার হলেও চার ভাইয়ের মা খাদিজা বেগমকে এখনও জানানো হয়নি তার ছেলেরা জীবিত নেই। তিনি জানেন, তার ছেলেরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। সংবাদটি শোনার পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন শারীরিক অবস্থায় ছেলেদের মৃত্যুসংবাদ সহ্য করতে পারবেন না বলে তাকে এই সংবাদ জানানো হয়নি। আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীরা কেউ এই খবর যেন খাদিজা বেগমকে জানাতে না পারেন এ জন্য ফটকে তালা দিয়ে রেখেছেন তার বেঁচে থাকা একমাত্র ছেলে মোহাম্মদ এনাম (৩২)। এনাম চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। এদিকে চার ভাইয়ের মরদেহ দাফনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে জায়গা। কবরস্থানে পাশাপাশিই তাদের চার ভাইকে দাফন করা হবে। নিহত চার ভাইয়ের খালাতো ভাই এমরান হোসেন বলেন, দরিদ্র পরিবারটি প্রবাসী ভাইদের পাঠানো টাকায় সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল। চার ভাইয়ের মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে গেল। আগামী মঙ্গলবার তাদের চারজনের মরদেহ দেশে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া চলছে। মরদেহ দাফনেরও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম সমিতি ওমানের সভাপতি মোহাম্মদ ইয়াসিন চৌধুরী বলেন, 'চার ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমরা দূতাবাস ও ওমান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছি। মরদেহ দেশে দ্রুত পাঠানোর প্রক্রিয়া ৮০ শতাংশ শেষ করা হয়েছে। আশা করছি, মঙ্গলবার বিকালে ওমান থেকে বাংলাদেশগামী একটি ফ্লাইটে তাদের চার ভাইয়ের মরদেহ একসঙ্গে দেশে পাঠানো হবে। তিনি বলেন, মরদেহ পাঠানোর প্রক্রিয়া ও খরচ নিহত ব্যক্তিদের স্বজন এবং চট্টগ্রাম সমিতি ওমান বহন করবে। গাড়ি দুর্ঘটনা না হওয়ায় এই ঘটনার ব্যয়ভার ওমান সরকার নেবে না। মৃত চারজনেরই বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এ ঘটনার পর বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্বাসরোধের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে রয়্যাল ওমান পুলিশ আবদ্ধ অবস্থায় যানবাহনের ভেতরে না ঘুমাতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ মে ২০২৬

ধামরাইয়ে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২৫

■ ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

ধামরাইয়ে গ্রাফিক্স গার্মেন্টসের শ্রমিকবাহী এবং পদ্মা পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বারবাড়িয়া এলাকায় ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি সরিয়ে নেওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয়রা জনান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মানিকগঞ্জগামী পদ্মা পরিবহনের একটি বাস বারবাড়িয়া এলাকায় পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্রাফিক্স গার্মেন্টসের শ্রমিকবাহী স্বপ্ন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুটি বাসের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনায় দুই বাসের চালকসহ অন্তত ২৫ জন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌছে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতাল ও আশপাশের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা মো. আল আমিন খান জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌছে কাজ শুরু করে। এ সময় স্বপ্ন পরিবহনের চালক বাসের ভেতরে আটকা পড়লে তাকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১৯ মে ২০২৬

আট জেলায় ১০ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহতদের মধ্যে এক চালক, দুই সহকারী, মোটরসাইকেলের দুই আরোহী, মাদ্রাসার এক শিক্ষক ও এক ছাত্র রয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটি পিকআপ ভ্যানের চালক-সহকারী ও মোটরসাইকেলের দুই আরোহী রয়েছেন।

গত রোববার রাত থেকে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

ফরিদপুরের ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি পিকআপের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন আরেকটি পিকআপ ভ্যানের চালক ও তাঁর সহকারী। গতকাল ভোরে আতাদী সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন চালক জসিম মিয়া (৩৫) এবং তাঁর সহকারী তানিম খান (২৫)।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে গতকাল দুপুরে ট্রাকচাপায় নিহত হন বেলাল হোছাইন ফতেহপুরী (৫৫)। তিনি সেনবাগ উপজেলার ফতেহপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার মুহতামিম ছিলেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয় তাঁর মেয়ে তালবিয়া মুসতারি (৫)।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সকালে মোটরসাইকেল সড়কের পাশে খাদে পড়ে নিহত হন মাহাবুল হোসেন (৩৮)। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিএসআরএম গেট ইউটার্ন এলাকায় গতকাল সকালে গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছে মো. শাহীন আলম (১৫)। জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় রোববার রাত ১০টার দিকে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী মাদ্রাসাছাত্র মোস্তাকিম কামাল (২১)।

ট্রাকের পেছনে ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যায় বাসটি। গতকাল সকালে বগুড়ায়। ছবি : প্রথম আলো

নড়াইলে সদর উপজেলার তালতলা এলাকায় পিকআপ ও ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্বারের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন বাবু মিয়া। তিনি পিকআপ ভ্যানে ছিলেন। এ ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন।

মাদারীপুরের শিবচরে গতকাল সন্ধ্যায় ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী সিয়াম হাওলাদার (১৮)। খাগড়াছড়ির রামগড়ে রোববার রাতে একটি বিকল বাসের পেছনে আরেকটি বাসের ধাক্কায় নিহত হন শাহ আলম (৩৬)। তিনি বিকল বাসের যাত্রী ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। বগুড়ার বনানী বাসস্ট্যান্ডে গতকাল সকালে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয় একটি বাস। এতে বাসটির সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন।

চালকের মরদেহ উদ্ধার

খাগড়াছড়ির রামগড়ে বিকল বাসের পেছনে ধাক্কা দেওয়া বাসের চালকের মরদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর নাম রব শেখ। তিনি শ্যামলী পরিবহনের বাসের চালক ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বাস নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গতকাল ভোরে জেলার নাকাপা বাজার এলাকার একটি যাত্রীছাউনির সামনে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

যুগান্তর

রোববার ১৭ মে ২০২৬
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

বাড্ডায় ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির সহকারীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বাড্ডায় ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মো. ফাহিম (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফাহিম এসি মিস্ত্রির সহকারী ছিলেন।

জানা যায়, ভবনে নতুন এসি লাগানোর কাজ করছিলেন একজন এসি মিস্ত্রি। আর তার সহকারী ফাহিম ছাদে রশি খোলার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ফাহিম মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার খিরপুর কলাবাগান গ্রামের মো. ফারুকের ছেলে। বাড্ডার আদর্শনগর এলাকায় একটি মেসে থাকতেন।

যুগান্তর

সোমবার ১৮ মে ২০২৬
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

হবিগঞ্জে প্রাণ গেল বাবা-ছেলের

যুগান্তর ডেস্ক

হবিগঞ্জে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। রাজধানীসহ আরও সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আটজনের। তাদের মধ্যে রাজধানীতে দুজন, চুয়াডাঙ্গায় কৃষক, মৌলভীবাজারের রাজনগরে মোটরসাইকেলচালক, দিনাজপুরের বিরামপুরে শিশু, পাবনার ঈশ্বরদীতে শ্রমিক, নীলফামারীতে গৃহবধূ ও ময়মনসিংহের নান্দাইলে নারী রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ঢাকা : যাত্রাবাড়ীর শনিরআখড়া ও শ্যামপুরের ধোলাইপাড় এলাকায় রোববার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—মোটরসাইকেল আরোহী সাজিদ হাসান ও ভ্যানচালক শফিকুল ইসলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লাশ দুটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। রোববার সকালে শনিরআখড়ার রায়েরবাগ এলাকায় অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন সাজিদ হাসান। পথচারীরা তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সাজিদ লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের সোলাইমানের ছেলে। একইদিন বেলা দেড়টার দিকে ধোলাইপাড়ে দ্রুতগতির অটোমিশুকের ধাক্কায় ভ্যান উলটে নিহত হন চালক শফিকুল ইসলাম। তিনি গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার রাজনগর গ্রামের বাসিন্দা।

বণিক বার্তা শনিবার, মে ১৬, ২০২৬

বজ্রপাতে মৃত্যু

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে মজনু মিয়া (২২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত মজনু মিয়া ওই গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে। গতকাল দুপুরে বৃষ্টির সময় বাড়ির পাশে ধান কাটার কাজ করছিলেন মজনু মিয়া। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, জামালপুর

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ জ্যেষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 15 May 2026

যশোরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নৈশ প্রহরি নিহত

প্রতিনিধি, যশোর

যশোরের ঝিকরগাছায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুল আজিজ গাজী নামে এক নৈশ প্রহরি নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত আব্দুল আজিজ গাজী ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ইউনিয়নের বেনেয়ালী গ্রামের মৃত আহম্মেদ গাজীর ছেলে। তিনি বেনেয়ালী বাজারে নৈশ প্রহরির হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাত ৯টার দিকে আব্দুল আজিজ গাজী বাড়ি থেকে হেঁটে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে বেনেয়ালী বাজার এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিকরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন। পরে যশোর হাসপাতালের পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি মাসুম খান জানান, সুরোতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়না তদন্তের পর মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন মঙ্গলবার ॥ ১৯ মে ২০২৬ ॥

কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

কারখানায় অর্ধগলিত লাশ

প্রতিদিন ডেস্ক

মাগুরায় কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জে নিজ কারখানায় ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে মালিকের লাশ। বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার করা হয়েছে আরও তিনজনের লাশ। প্রতিনিধিদের খবর- **মাগুরা :** শ্রীপুর উপজেলার মাশালিয়া ঘুনিপাড়ায় গতকাল আকবর আলী (৫৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আকবর ওই এলাকার আজাহার মণ্ডলের ছেলে। পুলিশ জানায়, আবদুর রশিদসহ একপক্ষের সঙ্গে সামাজিক বিরোধ চলছিল আকবর আলীর। সোমবার সকালে তিনি পাট খেত পরিচর্যায় যান। তখন প্রতিপক্ষ তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মাঠে ফেলে রাখে। অন্য কৃষক ও স্বজনরা তাকে শ্রীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। **কিশোরগঞ্জ :** কটিয়াদীতে তালাবদ্ধ কারখানা থেকে জিল্লুর রহমান (৪০) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পৌর এলাকার ভোগপাড়ার একটি কারখানায় গতকাল লাশটি পাওয়া যায়। জিল্লুর ওই কারখানার মালিক। শুক্রবার বিকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন জানা গেছে। তার বাড়ি নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায়। সপরিবারে থাকতেন কটিয়াদীতে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** জেলা শহরের আনন্দবাজার কারখানাঘাট থেকে দুপুরে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার আনুমানিক বয়স ২৫ বছর। সদর থানার ওসি জানান, দুপুরে তিতাস নদের তীরে লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। ধারণা করা হচ্ছে লাশটি ৩-৪ দিন ধরে পানিতে ভাসমান ছিল।

কলাপাড়া : পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মরিয়ম বেগম (৩৮) নামে এক সৌদি প্রবাসীর লাশ সকালে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে মৃতের স্বামী নাসির পলাতক।

সোনারগাঁ : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ফয়সাল (৩৫) নামে এক মাদক বিক্রেতার ঝুলন্ত মৃতদহে উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার পৌরসভার জয়রামপুরে নিজ বাড়ির কক্ষে দুপুরে লাশটি পাওয়া যায়।

যুগান্তর | বুধবার ২০ মে ২০২৬
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

তিন চালকসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে গাইবান্ধা, নাটোর ও কিশোরগঞ্জে তিন চালকসহ চারজন, ময়মনসিংহে শিশু ও চট্টগ্রামে পথচারী রয়েছেন। **ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

গাইবান্ধা : গাইবান্ধা-দাড়িয়াপুর সড়কের ঠাকুরের দীঘি এলাকায় পিকআপ-ইজিবাইক সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চার যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরা হলেন—ইজিবাইক চালক ফরিদ হোসেন ও যাত্রী রুস্তম আলী। ফরিদের বাড়ি গাইবান্ধা সদর উপজেলার আনালেরতাড়ি গ্রামে। আর রোস্তমের বাড়ি সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের ছাতনাবাড়ি গ্রামে।

লালপুর (নাটোর) : লালপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বৃদ্ধ জাকির হোসেন খানের মৃত্যু হয়েছে। জাকির হোসেন উপজেলার উত্তর লালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল বারি খানের ছেলে। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার চকনাজিরপুর বাজার এলাকায় ভ্যান-ট্রাক সংঘর্ষে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) : কটিয়াদী থেকে কুরবানির গরু বিক্রির জন্য বাজারে নেওয়ার পথে পিকআপ উলটে চালক রাজিব মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। রাজিব কুলিয়ারচর উপজেলার গোবরিয়া আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের মজলিশ মিয়ার ছেলে। মঙ্গলবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব সড়কের বাজিতপুর উপজেলাধীন পিরিজপুর দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, মে ১৯, ২০২৬

তিন জেলায় বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক

তিন জেলায় গতকাল বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ঝিনাইদহে দুজন, মেহেরপুর ও নারায়ণগঞ্জে একজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

মেহেরপুর : কালবৈশাখীতে ও বজ্রপাতে আব্দুর রশিদ (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দুজন আহত হয়েছেন। একই সঙ্গে মাঠে থাকা চারটি গরুও মারা গেছে। নিহত আব্দুর রশিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত আবদার আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ : সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো সাতজন। গতকাল সদরের মায়াধরপুর ও শৈলকুপা উপজেলার দামুকদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নফরকান্দি গ্রামের দিনমজুর আসাদুল ইসলাম (৪০) ও শৈলকুপা উপজেলার দামুকদিয়া গ্রামের আনিসুর রহমানের স্ত্রী আন্না খাতুন (৪৫)।

নারায়ণগঞ্জ : আড়াইহাজারে কালবৈশাখীর সময় বজ্রপাতে এক কৃষক নিহত হয়েছেন ও আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। গতকাল ভোরে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মাসাদুর রহমান।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, মে ২১, ২০২৬

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৯ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে বাগেরহাটে তিনজন এবং শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ঠাকুরগাঁওয়ে দুজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

বাগেরহাট : পণ্যবাহী ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা জাতীয় মহাসড়কের বাগেরহাট সদর উপজেলার ভট্ট বালিয়াঘাটা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ পণ্যবাহী ট্রাকটি আটক করেছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন।

নিহতরা হলেন বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার লখপুরের বাসিন্দা মোটরসাইকেল চালক আব্দুল কাদের ফরাজী ও মোংলা বন্দরে কর্মরত

জাহাজচালক বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা বাহাদুর শিকদার। তবে বাকি একজনের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি হাইওয়ে পুলিশ। বাগেরহাটের কাটাখালী হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাফর আহমেদ জানান, মোংলা থেকে বাগেরহাটের উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলে করে তিনজন খুলনা-মোংলা জাতীয় মহসড়কের বাগেরহাট সদর উপজেলার চুলকাঠি ভট্ট বালিয়াঘাটা নামক স্থানে পৌঁছলে বিপরীত দিক আসা অন্য একটি পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের চালক আব্দুল কাদের ফরাজী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

NEW AGE THURSDAY, MAY 21, 2026,

8 killed in road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST eight people were killed in road accidents in Bagerhat, Sunamganj, Thakurgaon and Tangail on Wednesday.

Three people were killed in a head-on collision between a truck and a motorcycle on the Khulna-Mongla Highway in Bagerhat, reported Bangladesh Sangbad Sangstha.

The accident occurred at about 9:00am when a Khulna-bound motorcycle carrying three passengers collided head-on with a Mongla-bound truck, leaving one dead on the spot and two others injured.

People of the area took the injured to Bagerhat 250-bed Hospital, where the on-duty doctor declared the duo dead.

The deceased are motorcyclist Kader Faraji, 50, a resident of Bhabana area under Fakirhat; Bahadur Sikder, 45, a resident of Morelganj; and Monir Hossain, 48, from the same area in Bagerhat.

Katakhali highway police station officer-in-charge Md Zafar Ahmed said that the bodies were sent to the Bagerhat Sadar Hospital morgue for autopsy, and legal proceedings were under process.

The BSS also reported that two people were killed and three others injured in a head-on collision between a bus and a laguna on the Sylhet-Sunamganj Highway in the Ahsanmara Bridge area under Shantiganj in Sunamganj.

The accident caused severe traffic congestion on the busy highway and triggering panic among people of the area.

According to witnesses, a bus travelling towards Sunamganj collided head-on with a laguna heading to Sylhet, leaving two passengers dead on the spot.

The deceased were Zaher Mia, 18, a resident of Kathir union under Sunamganj Sadar; and Ibrahim Mia, 26, of Ghagli village under Shantiganj.

Two friends were killed after their motorcycle lost control and crashed into a roadside island in Thakurgaon town, BSS reported.

The deceased were Ritwik, 25, and Ashik, 25, both residents of Mathurapur village under Thakurgaon Sadar.

The accident took place in the Gobindanagar Munshirhat area, confirmed officer-in-charge of Thakurgaon Sadar police station Mohammad Monir Hossain.

Ritwik died on the spot and Ashik was taken to Thakurgaon 250-bed General Hospital, where he later died while undergoing treatment.

The BSS also reported that a truck driver was killed after his vehicle overturned on the Dhaka-Tangail Highway at Bhatkura area in Tangail.

The deceased, Russell Mia, 20, was a resident of Sirajkandi area under Bhuapur in the district.

The police said that the truck lost control after the driver apparently fell asleep while reaching the Bhatkura area.

The vehicle climbed onto the road divider and overturned, leaving the driver crushed underneath. He died on the spot, added the police.

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

আইল্যান্ডে বাইকের ধাক্কা, ২ বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ঠাকুরগাঁওয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা শহরের গোবিন্দনগর মুন্সিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতাসহ তিনজন, রাজবাড়ী ও জামালপুরে দুই কৃষক, বাগেরহাটে চালকসহ তিনজন এবং সুনামগঞ্জে দুই যুবক ও গাজীপুরে অটোযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার

নিহত ২

টাঙ্গাইল ও কালিহাতী : ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে ট্রাক উলটে চালক রাসেল মিয়া নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে ভাতকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাসেল ভূঞাপুর উপজেলার সিরাজকান্দি এলাকার জহিরুল ইসলামের ছেলে। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ট্রাকটি যমুনা সেতুমুখী লেনে ভাতকুড়া এলাকায় পৌঁছালে চালক ঘুমিয়ে পড়েন। ট্রাকটি রাস্তার বিভাজকের ওপর উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে চালকের মৃত্যু হয়। এদিকে কালিহাতীতে ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে সিএনজিচালক আব্দুল হামিদ ও এলেংগা পৌর বিএনপির তাঁতীবিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশিদ নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে কালিহাতীর এলেঙ্গা পৌরসভা রাজাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হামিদ টাঙ্গাইল মগড়া ইউনিয়নের খিদিরপাড়া গ্রামের হযরত আলীর ছেলে এবং রশিদ কালিহাতী উপজেলা এলেঙ্গা দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত রোস্তম আলী সরকারের ছেলে।

রাজবাড়ী : বাসের ধাক্কায় কৃষক মোমতাজ মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাজবাড়ী কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাইকার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোমতাজ কালুখালী উপজেলার মদাপুর ইউনিয়নের চর চিলোকা গ্রামের মৃত পটল মণ্ডলের ছেলে।

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে বাস-লেগুনা সংঘর্ষে লেগুনাচালকসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, শান্তিগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের লেগুনাচালক ইব্রাহিম মিয়া এবং সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের জাহেদ মিয়া। বুধবার দুপুরে শান্তিগঞ্জ উপজেলার আহসানমারা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের আরও ৫ লেগুনা যাত্রী আহত হয়েছেন।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলায় ট্রাক চাপায় অজ্ঞাতনামা অটোরিকশা যাত্রী নিহত হয়েছেন। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের শ্রীফলতলী এলাকায় মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ইত্তেফাক ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ । ২২ মে ২০২৬

বজ্রপাতে পৃথক স্থানে দুই জনের মৃত্যু

আহত ২

ইত্তেফাক ডেস্ক

বৃহস্পতিবার সকালে বজ্রপাতে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে এক জন ও নাটোরের লালপুরে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় লালপুরে আহত হয়েছেন আরো দুই জন।

চিলমারী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রামের চিলমারীতে বজ্রপাতে রফিকুল ইসলাম নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের মজাইডাঙ্গা এলাকার এ ঘটনা ঘটে। নিহতের পিতা নুরজামাল জানান, সকালে নিজ বসতবাড়ির ঘর থেকে বের হতেই বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

লালপুর (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের লালপুরে বজ্রপাতে এসকেন আলী (৬২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় শাপলা ও সুফিয়া নামের দুই নারী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সিরাজীপুর মাঠের 'সুপার' ইটভাটায় কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাদেরকে উদ্ধার করে লালপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক এসকেন আলী ভোলাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

উত্তরায় গার্ডার চাপায় ৫ জনের মৃত্যু

চীনা কর্মকর্তার নির্দেশে ছুটির দিনে কাজে আসেন শ্রমিকরা

মহিউদ্দিন খান রিফাত

রাজধানীর উত্তরায় নির্মাণাধীন বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার চাপায় প্রাইভেটকারে থাকা এক পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, সরকারি ছুটির দিনে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নির্দেশে চলছিল এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এতে ত্রুটিপূর্ণ ক্রেন ব্যবহার, অনভিজ্ঞ হেলপারকে দিয়ে ভারী ক্রেন চালানো এবং উন্মুক্ত সড়কে ব্যারিকেড না দেওয়ার মতো ভয়াবহ অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও নিয়মভঙ্গের প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুই পলাতক চীনা নাগরিকসহ মোট ১২ জনকে আসামি করে গত ৩০ এপ্রিল উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক মুনিরুজ্জামান আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছেন। সম্প্রতি তা জানা যায়।

বিআরটি প্রকল্পের ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট

দুই চীনা নাগরিক সান লেই ও জিয়াং জিয়াও ঘটনার পর থেকে পলাতক

হেলপারের হাতে ত্রুটিপূর্ণ ক্রেন, ব্যারিকেড ছাড়াই চলছিল কাজ

২০২২ সালের ১৫ আগস্ট উত্তরায় ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না গ্যাঝুবা গ্রুপ করপোরেশনের (সিজিজিসি) এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বিআরটি প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি ছিল। চুক্তি অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অনুমোদিত কর্মসূচি অনুসরণ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজ না করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, সেদিন সরকারি ছুটি থাকায় কাজের অনুমোদন ছিল না। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি প্রতিনিধিও ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তারপরও সিজিজিসির প্রতিনিধি চীনা নাগরিক সান লেই ও জিয়াং জিয়াও নিয়ম ভেঙে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, যে হাইড্রোলিক ক্রেনটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও কাগজপত্রবিহীন। ক্রেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আইএফএসসিওএন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুই কর্মকর্তা ইফতেখায়ের হোসেন ও আজহারুল ইসলাম মিঠুকেও আসামি করা হয়েছে চার্জশিটে। চার্জশিটে বলা হয়, ওই দুই চীনা কর্মকর্তা মোবাইল ফোনে ক্রেনচালক, সিগন্যালম্যান, সেফটি ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য শ্রমিকদের ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। পরে তাদের নির্দেশেই

চীনা কর্মকর্তার নির্দেশে ছুটির দিনে কাজে আসেন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ফ্লাইওভারের বক্স গার্ডার সরানোর কাজ শুরু হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চালক আলামিন হোসেন হৃদয় ক্রেন পরিচালনা না করে তার হেলপার রাকিব হোসেনকে দিয়ে ক্রেন চালান। অথচ রাকিবের ভারী ক্রেন পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তদন্ত কর্মকর্তা এটিকে 'অবহেলাজনিত অপরাধ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া যেখানে ক্রেন বসানো হয়েছিল সেই জায়গার মাটি ছিল ভেজা ও নরম। ভারী গার্ডার স্থানান্তরের সময় রাস্তার দুই পাশে ব্যারিকেড দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা করা হয়নি। সেফটি ইঞ্জিনিয়ার জুলফিকার আলী এবং সিগন্যালম্যান রুবেল ও আফরোজ মিয়াও দায়িত্বে অবহেলা করেছেন বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়।

মামলায় গ্রেফতার হওয়া আসামিদের ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে চীনা কর্মকর্তাদের ভূমিকার কথা এসছে। জবানবন্দিতে বলা হয়, চীনা কর্মকর্তা সান লেই ও জিয়াং জিয়াও ছুটির দিনে শ্রমিকদের ডেকে এনে ব্যারিকেড ছাড়াই গার্ডার উঠানোর কাজ চালান।

সিগন্যালম্যান রুবেল ও আফরোজ জানান, রাস্তা বন্ধ করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং ব্যারিকেড সরিয়ে কাজ চালাতে বলা হয়। ক্রেনচালক আলামিন ও হেলপার রাকিব বলেন, চাপের মুখে ক্রেন চালানো হয়। তদন্তে বলা হয়, প্রথম গার্ডারটি লরিতে তোলা গেলেও দ্বিতীয় গার্ডার তোলার সময় ক্রেনটি হেলে পড়ে। এরপর প্রায় ৫০ টনের বক্স গার্ডারটি ঢাকা মেট্রো-গ-২২-৬০০৮ নম্বরের একটি প্রাইভেটকারের ওপর আছড়ে পড়ে। এ সময় গাড়ির ভেতরেই চাপা পড়ে মারা যান আইয়ুব আলী হোসেন রুবেল (৫৫), ফাহিমা আক্তার (৩৮), ঝর্ণা আক্তার (২৭), শিশু জান্নাতুল (৬) ও জাকারিয়া (৪)। আহত হন রেজাউল করিম হৃদয় ও রিয়া আক্তার।

মামলায় মোট ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। তারা হলেন—ক্রেন ড্রাইভার মো. আলামিন হোসেন হৃদয়, ক্রেন ড্রাইভারের সহকারী রাকিব হোসেন, সিগন্যালম্যান মো. রুবেল, সিগন্যাল ম্যান মো. আফরোজ মিয়া, সেফটি ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলফিকার আলী শাহ, আইএফএসসিওএন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতিনিধি, মো. ইফতেখায়ের হোসেন, মো. আজহারুল ইসলাম মিঠু, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মী তোফাজ্জল হোসেন তুষার, বিলট্রেড গ্রুপের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন মৃধা, শ্রমিক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, চায়না গ্যাঝুবা গ্রুপ করপোরেশনের প্রতিনিধি চীনা নাগরিক সান লেই ও জিয়াং জিয়াও। এর মধ্যে চীনা নাগরিক সান লেই ও জিয়াং জিয়াও ঘটনার পর থেকেই পলাতক। তদন্ত কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ও প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন চার্জশিটে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ২১ মে ২০২৬ |

সরাইলে সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে চার শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামের আলী মিয়ার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন– কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামের রুকনউদ্দিনের ছেলে হৃদয় মিয়া (২৩), একই গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে মেহেদি (১৭) ও মোশাররফ মিয়ার ছেলে ইমাম হোসেন (৩০) এবং পাশের গ্রাম ধরন্তীর শুক্কুর আলীর ছেলে আরমান (১৮)।

কালিকচ্ছ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাঈদ হোসেন বলেন, শুনেছি, আলী মিয়ার নির্মাণাধীন ভবনের নিচের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ করতে যান শ্রমিকরা। প্রথমে দুই শ্রমিক ট্যাঙ্কের ভেতর নামেন। তাদের কোনো সাড়া না পেয়ে আরও দুজন ভেতরে নামলে তাদেরও কোনো সাড়া মিলছিল না। পরে ফায়ার সার্ভিস ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেঙে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। এলাকাবাসীও একই তথ্য দেন। লাশ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত মানুষ ওই বাড়িতে ভিড় করেন।

সরাইল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার রিয়াজ মোহাম্মদ জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং মরদেহগুলো উদ্ধার করেন। ধারণা করা হচ্ছে, সেপটিক ট্যাঙ্কে গ্যাস জমে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তদন্ত ছাড়া এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সরাইল থানার ওসি মঞ্জুর কাদের বলেন, মরদেহগুলো থানায় আনা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাদের গ্যাসজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম চলমান।

ইত্তেফাক
২৩ মে ২০২৬

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

বদরগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

রাণীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) সংবাদদাতা : রাণীশংকৈলে রিক্সাভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আবুল হোসেন (৬১)। গতকাল সকালে পৌর শহরের প্রধান সড়কে এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন জন। রাণীশংকৈল থানার ওসি জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 22 May 2026

নওগাঁয় বজ্রপাতে দুই কৃষিশ্রমিক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, নওগাঁ

নওগাঁর রাণীনগরে মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে আক্কাস ফকির (৬০) ও তারেক রহমান (২২) নামে দুই কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পারইল ইউনিয়নের জাঠাইল মাঠ এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত আক্কাস ফকির উপজেলার পারইল গ্রামের মৃত আসাদ ফকিরের ছেলে এবং তারেক রহমান একই গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে আক্কাস ফকির ও তারেক রহমানসহ কয়েকজন শ্রমিক জাঠাইল মাঠে ধান কাটার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এসময় হঠাৎ করে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হলে ঘটনাস্থলেই আক্কাস ও তারেক গুরুতর আহত হন। পরে অন্য শ্রমিকরা তাদের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন।

পারইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদুর রহমান জাহিদ জানান, সকালে তারা মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিলেন। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। বিষয়টি এলাকায় শোকের ছায়া ফেলেছে।

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকারিয়া মন্ডল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, মে ২২, ২০২৬

বজ্রপাতে চার জেলায় দাদা নাতিসহ ৭ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের চার জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সময় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকালের এসব ঘটনায় আরো দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

নাটোর : জেলার লালপুরে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেছে এসকেন আলী (৬৫) নামে এক ইটভাটা শ্রমিকের। লালপুর ইউনিয়নের সিরাজীপুর সুপার ইটভাটায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার বালিতিতা ইসলামপুর গ্রামের মৃত আদু আলীর ছেলে। একই ঘটনায় এক নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহত ওই নারীর নাম শাপলা খাতুন (৩০)। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে।

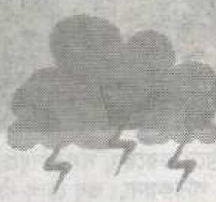

নওগাঁ : জেলার রানীনগর উপজেলায় বজ্রপাতে দাদা-নাতিসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন উপজেলার পারইল ফকিরপাড়া গ্রামের মৃত আসাদ ফকিরের ছেলে আক্কাস ফকির (৫৮) ও আমিনুরের ছেলে তারেক ফকির (২৪) এবং গুয়াতা আটনিতাপাড়া গ্রামের হাশেম তালুকদারের ছেলে নয়ন তালুকদার (২৬)। কৃষক আক্কাস ফকির ও তারেক ফকির সম্পর্কে দাদা-নাতি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অন্যের জমিতে ধান কাটার কাজ করার সময় বৃষ্টির সঙ্গে হওয়া বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। এছাড়া গুয়াতা আটনিতাপাড়া গ্রামের যুবক নয়ন তালুকদার মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। বিকালে স্থানীয় লোকজন মাঠে গিয়ে তার মরদেহ দেখতে পায়। তার মাথার চুল ও পরনের কাপড় পোড়া অবস্থায় ছিল।

বরিশাল : পান বরজে কাজ করার সময় বজ্রপাতে বরিশালের গৌরনদীতে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরো একজন। নিহতরা হলেন মাহিলাড়ার ভিমেরপাড় গ্রামের আবু তালেব হাওলাদারের ছেলে আলিম হাওলাদার (৬০) ও উজিরপুরের খাটিয়ালপাড়া গ্রামের মুকুন্দ বালার ছেলে সুকান্ত বালা (৩৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানবরজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন তারা। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় পানবরজের পাশের একটি ছাউনিতে আশ্রয় নেন। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। আহত একজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম : জেলার চিলমারীতে পুকুরের মাছ দেখতে গিয়ে বজ্রপাতে রফিকুল ইসলাম (৩৭) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার নুরজামালের ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ দেখতে গিয়ে আর ফেরেননি। পরে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

প্রথম আলো
রোববার, ২৪ মে ২০২৬, ১

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষক ও এক নারীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ ও সদর উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় এক কৃষক ও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সময় তাঁরা মারা যান। এই দুজন হলেন শিবগঞ্জের পাকা ইউনিয়নের বাবুপুর চালকিপাড়া গ্রামের কৃষক মো. মালেক (৪৬) ও সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের গিধনিপাড়া গ্রামের মানোয়ারা বেগম। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিবগঞ্জে ঝড় শুরু হলে মাঠের কাটা ধান নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় মালেকের। সদর উপজেলার গিধনিপাড়ায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাগানে আম কুড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মানোয়ারা বেগম। এরপর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান ও চরবাগডাঙ্গা ইউপির প্রশাসনিক কর্মকর্তা তানজিমুল ইসলাম ঘটনা দুটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৯ মে ২০২৬

সড়কে প্রাণ গেল ১১ জনের

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি পিকআপের পেছনে আরেকটি পিকআপের ধাক্কায় চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে পৌরসভার আতালী ব্রিজের ওপর ঢাকামুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– চালক কুমিল্লার হোমনা উপজেলার জসীম মিয়া (৩৫) ও হেলপার চাঁদপুরের তানিম খান (২৫)। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকামুখী লেনে একটি পিকআপের চাকা ফেটে যাওয়ায় তা পরিবর্তন করা হচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে দ্রুতগতির আরেকটি পিকআপ ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চলন্ত গাড়ির চালক ও হেলপার নিহত হন। **কুমিল্লা :** চৌদ্দগ্রামে যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- জেসমিন আক্তার (৪২) ও নুসরাত জাহান (৪)। **চট্টগ্রাম :** মিরসরাইয়ে গাড়ির ধাক্কায় শাহিন আলম (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **বরিশাল :** নগরীর রূপাতলী এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার ধাক্কায় কামরুল ইসলাম নামের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন। **বগুড়া :** শাজাহানপুরে যাত্রীবাহী বাস ও পাথরবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বিটুল (৩৭) নামে বাসের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। **ঝিনাইদহ :** মহেশপুরে মোটরসাইকেল খাদে পড়ে মাহাবুল হোসেন (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। **নড়াইল :** সদর উপজেলায় মুরগি বহনকারী পিকআপের সঙ্গে ও লরির সংঘর্ষে পিকআপের হেলপার নিহত হয়েছেন। **জয়পুরহাট :** জয়পুরহাটে মেহেদী হাসান (২২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। **খাগড়াছড়ি :** রামগড়-জালিয়াপাড়া সড়কে শাহ আলম (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৩ মে ২০২৬

বজ্রপাতে দুই জেলায় তিন কৃষকের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

বৃষ্টিতে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনা জেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের খবর–

মৌলভীবাজার : রাজনগর ও কমলগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে দুজন মারা গেছেন। গতকাল এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। এ সময় ধান কাটার সময় বজ্রপাতে রাজনগর উপজেলার কৃষক তালেব মিয়া (৪০) নিহত হয়েছেন। একই সময় রাবার বাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন স্বপন মুন্ডা। **নেত্রকোনা :** আটপাড়া উপজেলায় হাওড় থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে সোলেমান মিয়া (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের মাদল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

সমকাল শনিবার । ২৩ মে ২০২৬

তাপপ্রবাহের সঙ্গে বজ্রপাত, এক দিনে ১০ প্রাণহানি

■ জলবায়ুবিষয়ক প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বজ্রবৃষ্টি ও বজ্রপাতে গতকাল শুক্রবার অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তি বেড়েছে জনজীবনে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামী আরও চার থেকে পাঁচ দিন এমন গরম ও বিচ্ছিন্ন বৃষ্টির পরিস্থিতি থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল শুক্রবার দেশের ১৩ জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। এর মধ্যে রাজশাহী ও বাগেরহাটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাতক্ষীরায় ৩৬ দশমিক ৮, পটুয়াখালীতে ৩৬ দশমিক ৭, যশোর, ফেনী ও বান্দরবানে ৩৬ দশমিক ৬, নোয়াখালীতে ৩৬ দশমিক ৫ এবং মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় বাগেরহাটের মোংলা ও লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানীতেও গরমের তীব্রতা ছিল বেশি। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা থাকলেও দুপুরের পর বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, ঢাকায় ৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে বৃষ্টির পরও কমেনি ভ্যাপসা গরম। বৃহস্পতিবার ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গতকাল শুক্রবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ দশমিক ৭ ডিগ্রিতে।

আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক বলেন, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। আগামী চার থেকে পাঁচ দিন এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবারের পর থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করতে পারে। তাপপ্রবাহের পাশাপাশি আগামী দুদিন প্রায় সব বিভাগেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকাজুড়ে বৃষ্টি হতে পারে।

তিনি আরও জানান, বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়ছে। তাই বিশেষ করে খোলা মাঠ, জলাশয় বা উঁচু স্থানে অবস্থানকারীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

- বৃহস্পতিবারের পর তাপমাত্রা কমতে পারে
- বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় অনুভূত হচ্ছে ভ্যাপসা গরম
- আগামী দুদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সব বিভাগে

এদিকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু এলাকায় শুক্রবার বজ্রসহ বৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকায় বজ্রপাতের ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে জমিতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মারা যান কৃষক মো. মালেক (৪০)। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে নিহত হন কৃষক ইদ্রিস আলী ফকির (৬৫)। ভোলার লালমোহনে বজ্রপাতে প্রাণ হারায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. ইয়ামিন (১১)। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চা শ্রমিক স্বপন মুণ্ডা (২৩) এবং রাজনগরে হাওরে ধান কাটতে থাকা কৃষক তালেব মিয়া (৪০) বজ্রপাতে মারা যান। নেত্রকোনার আটপাড়ায় নিহত হন সোলায়মান মিয়া (২২)। শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে বজ্রপাতে মারা যান ফয়সাল বেপারী (৩৫)। এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৃথক ঘটনায় বিদ্যুৎস্পর্শে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন হৃদয় হোসেন (২২) ও আশরাফ আলী (২৭)।

চলতি মে মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ছিল। মাসের প্রথম অর্ধেকে তাপমাত্রা সহনীয় ছিল। তবে এর পর থেকেই বাড়তে শুরু করে গরম। প্রায় পাঁচ দিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি কমে, বাড়ে রোদের তেজ। গত বুধবার চলতি মাসে প্রথমবারের মতো তাপপ্রবাহ শুরু হয়।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন সমকালের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধি]

বণিক বার্তা
সোমবার, মে ২৫, ২০২৬

হাসপাতালে যাওয়ার পথে একই পরিবারের চারজনসহ নিহত ৫

বিভিন্ন স্থানে আরো ৭ জনের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ : রূপগঞ্জের ৩০০ ফিট গোলচত্বর এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মো. নাসির উদ্দিন (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি একটি কোম্পানির মেসে বাবুর্চির কাজ করতেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 23 May 2026

সরাইলে বজ্রপাতে কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিনিধি, সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের জয়ধরকান্দি এলাকায় বজ্রপাতে ছলিমউদ্দিন (৪০) নামে এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গত বুধবার বিকেলে উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ছলিমউদ্দিন জয়ধরকান্দি এলাকার নুরু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির পাশের ফসলের মাঠ থেকে গরু আনতে যান ছলিমউদ্দিন। এ সময় হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সরাইল থানার ওসি মো. মনজুর কাদের ভূঁইয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আসলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৎ

রবিবার
২৪ মে ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

সড়কে ঝরল ১৬ প্রাণ

কুষ্টিয়া ও যশোরে চার জন করে আট জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল শনিবার কুষ্টিয়ায় বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে চার জন নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে কমপক্ষে ২০ জন। এছাড়া যশোরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় চার জন নিহত হয়েছে। পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে তিন জন, জয়পুরহাটে এক জন, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক জন, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক জন, কুড়িগ্রামের রৌমারীতে এক জন ও নোয়াখালীর সেনবাগে এক জন প্রাণ হারিয়েছে।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জানান, কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জন নিহত হয়েছে। এতে আহত হয় কমপক্ষে ২০ জন। গতকাল শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনায় এই হতাহতের ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলো কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কমলাপুর গ্রামের নাবিল (২৫), জেলার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপ নগর গ্রামের নারী রুশিয়া (১৭)। অজ্ঞাত পরিচয় আরো এক জন ও সাত বছরের অজ্ঞাত শিশু মারা যায়। আহতদের মধ্যে ১১ জনকে গুরুতর অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়া ২৫০ বেড জেনারেল পাঠানো হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা গোয়ালন্দগামী একটি যাত্রীবাহী লোকাল বাস দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজবাড়ি-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক সংলগ্ন খোকসা উপজেলাধীন শিমুলিয়া নামক স্থানে পৌঁছে। এ সময় মাল বোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গভীর খাদে উলটে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস টিম ও স্থানীয়দের সহায়তায় ১৫ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। খোকসা থানার ওসি মোল্লা জকির হোসেন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস-ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

যশোর অফিস জানান, যশোর-খুলনা মহাসড়কের চাউলিয়া তেল পাম্পের সামনে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ইজিবাইক ও ভ্যানের চালকসহ চার যাত্রী নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে আরো তিন জন। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো যশোর সদর উপজেলার ঘুনিপূর্বপাড়া গ্রামের মৃত হাসান আলী মোল্লার ছেলে ইজিবাইক চালক মোহাম্মদ আইয়ুব আলী (৪৩), ঘোড়াগাছা সাহাপাড়া গ্রামের সুজন সাহার স্ত্রী বৃষ্টি সাহা (২৪), তার চার বছরের শিশু সন্তান সৌভিক সাহা এবং চাউলিয়া গ্রামের মৃত কালু শেখের ছেলে ভ্যানচালক আনোয়ার আলী (৭০)।

আহতদের উদ্ধার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি জানান, জয়পুরহাটে গতকাল শনিবার সকাল ৭টায় বেপরোয়া গতিতে চালানো একটি ট্রাকের ধাক্কায় মাহফুজুল ইসলাম মাফু (৩৬) নামে এক এনজিও কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মাহফুজুল ইসলাম মাফু সদর উপজেলার পালি গ্রামের আবদুস সামাদের ছেলে। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক দিনাজপুর জেলায় কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে মোটরসাইকেল নিয়ে অফিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে জয়পুরহাট শহরের শিল্পকলা একাডেমির সামনে রাস্তায় ঐ দুর্ঘটনার শিকার হন মাফু।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, কালিয়াকৈরে একটি মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হলে নাসির উদ্দিন (৩০) নামে পিকআপ চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার গোয়ালবাতান এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, গতকাল শনিবার সকালে ভাঙ্গার চুমুরদী ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির চাপায় খোকন ব্যাপারী যুবক (৩৫) ঘটনাস্থলে মারা যান। তিনি ফরিদপুর সদরের আব্দুল করিম ব্যাপারীর ছেলে।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ২৬ মে ২০২৬

রাজধানীর মিরপুরের কালশী বস্তিতে গত রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি : কালের ক

মিরপুরের কালশী বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বাড্ডায় আগুনে দুই শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার রাতে কবরস্থান রোডে আব্দুল্লাহ চিপস ফ্যাক্টরিতে এই আগুন লাগে। এদিকে মিরপুরের কালশী বস্তিতে গতকাল সোমবার-সন্ধ্যায় আগুন লাগে। রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিট আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। আগু নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পানির সংকটে পড়ে ফায়ার সার্ভিস।

বাড্ডায় নিহতরা হলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (২১) ও মাহমুদুল হাসান (২৩)। তাঁরা কারখানাটিতে কাজ করতেন।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার নিমা খানম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট। দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় চেষ্টার পর রাত ৪টা ৩০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

তিনি আরো বলেন, কারখানায় মোট ১০ জন কর্মী ছিলেন। আগুন লাগার পর আটজন

দোতলা সেমিপাকা টিনশেড ঘর। আগুন নেভানোর পর তল্লাশি চালিয়ে ভেতর থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আগুনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

বাড্ডা থানার ওসি কাজী মোহাম্মদ নাসিরুল আমিন বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডে দুজনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। নিহতরা ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। তাঁদের মরদেহ বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের আইনি প্রক্রিয়া চলমান।'

কালশী বস্তিতে আগুন : ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন বলেন, কালশী বস্তিতে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করে। পরে আরো পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। সন্ধ্যায় আরো তিন ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাস্থলে পানির সংকট রয়েছে। রাত পৌনে ৯টার দিকে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'পানির সংকটের কারণে আগুন নেভাতে আমাদের বেগ পেতে হচ্ছে। তা ছাড়া আশপাশের রাস্তায় প্রচুর যানজট থাকায় আমাদের ইউনিটগুলোর পৌঁছতেও দেরি হচ্ছে। এদিকে আগুন অনেক বড় আকার ধারণ করেছে।'

হতাহতের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে হতাহতের কোনো তথ্য নেই। কেউ আমাদের কাছে অভিযোগও করেনি যে ভেতরে কেউ আটকে আছে। আগুন নেভানোর পরে বিস্তারিত জানা যাবে।'

এদিকে আগুন লাগার পর বস্তিবাসী আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। যে যতটুকু পেরেছে মালপত্র বের করার চেষ্টা করেছে। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১ মে ২০২৬ ॥ ১৮ বৈশাখ ১৪

গৃহকর্মী নির্যাতনে চিকিৎসক দম্পতি গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আয়েশা আক্তার (১০) নামে এক শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের মামলায় গতকাল চিকিৎসক দম্পতি কে এম আবদুল্লাহ আল নোমান ও কিমিয়া সাদাদ তোফাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে নির্যাতনের শিকার শিশুটিকে বুধবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আয়েশা সরাইল উপজেলার পাকশিমুল গ্রামের রাকিব মিয়ার মেয়ে। শিশুটির পরিবার জানায়, ৯ মাস আগে আয়েশাকে শহরের উত্তর মৌড়াইলে চিকিৎসক দম্পতির বাসায় কাজে দেওয়া হয়। তবে তিন মাস ধরে পরিবারের কারও সঙ্গে আয়েশাকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। সম্প্রতি চিকিৎসক দম্পতি আয়েশার পরিবারকে জানায়, সে চুরি করে পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় ২৬ এপ্রিল সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করে আয়েশার পরিবার। –ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ৩ মে ২০২৬

মুক্তাগাছায় স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

৯ জেলায় ৭ খুন ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিখোঁজ অটোরিকশাচালকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জেলার রামগঞ্জে চুরির ঘটনায় নৈশপ্রহরী নিহত। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় হামলায় আহত কৃষকদল নেতা মারা গেছেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জে সৎছেলের হাতে বাবা খুন। বরিশালের বানারীপাড়ায় জেলেকে হত্যার অভিযোগ। লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে কলেজছাত্রীকে হত্যার অভিযোগ। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নারী পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার। ঝালকাঠির রাজাপুরে পুলিশ সদস্যের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর লাশ উদ্ধার। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টা পর রাজিব হোসেন (১৪) নামের এক অটোরিকশাচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, লাখ টাকা মুক্তিপণ না দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

রামগঞ্জে নৈশপ্রহরীর লাশ উদ্ধার : জেলার রামগঞ্জে গত শুক্রবার রাতে স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনায় নৈশপ্রহরী ফরিদ (৪৪) নিহত হয়েছেন। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে রাস্তার পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের ধারণা, ডাকাতির ঘটনা দেখে ফেলায় তাঁকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছে।

বানারীপাড়ায় জেলেকে হত্যা : বরিশালের বানারীপাড়ায় হাবিবুর রহমান মোল্লা (৫০) নামের এক জেলেকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার রাতের এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

যুগান্তর
শুক্রবার ১ মে ২০২৬
১৮ বৈশাখ ১৪৩৩

নাফ নদী থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজার টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের নয়াপাড়া ও শাহপরীর দ্বীপসংলগ্ন নাফ নদী থেকে ৭ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমার বিদ্রোহীগোষ্ঠী আরাকান আর্মি। তারা হলেন–নয়াপাড়ার মৃত লাল মিয়ার ছেলে আব্দুর রহমান মাঝি, মৃত মকবুল আহমদের ছেলে গুরা মিয়া, মৃত নুর আহমেদের ছেলে সব্বির আহমদ, নুরুল ইসলামের ছেলে আব্দুল মতলব, শাহপরীর দ্বীপ ডেইলপাড়ার আহমদ আলী, নুরুল আবছার, আবদুর রহিম।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নাফ নদীর মোহনায় মাছ শিকার শেষে বাড়ি ফেরার পথে ২টি মাছ ধরার ডিঙি নৌকাসহ তাদের ধরে নিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

আহমদ আলীর স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী নাফ নদীতে জাল ফেলে মাছ শিকার করে সংসার চালাত। এখন বন্দি থাকলে আমার সংসার সন্তানদের নিয়ে কীভাবে চলবে।

নৌকার মালিক আবদুর শুক্কুর বলেন, আমার নৌকায় ৪ জন ছিল। মাছ শিকার শেষে বাড়ি ফেরার পথে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Sunday 3 May 2026

দোয়ারাবাজারে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি, দোয়ারাবাজার (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় গরু দিয়ে ধান খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে তর্কের জেরে জহুর উদ্দিন (৬০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম সুঁড়িগাঁও গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত জহুর উদ্দিন ওই গ্রামেরই বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম সুঁড়িগাঁও গ্রামের জহুর উদ্দিনের ধানী জমিতে পার্শ্ববর্তী দেলোয়ারনগর গ্রামের বেলাল উদ্দিন (৩২) তার গরু দিয়ে ধান খাওয়ান। খবর পেয়ে জহুর উদ্দিন জমিতে গিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালে বেলাল উদ্দিনের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে বেলাল উদ্দিন উত্তেজিত হয়ে সেখান থেকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর জহুর উদ্দিন যখন নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে বেলাল উদ্দিনের বাড়ির সামনে পৌঁছালে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা বেলাল ও তার সহযোগীরা ধারালো রামদা দিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত দোয়ারাবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জহুর উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন। ভাইয়ের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ বোন হোসনে আরা। তিনি বিলাপ করতে করতে বলেন, তার ভাই অত্যন্ত সহজ-সরল মানুষ ছিলেন এবং তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও সঠিক বিচার চান।

দোয়ারাবাজার থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং অভিযুক্তদের আটকে পুলিশের অভিযান চলছে।

যুগান্তর
রোববার ৩ মে ২০২৬
২০ বৈশাখ ১৪৩৩

রায়পুরে মুক্তিপণ না পেয়ে অটোচালককে খুন

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রায়পুরে মুক্তিপণ না পেয়ে এক অটোচালক কিশোরকে খুন করা হয়েছে। তার নিখোঁজের ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় স্বজন ও গ্রামবাসী মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। নিহত রাজিব হোসেন উপজেলার দক্ষিণ গাইয়ার গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার দুপুরে দিকে চরআবাবিল ইউনিয়নের ক্যাম্পের হাট স্কুলের পশ্চিম পাশের সুপারি বাগান থেকে রাজিবের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

যুগান্তর | রোববার ৩ মে ২০২৬
২০ বৈশাখ ১৪৩৩

মালয়েশিয়ায় খুন

পুড়িয়ে দেওয়া নজরুলের লাশ এলো কালীগঞ্জে

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার প্রবাসী যুবক নজরুল ইসলামের লাশ ১৮ দিন পর নিজ গ্রামে পৌঁছেছে। শনিবার ভোরে [illegible] গ্রামে লাশ পৌঁছলে এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরে সকাল ১০টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। এর আগে শুক্রবার [illegible] মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে লাশ ঢাকার [illegible] বিমানবন্দরে পৌঁছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে [illegible] হস্তান্তর করা হয়। এ সময় দাফন বাবদ [illegible] নিহতের মায়ের নামে ৩৫ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। [illegible] ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে মালয়েশিয়ায় নজরুল ইসলামকে [illegible] দুর্বৃত্তরা এবং পরে লাশ পুড়িয়ে দেয়। একই ঘটনায় [illegible] বাংলাদেশিকেও হত্যা করা হয়। ১৪ এপ্রিল রাতে [illegible] উদ্দিন জানান, অংশীদারদের সঙ্গে বিরোধ চলছিল এবং আগে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। দেশে ফেরার পরিকল্পনা থাকলেও তার আগেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যদের আহাজারিতে গোটা গ্রাম শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

সমকাল ৷ রোববার ৷ ৩ মে ২০২৬

তিন জেলায় স্কুলছাত্রসহ ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

- নরসিংদী ও মুন্সীগঞ্জে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন
- পাঁচ জেলায় আরও পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ
- নারী কনস্টেবলসহ চারজনের মরদেহ উদ্ধার

দেশের তিন জেলায় তিনজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ফরিদপুরে ট্রাকচালক, ময়মনসিংহে স্কুলছাত্র এবং শরীয়তপুরে চোর সন্দেহে পিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া পাঁচ জেলায় পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে; তিন স্থানে উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের নারী কনস্টেবলসহ চারজনের মরদেহ।

গণপিটুনিতে চালক নিহত

গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সাতজন আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজনের পিটুনিতে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, চালক বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালানোর কারণে তালমা ইউনিয়নের বিলনালিয়া নতুন হাটখোলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পিটুনিতে আহত ট্রাকে থাকা দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নিহত ট্রাকচালকের নাম মো. হান্নান (৪৫)। তাঁর বাড়ি ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর গ্রামে। ট্রাকে থাকা আহতরা হলেন চালকের সহকারী নাঈম (২২)। তাঁর বাড়ি সালথা উপজেলার সোনাখোলা গ্রামে। আরেকজন হলেন আল-আমিন (২৫)। তাঁর বাড়ি সালথার কাগদী এলাকায়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে বাকিয়ার রহমান সুমন (৪০) নামে জাহাজের এক সুকানির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে অটোচালক খুন

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অপহরণের পর রাজীব (১৮) নামে এক অটোচালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার উপজেলার ক্যাম্পের হাট স্কুলের পশ্চিম পাশের একটি সুপারি বাগান থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রাজীব উপজেলার ফজু মোল্লা স্টেশন এলাকার মোস্তফার ছেলে।

কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় ধানক্ষেতে গরু চরানো ও ধান খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে জহুর উদ্দিন (৬০) নামে এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সকালে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম সুড়িরগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জহুর উদ্দিন ওই গ্রামের প্রয়াত হযরত আলীর ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩ মে ২০২৬

রক্তে গোসলের হুমকির পর ভাইকে খুন

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী পৌরসভার চৌয়ালা এলাকায় প্রেমঘটিত বিরোধের জেরে আপন বড় ভাইকে খুন করেছে তারই ছোট ভাই। গতকাল সকাল ৮টায় সাটিরপাড়া এলাকার আজাদ ফিলিং স্টেশনের সামনে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহত আল-আমিন (৩০) মিস্ত্রকচালক। তিনি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের আতশআলী বাজার এলাকার নুর ইসলামের ছেলে। অভিযুক্ত ঘাতক ছোট ভাই হাসান মিয়া (২৬)। তিনিও পেশায় মিস্ত্রকচালক। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নুর ইসলামের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বোন তাসলিমা বেগমকে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল চৌয়ালা

রক্তে গোসলের হুমকির

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] এলাকার বাসিন্দা হাবির ছেলে নাইম। এ নিয়ে নাইমের সঙ্গে আল-আমিনদের পরিবারের বিরোধ চলে আসছিল। নাইমের হুমকির মুখে একপর্যায়ে পরিবারটি নরসিংদী শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি বড় ভাই আল-আমিন ওই বিরোধের মীমাংসা করে তিন দিন আগে চৌয়ালায় একটি ভাড়া বাসায় ওঠেন। তবে ছোট ভাই হাসান এই মীমাংসা মেনে নিতে পারেননি। কেন বিরোধ মেটানো হলো এ ক্ষোভ থেকেই শুক্রবার রাতে তিনি বড় ভাইকে হুমকি দিয়ে বলেন, 'তোর রক্ত দিয়ে আমি গোসল করব।' গতকাল সকালে আল-আমিন বাজার করার জন্য বাসা থেকে বের হলে সাটিরপাড়া আজাদ ফিলিং স্টেশনের সামনে ওত পেতে থাকে হাসান। এ সময় তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে হাসান কেচি দিয়ে আল-আমিনের পেটে আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আল-আমিনকে মৃত ঘোষণা করেন। নরসিংদী জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফরিদা গুলশানারা কবির বলেন, সকালে আল আমিন নামে একজনকে আনা হলে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পাই। তার পেটে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঘাতক ছোট ভাই হাসান ও নাইমকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদি
রবিবার ॥ ৩ মে ২০২৬

শ্রমিক সংঘর্ষে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটের কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পরিবহন শ্রমিকদের দুই পক্ষে সংঘর্ষে আহত যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে তিনি মারা যান। নিহত রিপন আহমদ (৩০) গোলাপগঞ্জ উপজেলার উত্তর রণকেলি গ্রামের সাবু মিয়ার ছেলে। তিনি বাসের হেলপার ছিলেন। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন দক্ষিণ সুরমা থানার ওসি আশরাফুজ্জামান। সিলেট-জগন্নাথপুর রুটের কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের জেরে গত সোমবার কদমতলী বাস টার্মিনালে শ্রমিকদের দুটি পক্ষে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ভাঙচুর করা হয় কয়েকটি বাস ও টিকিট কাউন্টার।

THE FINANCIAL EXPRESS
May 5, 2026

Fish farmer found dead with throat slit in Natore

NATORE, May 04 (UNB): Police recovered the body of a fish farmer with his throat and hands slit at his home in Singra upazila of Natore district early Sunday.

The deceased was identified as Rafiqul Islam Rubel, 50, a resident of Bishnupur village under Italy Union.

Family members said Rubel used to sleep in a separate room in his house and left the door open before going to bed at night.

In the morning, his wife, Shiuily Begum, entered the room and found his blood-stained body lying on the floor.

Locals later informed police, who recovered the body and conducted an inquest at the scene.

Police also collected evidence before sending the body to Natore General Hospital for an autopsy.

Singra Police Station Officer-in-Charge Rafiqul Islam said the incident is under investigation.

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৫ মে ২০২৬,

গজারিয়ায় নির্মাণশ্রমিকদের ওপর হামলা, আহত ৩

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় সেতু নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শরীফ হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক শরীফ হোসেন উপজেলার বালুয়াকান্দী ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামের শফিউল্লাহ সরকারের ছেলে। আহতরা হলেন নির্মাণশ্রমিক শহিদুল, ওয়াহিদ ও রিফাত। বর্তমানে তারা গজারিয়া হামদর্দ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে আড়ালিয়া ও আব্দুল্লাহপুর গ্রামের মধ্যবর্তী বুলির খালের ওপর প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের কাজ করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Monday 4 May 2026

১৩ দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে ফিরলেন ৬ জেলে

প্রতিনিধি, শরণখোলা

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ ও নানাভাই বাহিনীর জিম্মিদশা থেকে ১৩ দিন পর মুক্তি মিলেছে বাগেরহাটের শরণখোলার ৬ জেলের। মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে গত শনিবার সকালে তারা বাড়ি নিজ নিজ ফিরেছেন। গত ২০ এপ্রিল পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের কোকিলমনি ও চাতরা এলাকা থেকে তাদের অপহরণ করেছিল ওই দুই বনদস্যু বাহিনী। দস্যুদের কবল থেকে ফিরে আসা শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের পানিরঘাট এলাকার জেলে কালাম ফরাজীর স্ত্রী নাজমা বেগম জানান, তার স্বামীসহ ৬ জেলে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে অপহরণের শিকার হন। ১৩ দিন জিম্মি থাকার পর তাদের মহাজন মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে ছাড়িয়ে এনেছেন। ফিরে আসা অন্যজেলেরা হলেন আনোয়ার বয়াতী, কিবরুল, মহসিন ও আ. সালাম। তবে এদের মধ্যে এক জেলের নাম জানাতে পারেননি তিনি।

নিরাপত্তাজনিত কারণে জেলেদের মহাজন শরণখোলা বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী জানান, বনদস্যু করিম শরীফ ও নানাভাই বাহিনী তার ৬ জেলেকে গত ২০ এপ্রিল মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে সুন্দরবনের অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখে। দস্যুদের দাবিকৃত মুক্তিপণের টাকা বিকাশের মাধ্যমে পরিশোধ করার পর জেলেদের ছেড়ে দেয়।

ফিরে আসা জেলেদের বরাত দিয়ে ওই মৎস্য ব্যবসায়ী জানান, বর্তমানে সুন্দরবনে চলছে দস্যুদের নীরব চাঁদাবাজি। জেলে-মৌয়ালরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে আবার বিপদে পড়বে সেই ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়না। এখনও ৭ থেকে ৮ জন জেলে ও মৌয়াল দস্যু বাহিনীর আস্তানায় জিম্মি থাকার কথা জানিয়েছেন তার জেলেরা।

এ ব্যাপারে শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক জানান, মুক্তিপণ দিয়ে জেলেদের ফিরে আসার খবর তার জানা নেই। কেউ কোরো অভিযোগও করেনি থানায়। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ
সামবার ২১ বৈশাখ ১৪৩৩
Monday 4 May 2026

জনতার পিটুনিতে নিহত ট্রাক চালকের ২ বছরের কন্যার কেউ রইলো না

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

জন্মের ২১ দিনের মাথায় মা ছেড়ে চলে যান। আর দুই বছর না পেরোতেই জনতার পিটুনিতে প্রাণ হারালেন বাবা। ফলে পুরোপুরি এতিম হয়ে গেল ফরিদপুরের ছোট্ট শিশু মুসলিমা ইসলাম (২৫ মাস)। এখন তার ভরসা শুধু বৃদ্ধ দাদা-দাদি যাদের চোখে এখন শোকের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ। ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের সাতৈর গ্রামে নিহত ট্রাকচালক হান্নান শেখের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় হৃদয়বিদারক দৃশ্য। বাড়িতে শোকের মাতম, স্বজনদের কান্না আর মানুষের ভিড়ের মাঝেই কিছু না বুঝে কখনও দাদির কোলে, কখনও অন্যের কোলে ঘুরছে মুসলিমা।

পরিবারের সদস্যারা জানান, মুসলিমার মা আরিফা বেগম তার জন্মের ২১ দিন পর স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র চলে যান। এরপর থেকে দাদা শাহিদ শেখ ও দাদি নার্গিস বেগমই তাকে লালন-পালন করে আসছেন। দাদি নার্গিস বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, 'মা ২১ দিনেই চলে গেছে, এখন বাপও নাই। আমার মুসলিমার কেউ রইলো না। আমি মরে গেলে এই বাচ্চার কী হবে?' পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে নগরকান্দা উপজেলার তালমা ইউনিয়নের বিলনালিয়া এলাকায় দ্রুতগতির একটি ট্রাক কয়েকজন পথচারীকে ধাক্কা দেয় এমন অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে 'ট্রাকটি ২০ জনকে চাপা দিয়েছে' এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এক পর্যায়ে স্থানীয়রা ইট-ব্লক ফেলে রাস্তা অবরোধ করে ট্রাকটি থামায়। পরে চালক হান্নান শেখকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ট্রাকের দুই হেলপার নাঈম (২২) ও আল-আমিন (২৫) আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়া স্থানীয় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিবারের অভিযোগ, গুজব ছড়িয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে হান্নানকে।

এদিকে স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তবে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার এই প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল।

এ ঘটনায় সবচেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে ছোট্ট মুসলিমা। মা-বাবাহীন এই শিশুটির ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তায় ঘেরা। বৃদ্ধ দাদা-দাদির পক্ষে কতদিন তার দায়িত্ব বহন করা সম্ভব তা নিয়েও দেখা দিয়েছে শঙ্কা।

স্থানীয়দের দাবি, শিশুটির জন্য সরকারি ও সামাজিক সহায়তা জরুরি।

সংবাদ
সোমবার ২১ বৈশাখ ১৪৩
: Monday 4 May 2026

হাজীগঞ্জে নাইটগার্ডকে হত্যা করে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি

প্রতিনিধি, হাজীগঞ্জ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। স্বর্ণের দোকানে সংঘবদ্ধ ডাকাতির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নাইটগার্ডকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার গভীর রাতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলা পাটবাজার এলাকায় অবস্থিত 'নিউ আপন শিল্পালয়' নামের একটি স্বর্ণের দোকানে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। মুখোশধারী সংঘবদ্ধ ডাকাত দল পরিকল্পিতভাবে দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা দোকানের শোকেস ও আলমারি ভেঙে আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ডাকাতির সময় বাজারের দায়িত্বে থাকা নাইটগার্ড ফরিদ ঘটনাটি টের পেয়ে যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে ডাকাত দল তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঘটনার পর নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে এবং ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশে তারা মরদেহটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়।

গত শনিবার ভোরে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা-রামগঞ্জ মহাসড়কের রান্ধুনীমুড়া এলাকায় স্থানীয়রা একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ করেন। কাছে গিয়ে তারা দেখতে পান, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে।

ৎপরে তারা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দিলে হাজীগঞ্জ থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরবর্তীতে মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করা হলে জানা যায়, নিহত ব্যক্তি রামগঞ্জ পাটবাজারের নাইটগার্ড ফরিদ (মিজি বাড়ি এলাকার বাসিন্দা)। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার রহস্য উদঘাটনে একাধিক টিম কাজ করছে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ মে ২০২৬

মোহাম্মদপুরে দোকান কর্মচারীকে কুপিয়ে ২ লাখ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা হাউজিং এলাকায় দোকান কর্মচারীকে কুপিয়ে দুই লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। চাপাতির কোপে কর্মচারী হৃদয়ের (২৩) বাম হাত জখম হয়। পরে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় যান।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চন্দ্রিমা হাউজিং অ্যাভিনিউ-২ এ আয়েশা টেলিকম দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী হৃদয় জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিনি দোকান খুলতে আসেন। তার ব্যাগে নগদ দুই লাখ টাকা আর তিনটি মোবাইল ফোন ছিল। পাশের একটি দোকানে চা খেতে বসেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি অটোরিকশায় দুজন এসে তার পাশে বসে কথা বলতে থাকে। এ সময় চাপাতি দেখিয়ে তার ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে তিনি বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা তার বাম হাতে চাপাতি দিয়ে কোপ দিয়ে ব্যাগ নিয়ে অটোরিকশায় চলে যায়।

এ বিষয়ে তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. জুয়েল রানা বলেন, বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একাধিক টিম গুরুত্ব সহকারে কাজ শুরু করেছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৬ মে ২০২৬

মহেশপুরে কোদালের কোপে গৃহবধূ হত্যা

■ বদরগঞ্জে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের বিরোধের বলি রিকশাচালক

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় পূর্ব বিরোধের জেরে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে রংপুরের বদরগঞ্জে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরিফুল ইসলাম (২৫) নামের এক রিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় রবিউল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

মহেশপুর : পূর্ব বিরোধের জেরে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। নিহত জোহরা আক্তার (৪০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় সোমবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে মারা যান। নিহতের স্বামী ফারুক মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ির পাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাদের নলকূপের পাশে অপবিত্র কাজ করায় পরিবারটি চরম ভোগান্তিতে ছিল। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। ফারুক মিয়া জানান, গত ২৮ এপ্রিল বিকেলে তাঁর স্ত্রী জোহরা আক্তার গোসল করতে বাড়ির পূর্ব পাশে একটি স্যালো মেশিনের কাছে গেলে আগে থেকে ওত পেতে থাকা প্রতিবেশী শহিদুল ইসলাম, তাঁর ছেলে শাহিন ও স্ত্রী শাহিনা খাতুন তাঁকে একা পেয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান।

বদরগঞ্জ : রংপুরের বদরগঞ্জে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরিফুল ইসলাম (২৫) নামের এক রিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বিকেলের দিকে ঘটনাটি ঘটে বদরগঞ্জ পৌরশহরের আখিয়ার মোড় এলাকায়। নিহত আরিফুল পৌরশহরের পাঠানপাড়া এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে। পুলিশ ও নিহতের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, পূর্বের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় পৌরশহরের শংকরপুর বটপাড়ার কিশোর গ্যাংয়ের অন্যতম সদস্য ফিরোজ গ্রুপের সঙ্গে পাঠানপাড়ার কয়েকজন যুবক গতকাল রংপুর আদালতে হাজিরা দিতে যান। এ সময় কথা-কাটাকাটির ফলে আদালত চত্বরে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ওই ঘটনার জের ধরে পাঠানপাড়া গ্রুপের লোকজন অপর পক্ষের নেতা ফিরোজ ইসলামের (মার্ডার ফিরোজ) বাড়িতে দুপুরের দিকে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা ও ভাঙচুর করে। জবাবে ফিরোজ গ্রুপ দলবল নিয়ে পাঠানপাড়ার ওই গ্রুপের খোঁজে পৌরশহরে মহড়া দেয়।

নীলফামারী : নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় বন্ধ দোকানের সামনে থেকে রবিউল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার সকালে উপজেলার হরিণচড়া ইউনিয়নের পূর্ব আঠিয়াবাড়ি এলাকায় মহিলা উদ্যোক্তা আঞ্জুমান আরার একটি বন্ধ দোকানের সামনে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিহত রবিউল একই এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে। নিহতের বাবা আব্দুল মালেক বলেন, তাঁর ছেলে কারো সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়িত ছিল না। আগের দিন রাতে স্বাভাবিকভাবে বাড়ি থেকে বের হলেও রাতে আর ফেরেনি।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৬ মে ২০২৬

সুন্দরবনে ২০ জেলে ও মৌয়াল অপহৃত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ▷

সুন্দরবন থেকে ২০ জেলে ও মৌয়ালকে মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করেছেন বনদস্যু আলিম ও নানাভাই ডন বাহিনীর সদস্যরা। গত সোম ও মঙ্গলবার সুন্দরবনের চুবকুড়ি নদীর গোয়ালবুনিয়া, দুনের মুখ, ধানোখালির খাল, মান্দুদ নীর, মাধভাঙা খাল ও মালঞ্চ নদীর চালতেবেড়ে খাল থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়। তাঁরা কদমতলা ও কৈখালী স্টেশন থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে এক সপ্তাহ আগে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন অফিসার ফজলুল হক বলেন, 'কয়েকজন জেলে অপহরণের খবর আমরা শুনেছি। তবে অপহৃতদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁদের পরিবার বা সহযোগীরা বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করছে না।' শ্যামনগর থানার ওসি খালেদুর রহমান বলেন, পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৭ মে ২০২৬

সুন্দরবনে ৩৩ জেলে অপহৃত

প্রতিদিন ডেস্ক

সুন্দরবন থেকে দুই দিনে ৩৩ জেলেকে অপহরণ করেছে জলদস্যুরা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সাতক্ষীরা : সুন্দরবনে পশ্চিম অংশে দুই দিনে অন্তত ২২ জেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে কুখ্যাত আলিম ও নানাভাই বাহিনীর বিরুদ্ধে। এতে উপকূলজুড়ে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রবিবার সকাল থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই দিনে সাতক্ষীরা রেঞ্জে চুনকুড়ি, মালঞ্চ নদীর আগা, চালতেবেড়ে, মাইটভাঙা ও পশুরতলা খাল এলাকা থেকে জেলেদের তুলে নিয়ে যায় জলদস্যুরা। অপহৃতরা শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ, রমজাননগর ও ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। ফিরে আসা জেলেরা জানান, কদমতলা ও কৈখালী স্টেশন থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে তারা কয়েকদিন আগে সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যান। এ সময় বিভিন্ন খালে অভিযান চালিয়ে ২৮ থেকে ৩০ জনকে তুলে নেয় দস্যুরা। এর মধ্যে ২২ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে মারধরের পর মুক্তিপণ আনার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকিদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে। জিম্মিদের স্বজনরা জানান, এখন পর্যন্ত মুক্তিপণের নির্দিষ্ট অঙ্ক জানানো হয়নি। তবে নেটওয়ার্কের আওতায় এলে দস্যুরা যোগাযোগ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় হরিনগর, কদমতলা, মরাগাং, চুনকুড়ি ও মথুরাপুর এলাকার জেলেদের মধ্যে চরম ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বনসংরক্ষক মশিউর রহমান বলেন, বিষয়টি কোস্টগার্ডকে জানানো হয়েছে।

বাগেরহাট : সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের আলোরকোল এলাকা থেকে ১১ জেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। এসব জেলের জনপ্রতি ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে বনদস্যুরা। রবিবার রাতে এসব জেলেকে অপহরণ করে গহিন অরণ্যে আটকে রাখা হয়েছে। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার উত্তর রাজাপুর গ্রামের কুদ্দুস হাওলাদার গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, তার ছেলে রাকিব হাওলাদার (২৪) সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে রবিবার রাতে বনদস্যুদের হাতে অপহৃত হয়েছে। একই এলাকার আলতাফ হাওলাদার বলেন, তার ভাইয়ের ছেলে ছগিরকে (৩২) সুন্দরবনে বনদস্যুরা অপহরণ করেছে। অপহৃত অপর ৯ জেলে হচ্ছে– বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার উত্তর রাজাপুর গ্রামের লুৎফর হাওলাদার (৩০), বাদল হাওলাদার (৩৫), সজীব হাওলাদার (২৭), রুবেল হাওলাদার (৩০), হাফিজুল (২২), আলমগীর ফরাজী (৫০), ইয়াসিন হাওলাদার (২৩) ও বরগুনার পাথরঘাটার পদ্মা স্লুইস এলাকার রুবেল (২৫) ও খুলনার বটিয়াঘাটার দেব চন্দ্র (২৫)। বনদস্যুরা অপহৃত জেলেদের মুক্তির জন্য মোবাইল ফোনে জনপ্রতি ১ লাখ টাকা করে দাবি করেছে বলে জেলেদের পরিবারের সদস্য ও মহাজনরা জানান।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৫ মে ২০২৬,

রিকশাচালক শামীমের স্ত্রী ও ৩ সন্তানের কী হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অটোরিকশাচালক শামীমের (৪০) স্বল্প আয়ে চলত পাঁচ সদস্যের সংসার। ছিল অভাব-অনটন। সেই সঙ্গে ছিল স্বপ্নও। তিন সন্তান পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে চাকরি করবে, সংসারের হাল ধরবে। এতে রিকশাচালক বাবার দুঃখ কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। মনের কোণে স্বপ্ন বোনা এই মানুষটি ঘাতকদের ছুরিকাঘাতে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রবিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ১১ এপ্রিল রাজধানীর পল্লবীতে কিশোর গ্যাং সদস্যদের হাতে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন শামীম। সেদিনই তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার এক মাস পর না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। এতে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর অসহায়ত্বে পতিত হয়েছে তার পুরো পরিবার। সেই সঙ্গে তিন সন্তানকে নিয়ে হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন স্ত্রী সুমি আক্তার। কীভাবে সংসার চালাবেন, সন্তানদের ভরণ-পোষণ করবেন– সেই চিন্তা পিছু ছাড়ছে না সুমি আক্তারের।

কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে নিহত

নিহতের স্ত্রী সুমি আক্তার জানান, তাদের বাসা মিরপুর ১০-এর বিহারি ক্যাম্পের এ-ব্লকে। গত ১১ এপ্রিল তার স্বামী রিকশা চালিয়ে দুপুরে খাবার খেতে বাসায় ফেরেন। তখন তার ছেলে বিরিয়ানি খেতে চাইলে শামীম বিরিয়ানি কিনতে বাইরে যান। বেনারসি পল্লীর মসজিদের সামনে পৌঁছালে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য বাপ্পবলি ও তৌহিদসহ কয়েকজনের সঙ্গে তার তর্কাতর্কি হয়। এক পর্যায়ে তারা শামীমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে শামীমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করান। পরে সেখান থেকে কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। সবশেষ অবস্থার অবনতি হলে গত বৃহস্পতিবার আবার ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই রবিবার রাতে মারা যান তার স্বামী।

ময়নাতদন্তের জন্য গতকাল সোমবার সকালে শামীমের মরদেহ নেওয়া হয় হাসপাতালের মর্গে। মর্গের সামনে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই যাচ্ছেন সুমি আক্তার। সঙ্গে সন্তানরাও। স্বজনরা তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো সান্ত্বনার ভাষায়ই যেন সুমি আক্তার ও তার সন্তানদের আশ্বস্ত করতে পারছিল না।

হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে স্বামী হত্যার বিচার চান সুমি আক্তার। আর বলতে থাকেন, আমি কী করব। আমার সন্তানদের কী হবে। কীভাবে ওদের মানুষ করব...।

পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সোহান মোল্লা জানান, ঘটনার দিন শামীম স্থানীয় কামালের বিরিয়ানি হাউজে বিরিয়ানি আনতে যান। এ সময় এজাহারভুক্ত চার আসামি তার গতিরোধ করে এবং পকেটে থাকা প্রায় তিন হাজার টাকা ছিনিয়ে নিতে চায়। এ সময় শামীম বাধা দিলে তাকে মারধর ও ছুরিকাঘাত করা হয়। ঘটনার পরপরই শামীমের স্ত্রী চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামি বাপ্পবলি ও তৌহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এরা কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য কিনা জানা নেই। তবে তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্ত শেষে বিকেলে শামীমের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। শামীম মিরপুর ১০-এর স্থানীয় হলেও জাতিসত্তায় বিহারি। সেখানেই তার মরদহে দাফন করা হয়।

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৪ বৈশাখ ১৪
Dhaka : Thursday 7 May 2026

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিকশাচালক খুন

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

তুচ্ছঘটনাকে কেন্দ্র করে খালাতো ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রেও আঘাতে প্রাণ গেল গোলাম হোসেন (৪৬) নামে এক রিকশাচালকের। গত মঙ্গলবার রাত ৮ টারদিকে মেহেরপুরশহরের শেখপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। সে ঐ এলাকার রেহেসান আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ন কবীর জানান, সামিরুল ইসলাম কালু ও রিকশাচালক গোলাম হোসেন সম্পর্কে খালাতো ভাই। গেল গত ২ মে গোলাম বাড়ির ফেরার পথে রিকশার আঘাতে প্রতিবেশি বন্যা খাতুনের প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। এ সময় তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়ার আশ্বাস দেন তিনি। কথা মতো পরদিন প্রাচীর নির্মাণ করে দেন গোলাম হোসেন। তবে টিনের ফটকটি লাগাতে পারেননি। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে বন্যা খাতুন তার পথ রোধ করে। শুরু হয় তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে বন্য খাতুনকে ডেকে আনেন কালু। কথাকাটাকাটির এক পর্যায়েকালুরহাতে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে গোলাম হোসেনকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। তার চিৎকাওে ছুটে আসেন তার স্ত্রী আলেয়া খাতুন ও প্রতিবেশীরা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নেয়া হয় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। এ সময় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকতাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৮ মে ২০২৬, ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

নরসিংদীতে এক দিনে ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীতে পৃথক স্থান থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বেলাব, রায়পুরা ও মাধবদী থানা এলাকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ধানক্ষেত থেকে এক যুবকের, রেললাইনের পাশ থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ এবং একটি ভাড়া বাসা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা ১১টার দিকে বেলাব উপজেলার বেলাব-শিবপুর সড়কের পাশের একটি ধানক্ষেত থেকে রিয়াজুল ইসলাম আপন মিয়া (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি উপজেলার বাজনাব গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে। ট্রলি চালানোর পাশাপাশি কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি।

এদিকে দুপুরে মাধবদী থানার মনোহরপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে সাইফুল ইসলাম ভুঁইয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সাইফুল ইসলাম ভুঁইয়া নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী এলাকার রামচন্দ্রদী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পরিবার নিয়ে মনোহরপুর বোর্ড স্কুলসংলগ্ন একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। অন্যদিকে সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথের রায়পুরা উপজেলার আমিরগঞ্জ রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয়ের প্রায় ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ।

যুগান্তর
শুক্রবার ৮ মে ২০২৬

মিঠাপুকুরে নিখোঁজ কৃষকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি

মিঠাপুকুর উপজেলায় নিখোঁজের একদিন পর কৃষক আবু সাঈদ গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ময়েনপুর কসবা কৃষ্ণনগরগামী কাঁচা রাস্তা সংলগ্ন একটি আম বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আবু সাঈদ উপজেলার বালুয়া মাসিমপুর ইউনিয়নের উঁচা বালুয়া বালাবাড়ি গ্রামের আজগর আলীর ছেলে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৮ মে ২০২৬
২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

জুস কেনা নিয়ে তর্ক

চিতলমারীতে দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

চিতলমারী (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের চিতলমারীতে জুস কেনাকে কেন্দ্র করে মোজাহিদুল ইসলাম মোল্লা নামে এক মুদি দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে হিজলা পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাহিদুল ইসলাম মোল্লা ওই গ্রামের সরোয়ার মোল্লার ছেলে। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত বাইজিদ শেখের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এ সময় তারা বাইজিদ শেখকে পিটিয়ে আহত করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত বাইজিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। নিহতের ভাইপো শহিদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার সকালে মুদি দোকানে জুস কেনাকে কেন্দ্র করে মোজাহিদুল ইসলামের সঙ্গে প্রতিবেশী বাদশা শেখের ছেলে বাইজিদ শেখের তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বাইজিদ ধারালো কাস্তে দিয়ে মোজাহিদুল ইসলামকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। ওসি মো. নজরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত বাইজিদ শেখকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৮ মে ২০২৬ ॥

তালাবদ্ধ ঘরে নারীর গলা কাটা লাশ

নরসিংদী ও হবিগঞ্জে আরও চার মৃতদেহ

প্রতিদিন ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘর থেকে নারীর গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া নরসিংদী ও হবিগঞ্জে আরও চারটি লাশ উদ্ধার হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

নারায়ণগঞ্জ : সিদ্ধিরগঞ্জে তালাবদ্ধ ভাড়া বাসা থেকে বর্ষা আক্তার (২০) নামের এক গৃহবধূর মুখ ও পা বাঁধা গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার রাত পৌনে ১০টার দিকে পূর্ব নিমাইকাশারী এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বর্ষা বাগমারা এলাকার মামুন ওরফে রুবেলের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে জানা গেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ এমদাদুল হক জানান, নিহতের মা হত্যা মামলা করেছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

নরসিংদী : বেলাব, রায়পুরা ও মাধবদী উপজেলা থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, বেলাব-শিবপুর সড়কের পাশে ধান খেত থেকে গতকাল রিয়াজুল ইসলাম আপন (২৪) নামে এক ট্রলিচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ আপনকে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে। এদিকে আমিরগঞ্জ রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অজ্ঞাত বৃদ্ধের (৭০) লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ ধারণা করছে ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। এদিকে মাধবদীর মনোহরপুরে ভাড়া বাসায় সাইফুল ইসলাম (৪০) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে। ওসি কামাল হোসেন জানান, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ : নিখোঁজের দুই দিন পর নবীগঞ্জে হাওড় থেকে গতকাল আবদুর রউফ (৬০) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ওসি মোনায়েম মিয়া জানান, পুলিশ মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে।

শনিবার ৯ মে ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

বন্দরে চালককে কুপিয়ে অটো ছিনতাই

■ **বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা**

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চালককে কুপিয়ে অটো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে একদল দুর্বৃত্ত। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অটোর মালিক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। উপজেলার দাশেরগাঁও এলাকায় মদনপুর-মদনগঞ্জ সড়কে এ ঘটনা ঘটে। অটোচালক স্বপন (৪০) নাসিক ২৪ নম্বর ওয়ার্ড চৌরাপাড়ার বাসিন্দা। তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে দাশেরগাঁও এলাকার সবুজ মিয়ার গ্যারেজের অটো গাড়ি চালিয়ে আসছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে মদনপুর থেকে অটো চালিয়ে নবীগঞ্জ স্ট্যান্ডে আসার পথে দাশেরগাঁও এলাকায় দুটি সিএনজি অটোরিকশা এসে তার অটোর পথরোধ করে। এ সময় পাঁচ-ছয় জন অজ্ঞাত ছিনতাইকারী চালক স্বপনকে টেনেহিঁচড়ে অটো থেকে নামিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে দুই হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম করে। এ সময় চালকের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা অটো গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্বপনকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় গাড়ির মালিক সবুজ মিয়া বাদী হয়ে গতকাল শুক্রবার দুপুরে অজ্ঞাত ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সমকাল
শনিবার । ৯ মে ২০২৬

মানিকছড়িতে কোদালের কোপে গৃহবধূকে হত্যা, স্বামী গ্রেপ্তার

■ **সমকাল ডেস্ক**

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার পূর্ব গচ্ছাবিল এলাকায় কোদালের কোপে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে। এ ছাড়া দেশের চার জেলায় শিশুসহ আরও চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মানিকছড়িতে নিহত গৃহবধূর নাম মাহিনুর আক্তার (২৪)। তিনি উপজেলার পূর্ব গচ্ছাবিল এলাকার আবুল কালামের স্ত্রী। দুই সন্তানের মা ছিলেন তিনি। তাঁর বাবার বাড়িও পূর্ব গচ্ছাবিল এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে মাহিনুরের সঙ্গে তাঁর স্বামী আবুল কালামের ঝগড়া হয়। দুজনের তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে আবুল কালাম মাহিনুরের মাথায় কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। এতে মাহিনুর নিহত হন।

মাহিনুরকে হত্যার ঘটনায় গতকাল রাতে মানিকছড়ি থানায় মামলা করেন তাঁর বাবা আবু তাহের। মামলায় মাহিনুরের স্বামী আবুল কালাম ও শাশুড়ি খদিজা বেগমকে আসামি করা হয়েছে। আবু তাহের বলেন, 'আমার মেয়েকে তার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। আমি এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।'

মানিকছড়ি থানার ওসি মাসুদ পারভেজ বলেন, 'খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই নারীর স্বামী আবুল কালামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

এদিকে, খাগড়াছড়ি শহরের সদর রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ের পুকুর থেকে কৃষ্ণ দে (৫২) নামে পরিবহন শ্রমিকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

যুগান্তর
শুক্রবার ৮ মে ২০২৬
২৫ বৈশাখ ১৪৩৩

সিদ্ধিরগঞ্জে পোশাক শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে একটি তালাবদ্ধ ঘর থেকে নারী পোশাক শ্রমিক বর্ষা আক্তারের (২০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার পূর্ব নিমাইকাশারীর একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী মামুন ওরফে রুবেল পলাতক। বর্ষা সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। নিহতের মা জানান, প্রথম স্ত্রীকে কেন্দ্র করে বর্ষার সঙ্গে মামুনের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় নিহতের মা সুলতানা বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৮ মে ২০২৬ ॥

ট্রান্সফরমার চুরির সময় সেচঘরে থাকা কৃষককে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রংপুরের পীরগঞ্জে সেচঘর থেকে এক কৃষকের হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার বড় আলমপুর ইউনিয়নের উমরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক মফিজার রহমান স্থানীয় সেচ মেশিনের মালিক আমজাদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মফিজার রহমান বুধবার রাতে উমরপুর মাঠের বিএডিসির সেচ ট্রান্সফরমার পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। সকালে এক কৃষক গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ার সময় সেচঘরের দরজা খোলা ও ট্রান্সফরমার খুলে নেওয়া অবস্থায় দেখতে [illegible] পান। সেচঘরে গিয়ে দেখেন মফিজার রহমানের হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত লাশ। স্থানীয়দের ধারণা, রাতে চোরচক্র চুরি করতে এসে বাধা পেয়ে মফিজার রহমানকে হত্যা করে ট্রান্সমিটার নিয়ে পালিয়ে যায়। পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, সেচঘর থেকে কিছু দূরে ট্রান্সফরমার ছিল। সেটি চুরি হয়েছে।

কৃষকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ১০ মে ২০২৬

কসবায় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও কৃষক নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▷

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক কলেজ শিক্ষার্থী ও কৃষক মারা গেছেন। শুক্রবার রাতে উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ধজনগর ও পাথারিয়াদ্বার সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁদের লাশ ফেরত দেয় বিএসএফ।

নিহতরা হলেন উপজেলার মধুপুর গ্রামের মকরম আলীর ছেলে নবীর হোসেন (৪০) ও ধজনগর গ্রামের হেবজু মিয়ার ছেলে মো. মুরসালিন (২০)। মুরসালিন শাহালম ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও নবীর হোসেন ছিলেন পেশায় কৃষক। গুলির ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজিবি। শনিবার বিকেলে লাশ হস্তান্তরের সময় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের বৈঠকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিএসএফের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, গুলিতে নিহতরা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়ে।

বিজিবি-৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মূলত চোরাচালান পণ্য নিয়ে আসার সময় বাধা দেয় বিএসএফ। এরপর ছররা গুলি ছুড়লে দুজন মারা যান। পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশ দেশে এনে স্বজনদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, শুক্রবার রাতে কসবা উপজেলার ধজনগর-পাথারিয়াদ্বার সীমান্তে আনুমানিক ১৫ জন বাংলাদেশি চোরাকারবারি ভারতীয় চোরাকারবারির সহায়তায় চোরাচালানের উদ্দেশ্যে আনুমানিক ২০০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। পরে ভারত থেকে চোরাচালানের মালপত্র নিয়ে আসার সময় ৪৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের পাথারিয়াদ্বার ক্যাম্পের টহলদল তাঁদের চোরাচালানে বাধা দিলে বাংলাদেশি চোরাকারবারি বিএসএফ সদস্যের ওপর চড়াও হয় এবং বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি হয়। হাতাহাতির এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্য চোরাকারবারির ওপর দুই রাউন্ড ছররা গুলি ছোড়ে।

নিহতদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েকজন রাতে মুরসালিনকে বাড়ি থেকে ডেকে পাথারিয়াদ্বার সীমান্তে নিয়ে যায়। একই সময়ে নবীর হোসেনসহ কয়েকজন সীমান্ত এলাকায় যান। একইভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আসেননি নবীর হোসেন। এ সময় বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করলে ঘটনাস্থলে মুরসালিন নিহত হন। পরে তাঁর লাশ ভারতে নিয়ে যায়। এ সময় আহত নবীর হোসেনকেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আব্দুস সবুর জানান, সীমান্তে গুলিতে দুজন মারা যাওয়ার খবর পেয়েছেন। এর মধ্যে নবীর হোসেনের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। নবীর হোসেনের ছেলে মো. তপন জানান, তাঁর বাবা সন্ধ্যা থেকেই বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার পর বিএসএফ গুলি করে লাশ নিয়ে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে বাবার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন বলে জানান। পরে বিএসএফের মাধ্যমে বিজিবির কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

ধজনগর গ্রামের রিপন পাঠান বলেন, 'আমি যতটুকু জানি রাতে ২০-২৫ জনের একটি দল কাঁটাতারের সামনে গেলে তাঁদের বিএসএফ গুলি করলে মুরসালিন গুলিবিদ্ধ হন। বাকিরা আহত হয়ে পালিয়ে যান। মুরসালিন এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন বলে তাঁর বড় ভাই আমাকে জানিয়েছেন।'

মৃত্যুর খবরে নবীর হোসেন ও মুরসালিনের মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। দুজনের কেউ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত নন বলে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে এর সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে সীমান্ত হত্যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুধীসমাজের মানুষ। একই সঙ্গে বিএসএফকে সংযত আচরণ করার দাবি জানানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ১০ মে ২০২৬

বাংলাদেশি ১৪ জেলেকে ফেরত দিল আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▷

মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির কাছে আটক থাকা ১৪ বাংলাদেশি জেলেকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন রোহিঙ্গা এবং ১৩ জন বাংলাদেশি। গতকাল শনিবার টেকনাফ পৌরসভার ট্রানজিট জেটিতে পৌঁছেন তাঁরা। এর আগে আটক জেলেদের ফেরত আনতে কার্যকর তৎপরতা চালায় বিজিবি। বিজিবি জানায়, বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে সীমান্তবর্তী জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে জেলেদের আটক করে আরাকান আর্মি। এসব জেলেকে ফেরত আনতে বিজিবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি কর। এরই ধারাবাহিকতায় আরাকান আর্মি তাদের হেফাজতে থাকা জেলেদের মধ্যে ১৪ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ১৩ মে ২০২৬

মুক্তিপণে মুক্ত ১৮ জেলে-মৌয়াল

সুন্দরবনে অপহরণ

■ টাকা দিয়েও খোঁজ নেই দুই জেলের

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ▷

সুন্দরবনে জলদস্যুদের প্রায় সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৮ জন জেলে ও মৌয়াল। মুক্তিপণের টাকা হাতে পাওয়ার পর ধাপে ধাপে নিজ এলাকায় ফিরছেন অপহৃত এসব জেলে-মৌয়াল। তবে মুক্তিপণ দেওয়ার পরও এখনো বাড়ি ফেরেননি দুই জেলে।

জানা গেছে, গত ৪ ও ৫ মে 'আলিফ ওরফে আলিম' ও 'নানাভাই/ডন বাহিনী'র দস্যুরা মুক্তিপণের দাবিতে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জন জেলেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যদের কাছে মোবাইল ফোনে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। অপহৃতদের স্বজনরা জানান, দস্যুদের সঙ্গে দর-কষাকষির মাধ্যমে কিছু টাকা কম দিয়ে সমঝোতা হয়। নির্ধারিত নম্বরে টাকা দেওয়ার পর জেলে ও মৌয়ালদের মুক্তি দেওয়া হয়।

ফিরে আসা জেলেরা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান। এ ছাড়া নিরাপত্তা জোরদার এবং বনাঞ্চলে নিয়মিত টহল বৃদ্ধির কথা বলেন।

ফিরে আসা জেলে ও স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা যায়, মুরশিদ আলম ৭০ হাজার, করিম শেখ এক লাখ ২০ হাজার, আবু ইসা ৫৫ হাজার, মমিন ফকির ৪৫ হাজার, আল-আমিন ২৫ হাজার, আবুল বাসার বাবু ৩০ হাজার, আবুল কালাম ৩০ হাজার, শাহাজান গাজী ৪০ হাজার, সিরাজ গাজী ৪০ হাজার, রবিউল ইসলাম বাবু ২০ হাজার, সঞ্জয় ২০ হাজার, আল-মামুন ২০ হাজার, হুমায়ুন ২০ হাজার, মনিরুল মোল্লা ২০ হাজার, রবিউল ইসলাম ২০ হাজার, হৃদয় মণ্ডল ২০ হাজার, আব্দুল সালাম ৪০ হাজার ও ইব্রাহিম গাজী ৫৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ফিরেছেন। তবে শুকুর আলী গাজী ও রেজাউল করিম ৩০ হাজার টাকা করে দিলেও তাঁরা এখনো বাড়ি ফেরেননি।

পশ্চিম সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মশিউর রহমান বলেন, 'জলদস্যু নির্মূলে কোস্ট গার্ডের অভিযান চলমান। তবে অপহৃতদের পরিবার বা সহযোগীরা আমাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে না।'

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 10 May 2026

চুয়াডাঙ্গায় পাওনা টাকা নিয়ে সালিশের আগে মারধরে কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জের ধরে সালিশ ঢাকা হলেও তা শুরুর আগেই এক কৃষককে মারধর করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের ডিঙ্গেদাহ বাজারে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান। নিহত আলিম উদ্দিন (৫০) শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মোকামতলা গ্রামের মৃত ঝড়ু মণ্ডলের ছেলে।

নিহতের ভাই কালু মণ্ডল বলেন, আলিম উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুলের কাছে স্থানীয় লিয়াকত আলীর ছেলে ভুট্টা বিক্রির কিছু পাওনা টাকা পেতেন। প্রায় দুই বছর ধরে বিষয়টির সমাধান না হওয়ায় শুক্রবার রাতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সালিশে বসার আগেই লিয়াকত আলী ও তার ছেলে সেখানে এসে অতর্কিতভাবে আলিমের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাকে বুকে ও পিঠে এলোপাতাড়ি লাথি-ঘুষি মারা হয়। শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিবুল ইসলাম সুজন বলেন, 'পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের সমাধানের জন্য আলিম উদ্দিনসহ কয়েকজন আমার কাছে এসেছিলেন। এ সময় লিয়াকত আলী ও তার ছেলে সেখানে এসে হামলা চালায়। 'আমি চেয়ার থেকে উঠতে উঠতেই আমার সামনেই ঘটনাটি ঘটে। পরে আলিম উদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।' ওসি মিজানুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৮ বৈশাখ ১৪৩৩, ১১ মে ২০২৬

ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন করা হয় গাজীপুরে নারী চা-দোকানিকে

গ্রেফতার ৩, মূল পরিকল্পনাকারী আনোয়ার এখনো পলাতক

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল থানার মেঘডুবি এলাকায় চা ও পান দোকানদার শেফালী বেগম কুলসুম হত্যা মামলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে গাজীপুর পিবিআই। এ ঘটনায় জড়িত তিন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আনোয়ার হোসেন এখনো পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে পিবিআই।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া থানার রাজবল্লভ গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে কামরুজ্জামান (৩৫), একই জেলা ও থানার একনাথ রামাকান্ত গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে আমজাদ হোসেন (৩০) এবং একই এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে আফজাল হোসেন (৩৩)।

পিবিআই সূত্রে জানা যায়, নিহত শেফালী বেগম কুলসুম পূবাইল থানাধীন মেঘডুবি (কড়ইটেক) এলাকায় নিজ বাসায় বসবাস করতেন। তিনি চা ও পান দোকান পরিচালনার পাশাপাশি কয়েকটি কক্ষ ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত ২৬ এপ্রিল দুপুর থেকে রাতের মধ্যে কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথা, মুখ, হাত ও পেটে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। পরে স্বজনরা বাসার গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে বাদী হয়ে পূবাইল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থানাপুলিশের পাশাপাশি পিবিআই ছায়া তদন্ত শুরু করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে গত ৮ মে রাতে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঐ তিন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আসামিরা প্রথমে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে শেফালীকে অচেতন করার চেষ্টা করে। পরে বাঁশের লাঠি ও ধারালো দা দিয়ে তাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে নগদ টাকা ও গহনা লুট করে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত আসামি কামরুজ্জামান ও আমজাদ হোসেন আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। অন্য আসামি আফজাল হোসেনকে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের ব্যবহৃত একটি ধারালো দা ও একটি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে।

গাজীপুরের পিবিআই পুলিশ সুপার রকিবুল আক্তার বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, স্থানীয় সোর্স ও পেশাদার তদন্তের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 12 May 2026

গাজীপুরে নারী চা দোকানি হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল থানার মেঘডুবি এলাকায় চা ও পান দোকানদার শেফালী বেগম কুলসুম হত্যা মামলার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করেছে গাজীপুর জেলা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ঘটনায় জড়িত তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আনোয়ার হোসেন এখনও পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে পিবিআই।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন, রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া থানার রাজবল্লভ গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে মো. কামরুজ্জামান (৩৫), একই জেলা ও থানার একনাথ রামাকান্ত (খাস জমি) গ্রামের মো. বাদশা মিয়ার ছেলে মো. আমজাদ হোসেন (৩০) এবং একই এলাকার মো. বাদশা মিয়ার ছেলে মো. আফজাল হোসেন (৩৩)।

পিবিআই সূত্রে জানা যায়, নিহত শেফালী বেগম কুলসুম (৪৬) পূবাইল থানাধীন মেঘডুবি (কড়ইটেক) এলাকায় নিজ বাসায় বসবাস করতেন। তিনি চা ও পান দোকান পরিচালনার পাশাপাশি কয়েকটি কক্ষ ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত ২৬ এপ্রিল দুপুর থেকে রাতের মধ্যে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথা, মুখ, হাত ও পেটে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরে স্বজনরা বাসার গেইট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে বাদী হয়ে পূবাইল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থানা পুলিশের পাশাপাশি পিবিআই গাজীপুর জেলা ছায়া তদন্ত শুরু করে।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে গত ৮ মে রাতে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্তে বেরিয়ে আসে, ডাকাতির উদ্দেশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

যুগান্তর
বুধবার ১৩ মে ২০২৬
৩০ বৈশাখ ১৪৩৩

গাজীপুরে কিশোর অটোচালককে গলা কেটে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের গাছা উজারপাড়ায় এক কিশোর অটোরিকশাচালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নেত্রকোনার মদন থানার গোবিন্দশ্রীর আমির মিয়ার ছেলে শুভ (১৬)।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানার এসআই মামুনুর রশিদ জানান, শরিফপুর এলাকায় বাসা ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাত শুভ। সোমবার সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে সে বাসা থেকে বের হয়ে আর বাসায় ফেরেনি। ভোরে নগরীর উজারপাড়া এলাকায় তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ওই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কালের কণ্ঠ
সোমবার । ১১ মে ২০২৬

চার জেলায় চার খুন

রাজৈর : মাদারীপুরের রাজৈরে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জের ধরে মারধরে রহিম সরদার (৪৫) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত রহিম সরদার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত সোহরাব সরদারের ছেলে। রহিম সরদার একই গ্রামের আসাদ বেপারীর (৫০) কাছ থেকে বাকিতে পোলাও চাল কিনে ঢাকার সাভার এলাকায় ভ্যানে করে বিক্রি করতেন। শনিবার বিকেলে তিনি কৃষ্ণপুর গ্রামের চুন্নু ফকিরের চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে সেখানেই চালের টাকা চাওয়া নিয়ে আসাদ ও রহিমের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে আসাদ রহিমকে ঘুষি দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করে শনিবার রাতে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রহিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

সমকাল
শুক্রবার । ১৫ মে ২০২৬

দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল, পরে মিলল মা-শিশুর মাটিচাপা মরদেহ

■ সমকাল ডেস্ক

ফরিদপুর সদর উপজেলার চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের চর বালুধুমে মাটিচাপা দেওয়া অবস্থায় এক মা ও তাঁর শিশুসন্তানের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত দুজন হলেন উপজেলার দৌলতদিয়া পরশউল্লাহ পাড়া এলাকার আমজাদ শেখের স্ত্রী জাহানারা বেগম (৩০) ও তাদের দুই বছর বয়সী মেয়ে সামিয়া আক্তার। গত ৪ মে চর দৌলতদিয়া হাট এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে কুলখানি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে তারা নিখোঁজ ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্বামী আমজাদ শেখ।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চাটখিলে অটোরিকশাচালককে মারধরের পর বিষ খাইয়ে হত্যা

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার নিজ ভাওর পাঁচগাঁও কালা মিয়া জমাদ্দার বাড়ির সিএনজিচালক গোলাম কিবরিয়াকে (৫০) পাওনা টাকার জন্য আটকে রেখে মারধর ও বিষ খাইয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় ব্যবসায়ী খুন

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় নজরুল ইসলাম (৫২) নামে এক সুতা ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। বুধবার রাতে উপজেলার মুক্তিশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লায় ভাইকে হত্যা করল ভাই

কুমিল্লায় স্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কের জেরে ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তারই আপন বড় ভাই। এ ঘটনায় অভিযুক্ত বড় ভাই মোরশেদকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সদর দক্ষিণ উপজেলার পশ্চিম জোড়কানন ইউনিয়নের গোয়ালগাঁও গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত ফয়সাল (২৫) পেশায় রংমিস্ত্রি।

(তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা)

যুগান্তর
সোমবার ১১ মে ২০২৬
২৮ বৈশাখ ১৪৩৩

কালিয়াকৈরে ছাদ থেকে লাফিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর মৌচাক ইউনিয়নের সুরিচালা বাজার এলাকায় কারখানার ছাদ থেকে লাফিয়ে আবুল কালাম নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার বিকালে এস এফ জিন্স লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। আবুল কালাম ওই কারখানার কেন্টিন বয় হিসাবে কর্মরত ছিল। নিহত আবুল কালামের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায়। জানা যায়, তার স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কলহ চলছিল।

সমকাল
রোববার । ১৭ মে ২০২৬ ।

রাজধানীতে ঠিকাদারকে অপহরণ করে চাঁদাবাজি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর বাড্ডায় নির্মাণাধীন ভবনের গ্রিলের ঠিকাদারকে অপহরণের পর ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আল আমিন। তাঁর বিরুদ্ধে গত ১৪ মে বাড্ডা থানায় মামলা করেন ঠিকাদার আবু সাঈদ। আল আমিন ওই ভবনের অংশীদার মোস্তাফিজুর রহমানের জামাতা (মেয়ের স্বামী)। এর আগে চাচাশ্বশুর মুশফিকুর রহমানও আল আমিনের বিরুদ্ধে জিডি করেছিলেন।

বাড্ডা থানার ওসি কাজী মো. নাসিরুল আমীন বলেন, চাঁদাবাজি ও অপহরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আল আমিনকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে। তিনি ওই ঠিকাদারের কাছ থেকে চাঁদার কিছু টাকা আদায়ও করেছেন।

পুলিশ জানায়, দক্ষিণ বাড্ডার বাসিন্দা মুশফিকুর রহমান ও তাঁর ভাই মোস্তাফিজুর রহমান আবাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মধ্যবাড্ডার ঠ-৫২/১ হোল্ডিংয়ে বাড়ি নির্মাণ করছেন। এজাহারে বলা হয়, ভবনের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে। ইতোমধ্যে চারটি পরিবার সেখানে বসবাস করছে। প্রায় এক বছর ধরে আল আমিন নানাভাবে ঠিকাদার আবু সাঈদকে হয়রানি করে আসছিলেন। গত ১২ মে আল আমিনসহ অজ্ঞাতনামা ৭-৮ জন নির্মাণাধীন ভবনে গিয়ে ঠিকাদারকে ভয়ভীতি দেখান ও হুমকি দেন। তাঁকে মারধরের পর নির্জন স্থানে তুলে নিয়ে ৫০ হাজার চাঁদা দাবি করা হয়। প্রথমে তিন হাজার টাকা আল আমিনকে দেন আবু সাঈদ। পরে আবাসন কোম্পানির প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর আলমগীর হোসেনকে ফোন করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আরও পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এরপর মুক্তি পান তিনি। পরদিন আল আমিন ওই ভবনে গিয়ে আবার টাইলস মিস্ত্রি রুবেলসহ অন্য শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করার হুমকি দেন।

ঠিকাদার আবু সাঈদ বলেন, 'আল আমিনের মূল বিরোধ আবাসন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ, মুশফিকুর রহমান ও মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে। ভবনে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিলেন তিনি। পরে আমাকে মারধরের পর অপহরণ করে নিয়ে চাঁদা দাবি করে।'

যুগান্তর
শুক্রবার ১৫ মে ২০২৬
১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

শ্রীপুরে গলা কেটে অটোরিকশা চালককে হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে অটোরিকশাচালক মেহেদী হাসান আসিফ (২২)কে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। হত্যার পর জঙ্গলে ফেলে রাখা তার লাশের পাশে নারীর ওড়না, জুতা ও মাথার চুলের ব্যান্ড পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার রাজাবাড়ীর ডোয়াইবাড়ির বগারভিটা এলাকার গজারি বনের পাশের মাঠে স্থানীয়রা গলাকাটা লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। নিহত অটোচালক মেহেদী হাসান ডোয়াইবাড়ির হুমায়ুন আহমেদ জাকিরের ছেলে।

বুধবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন আসিফ। বুধবার রাত হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তার ফোন বন্ধ পায়। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। ফজরের আজানের পর বাড়ির অদূরে তার অটোরিকশাটি পাওয়া যায়। পরিবারের দুশ্চিন্তা এতে বেড়ে যায়। সকালে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বগারভিটা এলাকায় তার গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়।

শ্রীপুর থানার ওসি নাছির আহমদ বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও লাশ উদ্ধার করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ মে ২০২৬

মোরেলগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

■ বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে মিঠু শেখ (৪৫) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার বেলা ৪টার দিকে উপজেলার মধুরকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার হোগলাপাশা ইউনিয়নের বৌলপুর গ্রামের ওহেদ শেখের ছেলে মিঠু শেখ গতকাল বিকালে বাড়ির কাছে কলাখেতে কাজ করছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে তিনি মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৭ মে ২০২৬

চট্টগ্রামে সড়কে যুবকের লাশ

■ চট্টগ্রাম অফিস

নগরীর পাহাড়তলী সাগরিকা এলাকা থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত মো. সাইফুল (৩৫) নামে যুবকের বাড়ি ফেনীতে হলেও সাগরিকা মুরগির ফার্ম এলাকায় থাকতেন। গত শুক্রবার রাতে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (পাহাড়তলী) রুহুল আমিন বলেন, সড়ক থেকে সাইফুলের লাশ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে ছুরিকাঘাতের জখম আছে। সাইফুল একসময় রিকশা চালাতেন, সবশেষ শ্রমিকের কাজ করেন। রাতে সড়কে তার নিথর দেহ পড়ে ছিল। আমরা ঐ এলাকায় বিভিন্ন সিসিটিভি ভিডিও সংগ্রহ করছি। মৃত্যুর কারণ জানতে সবকিছু খতিয়ে দেখছি।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০২৬
৩১ বৈশাখ ১৪৩৩

লিবিয়ায় নির্যাতনে মৃত্যু

৪৮ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়েও বাঁচানো গেল না

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

লিবিয়ায় মাফিয়াদের নির্যাতনে আরও এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। চাহিদামতো মুক্তিপণের ৪৮ লাখ টাকা দেওয়ার পরও নির্যাতন করে মাদারীপুরের রাজৈরের তছির ফকিরকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজনদের। বুধবার সকালে যুবকের মৃত্যুর খবরে এলাকায় চলছে শোকের মাতম। আহাজারি করছেন পরিবারের সদস্যরা। এ ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী। উপজেলা প্রশাসন বলছে, লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্বজনরা জানান, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার ঘোষালকান্দি গ্রামের কালু ফকিরের ছেলে তছির ফকির দেশে ছোট একটি চায়ের দোকানের আয় দিয়ে সংসার চালাতেন। ৮ মাস আগে পাশের পূর্ব স্বরমঙ্গল গ্রামের মানবপাচারকারী চক্রের সদস্য রফিকুল ইসলাম বাঘার প্রলোভনে পড়ে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন তছির। প্রথমে তছিরের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা নিয়ে তাকে পাঠানো হয় লিবিয়ায়।

সেখানে পৌঁছানোর পর বন্দিশালায় আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতনের পর পরিবার থেকে মুক্তিপণের ২০ লাখ টাকা আদায় করে মাফিয়ারা। একপর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তছিরকে লিবিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসার কথা বলে দালালচক্র আরও আড়াই লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি তছিরকে।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত রফিকুল ইসলাম বাঘা ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছেন। তছিরের স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তান রয়েছে।

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুল হক বলেন, লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া লিখিত অভিযোগ পেলে দালালের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

সংবাদ
মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩
Tuesday 12 May 2026

রামুতে চালককে হত্যা করে অটো গাড়ি ছিনতাই

প্রতিনিধি, রামু

কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাবার বাগানের গহীন পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ক্লু-লেস হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন করেছে রামু থানা পুলিশ। অটো মিশুক চালক শামসুল আলম হত্যা ও গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত তিন আসামিকে প্রায় দুই মাস পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উখিয়া উপজেলার হলুদিয়া পালং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পাগলির বিল এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে আব্দু শুক্কর, ইদ্রিস ভান্ডারীর ছেলে হোছন এবং রামু উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বাইন্যার দোকান ছাদিরকাটা এলাকার সৈয়দ আকবরের ছেলে গুরা মনিয়া।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ৯ মার্চ সংঘবদ্ধ চক্রটি অটো মিশুক গাড়ি ছিনতাইয়ের উদ্দেশে কক্সবাজার পৌরসভার পাহাড়তলী খাজা মঞ্জিল এলাকার বাসিন্দা শামসুল আলমকে মালামাল পরিবহনের কথা বলে ১ হাজার ২শ' টাকায় ভাড়া করে। পরে তাকে রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিচালিত রামু রাবার বাগানের কারখানার পেছনের নির্জন পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গাড়ির চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানালে আসামীরা তার গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে। হত্যার পর মরদেহের মুখে মাস্ক পরিয়ে রেখে অটো মিশুকটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরদিন ১০ মার্চ স্থানীয়রা শামসুল আলমের মৃতদেহ দেখে পুলিশে জানায়।

রামু থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ ফরিদ জানিয়েছেন- এ ঘটনায় ১২ মার্চ রামু থানায় হত্যা অজ্ঞাত আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রুজু হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. শওকত জামিল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে মামলার রহস্য উদঘাটন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অভিযান জালিয়ে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ বিকেলে স্থানীয়রা রামু রাবার বাগান কারখানার পেছনের পাহাড়ি ঝিরি থেকে শামসুল আলমের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ছবি দেখে স্বজনরা তাকে শনাক্ত করেন। নিহত শামসুল আলম দুই সন্তানের জনক ছিলেন এবং অটো মিশুক চালিয়ে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতেন। নিহতের পরিবার হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তারকৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে রামুতে চালক হত্যা ও গাড়ি ছিনতাইয়ের একাধিক ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ইত্তেফাক
শনিবার
২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৬ মে ২০২৬

লোহাগড়ায় ট্রাক চালককে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

নড়াইলের লোহাগড়ায় ধোপাদহ ব্রিজের পাশে এক ট্রাক ড্রাইভার রহিম শিকদারকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, লোহাগড়া উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের ধোপাদহ এলাকার পাঁচ/ছয় জন কিশোর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ট্রাক ড্রাইভার রহিম শিকদারের ছেলে সোয়াইব শিকদারের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ঘটনা শুনে রহিম শিকদার ছেলের মোবাইল ফোন আনতে গেলে তারা ধোপাদহ ব্রিজের পাশে রহিম শিকদারের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় তার চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন রহিম শিকদারকে মারাত্মক জখম অবস্থায় লোহাগড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই রহিম শিকদারকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ভুক্তভোগী উক্ত কিশোরদের কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য বলে উল্লেখ করেছে।

লোহাগড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) অজিত কুমার রায় শুক্রবার সকালে বলেন, রাতে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি, এ ঘটনায় দোষীদের আটকের জন্য অভিযান চলছে।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৩ মে ২০২৬,

রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে গিয়ে মাদারীপুরের যুবক নিহত

প্রতিনিধি, *মাদারীপুর*

সুরুজ কাজী

রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন মাদারীপুরের যুবক সুরুজ কাজী (৩৫)। গত সোমবার মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুরুজের পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবরটি জানতে পারে।

সুরুজের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ খাগড়াছড়া এলাকায়। তাঁর মৃত্যুর খবরে বাড়িতে স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুরুজ আট মাস আগে রাশিয়ায় যান। দালালের খপ্পরে পড়ে যোগ দেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে। সোমবার মাইন বিস্ফোরণে নিহত হন তিনি। প্রথমে বিষয়টি গোপন রাখা হলেও রাশিয়ায় থাকা দুই বাংলাদেশি প্রবাসী যুবক মুঠোফোনে সুরুজের পরিবারকে বিষয়টি জানান।

তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সুরুজ ছিলেন সবার বড়। বড় ছেলেকে হারিয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তাঁর বাবা শাহাবুদ্দিন কাজী। তিনি বলেন, 'আমার বড় ছেলে আর নাই। এই কথা শোনার থিকা আল্লায় আমারে নিয়া গেলে ভালো হইতো। বিদাশে গেল ভালো থাকার লিগা, এখন সব শেষ হইয়া গেল।'

শেষবারের মতো ছেলের মুখটা একবার দেখতে চান জানিয়ে এই বাবা আরও বলেন, 'সরকারের কাছে দাবি, আমার ছেলের লাশটা যেন দেশে এনে দেন এবং আমাদের পরিবারের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করেন।'

তিন মাস আগে সুরুজের দুই বছর বয়সী ছেলে ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। একমাত্র সন্তানের পর স্বামীকে হারিয়ে পাগলপ্রায় অবস্থা সুজনের স্ত্রী ২২ বছর বয়সী সুমাইয়া আক্তারের। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার স্বামীও নাই, সন্তানও নাই। কারে আগলাই বাঁচুম আমি। কে দেখব আমারে?'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 22 May 2026

রিকশা চুরির সন্দেহে হত্যা
মালিকের রুমে মিলল চালকের মরদেহ

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ শহরের গ্যারেজ মালিকের ফ্লাট থেকে রিকশাচালক আলামিন শেখের মরদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত আল আমিন শেখ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের খাটিয়াগড় গ্রামের মৃত ফায়েক শেখের ছেলে। গত বুধবার রাতে গোপালগঞ্জ শহরের মধ্যমিয়াপাড়া এলাকার শরীফ লিটন সড়কের ডা. এম ডি রবিউল ইসলাম তুহিনের বাড়ির কেয়ারটেকার ও রিকশা গ্যারেজের মালিক মো. কামরুল ঠাকুরের ফ্লাটের বাথরুম থেকে ওই রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মো. কামরুল ঠাকুরের গ্যারেজের ব্যাটারিচালিত রিকশা ভাড়ায় চালাতেন আল আমিন শেখ। দুইদিন আগে ওই গ্যারেজ থেকে একটি রিকশা চুরির ঘটনায় তাকে সন্দেহ করা হয়। এ ঘটনার পর গত বুধবার বিকেলে আল আমিনকে ওই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আটকে রেখে মারধর করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

স্বজনদের দাবি, রাতে আল আমিনের মাকে গ্রামের বাড়ি থেকে ডেকে আনা হলে তিনি বাড়ির দরজা বন্ধ পান। দীর্ঘ সময় ডাকাডাকির পর অভিযুক্ত কামরুলের ছেলে দরজা খুলে দেয়। পরে ভেতরে প্রবেশ করে বাথরুমে আল আমিনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে পুলিশে খবর দেওয়া হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

ওই বাড়ির নিচতলার ভাড়াটিয়া লিমা বেগম জানান, কান্নার শব্দ শুনে উপরে উঠে আসি এবং আমেনা বেগমকে দেয়ালে মাথা ঠুকতে দেখি। পরে বাসায় কাউকে না পেয়ে উঁকি দিয়ে বাথরুমের দরজার পাশে একজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখি। তখন আমেনা বেগম বলে আমার ছেলে আর নাই।

গোপালগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) নয়ন চন্দ্র দেবনাথ বলেন, মধ্য মিয়াপাড়ায় কাজী অফিসের সামনে একটি মরদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ, পিবিআই ও ডিবি টিম ঘটনাস্থলে আসে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যাকাণ্ড হতে পারে। ঘটনার পর থেকে বাড়ির কেয়ারটেকার রিক্সা গ্যারেজ মালিক মো. কামরুল ঠাকুর পলাতক রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 21 May 2026

নওগাঁয় বাস চালককে মারধর, ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিনিধি, নওগাঁ

নওগাঁয় এক বাস চালকের ওপর হামলা, মারধর এবং বাস কাউন্টারে ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রদলের এক নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। এছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ৭-৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারধরের স্বীকার বাস চালক আনোয়ার হোসেন বাদল বাদী হয়ে নওগাঁ সদর মডেল থানায় এই মামলা করেন।

আসামিরা হলেন– নওগাঁ জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সোহাগ, জেলা প্রচার দলের সহ সভাপতি আব্দুর রউফ, আলী হাসান অন্তর এবং মো. রিংকু।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাত ১টার দিকে শহরের ঢাকা বাসস্ট্যান্ডের একতা কাউন্টারের সামনে গাড়ি ঘোরানোর সময় একটি অজ্ঞাত অটোরিকশার সঙ্গে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কিছু যুবক ও বহিরাগত দুর্বৃত্তরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস চালক আনোয়ার হোসেন বাদলকে চড়-থাপ্পড় ও কিলঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে আসামিরা লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাতের চেষ্টা করলে তিনি দ্রুত সরে গিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষা করেন। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, পরবর্তীতে আসামিরা একতা বাস' কাউন্টারের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে এবং চালক আনোয়ার হোসেনের পকেটে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে আসামিরা হত্যার হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এবিষয়ে নওগাঁ সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'মারধরের স্বীকার ভুক্তভুগী বাস চালক থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২১ মে ২০২৬

সুন্দরবনে ট্রলারসহ ১২ জেলে অপহরণ

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনে মুক্তিপণের দাবিতে একটি ফিশিং ট্রলারসহ ১২ জেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের ফুসফুসের চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা ওই ১২ জেলেকে সুন্দরবনের গহিন অরণ্যে আটকে রেখেছে। অপহৃত জেলেদের উদ্ধারে গতকাল সকাল থেকে স্মার্ট প্যাট্রল টিম, বনরক্ষী ও কোস্টগার্ড সদস্য অভিযান শুরু করেছে। সুন্দরবন বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

অপহৃত জেলেরা হচ্ছেন– ইয়াসিন (২৫), মাসুম (৫৮), সেলিম (২৫), জাকির (২৮), হোসেন (৩০), তৌহিদ (২৮), ইয়াসিন (২০), মাহবুব (২৪), হানিফ (৩৫), হৃদয় (২৬), ইব্রাহিম (৪০) ও সুমন (২৭)। তাদের বাড়ি বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার রুহিতা ও ও নিদ্রা সখিনা এলাকায়।

বরগুনা জেলা ফিশিং ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের ফুসফুসের চর এলাকার নদীতে মাছ আহরণকালে একই পোশাক পরিহিত বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা ফিশিং ট্রলারসহ ১২ জেলেকে মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে। তাদের সুন্দরবনের গহিন অরণ্যে আটকে রাখা হয়েছে। এদের সবার বাড়ি পাথরঘাটা উপজেলার রুহিতা ও ও নিদ্রা সখিনা এলাকায়। সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শেলারচর টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মো. মিজানুর রহমান মোবাইল ফোনে বলেন, খবর পেয়ে অপহৃত জেলেদের উদ্ধার ও বনদস্যুদের আটকে অভিযান শুরু করেছে। বিকাল পর্যন্ত অপহৃত জেলেদের কোনো সন্ধান মেলেনি বলে এই বন কর্মকর্তা জানান। শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক বলেন, অপহরণের খবর শুনেছি। কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
সোমবার ২৫ মে ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@

কালিয়াকৈরে তরুণী ও নারী পোশাককর্মীর লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে এক তরুণী ও নারী পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মধ্যপাড়ার ফকিরচালা এলাকায় শান্তা ইসলাম মীমের লাশ রোববার বিকেলে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৌচাক তেলিরচালায় নাজিমুদ্দিনের ভাড়া বাড়ি থেকে শনিবার চাদনী আক্তার নামে নারী পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুটি লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের লাশ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত শান্তা ইসলাম মীম (২৫) ফকিরচালা এলাকার মিলন হোসেনের স্ত্রী। পোশাক শ্রমিক চাদনী আক্তার (১৯) রাজশাহীর বাঘার নারায়নপুরের সামিল মিয়ার মেয়ে ও রায়হান আলীর স্ত্রী। কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানায়, নারী দুজনের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ২৫ মে ২০২৬
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

মাদকসেবনে বাধা
ফতুল্লায় ট্রাক চালককে হত্যা

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় মাদকসেবনে বাধা দেওয়ায় ট্রাকচালক সুমন সূত্রধর (২৮)কে মাথায় কাঠ দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে সে অচেতন হয়ে পড়লে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে ফতুল্লার পঞ্চবটী পৌর ট্রাক টার্মিনলের সামনে এ মারধরের ঘটনা ঘটে।

নিহত সুমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণ গ্রামের নারায়ণ সূত্রধরের ছেলে। এ ঘটনায় মাদকসেবী হাতেম (৩০)কে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে পৌর ট্রাক টার্মিনালের চালক ও শ্রমিকরা। আটক হাতেম ফতুল্লার মুসলিমনগরের আলিমুদ্দিনের ছেলে। ফতুল্লা থানার ওসি মাহাবুব আলম জানান, ঘটনাটি জানার পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয়রা একজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, মে ২২, ২০২৬

সুন্দরবনে গুলিতে বনজীবীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা পাল্টাপাল্টি মামলা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ খুলনা

কাঁকড়া শিকার করতে সুন্দরবনে গিয়ে বনরক্ষীদের গুলিতে আমিনুর রহমান নামে এক বনজীবী জেলের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন উপকূলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নিহত আমিনুর রহমান সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সোরা গ্রামের বাসিন্দা। এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নিহতের পরিবার ও বন বিভাগের মধ্যে পাল্টাপাল্টি মামলার ঘটনা ঘটেছে।

কয়রা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম জানান, আমিনুরের ভাতিজা অলিউল্যাহ বাদী হয়ে বন বিভাগের নলিয়ান ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা মোবারক হোসেন ও পশ্চিম বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক শামীম রেজাসহ অজ্ঞাতনামা ৯-১০ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে স্টেশন কর্মকর্তা মোবারক হোসেন দাবি করেছেন, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। সেটি সুন্দরবনের নিষিদ্ধ অভয়ারণ্য এলাকা ছিল, যেখানে বন বিভাগের 'স্মার্ট টহল টিম' দায়িত্ব পালন করছিল।

এদিকে বনরক্ষীদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধার অভিযোগে বন বিভাগের পক্ষ থেকেও একটি মামলা করা হয়েছে। বন বিভাগের শরবতখালী টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বন বিভাগের স্মার্ট টহল টিমের নেতা মোক্তাদির রহমান মামলাটি করেন। তদন্তের স্বার্থে আসামিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

মামলার বিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এজেডএম হাছানুর রহমান বলেন, 'বনরক্ষীদের ওপর হামলা ছাড়াও সাতক্ষীরা রেঞ্জ কার্যালয়ে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় আরেকটি মামলার প্রস্তুতি চলছে।'

সমকাল | সোমবার। ৪ মে ২০২৬।

নাসা গ্রুপের সব কারখানা খুলে দেওয়া ও সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ৭৫ শতাংশ বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গতকাল রোববার শ্রমিকরা আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেন। রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে ● সমকাল

যুগান্তর | রোববার ৩ মে ২০২৬
E-mail : sportsjugantor

চট্টগ্রামে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

৫ ঘণ্টা বন্ধ যান চলাচল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বেতন-ভাতার দাবিতে শনিবার চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও সিঅ্যান্ডবি মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কারখানার শ্রমিকরা। এতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা যুগান্তর

চট্টগ্রামে বকেয়া ওভারটাইমের টাকাসহ বিভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে নগরীর চান্দগাঁও থানার সিঅ্যান্ডবি মোড় এলাকায় আজিম গ্রুপ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ শুরু করেন। সড়ক অবরোধ করায় নগরীর বহদ্দারহাট-কালুরঘাট সড়কের দুপাশে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়ে যায়। বিকাল পৌনে ৪টায় নগরীতে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলেও বিক্ষোভ চালিয়ে যান তারা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পাওনা পরিশোধের জন্য তিন দিনের সময় নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিকাল সাড়ে ৪টায় শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যাওয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করছিল না আজিম গ্রুপ। ২০২০ সাল থেকে তাদের টিফিন বিল বকেয়া রয়েছে। ২০২২ ও ২০২৫ সালের ওভারটাইমের পাওনা দেওয়া হয়নি। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধাও নিশ্চিত করা হয়নি। তারা ওভারডিউটি কমানো, প্রতি মাসের শুরুতেই বেতন পরিশোধ, শ্রমিকবান্ধব ইউনিয়ন গঠন, আন্দোলনে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ, টিফিন বিল বৃদ্ধি ও হাজিরা বোনাস চালুর দাবি জানান। শহিদুল ইসলাম নামে এক শ্রমিক বলেন, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বেতন এখনো পাননি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন সম্পূর্ণ দেওয়ার কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার কেবল এক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের এএসপি বাঁচা মিয়া যুগান্তরকে বলেন, 'শ্রমিকরা ওভার টাইমসহ বিভিন্ন ধরনের বকেয়া টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা বৃহস্পতিবার দিবে বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি তারা মানেনি। এ কারণে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করি। অবরোধের ৫ ঘণ্টা পর বিকাল সাড়ে ৪টায় আজিম গ্রুপের মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এসে মঙ্গলবার সব পাওনা পরিশোধ করবে বলে আশ্বাস দেয়। এরপর ধীরে ধীরে সড়ক থেকে উঠে যান শ্রমিকরা।'

সমকাল
রোববার । ৩ মে ২০২৬ ।

মহান মে দিবস উপলক্ষে গত শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আওয়াজ ফাউন্ডেশন, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস যৌথভাবে মানববন্ধন ও র‍্যালি করে। এই কর্মসূচি থেকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র বাস্তবায়নসহ বেশ কয়েকটি দাবি জানানো হয় ■ ফোকাস বাংলা

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২০ বৈশাখ ১৪৩৩, ৩ মে ২০২৬

গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা সমাবেশ ও মিছিল করেন। এ সময় তারা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্লোগান দেন —আব্দুল গনি

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২০ বৈশাখ ১৪৩৩, ৩ মে ২০২৬

মে দিবসে রাজধানীতে বিড়ি শ্রমিক সমাবেশ ও মানববন্ধন

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে পাঁচ দফা দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। গত শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালনকালে আসন্ন বাজেটে বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করা, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সিগারেট ও বিড়ির অগ্রিম আয়করের বৈষম্য দূর করা, বিড়ি শ্রমিকদের রেশন সুবিধা চালু এবং নকল বিড়ি উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করার দাবি জানান শ্রমিকরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিড়ি একটি দেশীয় শ্রমঘন শিল্প। অথচ এ শিল্পে একের পর এক শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। এতে মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় বেকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। এছাড়া একই গোত্রভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিড়ির অগ্রিম আয়কর ১০ শতাংশ আর সিগারেটের ৫ শতাংশ। অবিলম্বে আয়করের এই বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি আসন্ন বাজেটে বিড়িতে শুল্ক বৃদ্ধি না করার আহ্বান জানান শ্রমিকরা।

বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় ও ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে করেন বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, লুতফর রহমান, যুগ্মসম্পাদক আব্দুল গফুর প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১ মে ২০২৬

চাল না পেয়ে জেলেদের বিক্ষোভ

রাজবাড়ীতে ভিজিএফের খাদ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্ধশতাধিক কার্ডধারী জেলে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে তারা বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভ শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেন জেলেরা। ক্ষোভ প্রকাশ করে জেলেরা বলেন, জাটকা ধরা বন্ধ রাখতে আমাদের ৮০ কেজি করে চাল দিত সরকার। এ বছর আমরা অনেকবার পৌরসভায় গিয়েছি কিন্তু আমাদের চাল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাজবাড়ী সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হালিমা সরদার বলেন, এ বছর সদর উপজেলায় ভিজিএফের চাল বরাদ্দ কম এসেছে। চাল বরাদ্দে কোনো অনিয়ম হয়নি। জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীন বলেন, চাল বরাদ্দ নিয়ে অনিয়মের লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। -রাজবাড়ী প্রতিনিধি

যুগান্তর | বুধবার ৬ মে ২০২৬ | ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩

কালিয়াকৈরে পুলিশি হয়রানি

অটো চালকদের সড়ক অবরোধ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

মহাসড়কে অটোরিকশা আটক করে জরিমানা ও মামলাসহ হাইওয়ে পুলিশের নানা হয়রানি বন্ধের দাবিতে মহাসড়কে চলাচলকারী অটো ও ইজিবাইক চালকরা আন্দোলন করেছেন। কালিয়াকৈর অটোরিকশা চালকদের চলমান আন্দোলনের অংশ হিসাবে মঙ্গলবার সকালে মৌচাক ওভারব্রিজের নিচ এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়ে সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। অটোরিকশা চলাচলে বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে চালকরা এ আন্দোলন করছেন। এ সময় তারা মহাসড়কে অটোরিকশা আটক করে জরিমানা ও মামলাসহ হাইওয়ে পুলিশের নানা হয়রানি বন্ধের দাবি জানান।

ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার | ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩, ৭ মে ২০২৬

রূপগঞ্জের তারাবো পৌরসভা এলাকায় শ্রমিক বিক্ষোভ —ইত্তেফাক

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার রপ্তানিমুখী নোবেল কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের তারাবো পৌরসভার যাত্রামুড়া স্লুইস গেট এলাকায় তারা এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

শ্রমিকরা জানান, নোবেল কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড কারখানায় তুলা থেকে সুতা উৎপাদন করা হয়। সেই সুতা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এ কারখানায় ৭ শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তিন মাসের বকেয়া বেতনের জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের একাধিক বার বৈঠক হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবার বকেয়া বেতন পরিশোধ করার কথা ছিল; কিন্তু বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি। শ্রমিকরা পুনরায় বকেয়া বেতনের দাবি জানালে মালিক পক্ষ বেতন দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যাত্রামুড়া এলাকায় অবরোধ করেন। এ সময় মহাসড়কের উভয় দিকে ছয় কিলোমিটার জুড়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন পথচারী ও পরিবহনের যাত্রীরা।

খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ দুপুর দেড়টায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের শান্ত করেন। এ সময় আজ ৭ মে বৃহস্পতিবার সকালে বেতন-ভাতা পরিশোধ করার মালিক পক্ষের আশ্বাসে শ্রমিকরা তাদের অবরোধ তুলে নেন। রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিন বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর | শনিবার, ৯ মে ২০২৬

খাগড়াছড়িতে তামাক চাষিদের বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় তামাকের ন্যায্য দাম না পেয়ে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে প্রান্তিক অর্ধশতাধিক তামাক চাষি। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দীঘিনালা উপজেলার নতুন বোয়ালখালী বাজার থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল নিয়ে দীঘিনালা সরকারি কলেজের পাশে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন তামাক চাষিরা। তারা বলেন, ১ একর জমিতে তামাক চাষ করে ১৪শ থেকে ১৬শ কেজি তামাক উৎপাদন হয়েছে। কোম্পানি ৩শ থেকে ৪শ কেজি তামাক ক্রয় করছে। সেখানেও ন্যায্য দাম দিতে অনীহা কোম্পানির। এতে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন এসব তামাক চাষি।

সময়ের আলো | সোমবার। ১১ মে ২০২৬।

আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায় প্রকল্পের ৪,৩৮২ জনের চাকরি বহাল রাখার দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে রোববার মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি করেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ● সময়ের আলো

NEW AGE SATURDAY, MAY 9, 2026,

Higher budget allocation sought for farm workers

Staff Correspondent

POLITICIANS, academics and economists on Friday, at a discussion in Dhaka, called on the Bangladesh Nationalist Party-led government to ensure sufficient development budget allocation in the upcoming fiscal 2026-27 budget for the farm labourers and the working class.

Bangladesh Khetmajur Samiti, the farm labourer front of the Communist Party of Bangladesh, organised the discussion meeting at its central office titled 'upcoming budget, problems of farm labourers and working class people and what to do' with president of the organisation Fazlur Rahman in the chair.

Former CPB president Mujahidul Islam Selim said that although the required development of the country is occurring, the fates of farm labourers and working-class people remained unchanged.

'We wanted the formation of a discrimination-free society in the country, but it has not been established so far,' he said.

He urged the BNP-led government to secure year-round works for labourers via adequate development budgeting.

Selim also called on the farm labourers' bodies to continue movements to satisfy their demands.

Former Dhaka University professor and economist MM Akash highlighted a growing demand from the working class for state-guaranteed, continuous employment.

Fellow of Centre for Policy Dialogue economist Mustafizur Rahman said that in old age, working-class people lose their ability to work, so they must be brought under a pension scheme in their old age.

He criticised the business deal signed with the United States government during the rule of the interim government, saying that under the deal, Bangladesh must import wheat, soybean and gas from the United States at higher prices, which would create problems for the economy of Bangladesh.

Writer and researcher Pavel Partha said that the government should take steps to ensure farmers get their fair prices for their produce.

Arnab Sarker, general secretary of Khetmajur Samiti, called on the leaders and activists of the organisation to remain alert to prevent any irregularities in the distribution of family cards and agricultural cards by the government.

The Jatiya Mukti Council holds a rally, calling on the government to take adequate steps to save the farmers of the haor areas in Sunamganj, Netrakona, Kishoreganj, Moulvibazar and Brahmanbaria, in front of the National Press Club in Dhaka on Friday. — New Age photo

ইত্তেফাক | মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩, ১২ মে ২০২৬

সরকারঘোষিত পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ট্যানারি শ্রমিকদের কর্মবিরতি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের বিসিক চামড়াশিল্প নগরীতে সরকারঘোষিত পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন ট্যানারি শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার দুপুরে বিভিন্ন ট্যানারির দুই শতাধিক শ্রমিক এপেক্স ট্যানারির সামনে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন।

শ্রমিকরা জানান, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী ট্যানারি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার ১ টাকা নির্ধারণ করে পাঁচ গ্রেডের পে-স্কেল ঘোষণা করা হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। তারা আরো জানান, গত ৮ এপ্রিল শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে চুক্তি হলেও এখন পর্যন্ত বেতন কাঠামো কার্যকর করা হয়নি। বর্তমানে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আমরা যা বেতন পাই তাতে আমাদের চলছে না। তাই দ্রুত পে-স্কেল বাস্তবায়ন না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ৭ মে ২০২৬

বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করাসহ ৫ দফা দাবি

● রংপুর ব্যুরো

বাজেটে বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করা, নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তারা। মানববন্ধন শেষে রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পাঁচ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অন্য দাবিগুলো হলো– বিড়ি শ্রমিকদের কর্মদিবস বৃদ্ধি করা, বিড়ি ফ্যাক্টরির লাইসেন্স থাকলেই ব্যান্ডরোল উত্তোলন বাধ্যতামূলক করা এবং নকল বিড়ি উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি একটি দেশীয় শ্রমিকনির্ভর শিল্প। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলসহ সারা দেশে ১৮ লাখ সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক বিড়ি কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত সরকার এই শিল্প ধ্বংস করতে বিদেশি সিগারেট কোম্পানিগুলোকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। ফলে প্রকৃত রাজস্ব প্রদানকারী বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইত্তেফাক
১৪ মে ২০২৬

পাঁচ দাবিতে বগুড়ায় বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

দেশীয় শ্রমনির্ভর বিড়ি শিল্প টিকিয়ে রাখতে পাঁচ দফা দাবি নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বগুড়া জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। গতকাল বুধবার সকালে বগুড়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অফিসের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধন শেষে বগুড়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের সহকারী কমিশনারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অন্য দাবিগুলো হলো বাজেটে বিড়ির শুল্ক বৃদ্ধি না করা, বিড়ি শ্রমিকদের কর্ম দিবস বৃদ্ধি করা, নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা, বিড়ি ফ্যাক্টরির লাইসেন্স থাকলেই ব্যান্ডরোল উত্তোলন বাধ্যতামূলক করা এবং নকল বিড়ি উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি একটি দেশীয় শ্রমনির্ভর শিল্প, যার ওপর নির্ভর করে সারা দেশের প্রায় ১৮ লাখ শ্রমিকের জীবন জীবিকা। এ শিল্পে ক্রমাগত শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। অতিরিক্ত শুল্কের চাপে একের পর এক বিড়ি কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হচ্ছেন। সুতরাং বিড়ি শিল্প ও শ্রমিকদের কর্মরক্ষার্থে আসন্ন বাজেটে বিড়ি শিল্পের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি না করার অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন, লুৎফর রহমান, আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল গফুর প্রমুখ। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 14 May 2026
Dhaka : Thursday 14 May 2026

কমলগঞ্জে বন্ধ ক্যামেলিয়া হাসপাতাল খুলে দেয়ার দাবিতে চা শ্রমিকদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, কমলগঞ্জ

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে দীর্ঘদিন যাবত. বন্ধ থাকা ক্যামেলিয়া হাসপাতাল দ্রুত চালুর দাবিতে মানববন্ধন অণুষ্ঠিত হয়েছে।

"চা শ্রমিকদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতেই হবে" এই প্রতিপাদ্যকে প্রাধান্য দিয়ে মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ৯টায় শমশেরনগর চা বাগান ফ্যাক্টরির সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচীতে বিভিন্ন বাগানের হাজারো চা শ্রমিক অংশ নেন। শমশেরনগর, কানিহাটি, বাঘীছড়া, দেওছড়া ও ডাবলছড়া চা ,বাগানের বাগান পঞ্চায়েত, শ্রমিক, ছাত্র এবং যুবকদের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে দ্রুত হাসপাতালটি চালু করার দাবী জানানো হয়। শমশেরনগর চা বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীকান্ত কানু গোপাল এর সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি, সাবেক ইউপি সদস্য ও শ্রমিক নেতা সীতারাম বিন, শিক্ষক ও শ্রমিক নেতা নির্মল দাস পাইনকা, শমশেরনগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইয়াকুব মিয়া, মহন লাল রবিদাস, ইউপি সদস্য নমিতা সিংহ, শ্রমিক সর্দার জামাল মিয়া, যুবনেতা সজল কৈরি, বাবলু মাদ্রাজী প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, গত ২৬ মার্চ রাতে শমশেরনগর চা-বাগানের শ্রমিক বাবুল রবিদাসের ১৩ বছর বয়সী মেয়ে ঐশী রবিদাস অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং পরদিন সকালে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের একটা অংশ হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্টাফদের অবরুদ্ধ করে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ওই ঘটনার পর থেকেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অজুহাতে চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে দেয়, যা এখনো চালু হয়নি। এতে কওে ক্যামেলিয়া হাসপাতাল বন্ধ থাকায় কমলগঞ্জ ও আশপাশের ৩৫টি চা বাগানের প্রায় এক লাখ শ্রমিক ও তাদের পরিবার চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন। জরুরি চিকিৎসা, মাতৃসেবা, শিশু চিকিৎসা এবং দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হ"ছেন তারা।

শ্রমিক নেতারা বলেন, অধিকাংশ চা শ্রমিকের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় তারা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারেন না। ফলে সাধারণ জ্বর-সর্দি থেকে শুরু কওে প্রসূতি মায়েদের জটিলতা পর্যন্ত নানা সমস্যা নিয়ে মানবেতর জীবন কাটা"ছেন তারা। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি বলেন,'চা শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এখনও অনিশ্চিত। হাসপাতালটি দ্রুত চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।'

শ্রমিক নেতা সিতারাম বিন, নির্মল দাস পাইনকা ও ইউপি সদস্য ইয়াকুব মিয়া বলেন, 'একটি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার পরিবার। এটি বন্ধ থাকা মানে পুরো শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।' এ বিষয়ে কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে হাসপাতালটি খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাংলাদেশের চা শিল্পে কমর্রত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সংকট রয়েছে। অধিকাংশ বাগানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, ওষুধ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব। বিশেষ করে নারী শ্রমিক ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা সীমিত বলে. বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রমিক নেতারা অভিযোগ করে আসছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চা শিল্প দেশের রপ্তানি আয় ও ঐতিহ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আরো কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

ক্যামেলিয়া হাসপাতাল পুনরায় চালু করা শুধু একটি হাসপাতাল খোলার বিষয় নয়, বরং হাজারো শ্রমিক পরিবারের ন্যূনতম স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার দাবি।

NEW AGE
...AY, MAY 14, ...
SUNDAY, MAY 17, 2026, JYAISHTHA 3, 1433 BS

The victims of Rana Plaza collapse and Tazreen Fashion fire incidents hold a press conference, demanding compensation, at the National Press Club in the capital on Saturday. — New Age photo

NEW AGE 14 MAY 2026

The Sramik Karmachari Oikya Parishad stages a protest rally, demanding payment of May wages and Eid bonuses before Eid-ul-Azha and punishment for recruiting agencies accused of defrauding people in the name of overseas employment, in front of the National Press Club in Dhaka on Wednesday. — New Age photo

NEW AGE TUESDAY, MAY 19, 2026,

Passengers suffer as Rajshahi transport workers go on strike

Staff Correspondent · Rajshahi

BUS communication between Rajshahi and the rest of the country remained suspended on Monday as transport workers went on strike for an indefinite period without prior notice, causing immense suffering to passengers.

The workers said that they had enforced the strike in protest at the 'pocket' committee of the Rajshahi District Motor Workers Union, recently announced by central leaders.

According to the transport workers, Bangladesh Road Transport Workers Federation on Sunday announced a new 21-member committee of the Rajshahi District Motor Workers Union.

In the new committee, convener of Rajshahi Metropolitan Sramik Dal Rafiqul Islam Pakhi has been made president and Mominul Islam Momin general secretary.

But a section of workers rejected the committee, describing it as an imposed 'pocket committee', enforcing the strike from Monday morning.

The agitating workers said that the union's elected general secretary Mahtab Hossain Chowdhury went into hiding after the fall of the Awami League regime, after which Pakhi assumed charge as acting general secretary.

They alleged that Pakhi had repeatedly harassed workers and led outsiders in carrying out an attack on them with crude bombs and gunfire last month.

Demanding the immediate cancellation of the new committee, they called for formation of a three-month convening committee along with a clear road map for elections to the union.

Nazrul Islam Helal, general secretary of the Rajshahi Road Transport Group, told New Age that the agitating workers informed him that they would not accept any unelected committee.

'As they are demanding elections, I have already spoken to the district administration, police and Rajshahi City Corporation and suggested that the newly announced committee be suspended giving charge to an ad hoc committee that will hold the election soon,' he said.

Visits to several bus terminals in the city found a large number of passengers waiting for hours as services stalled.

Many passengers expressed frustration, saying that they became victims of repeated transport shutdowns triggered by internal conflicts among transport workers.

Habibur Rahman, a jobholder, who was found at a bus counter at Shiroil Bus Terminal, said that he took leave early to return to his home in Cumilla ahead of Eid, but came to know about the service shutdown only after reaching the terminal.

'Transport workers in Rajshahi frequently enforce such programmes, causing immense suffering to ordinary passengers like us,' he said.

Another passenger, Rafiqul Islam, said that he must go to Dhaka to attend an important matter at the High Court.

'Now I will have to go to Natore first by three-wheeler and then catch a bus from there. It will cost extra and waste a lot of time,' he said.

Earlier in April, transport workers enforced bus strikes twice following internal rivalry over control of the Rajshahi District Motor Workers' Union.

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৯ মে ২০২৬

আশুলিয়ায় চার কারখানার শ্রমিকদের মানববন্ধন

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া চারটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো সমাধান না পাওয়ায় তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা ইপিজেডের পুরাতন জোনের মূল ফটকের সামনে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে এক্টর স্পোর্টিং কারখানার শ্রমিকরা। এতে সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেয় বন্ধ হয়ে যাওয়া সাউথ চায়না লিমিটেড, গোল্ডট্রেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড এবং গোল্ডট্রেক্স টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, গত বছরের শেষের দিকে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ঢাকা ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হলেও কোনো কার্যকর সমাধান আসেনি। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানি আমাদের কোনো বেতন দেয়নি। তখন ইপিজেড কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল, কোম্পানি বেতন না দিলে তারা শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু ডিসেম্বরের ১ তারিখ হঠাৎ করে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় পার হলেও কেউ কোনো টাকা পায়নি।

ভুক্তভোগী শ্রমিক গোলাম হোসেন বলেন, ইপিজেডের কর্মকর্তারা আমাদের বলেছিলেন, কোম্পানি পাওনা পরিশোধ করলে এক মাসের মধ্যে শ্রমিকদের সব টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা বারবার যোগাযোগ করেও কোনো সমাধান পাইনি। নতুন সরকার গঠনের পরও আমাদের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

শ্রমিকরা জানান, তারা শ্রম মন্ত্রণালয়, বেপজা এবং বিজিএমইএ বরাবর স্মারকলিপি দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাননি। প্রায় ১০ মাস ধরে তারা পাওনা আদায়ের জন্য ঘুরছেন, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই কার্যকর সহযোগিতা মিলছে না।

. ২২ মে ২০২৬ ইত্তেফাক

বড়পুকুরিয়ায় কয়লাখনি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কোল ফেইস বোনাস দাবি

■ ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে খনির আবাসিক গেটে অবস্থান নিয়ে ১৪০৬ নম্বর কোল ফেইস বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশসহ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন কয়লাখনির শ্রমিকরা। বক্তারা বলেন, খনির ভূগর্ভের ১৪০৬ নম্বর কোল ফেইসের কয়লা মজুত কয়লা উত্তোলন জানুয়ারি মাসে শেষ হলেও এখন পর্যন্ত ঐ কোল ফেইসের বোনাস শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। ঈদের আগে ফেইস বোনাস দেওয়া না হলে কয়লাখনির কোনো কর্মকর্তাকে বাড়ি যেতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন তারা। তারা বলেন, আগামী শনিবার থেকে প্রতিদিন দুই ঘণ্টাব্যাপী কর্মবিরতি পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণ না হলে ঈদের জামাত খনি গেটেই করাসহ কঠোর আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা হবে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (এমডি-মাইনিং) খান মো. জাফর সাদিক বলেন, বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের বিষয়টিতে কিছু জটিলতা রয়েছে, সেই জটিলতা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সুরাহা করার চেষ্টা চলছে। খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। তিনিও বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলছেন। আশা করা যায় খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে।

সমকাল রোববার। ১৭ মে ২০২৬

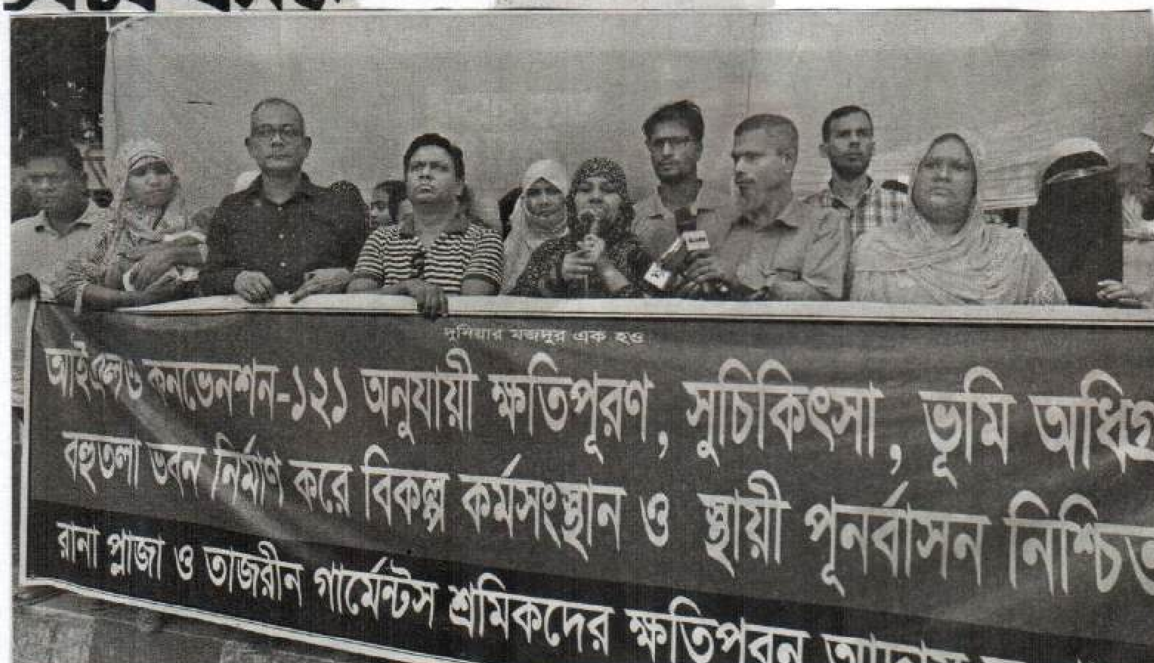

আইএলও কনভেনশন-১২১ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, সুচিকিৎসা, ভূমি অধিগ্রহণ, বহুতল ভবন নির্মাণ করে বিকল্প কর্মসংস্থান ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবিতে রানা প্লাজা ও তাজরীন গার্মেন্টি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায় সংগ্রাম কমিটির মানববন্ধন। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ■ সমকাল

রানা প্লাজা ও তাজরীনের ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

ঈদের আগে ক্ষতিপূরণ না পেলে সচিবালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

চিকিৎসা, স্থায়ী পুনর্বাসন, ন্যায্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণসহ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব দাবি জানান। ঈদুল আজহার আগে দাবি মানা না হলে সচিবালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে তাজরীন ফ্যাশনসে আহত শ্রমিক জরিনা বেগম বলেন, ২০১২ সালে আশুলিয়ার তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকরা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অনাহার, মানসিক যন্ত্রণা এবং সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অসহনীয় বাস্তবতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী এসব শ্রমিকের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, উন্নত চিকিৎসা, বিকল্প কর্মসংস্থান ও স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর আশুলিয়ায় তাজরীনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১৪ জন শ্রমিক নিহত হন এবং বহু শ্রমিক গুরুতর আহত হন। চার মাস পর ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধসে এক হাজার ১৩৮ জনেরও বেশি শ্রমিক নিহত এবং আড়াই হাজারের বেশি শ্রমিক আহত হন।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

মহাখালীতে সড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের

যুগান্তর প্রতিবেদন

বকেয়া বেতন-বোনাসের দাবিতে রাজধানীর মহাখালীতে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। বুধবার সকালে নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা এ আন্দোলন করেন। এতে সড়কের একপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের অনুরোধে বেলা সোয়া ১১টার দিকে আন্দোলনকারীরা রাস্তা ছেড়ে চলে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিষয়টি নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়, তেজগাঁও লিংক রোডে বটতলা ক্রসিং থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার দূরে নাসা গ্রুপের ২০০/২৫০ জন (আনুমানিক) কর্মচারী বেতন ও বোনাসের দাবিতে রাস্তার একপাশ বন্ধ করে আন্দোলন করছেন। এর ফলে তেজগাঁও লিংক রোডে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যরা নিয়োজিত রয়েছে এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। এ পথের চালকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়।

জানতে চাইলে তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান জানান, সকালে নাসা গার্মেন্টের কর্মচারীরা বেতন-ভাতার দাবিতে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। পরে আমাদের অনুরোধে তারা প্রধান সড়ক ছেড়ে চলে যান। বিষয়টি সুরাহা করতে গার্মেন্টকর্মীদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের টিমসহ বৈঠকে বসে।

সময়ের আলো বুধবার। ২০ মে ২০২৬।

শুল্ক বৃদ্ধি না করাসহ ৫ দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। গত সোমবার সকালে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।৫ শ্রমিকদের অন্য দাবিগুলো হলো– কর্ম দিবস বৃদ্ধি করা, নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা, বিড়ি ফ্যাক্টরির লাইসেন্স থাকলেই ব্যান্ডরোল উত্তোলন বাধ্যতামূলক করা এবং নকল বিড়ি উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিড়ি একটি দেশীয় শ্রমনির্ভর শিল্প, যার ওপর হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা ও শারীরিক বিকলাঙ্গসহ দেশের প্রায় ১৮ লাখ শ্রমিকের জীবন-জীবিকা। বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানির ষড়যন্ত্রের কারণে এ শিল্পে ক্রমাগত শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে। অতিরিক্ত শুল্কের চাপে একের পর এক বিড়ি কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হচ্ছেন। তাই অসহায় শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের মতো বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতি অনুরোধ জানান তারা।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 21 May 2026

কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত: প্রতিবাদে খুলনায় শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ-ভাঙচুর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা

কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত আরোপ করে রপ্তানি বন্ধের প্রতিবাদে এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে খুলনায় পাটশ্রমিকরা বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে নগরের দৌলতপুরে বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএ) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

খুলনার দৌলতপুর জুট প্রেস অ্যান্ড বেলিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ব্যানারে শ্রমিকরা নগরের রেলিগেট মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে তারা বিজেএ ভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন। এসময় সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বিজেএ কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে জানালার কাচ ভাঙচুর করেন এবং কার্যালয় ঘেরাও করে রাখেন। এতে সেখানে চলমান সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে আসা পাটব্যবসায়ী ও গণমাধ্যমকর্মীরা কিছু সময়ের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক পাট ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থে কাঁচা পাটকে শর্তযুক্ত রপ্তানি পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর ফলে প্রায় ৯ মাস ধরে দেশের প্রায় ৪০টি জুট প্রেস বন্ধ রয়েছে। এতে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

তারা অবিলম্বে কাঁচা পাটকে শর্তযুক্ত রপ্তানি পণ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান। একই সঙ্গে সাবেক পাট উপদেষ্টাকে গ্রেপ্তার এবং বর্তমান পাটমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দেন শ্রমিকরা।

এদিকে একই সময়ে বিজেএ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা বলেন, দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পর প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কাঁচা পাট উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত পাট রপ্তানি করে বছরে প্রায় ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। কিন্তু কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত আরোপের ফলে ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এবং কৃষকরাও ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • May 22, 2026

RAW JUTE EXPORT BAN

Khulna workers block road for 3rd straight day

KHULNA, May 21 (UNB): Jute workers in Khulna blocked a road for the third consecutive day on Thursday, demanding the unconditional withdrawal of the ban on raw jute exports and compensation for workers who lost their jobs due to the suspension of exports.

The workers–under the banner of the Daulatpur Jute Press and Baling Workers' Union–took to the Khulna–Jashore Highway around 10:00am and blocked the stretch from Religate to Daulatpur in the city.

A large number of women also joined the demonstrations in support of the movement, staging protest marches and occupying the highway alongside the workers.

Workers placed logs and bamboo poles on the road, halting vehicular movement and causing suffering for commuters as vehicles remained stranded on both sides of the highway. They withdrew the blockade after an hour, around 11:00am. The protesting workers said the Ministry of Textiles and Jute imposed a ban on raw jute exports on September 8 last year, effectively halting overseas shipments.

NEW AGE
THURSDAY, MAY 21, 2026,

SKOP leaders demand special allocation for labourers in upcoming budget

Staff Correspondent

LEADERS of the Sramik Karmachari Oikya Parishad at a rally in Dhaka on Wednesday called on the government to keep special allocation in the upcoming budget for the welfares of the labourers.

SKOP, a combine of 14 labour right bodies, organised the rally in front of the National Press Club, which was chaired by labour leader Nurul Amin.

Calling on the government to keep special allocation in the upcoming budget for the welfares of the labourers, SKOP leader Anwar Hossain urged to reopen more than 25 closed state owned jute and sugar mills and run the mills in state ownership.

Labour leader Abdul Kader Hawlader also called on the government to take steps for increasing wages of the workers.

Labour leaders Chowdhury Ashiqul Alam, Saifuzzaman Badsha, Shamim Ara, Ahsan Habib Bulbul, Fayez Hossain and Kazi Ruhul Amin, among others, spoke at the rally.

The rally was followed by a procession that paraded different city roads.

After the procession, a delegation of labour leaders led by Fayez Hossain handed over a memorandum to the finance minister Amir Khoshru Mahmud Chowdhury in the Bangladesh Secretariat.

The Sramik Karmachari Oikya Parishad holds a rally, calling on the government to keep special allocation in the upcoming budget for the welfares of the labourers, in front of the National Press Club in Dhaka on Wednesday. — New Age photo

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 22 May 2026

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ —সংবাদ

শ্রীপুরে বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ

প্রতিনিধি, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঈদুল-আজহার ১১ দিন ছুটি, বকেয়া ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ, মে মাসের পূর্ণ বেতন এবং কয়েকজন কর্মকর্তার অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করেছে শ্রমিকেরা। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে।

গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার বহেরারচালা (কেওয়া পশ্চিমখণ্ড) এলাকার মিতালী গ্রুপের কেএসএস নিট কম্পোজিট লিমিটেড পোশাক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে, সুইং সেকশনের কিছু শ্রমিক পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বে-আইনি ধর্মঘট, অন্য শ্রমিকদের কাজে বাধা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান এবং উৎপাদন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এসব বিষয় উল্লেখ করে গত বুধবার কারখানা ছুটির পর কর্তৃপক্ষ গতকাল হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে কারখানা বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয়। আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা জানায়, আসন্ন ঈদুল-আজহা উপলক্ষে ১১ দিনের ছুটি এবং কয়েকজন কর্মকর্তার অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে তারা কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। গত বুধবার শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি জানায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে। ওইদিন ডিউটি শেষে কর্তৃপক্ষ কারখানা ছুটি দিয়ে দেয়। গতকাল সকালে শ্রমিকেরা কারখানায় গিয়ে বন্ধের নোটিশ টানানো এবং পুলিশ সদস্যদেরকে দেখতে পায়। এতে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এ সময় শ্রমিকেরা কারখানায় জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে কারখানায় ভাংচুরের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েকজন শ্রমিককে লাঠিপেটা করেন। এতে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

শ্রমিকেরা আরও বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে মে মাসের পুরো বেতন এবং দুর্নীতিবাজ কয়েকজন কর্মকর্তার অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাদের ছুটির দাবি মেনে নিয়ে আজ পূর্ণ দিবস কাজ করতে বললে তারা রাজি হননি। সকালে কারখানায় কাজে যোগ দিতে এসে বন্ধের নোটিশ এবং পুলিশ দেখতে পায়। পরে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় তাদের কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়। বকেয়া বেতন না দিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ পুলিশ দিয়ে শ্রমিকদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে দাবি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, মিতালী গ্রুপের কেএসএস নিট কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে মানবসম্পদ ও প্রশাসন (এইচআর অ্যান্ড এডমিন) বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ. এম. নুরুল আমিন স্বাক্ষরিত কারখানা বন্ধের নোটিশে কর্তৃপক্ষ দাবি করে, কেএসএস নীট কম্পোজিট (গার্মেন্টস

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রীপুরে বেতনের দাবিতে পোশাক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগ) ঈদ উপলক্ষে ২০ দিনের অগ্রিম বেতন এবং ১০ দিনের ছুটি ঘোষণা করে পূর্বেই নোটিশ প্রদান করেছে। কিন্তু গত ১৯ এবং ২০ মে সুইং সেকশনের কিছু শ্রমিক পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বে-আইনি ধর্মঘট, অন্য শ্রমিকদের কাজে বাধা প্রদান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান এবং উৎপাদন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। কারখানার নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উৎপাদন কার্যক্রম রক্ষার্থে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩ (১) অনুযায়ী গতকাল হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হলো। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় ও প্রাপ্য সুবিধা আইনানুগভাবে প্রদান করা হবে। পরবর্তী নির্দেশনা যথাসময়ে নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) আমজাদ হোসাইন বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ রাত ১২টার দিকে বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দেয়। সকালে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিতে এসে বন্ধের নোটিশ দেখে জোরপূর্বক কারখানায় প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় বাধা দিলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ শ্রমিকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত আছে এবং কারখানায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

NEW AGE TUESDAY, MAY 26, 2026,

RMG workers block highway at Ashulia for dues

JU Correspondent

Workers of a garment factory at Dhaka's Ashulia industrial belt blocked the Nabinagar-Chandra highway on Monday, demanding payment of arrears.

Employees of readymade garment factory Energypac staged the protest on the highway in Baraipara area of Ashulia at around 11:00am, halting traffic for about an hour.

Protesting workers said that the factory management had failed to pay their April wages despite making repeated promises to clear the dues in installments.

They also said that with nonpayment of dues ahead of Eid-ul-Azha frustrated their preparations for the festival.

'We have waited through several assurances, but the salary has not been paid,' said protester Monira Khatun.

'Eid is approaching, and without our wages, our celebrations will be ruined,' she added.

'We are struggling to manage basic household expenses,' she further said.

The workers withdrew the blockade at about 12:00 noon after intervention by the Industrial Police, who assured them that discussions would be held with the factory authorities over the payment issue.

Mominul Islam Bhuiyan, superintendent of Ashulia Industrial Police-1, said that the workers had blocked the highway for payment of their outstanding April wages.

'We held talks with the factory authorities regarding the workers' unpaid wages,' he said.

After receiving assurances, the workers cleared the highway and traffic movement returned to normal, said Mominul Islam Bhuiyan.

প্রথম আলো সংবাদপত্রে বিল্‌স

শুক্রবার, ১ মে ২০২৬, ১৮

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পরিবহন খাতে। আর বেশি আহত হয়েছেন পোশাকশ্রমিকেরা। এমন প্রেক্ষাপটে আজ শুক্রবার পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত, আসবে এবার নবপ্রভাত'। দিবসটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাণী দিয়েছেন।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষই যেকোনো দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আর অগ্রযাত্রার প্রধান অবলম্বন। শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমেই গড়ে ওঠে শিল্প, কৃষি, অবকাঠামো ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি। সুতরাং তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন,

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানতম অঙ্গীকার।

১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকেরা কাজের সময়সীমা আট ঘণ্টা নির্ধারণ, কাজের উন্নত পরিবেশ, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সেদিন দাবি আদায়ের জন্য পথে নেমে এসেছিলেন।

কিন্তু বিক্ষোভ দমনে সেদিন বর্বর কায়দা অবলম্বন করা হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রমিকেরা। সে ঘটনায় তখন সারা বিশ্ব সোচ্চার হয়ে ওঠে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় শিকাগোর শ্রমিকদের আত্মদানের মধ্য দিয়েই।

শতাব্দী পেরোলেও দেশের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) সংবাদপত্রভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে নিহত ১৮৬ শ্রমিকের মধ্যে ১৮৫ জন পুরুষ ও ১ জন নারী। খাতভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে পরিবহন খাতে। কৃষিতে ১৯, নির্মাণে ১৪, প্রবাসী শ্রমিক ১১, দিনমজুর ১১, মৎস্য খাতে ৯, বিদ্যুৎ খাতে ৬ এবং অন্যান্য খাতে ৯ জন নিহত হন।

একই সময়ে আহত হয়েছেন ৩৩৫ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ৩১৯ জন পুরুষ ও ১৬ জন নারী। পোশাক খাতে সর্বোচ্চ ২৫০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এ ছাড়া ওয়ার্কশপ, পরিবহন, মৎস্য, পাদুকাশিল্প, স্টিলমিল, নির্মাণ ও হোটেল-রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন খাতে আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত বছরের চিত্রও উদ্বেগজনক। বিলসের হিসাবে, ২০২৫ সালের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৫ শ্রমিক নিহত হন। এর মধ্যে ৪৩৯ জনই পরিবহন খাতের। কৃষিতে ৭৩, নির্মাণে ৬৭, মৎস্যে ৩৫, দিনমজুর ৩২ এবং বিদ্যুৎসহ অন্যান্য খাতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শ্রমিক প্রাণ হারান।

কর্মসূচি

মহান মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা।

আজ শুক্রবার শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শ্রমিক সমাবেশ করবে বিএনপি। বেলা দুইটায় অনুষ্ঠেয় এই সমাবেশে বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ ছাড়া বেলা তিনটায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে পৃথক সমাবেশ করবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান।

পৃথক সমাবেশ করবে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ সকাল নয়টায় বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে এই সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। এ ছাড়া বেলা তিনটায় শাহবাগে জাতীয় শ্রমিক শক্তির সমাবেশে বক্তব্য দেবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

সময়ের আলো সোমবার। ১১ মে ২০২৬।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য দরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মর্যাদা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ– বিলসের উদ্যোগে আয়োজিত মহান মে দিবস ২০২৬ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন। 'গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা' শীর্ষক এই স্মারক বক্তৃতা গতকাল রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিলস চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান ভূঁঞার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আবুল মোমেন। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষি মন্ত্রণালয়বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিলস মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিলস নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। স্মারক বক্তৃতায় আবুল মোমেন উল্লেখ করেন, লুটপাটের মাধ্যমে বিত্তবানের জন্য ঊর্ধ্বমুখী শ্রেণি-উত্তরণের পথ কেবল সুগমই হয়নি, এর যাত্রীও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এ ছাড়া ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসে, প্রথাসর্বস্ব আচারের সংস্কৃতি শ্রমজীবীসহ সমাজের ওপর রীতিমতো চেপে বসেছে।